কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক—১২৭

অভিহিতান্বয়বাদ

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
এম. এ. (ত্রৈধ), পি-এইচ. ডি.
রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজ, নরেন্দ্রপুর

সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা
১৯৮৬

প্রথম অধ্যায়

বাক্যের স্বরূপ

মীমাংসাশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির বিধায়ক বাক্য সকলের সম্যক্ বিচার এবং প্রয়োগের সার্থকতা-সমর্থন করা। যেহেতু মীমাংসার উদ্দেশ্য বেদার্থ বিচার এবং বেদ বাক্যাত্মক, সেই হেতু মীমাংসাশাস্ত্রে বাক্যের স্থান উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদি তাহাই হয়, তবে বাক্য কি ? এই প্রশ্নটি প্রথমেই অনিবার্য হইয়া পড়ে।

বাক্যের নানাভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।[১] মীমাংসাসূত্রকার পরমর্ষি জৈমিনিও বাক্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। ভগবান্ সূত্রকারের মতে বেদের মন্ত্রভাগকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে। আর সেই তিনভাগ হইল ঋক্, সাম ও যজুঃ।

মন্ত্র সকলের মধ্যে যে সকল মন্ত্র এক একটি পরিপূর্ণ অর্থের বোধক এবং যাহা ছন্দে বদ্ধ, তাহাই ঋক্ নামে অভিহিত।[২] যে সকল মন্ত্র গেয়, সেইগুলি সাম।[৩] ঋক্ এবং সাম ব্যতীত অবশিষ্ট মন্ত্র যজুঃ।[৪]

ইহার পরে আটটি সূত্রে সূত্রকার দেখাইয়াছেন নিগদ নামে মন্ত্রের আর কোনও বিভাগ সম্ভব নয়। নিগদ যজুর্মন্ত্রেরই অন্তর্গত।

ঋক্ এবং সামের সুস্পষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের চিনিতে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকিবার কথা নয়। কেন না ঋক্‌কে হইতে হইবে পাদবদ্ধ এবং সামকে প্রগেয়। কিন্তু একটি যজু'র পরিমাণ কতখানি ? অর্থাৎ একটি যজুঃ কোনখান হইতে আরম্ভ হইয়া কোথায় যাইয়া শেষ হইবে, সে বিষয়ে স্বতঃই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।[৫] এবং এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবেই

---

১ বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ। সাহিত্য দর্পণ ২।১

২ তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা, মীমাংসাসূত্র ২।১।৩৫

৩ গীতিষু সামাখ্যা ঐ ২।১।৩৬

৪ শেষে যজুঃশব্দঃ ঐ ২।১।৩৭

৫ অথ প্রশ্লিষ্টপঠিতেষু যজুঃষু কথমবগম্যেত যদেকং যজুরিতি। ২।১।৩৭ মীমাংসা সূত্রে শাবরভাষ্য।

প্রথম অধ্যায়

বাক্যের স্বরূপ

মীমাংসাশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির বিধায়ক বাক্য সকলের সম্যক্ বিচার এবং প্রয়োগের সার্থকতা-সমর্থন করা। যেহেতু মীমাংসার উদ্দেশ্য বেদার্থ বিচার এবং বেদ বাক্যাত্মক, সেই হেতু মীমাংসাশাস্ত্রে বাক্যের স্থান উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যদি তাহাই হয়, তবে বাক্য কি? এই প্রশ্নটি প্রথমেই অনিবার্য হইয়া পড়ে।

বাক্যের নানাভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।[১] মীমাংসাসূত্রকার পরমর্ষি জৈমিনিও বাক্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। ভগবান্ সূত্রকারের মতে বেদের মন্ত্রভাগকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে। আর সেই তিনভাগ হইল ঋক্, সাম ও যজুঃ।

মন্ত্র সকলের মধ্যে যে সকল মন্ত্র এক একটি পরিপূর্ণ অর্থের বোধক এবং যাহা ছন্দে বদ্ধ, তাহাই ঋক্ নামে অভিহিত।[২] যে সকল মন্ত্র গেয়, সেইগুলি সাম।[৩] ঋক্ এবং সাম ব্যতীত অবশিষ্ট মন্ত্র যজুঃ।[৪]

ইহার পরে আটটি সূত্রে সূত্রকার দেখাইয়াছেন নিগদ নামে মন্ত্রের আর কোনও বিভাগ সম্ভব নয়। নিগদ যজুর্মন্ত্রেরই অন্তর্গত।

ঋক্ এবং সামের সুস্পষ্ট লক্ষণ রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের চিনিতে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকিবার কথা নয়। কেন না ঋক্‌কে হইতে হইবে পাদবদ্ধ এবং সামকে প্রগেয়। কিন্তু একটি যজু'র পরিমাণ কতখানি? অর্থাৎ একটি যজুঃ কোনখান হইতে আরম্ভ হইয়া কোথায় যাইয়া শেষ হইবে, সে বিষয়ে স্বতঃই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।[৫] এবং এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবেই

---

১ বাক্যং স্যাদ্ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ। সাহিত্য দর্পণ ২।১

২ তেষামৃগ্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা, মীমাংসাসূত্র ২।১।৩৫

৩ গীতিষু সামাখ্যা ঐ ২।১।৩৬

৪ শেষে যজুঃশব্দঃ ঐ ২।১।৩৭

৫ অথ প্রশ্লিষ্টপঠিতেষু যজুঃষু কথমবগম্যেত যদেকং যজুরিতি। ২।১।৩৭ মীমাংসা সূত্রে শাবরভাষ্য।

জৈমিনি বাক্যের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।[১] জৈমিনিকৃত বাক্য বলিতে আমরা বুঝি :

"যে পদসমষ্টি একটি সমগ্র অর্থ প্রকাশ করে—একটি প্রয়োজন নির্বাহ করে, অথচ তাহার মধ্যে বিভাগ করিলে অর্থাৎ ছেদ দিয়া পৃথক করিয়া দিলে, তাহারা পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয় তাহাই এক একটি বাক্য।"[২] জৈমিনিকৃত বাক্য-সংজ্ঞার নিষ্কৃষ্টার্থ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে জৈমিনির বাক্যসংজ্ঞায় পদ সমষ্টির কোনও উল্লেখ নাই কিন্তু সংজ্ঞাস্থ "সাকাঙ্ক্ষং চেদ্ বিভাগে স্যাৎ" অংশটি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বাক্যের মধ্যে পদ সমষ্টি বা পদ সমুদায় থাকিতেই হইবে, যাহা বিভক্ত হইলে হইবে পরস্পর আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। অতএব জৈমিনি কৃত বাক্যসংজ্ঞায় আমরা বাক্যের তিনটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারি :—

(ক) পদের সমুদায়। একটি পদে বাক্য হওয়া সম্ভব নয়।[৩]

(খ) বাক্যপরিবারের পরিজনেরা অর্থাৎ পদেরা বিভক্ত হইলে সাকাঙ্ক্ষ হইবে এবং

(গ) প্রত্যেক পদের অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য হইবে এক। প্রত্যেকটি পদই হইবে একার্থক। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা বাক্যের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বাক্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রথমেই শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা একান্ত প্রাসঙ্গিক। এখানে বলিয়া রাখা ভালো যে বর্তমান আলোচনায় আমরা পদ এবং শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করিব যদিও ব্যাকরণের মতানুসারে বিভক্তিযুক্ত শব্দই পদ।

জৈমিনি সূত্রের মাধ্যমে নির্দেশ করিয়াছেন যে অর্থের বিধান করাই শব্দের প্রয়োজন।[৪] এবং শব্দের এই প্রয়োজন সর্বজন স্বীকৃত। শবর স্বামীও এই সম্বন্ধে বহুস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন।[৫] মোট কথা, ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির শব্দ হইতে অর্থপ্রতীতি প্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং এই জন্য অনস্বীকার্যও। কিন্তু শব্দ কি?

---

১ অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্বিভাগে স্যাৎ। মীমাংসাসূত্র ২।১।৪৬

২ শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ সম্পাদিত—মীমাংসাদর্শনম্ ১ম খণ্ড। পৃ ২৭৮

৩ সর্বপদেষু চাস্তি বাক্যশক্তিঃ। ন সত্তাং পদার্থো ব্যভিচরতি। বৃক্ষ ইত্যুক্তে অস্তীত্য-বগম্যতে। পাতঞ্জলসূত্র ৩।১৭ ভাষ্য।

৪ শব্দৈস্ত্বর্থবিধিত্বাৎ। জৈমিনিসূত্র ৭।২।১

৫ শব্দানামর্থবিধানং কার্যম্। শাবরভাষ্য পৃঃ ১৫৪২

বর্ণকে শব্দ বলা যায় না। এই হইল আপত্তিকারীর অভিমত। কেন না বর্ণকে শব্দ বলিয়া মানিয়া লইলে শব্দের প্রয়োজন যে অর্থজ্ঞান, তাহা অনুপপন্ন হইয়া পড়িত। যে হেতু বর্ণ কীভাবে অর্থজ্ঞান সাধন করিবে? প্রতিটি বর্ণ হইতে অর্থজ্ঞান সম্ভব নয়। শব্দের যে কোনও একটি বর্ণ উচ্চারণ করিলে তাহা হইতে কোনও অর্থ উপলব্ধ হয় না। ইহা অনুভব সিদ্ধ। আর, তাহা ছাড়া, যে কোনও একটি বর্ণ হইতে অর্থগ্রহণ সম্ভব হইলে অবশিষ্ট অন্যান্য বর্ণের আনর্থক্য হইয়া দাঁড়ায়। যদি বলা যায় বর্ণ সমূহ সম্মিলিতভাবে অর্থের বাচক হইবে? কিন্তু তাহাই বা কী করিয়া সম্ভব? 'গৌঃ' এই শব্দটি ধরা যাউক। এই শব্দটিতে গকার, ঔকার এবং বিসর্জনীয় এই তিনটি বর্ণ আছে। কিন্তু গকার উচ্চারণ করিবার সময় ঔকার এবং বিসর্জনীয় অনুপস্থিত, ঔকার উচ্চারণ করিবার সময় গকার এবং বিসর্জনীয় অনুপস্থিত এবং বিসর্জনীয় যখন উচ্চারিত হইল, তখন গকার এবং ঔকার কোথায়? যদি বলা যায় বর্ণ অন্তর্হিত হইলেও বর্ণের স্মৃতি হইতে অর্থজ্ঞান সম্ভব, তবে তাহার উত্তরে বলা যায়, স্মৃতিও তো ক্ষণিক এবং তাহার ক্ষণিকত্বও তো বর্ণের ক্ষণিকত্বের মতোই।[১]

দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি যাগে সমস্ত অঙ্গের সংহত্যকারিতা অসম্ভব বলিয়া যেমন অপূর্ব কল্পনা দ্বারা সেই স্বরূপতঃ অসম্ভব সংহত্যকারিতা কল্পনা করা হইয়া থাকে, সেই রকম প্রতি বর্ণের অর্থাভিধান অসম্ভব এবং মিলিতভাবে সম্ভব দেখিয়া সংহত্যকারিতা রহিয়াছে বলিয়া বোঝা যায়। এবং সংহত্যকারিতা স্বরূপতঃ অসম্ভব বলিয়া সংস্কার কল্পনা আদৌ অযৌক্তিক নয়।[২]

---

১ অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ। গকারৌকারাবিসর্জনীয়া ইতি ভগবানুপবর্ষঃ। শ্রোত্র-গ্রহণে হ্যর্থে লোকে শব্দশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ। তে চ শ্রোত্রগ্রহণাঃ। যত্ত্বেবমর্থপ্রত্যয়ো নোপ-পদ্যতে। কথম্। একৈকাক্ষরবিজ্ঞানেঽর্থো নোপপদ্যতে। ন চাক্ষরব্যতিরিক্তোঽন্যঃ কশ্চিদস্তি সমুদায়ো নাম যতোঽর্থপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। যদা গকারো ন তদা ঔকারবিসর্জনীয়ৌ যদৌকার বিসর্জনীয়ৌ ন তদা গকারঃ। অতো গকারাদিব্যতিরিক্তোঽন্যো গোশব্দোঽস্তি যতোঽর্থপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ। অন্তর্হিতে শব্দে স্মরণাদর্থপ্রতিপত্তিশ্চেদ্। ন স্মৃতেরপি ক্ষণিকত্বাদ-ক্ষরৈস্তুল্যতা। শাবরভাষ্য পৃঃ ৪৫

২ নন্থ ক্রমবর্তিনামপ্যুৎপত্ত্যপূর্ববশেন যুক্তং সাহিত্যং বর্ণানাঞ্চ কথম্? তেষামপি সংস্কারেণ ভবিষ্যতি। তৎসদ্ভাবে কিং প্রমাণম্, যদেবাগ্নেয়াদিষু যদা হি তেষাং শাস্ত্রেণ সংহত্য কারিতাবগমাৎ স্বরূপতশ্চ তদসম্ভবাদ্ পূর্বং দ্বারং কল্প্যতে তথা বর্ণানামপ্যেকৈকশোঽভিধানা-দর্শনাৎ সকলোচ্চারণে চাবগমাৎ সংহত্যকারিতা নিশ্চিতে স্বরূপেণাসম্ভবাৎ সংস্কারকল্পনং যুক্তমেব। শাস্ত্রদীপিকা পৃঃ ৩৬৭

কিন্তু সংস্কারকে দ্বার করিয়া শব্দ যদি অর্থজ্ঞানের কারণ হয়, তবে শব্দের স্থান গৌণ হইয়া পড়িতে বাধ্য। কেন না সংস্কার ব্যতীত যদি অর্থজ্ঞান সম্ভব না হয় তবে অর্থজ্ঞানের ক্ষেত্রে শব্দাপেক্ষা সংস্কারের স্থানই মুখ্য হইয়া পড়িবে। তাছাড়া লৌকিক বচন এবং শাস্ত্রকার বচনের সঙ্গেও বিরোধ দেখা দিবে। পরন্তু অদৃষ্ট কল্পনার প্রসঙ্গও অনিবার্য হইয়া দাঁড়াইবে।[১] তাই পূর্বপক্ষবাদী বর্ণসমূহকে শব্দ বলিতে সম্মত নহেন। তাঁহারা মনে করেন, শব্দ স্ফোটের মাধ্যমে অর্থজ্ঞান সাধন করিয়া থাকে। এই স্ফোটসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করিব। এইখানে প্রসঙ্গতঃ এই কথা জানাইয়া রাখা ভালো যে ক্ষণবিনাশী বর্ণ সমূহের সংস্কার হইতে স্ফোটকল্পনা এবং স্ফোটকল্পনা হইতে অর্থজ্ঞান সিদ্ধির অপেক্ষা সংস্কার হইতে সরাসরি অর্থজ্ঞান সম্ভবপর হইলে অধিকতর গুরুকল্পনার আবশ্যকতা কি? আর শেষ কথা এই যে স্ফোট প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয় এবং এমন কি প্রমাণান্তরের বিষয়ীভূতও নয়।

অপরপক্ষে শব্দ এবং অর্থের মধ্যে একটা কার্যকারণভাব রহিয়াছে এবং এই কার্যকারণভাব অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। অন্বয় ব্যতিরেকের মাধ্যমে সংস্কার যে অর্থজ্ঞানের উৎপাদন বিষয়ে মুখ্য নয় বরং শব্দই মুখ্য, এ কথাও অবগত হওয়া সম্ভব। অবশ্য শব্দ হইতে অদৃষ্ট কল্পনা রূপ দোষের প্রসঙ্গ হয় বলিয়া যে আপত্তি উঠে, উহাও ভিত্তিহীন। অদৃষ্ট সংস্কারের দ্বারা অদৃষ্ট স্ফোট কল্পনার অপেক্ষা কেবল মাত্র অদৃষ্ট সংস্কার কল্পনা দোষাবহ হইতেই পারে না।

অতএব বর্ণসমূহকেই শব্দ বলিতে হইবে এবং পূর্ব পূর্ব বর্ণের সংস্কার অন্তিম বর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থজ্ঞান সম্পন্ন করাইবে। সুতরাং শব্দ কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসক দ্বিধাহীন। তাঁহার মতেঃ অক্ষরাণ্যেব পদম্। তাহা হইলে স্থির হইল বাক্য পরিবারের পরিজন শব্দ বর্ণাত্মক এবং এই বর্ণাত্মক শব্দের সমুদায়ে বা সমষ্টিতে সৃষ্ট হয় বাক্য। একটি মাত্র শব্দে বাক্য সৃষ্ট হওয়া সম্ভবপর নয়। অবশ্য এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে বাক্যের একটি মাত্র শব্দ কেবল উচ্চারিত হইল। অন্য এক বা একাধিক শব্দ উহ্য থাকিয়া গেল। যেমন শুধু বৃক্ষ কথাটি উচ্চারিত হইলে বুঝিতে হইবে 'অস্তি' কথাটি উহ্য থাকিয়া গিয়াছে। সেই রকম 'গচ্ছ' বলিলে উহ্য 'ত্বম্' শব্দটি স্পষ্ট প্রতীতির বিষয় থাকিয়া যায়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই বিষয় বুঝিতে হইবে।

১ পূর্ববর্ণজনিত সংস্কারসহিতোঽন্ত্যো বর্ণঃ প্রত্যায়ক ইত্যদোষঃ। নন্বেবং শব্দাদর্থং প্রতিপদ্যামহে ইতি লৌকিকং বচনমনুপপন্নং স্যাৎ। শাবরভাষ্য পৃঃ ৪৬-৪৭

এখানে জ্ঞাতব্য এই যে শব্দ বর্ণ ও ধ্বনিভেদে দুই রকম। কণ্ঠ, তালু-প্রভৃতির সংযোগ বিশেষকে আশ্রয় করিয়া গকারাদি যে সকল শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহাকেই বর্ণ বলা হইয়া থাকে। শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতির শব্দকে ধ্বনি নামে অভিহিত করা হয়।[১] মীমাংসকগণ পূর্বোক্ত শব্দের নিত্যতায় বিশ্বাসী। শব্দের নিত্যত্বের প্রশ্নে প্রথমেই যে সমস্ত সন্দেহের অবকাশ দেখা দেয়, সে বিষয়ে এবং তন্নিরাকরণ বিষয়ে আলোচনা না করিলে শব্দের প্রকৃত স্বরূপ বহুলাংশে অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবার কথা। তাই একান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা বর্তমানে অনুসৃত হইবে।

ভগবান জৈমিনির মতে শব্দ এবং অর্থ উভয়েই নিত্য এবং শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ স্বাভাবিক।[২] কিন্তু শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের অভাবই প্রথমে চোখে পড়ে। সম্বন্ধের স্বাভাবিকতা তো দূরের কথা!

আচ্ছা, শব্দ ও অর্থ কী সম্বন্ধের দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইবে? নিমিত্ত-নৈমিত্তিক, আশ্রয়-আশ্রয়ী, কার্য-কারণ ভাব ইত্যাদি—কোনও সম্বন্ধই তো শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্ভবপর নয়। অবশিষ্ট থাকে একমাত্র সংযোগ।[৩] কিন্তু সংযোগসম্বন্ধও তো শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্ভবপর হইতে পারে না। শব্দ ও অর্থের মধ্যে যদি সংযোগ সম্বন্ধ সম্ভবপর হইত তবে শব্দ ও অর্থের একদেশ-বর্তিতাবশতঃ ক্ষুরশব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই মুখ ক্ষতযুক্ত হইত। অথবা মোদক শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই মুখ মোদকে পূর্ণ হইয়া উঠিত।[৪] কিন্তু এই রকম তো কখনই হয় না। সুতরাং শব্দের দেশে বা শব্দের নিকটবর্তী দেশে অর্থ উপলব্ধ হয় না বলিয়া বিন্ধ্য এবং হিমালয় ভিন্ন দেশবর্তিতা হেতু যেমন পরস্পরসম্বন্ধহীন, সেই রকম শব্দ এবং অর্থ ও পরস্পরসম্বন্ধহীন। এই সম্বন্ধাভাবের হেতু দেওয়া হইয়াছে "তদ্দেশানন্তরাদৃষ্টেঃ"[৫] এবং এই হেতুটি অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় প্রথম দৃষ্টিতে। এই স্থলে পূর্বপক্ষীর অনুমানটি নিম্নোক্তরূপ:

---

১ দ্বিবিধঃ শব্দো বর্ণো ধ্বনিশ্চ দ্বয়োরনুগতং শব্দত্বম্। বর্ণবিশেষাঃ ককারাদয়ঃ। ধ্বনিবিশেষাঃ শঙ্খঘোষাদয়ঃ। শাস্ত্রদীপিকা। যুক্তিস্নেহপ্রপূরণী টীকা। পৃঃ ২৬৫

২ ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ···। জৈমিনি সূত্র ১।১।৫

৩ অসম্ভবেন শেষাণাং সংশ্লেষঃ পরিশিষ্যতে।
তস্মিন্নেব চ সম্বন্ধে প্রতীতি র্লৌকিকী ধ্রুবম্॥ ৬　　শ্লোকবার্তিক সম্বন্ধাক্ষেপ।

৪ ······ক্ষুরমোদকশব্দোচ্চারণে মুখস্য পাঠনপূরণে স্যাতাম্। শাবরভাষ্য পৃঃ ৪০

৫ তন্নিষেধমতঃ প্রাহ ন শব্দোঽর্থেন সঙ্গতঃ।
তদ্দেশানন্তরাদৃষ্টেঃ বিন্ধ্যো হিমবতো যথা॥　　শ্লোকবার্তিক। সম্বন্ধাক্ষেপ

শব্দঃ অর্থেন ন সঙ্গতঃ। প্রতিজ্ঞা
তদ্দেশানন্তরাদৃষ্টেঃ। হেতু
হিমালয় বিন্ধ্যবৎ। উদাহরণ

উপরিউক্ত অনুমানের হেতুটি কিন্তু সদ্ধেতু নয়। দুইটি পদার্থের মধ্যে ভিন্নদেশ-বর্তিতা থাকিলেই কি তাহারা সম্বন্ধহীন হইয়া পড়িবে? তাহা যদি হয়, তবে পিতা এবং পুত্রের সমদেশবর্তিতা না থাকিলেও তাহাদের মধ্যে যে জন্যজনক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? আলোচ্য অনুমানের উদাহরণটিও দুষ্ট। বিন্ধ্য এবং হিমালয় পরস্পর ভিন্নদেশে অবস্থিত বলিয়া সম্বন্ধহীন, এই কথা বলা চলে না। এক পৃথিবীস্থিতত্বরূপ সম্বন্ধ তো তাহাদের মধ্যে বর্তমান! উভয়ের মধ্যে যেহেতু সম্বন্ধ রহিয়াছে অতএব সম্বন্ধের অভাব রূপ সাধ্যের অবর্তমানে দৃষ্টান্তে সাধ্যহীনতা দোষ থাকিয়া গেল। বস্তুতঃ মীমাংসক শব্দ এবং অর্থের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। পূর্বপক্ষী যদি সংযোগসম্বন্ধাভাব সাধন করিতে চাহেন, তবে যাহা সিদ্ধ রহিয়াছে তাহাই সাধিত করার ফলে সিদ্ধসাধ্যতা দোষ হইয়া যাইবে।[১]

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ সমবায় হইতে পারে না। কেন না, শব্দ এবং অর্থ অযুত সিদ্ধ নয়, কিন্তু যুতসিদ্ধ।[২] যুতসিদ্ধ বলিতে পৃথক সিদ্ধ বুঝায়। অর্থাৎ যে পদার্থদ্বয় পরস্পর-পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিত পারে। পৃথক্‌ভাবে পরস্পর যাহাদের অবস্থান সম্ভব তাহাদেরই যুতসিদ্ধ বলা হয়। যুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ সমবায় হওয়া সম্ভবপর নয়। যেমন দণ্ডবান্ ব্যক্তির সহিত যে সম্বন্ধ, তাহা যুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ। যে হেতু দণ্ডরূপ পদার্থটি ওই পুরুষটিকে ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে এবং পুরুষেরও দণ্ডব্যতিরেকে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান সম্ভব। পক্ষান্তরে, যে স্থলে সমবায় সম্বন্ধ থাকে, তথায় সেই সম্বন্ধের আশ্রয় পদার্থদ্বয়ের পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি অসম্ভব। যেমন জাতি, ব্যক্তি, দ্রব্য, গুণ, কার্য, কারণ প্রভৃতি। শব্দ ও অর্থের এই প্রকার অযুতসিদ্ধতা, কিন্তু আদৌ

---

১ শক্তিরূপং গৃহীতত্বাৎ সংশ্লেষো যদি বার্যতে।
সম্বন্ধসিদ্ধ-সাধ্যত্বমথ সম্বন্ধমাত্রকম্ ॥
পিতাপুত্রাদি সম্বন্ধৈরনৈকান্তঃ প্রসজ্যতে।
একত্বমাদি সম্বন্ধাদ্ দৃষ্টান্তে সাধ্যহীনতা ॥ ৯-১০ শ্লোকবার্ত্তিক। সম্বন্ধাক্ষেপ

২ নন্থ সংযোগাভাবেঽপি সমবায়াদি সম্বন্ধান্তরং ভবিষ্যতি।......ন তাবৎ সমবায়ো যুতসিদ্ধত্বাৎ। শাস্ত্রদীপিকা। যুক্তিস্নেহপ্রপূরণী টীকা পৃঃ ২৫৪।

সম্ভব নয়। যে হেতু শব্দের স্থিতি এক স্থানে, এবং অর্থের স্থিতি অন্য এক স্থানে। ঘটাদি শব্দ থাকে উচ্চারয়িতার মুখে আর ঘটাদি পদার্থ থাকে ভূতল প্রভৃতি স্থলে। সুতরাং শব্দ এবং অর্থ অযুতসিদ্ধ নয় এবং যুতসিদ্ধ বলিয়া তাহাদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

যদি সংযোগ এবং সমবায় সম্বন্ধ সম্ভব না হয়, তবে এতদ্দ্বয়সম্বন্ধনিষ্ঠ সংযুক্তসমবায়াদি সম্বন্ধের কল্পনা অবাস্তব।[১] যেমন ভূতল ও ঘট অথবা ঘট এবং জল প্রভৃতির মধ্যে আশ্রয়াশ্রয়িভাব আছে, শব্দ এবং অর্থের মধ্যে তাদৃশ কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কারণ শব্দ ও অর্থের আশ্রয় এক নয়। ক্ষুর শব্দের আশ্রয় আকাশ কিন্তু ক্ষুর দ্রব্যটির আশ্রয় পৃথিবী।[২]

যে হেতু শব্দ এবং অর্থ নিত্য অতএব তাহাদের মধ্যে কার্য-কারণ-ভাবরূপ সম্বন্ধও অচল। (শব্দ এবং অর্থের নিত্যতা একটু পরেই স্থাপিত হইবে)। যদি কার্য-কারণ-ভাবরূপ সম্বন্ধ শব্দ এবং অর্থের মধ্যে থাকিত তবে শব্দ হইত কারণ এবং অর্থ হইত কার্য। ফলে কার্য অর্থ অনিত্য হইয়া দাঁড়াইত। কার্যত্ব ও নিত্যত্ব সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম বিশিষ্ট। তাছাড়া ক্ষুর শব্দ উচ্চারণ করিতে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রসমূহের উপযোগিতা লক্ষিত আর ক্ষুর শব্দের অর্থ যে প্রকৃত ক্ষুর, তাহার উপাদানগত উপযোগিতা আছে লৌহ, উত্তাপ, কর্মকার প্রভৃতিতে। কারণ সমষ্টি পৃথক্ হওয়াতেও এই সম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে না।[৩]

বৌদ্ধগণ কিন্তু শব্দ ও অর্থের কার্য-কারণ-ভাবরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে আন্তর বিজ্ঞানাতিরিক্ত অন্য কোনও বাহ্য পদার্থের সত্তাই সিদ্ধ হয় না। তাঁহারা বলেন :

"ধীসন্ততিঃ স্ফুরতি নির্বিষয়োপরাগা।"

প্রবোধ চন্দ্রোদয়। ৩।৮

এই আন্তর বিজ্ঞান কিন্তু অখণ্ড নয়। এই বিজ্ঞান স্বলক্ষণ এবং ক্ষণিক। একটি বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পরক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে

---

১ সংযোগসমবায়াভাবে চৈতদ্‌ঘটিতসম্বন্ধান্তরাভাবঃ।

শাস্ত্রদীপিকা। যুক্তিস্নেহ প্রপূরণী টীকা পৃ ২৫৪

২ নাপ্যাশ্রয়াশ্রয়িভাবঃ আকাশ পৃথিব্যাদিভিন্নাশ্রয়সদ্ভাবাদিতি ভাবঃ। ঐ। ঐ। ঐ

৩ ন চ কার্যকারণভাবো দ্বয়োরপি নিত্যত্বাৎ। শাস্ত্র দীপিকা পৃঃ ২৫৪

ভিন্ন সামগ্রীকত্বাদিত্যপি হেতুর্বোদ্ধব্যঃ। ঐ। যুক্তিস্নেহ প্রপূরণী টীকা। ঐ

সমান প্রকার অপর একটি বিজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইভাবে অখণ্ড ক্ষণিক বিজ্ঞানব্যক্তি উৎপন্ন এবং বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। যেমন স্রোতস্বিনী নদীর জল দুইক্ষণ একস্থানে থাকে না কিংবা দীপশিখা দুইক্ষণ বিদ্যমান থাকে না অথচ সেই নদীর জল কিংবা সেই দীপশিখা এক এবং অভিন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সেই রূপ প্রতিক্ষণ বিনাশী ক্ষণিক বিজ্ঞান সন্তান (ধারা) একই বলিয়া মনে হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহাদের মধ্যে পূর্ববর্তী ক্ষণিক বিজ্ঞানটি কারণ এবং পরবর্তী ক্ষণিক বিজ্ঞানটি কার্য। এই প্রকার অনন্ত বিজ্ঞানব্যক্তি কার্য-কারণভাবাপন্ন হইয়া স্রোতস্বিনী নদীর জলপ্রবাহের ন্যায় চলিতে থাকে বা উদিত হইয়া থাকে। এই কারণে ঘটশব্দ বলিতে ঘকারাদি শব্দাত্মক বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুই নাই। আবার তাহার পরেই ঘটরূপ যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহা আন্তর বিজ্ঞানাতিরিক্ত অন্য কিছুই নয়। আর এই ক্ষণিক বিজ্ঞান-সন্ততির মধ্যে পূর্ববর্তী বিজ্ঞান ব্যক্তিটি উত্তরবর্তী বিজ্ঞান ব্যক্তিটির কারণ এবং পূর্ববর্তী বিজ্ঞান ব্যক্তি তাহার কার্য। এই জন্য শব্দ এবং অর্থের মধ্যে কার্য কারণ সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনও সম্বন্ধ সম্ভব নয়। এখানে যদি কেহ প্রশ্ন করেন শব্দও আন্তর বিজ্ঞান এবং অর্থও আন্তর বিজ্ঞান এরূপ বলা তো সঙ্গত হয় না; কারণ শব্দ হইতেছে পৃথক্ বস্তু এবং অর্থও পৃথক্ বস্তু। সুতরাং শব্দ বা অর্থ আন্তর বিজ্ঞান হয় কী রূপে? এই অভিযোগের উত্তরে বৌদ্ধগণ বলেন :

যাঁহাদের মতে শব্দ এবং অর্থ পৃথক্ বস্তু, তাঁহাদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় ঘটাদি যে শব্দ, তাহার স্বরূপ কী? ঘকারাদি বর্ণই কি ঘট শব্দ, না ঘত্বাদি জাতিই ঘটশব্দ না এতদতিরিক্ত অন্য কিছু ঘটশব্দ? এই রূপ ঘটপদার্থটিই বা কি? ঘটপদার্থটি কি ঘট ব্যক্তি, না ঘটত্ব জাতি, না অন্য কিছু? যুক্তি সহকারে বিচার করিলে দেখা যায় ঘকারাদি বর্ণ ঘত্বাদি জাতি বা অন্য কিছু ঘটশব্দ হইতে পারে না। সেই রূপ ঘটব্যক্তি ঘটত্ব জাতি বা অন্য কিছু ঘটরূপ পদার্থ হইতে পারে না। সুতরাং পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে সেই ক্ষণিক বিজ্ঞান সন্তানের মধ্যে যেটি পূর্ববর্তী সেইটিই ঘটশব্দ এবং যেটি পরবর্তী সেইটিই ঘটরূপ পদার্থ। অতএব শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে কার্য কারণ ভাবরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই কথা স্পষ্টতই সিদ্ধ হইল।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের এই উক্তি কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকদের মনঃপূত নয়। যে হেতু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ যে নিরালম্বনবাদ স্বীকার করেন সেই নিরালম্বন-বাদই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে বহু বক্তব্য পূর্বোত্তর পক্ষ রূপে আলোচ্য থাকিলেও অতিসংক্ষেপে এই কথা বলা যায় যে আলম্বন বিহীন জ্ঞানই

সম্ভব নয়। কারণ ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদিরূপে যে অসংখ্যজ্ঞান প্রতি দিনই সকলের উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সকল জ্ঞানের মধ্যে একটি হইতে অপরটির পার্থক্য নিরূপণ করা মোটেই সম্ভবপর হয় না যদি ওই বিজ্ঞানাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনও জ্ঞেয় পদার্থ না থাকে। কারণ জ্ঞান সকল স্থলেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আর জ্ঞানের আলম্বনই তো ঘটপটাদি জ্ঞেয় পদার্থ সকল। সুতরাং ওই জ্ঞেয় পদার্থের দ্বারাই অর্থাৎ জ্ঞানের বিশেষণ যে ঘটপটাদি তাহার দ্বারাই একটি জ্ঞান হইতে আর একটি জ্ঞানের ভেদ বা পার্থক্য নিরূপিত হইয়া থাকে। এই জন্য "ন্যায় কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য বলিয়াছেন ঃ

"অর্থেনৈব বিশেষো হি নিরাকারতয়া ধিয়াম্।"

ইহার অর্থ—জ্ঞান স্বরূপতঃ আকার বিহীন। এই জন্য একটি জ্ঞান হইতে অন্য আর একটি জ্ঞানের বিশেষত্ব অর্থাৎ ভেদ বা পার্থক্য নিরূপিত হয় তাহাদের জ্ঞেয় ঘটপটাদি বিষয়ের দ্বারা। তাই একটি জ্ঞান হইতে আর একটি জ্ঞানের পার্থক্য নিরূপিত হইয়া থাকে তাহাদের জ্ঞেয় ঘটপটাদি বিষয় হইতেই। সুতরাং নিরালম্বন (বিষয়াবলম্বনরহিত ; ঘটপটাদি বিষয়াবলম্বন শূন্য) জ্ঞানই সম্ভব নয় বলিয়া প্রথমভাবী শব্দ জ্ঞানটি পরভাবী অর্থজ্ঞানের প্রতি কারণ, এইরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। কাজেই শব্দ এবং অর্থের মধ্যে কার্যকারণসম্বন্ধ আছে, এই যুক্তি স্বীকার করা চলে না।[১] শব্দ ও অর্থের মধ্যে উপরি উল্লিখিত সম্বন্ধ সকলের অভাব মানিয়া লইলেও সম্বন্ধের একেবারে অভাব মানিয়া নিতে পারেন না মীমাংসক। তাঁহার মতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ বিদ্যমান। এখানে উল্লেখ্য যে মীমাংসক বাচ্য-বাচক, গম্য-গমক, প্রত্যায্য-প্রত্যায়ক এবং সংজ্ঞা-সংজ্ঞী একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে লৌকিক বাধা হয়। আরও কথা এই যে শব্দ এবং অর্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ নাই বলিলে নিজের বাক্যের সঙ্গেই বিরোধ হয়। যেমন শব্দ ও অর্থের বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ নাই এই কথা অপরকে বুঝাইতে গেলে বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধের দ্বারাই বুঝান হইয়া থাকে। শব্দের সহিত অর্থের যদি বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে শব্দের দ্বারা লোককে অর্থ বুঝান যায় কীরূপে ? সুতরাং বাচ্য-বাচক সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়াই যদি অপরকে বলা যায় শব্দার্থের বাচ্য-বাচকভাব নাই, তবে নিজের কথায় নিজেরই

---

১ বর্ণস্ফোটজাত্যাদি বিকল্পেন ব্যঙ্গ্যাকৃতি সম্বন্ধাদি বিকল্পেন চ বাহ্যয়োঃ শব্দার্থয়ো-র্নিরূপত্বাদ্ গকারাদ্যাকারং বিজ্ঞানমেব শব্দঃ তজ্জনিতঞ্চ গবাদ্যাকারবিজ্ঞানমেবার্থ ইতি কার্যকারণত্বমেব শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ। নৈবং নিরালম্বনজ্ঞানানুৎপত্তেঃ। শাস্ত্রদীপিকা পৃঃ ২৫৪

বিরোধ হইয়া পড়ে।[১] সম্বন্ধরহিত পদের দ্বারা অপরকে প্রতিজ্ঞার্থ বুঝান কখনই সম্ভবপর নয়। যে হেতু শব্দের অভিধানক্রিয়াতে যে কর্মকারক, তাহা বাচ্যার্থকেই আশ্রয় করিয়া থাকে অর্থাৎ "শব্দোঽর্থমভিদধাতি" এই রকমই প্রয়োগ হইয়া থাকে।[২] অতএব শব্দ এবং অর্থের মধ্যে বাচ্য-বাচক বা প্রত্যায্য-প্রত্যায়ক সম্বন্ধ স্বীকারে বাধা থাকিবার কথা নয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদী আপন সিদ্ধান্তে অচল। তাঁহার মতে সম্বন্ধ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার কোনটিই যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে শব্দের মধ্যে প্রত্যায়কত্বই বা সিদ্ধ হইবে কী করিয়া? এই স্থলে বিচার্য এই যে কোন্ সম্বন্ধ অনুসারে শব্দ অর্থের প্রত্যায়ক হইয়া থাকে? আর সেটি যদি নিরূপিত না হয়, তবে প্রত্যায্য-প্রত্যায়ক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ ইহাতে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটে। এইখানে এই কথাই বলা হইতেছে যে, যে হেতু শব্দ প্রত্যায়ক, সংজ্ঞা, বাচক বা গমক, সেই হেতুই শব্দ প্রত্যায়ক—এই রকম বলা ঠিক নয়।[৩] পূর্বপক্ষীর এই স্থলে এই বক্তব্য যে ব্যবহার দেখিয়া বুঝা যায় যে এই সংজ্ঞা অর্থজ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু শব্দ ও অর্থের স্থলে শব্দ ও অর্থের কী সম্বন্ধ, তাহারই যখন নিশ্চয় হয় নাই, তখন ঐ সংজ্ঞা অর্থজ্ঞান উৎপাদনে সমর্থ নয়। অর্থাৎ সংজ্ঞা হইলেই তাহা গমক বা বোধক হয়। অথচ সেই বোধকত্বটি সম্বন্ধব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। শব্দের সহিত অর্থের যদি সম্বন্ধ সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে শব্দ সংজ্ঞারূপে অর্থ বুঝাইতে পারে না। অতএব ধূম প্রভৃতির যেমন বহ্নিপ্রভৃতির গমকতা আছে, সেই রূপ শব্দের অর্থজ্ঞানে গমকতা ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সেই রূপ গমকতা অর্থজ্ঞানে অঙ্গ হইতে পারে না। যেহেতু ধূমে বহ্নির অনুমানের প্রতি অবিনাভাব অঙ্গ। কিন্তু তাহা ধূমে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এখানে শব্দের গমকতা যদি ভবিষ্যতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ গমকত্ব ধূমাদির তুল্য না হওয়ায় উহা অর্থজ্ঞানের অঙ্গ হইতে পারে। ধূমে বহ্নির অবিনাভাব মহানসাদি স্থলে নিশ্চয় হইয়া থাকে এবং সেই জন্য ভবিষ্যতে বুঝিতে

---

১ বাচ্য-বাচক সম্বন্ধনিষেধে লোকবাধনম্।
বিরোধশ্চ স্ববাক্যেন নহি সম্বন্ধবর্জিতৈঃ ॥ ১১ ॥ শ্লোকবার্তিক। সম্বন্ধাক্ষেপ

২ প্রতিজ্ঞার্থঃ পদৈঃ শক্যঃ প্রতিপাদয়িতুং পরঃ।
অভিধানক্রিয়ায়াং হি কর্মত্বং বাচ্যসংশ্রিতম্ ॥ ১২ ॥ ঐ। ঐ।

৩ প্রত্যায্য প্রত্যায়কত্বং সম্বন্ধ ইতি চেৎ ন। অসতি সম্বন্ধে প্রত্যায়কত্বাসম্ভবাৎ। কেন সম্বন্ধেন শব্দোঽর্থং প্রত্যায়য়তীত্যেতদেব হি নিরূপ্যতে এবং প্রত্যায়কত্বাদেব প্রত্যায়কত্বমিত্যাত্মাশ্রয়দোষাপত্তিঃ তস্মান্নাস্তি সম্বন্ধঃ। শাস্ত্রদীপিকা পৃঃ ২৫৫

পারা যায় ধূমে বহ্নির গমকতা আছে। কিন্তু ধূমে ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের পূর্বে গমকতার জ্ঞান হয় কি? এই শব্দে বাচকতা আছে—এই জ্ঞানের পূর্বে অবিনাভাব জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ শব্দ অর্থের বাচক এই জ্ঞানের পূর্বে শব্দের ও অর্থের অবিনাভাব বা ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব নয়। যখন কেহ বৃদ্ধ জনের প্রয়োগ হইতে শব্দ এবং অর্থের সম্বন্ধ জানে, তখনই শব্দ অর্থের গমক—এই জ্ঞান জন্মে। সুতরাং ঐ শব্দের বাচকত্বই শব্দার্থের সম্বন্ধ ব্যতীত কিছুই নয়।[১] অতএব শব্দ ও অর্থের মধ্যে এই জাতীয় সম্বন্ধ কল্পনা করা যুক্তি যুক্ত নয়।

কিন্তু তবুও একটা প্রশ্ন থাকিয়া যায়। শব্দের ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধের অভাব স্বীকার করিয়া লইলেও শব্দ শ্রবণান্তর যে অর্থ প্রতীতি হয়, তাহা তো প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। তাই প্রত্যক্ষ বিরোধ এড়াইতে গিয়া পূর্বপক্ষবাদী বলেন যে শব্দ হইতে যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না সত্য কিন্তু এই বিষয়ের যখন কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, তখন উহা স্বপ্নজ্ঞানের ন্যায় যাদৃচ্ছিক বলাই সঙ্গত। যে স্থলে কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অথচ কোনও কিছু ঘটিতে দেখা যায়, সে স্থলে তাহাকে যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ আকস্মিকই বলা হইয়া থাকে। আর যাহা যাদৃচ্ছিক, তাহা প্রমাণ হইতে পারে না যে হেতু সেখানে কার্যকারণভাব না থাকায় তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। তথাপি লৌকিক ব্যবহার অন্যান্য প্রমাণের দ্বারা নির্বাহিত হইতে পারে বলিয়া শব্দ হইতে অর্থের প্রতীতি যাদৃচ্ছিক হইলেও প্রমাণান্তরের সাহায্যে শব্দ লৌকিক ব্যবহারের অনুকূল হইয়া থাকে। কিন্তু মীমাংসকগণ ধর্মাধর্মতত্ত্বকে প্রমাণান্তরগম্য বলিয়া স্বীকার করেন না। সুতরাং সে বিষয়ে শব্দকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কী রূপে? অথচ মীমাংসকগণ বলেন ধর্মাধর্মনিরূপণে শব্দই একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং তাহাদের এই উক্তিটি যুক্তি সঙ্গত না হওয়ায় গ্রহণীয় হওয়া সম্ভব নয়।

---

১ গময়ন্তীং শ্রুতিং দৃষ্ট্বা কল্প্যতে ব্যবহারতঃ।
ন চৈষা গময়ত্যর্থং সম্বন্ধোঽনবধারিতে ॥ ১৭
তস্মাদ্ গমকতা পশ্চাৎ ধূমাদেরিব জায়তে।
সানঙ্গং তদ্বদেব স্যাদ্ নেয়ং ধূমাদিভিঃ সমা ॥ ১৮
নিরূপিতেঽবিনাভাবে তত্র তৎকারিতা হ্যসৌ।
গমকত্বেন পূর্বং চ তত্র নোৎপদ্যতে মতিঃ ॥ ১৯
ইহ বাচকতায়াঃ প্রাঙ্ নাবিনাভাবিতা মতিঃ।
যদৈব চেহ সম্বন্ধং বৃদ্ধেভ্যঃ প্রতিপদ্যতে ॥ ২০　　　শ্লোকবর্তিক। সম্বন্ধাক্ষেপ

উপরি উক্ত আপত্তির উত্তরে বলা যায়, এই আপত্তি সঙ্গত হইত যদি শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনও প্রকার সম্বন্ধের সম্ভাবনা না থাকিত কিন্তু তাহা তো নয়। যে হেতু শব্দ ও অর্থের মধ্যে প্রত্যায্য-প্রত্যায়কত্বরূপে সম্বন্ধ অবশ্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধ না থাকিলেও শব্দ স্বভাবতই অর্থ প্রত্যায়ক এবং অর্থও শব্দের প্রত্যায্য। অর্থাৎ শব্দের দ্বারা অর্থের প্রতীতি উৎপাদিত হইয়া থাকে।

যদি বলা যায় এইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটার সম্ভাবনা, তাহার উত্তরে এই বক্তব্য যে, যদি কেহ প্রশ্ন করেন জল কেন তৃষ্ণা নিবারণ করে, অগ্নি কেন দগ্ধ করে—ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তরে যদি কেহ বলেন, যে হেতু জল তৃষ্ণা নিবারণ করে সেই হেতু জল তৃষ্ণা নিবারণ করে, যে হেতু অগ্নি দাহ উৎপাদন করে সেই হেতু অগ্নি দাহ উৎপাদন করে—তাহাতেও যেমন আত্মাশ্রয় দোষ ঘটে না কারণ এই স্থলে বক্তার অভিপ্রায় এই যে তৃষ্ণা নিবারণ করাই জলের স্বভাব, দাহ উৎপাদন করাই অগ্নির স্বভাব, সেই রূপ অর্থের প্রতীতি করাই শব্দের স্বভাব। সুতরাং শব্দ অর্থের প্রত্যায়ক এবং অর্থ শব্দের প্রত্যায্য এই রূপ বলিলে আত্মাশ্রয় দোষ ঘটার কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অন্য কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও অর্থবোধ করানোই যখন শব্দের স্বভাব তখন অর্থ ও শব্দের মধ্যে প্রত্যায্য-প্রত্যায়কত্বরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আর আপত্তিকারী যে কয়েকটি সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সম্বন্ধ তো কেবল সেই কয়টিই নয়। তদতিরিক্ত কিন্তু আরও অনেক প্রকার সম্বন্ধ আছে এবং প্রত্যায্য-প্রত্যায়কত্ব রূপ সম্বন্ধটিও অবশিষ্ট সম্বন্ধ গুলিরই অন্যতম।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে, শব্দ যে অর্থ প্রতীতি উৎপন্ন করে, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? তাহার উত্তরে বক্তব্য—অর্থাপত্তিই এই বিষয়ে প্রমাণ। এই স্থলে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মীমাংসকগণ প্রত্যক্ষাদি অতিরিক্ত অর্থাপত্তি নামে এক পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

অর্থপ্রত্যায়ন শব্দের স্বাভাবিক শক্তি—এই কথা একটু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রদীপ প্রভৃতির পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকিলেও প্রদীপ বস্তুকে প্রকাশ করে। শব্দ কিন্তু সেই রূপ নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তির শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান নাই, তাহার কাছে শব্দ অর্থকে প্রকাশ করে না। অতএব শব্দ অর্থের প্রকাশক নয়—এই কথা যদি কেহ বলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মীমাংসক দ্বিধাহীন। তাঁহার মতে শব্দের স্বরূপজ্ঞান যেমন ফলে

ব্যাপৃত হয় অর্থাৎ শব্দ কানে না শুনিলে অর্থের জ্ঞান হয় না বলিয়া শব্দের শ্রবণরূপ স্বরূপজ্ঞান যেমন অর্থ বুঝাইয়া থাকে, সেই রূপ অর্থের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ জ্ঞানও অর্থ বুঝাইয়া থাকে। সম্বন্ধজ্ঞান রহিল বলিয়া যে শব্দের অর্থ প্রকাশকত্ব শক্তি নাই, তাহা বলা চলে না। প্রদীপে সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতিরেকে অর্থপ্রকাশকত্ব থাকিলেও শব্দের সম্বন্ধজ্ঞানেও সাপেক্ষ অর্থ প্রকাশকত্ব থাকিতে কোনও বাধা থাকিবার কথা নাই।

কোনও বস্তুর সাধকতমত্বরূপে কিছু প্রকাশ করিলে সেই বস্তু যদি কোনও অনুগ্রাহক বা উপকারককে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে সে তাহার নিজের শক্তির ব্যাঘাতক হয় না। অভিপ্রায় এই যে, শব্দের অর্থ বুঝাইবার শক্তি বর্তমান রহিয়াছে। এখন শব্দ অর্থ বুঝাইতে সম্বন্ধ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। তাই বলিয়া সেই সম্বন্ধ জ্ঞানের অপেক্ষা শব্দের শক্তির ব্যাঘাতক হয় না। অর্থাৎ শক্তিমান্ বস্তুর যেমন কোনও উপকারকের অপেক্ষা তাহার শক্তিকে নাশ করে না, সেই প্রকার শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধজ্ঞান শব্দের শক্তিকে নষ্ট করিয়া দিতে পারে না। অনুগ্রাহকের অপেক্ষা যদি শক্তিকে নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে বেদে বা লোকে করণতা সিদ্ধ হইত কী করিয়া? কারণ লোকে বা বেদে এমন কোনও কারণ নাই যাহা ইতিকর্তব্যতা বা ব্যাপারকে অপেক্ষা না করে?[1]

বস্তুতঃ অর্থ প্রতিপত্তিতে সম্বন্ধ জ্ঞান কারণ।[2] যেমন রূপাদিদর্শনে চক্ষু অথবা বিবক্ষা বশতঃ প্রদীপকেও কারণ বলা হইয়া থাকে।[3] অতএব সম্বন্ধ

---

১ স্বরূপগ্রহণং চাস্য যথা ব্যাপ্রিয়তে ফলে।
তথা সম্বন্ধবিজ্ঞানং নাশক্তিস্তৎকৃতা ভবেৎ ॥ ৩৫
যৎ সাধকতমত্বেন কস্যচিৎ কিঞ্চিদুচ্যতে।
তস্যানুগ্রাহকাপেক্ষা ন স্বশক্তি বিঘাতিনী ॥ ৩৬
ন হি তৎ কারণং লোকে বেদে বা কিঞ্চিদীদৃশম্।
ইতি কর্তব্যতা সাধ্যে যস্য নানুগ্রহেঽর্থিতা ॥ ৩৭ শ্লোকবর্তিক। সম্বন্ধাক্ষেপ

২ তথৈবেহাপি সম্বন্ধজ্ঞানমঙ্গং প্রসিদ্ধিতঃ।
গৌরবাৎ করণত্বেন মতং চেৎ কেন বার্যতে ॥ ৪০।

৩ নিত্যকৃত্তৌ তু নান্ধানাং দৃষ্টির্দীপশতৈরপি।
রূপাদি দর্শনে যস্মাৎ তস্মাচ্চক্ষুঃ প্রকাশকম্ ॥ ৪০। ঐ। ঐ।
উদ্বিগ্নো হ্যন্ধকারেণ-কশ্চিদেবং ব্রবীত্যপি।
কিং চক্ষুষা সমৈতেন দৃষ্টং দীপেন যন্ময়া ॥ ৩৯। ঐ। ঐ।

জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলেও অর্থ প্রকাশনে শব্দের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে এই কথা অস্বীকার করার কোনও রকম দৃঢ় যুক্তি নাই এবং শব্দও অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা প্রত্যায্য-প্রত্যায়কত্বরূপ (সংজ্ঞা-সংজ্ঞিত্বরূপ, বাচ্য-বাচকভাব-রূপ, গম্য-গমকতারূপ ইত্যাদি)।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে উক্তরূপ সম্বন্ধের সত্তা স্বীকার করিলেও পূর্বপক্ষী কিন্তু এই সম্বন্ধের নিত্যতা অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ যদি নিত্যই হইত, তাহা হইলে অব্যুৎপন্ন বা অনভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রথমবার শব্দ শ্রবণ মাত্রই অর্থপ্রতীতি ঘটিত। কিন্তু তাহা যখন ঘটে না, তখন সম্বন্ধকে কল্পিতই বলিতে হইবে। কেন না "এই শব্দ এই অর্থের বাচক"—এই রকম যতক্ষণ কেহ না বলিয়া দিতেছে, ততক্ষণ কি অর্থবোধ হয়? অতএব সম্বন্ধকে পুরুষকৃত বা পৌরুষেয়ই বলিতে হইবে।

আরও কথা এই যে "ইহা শব্দ, অর্থ নয়," "ইহা অর্থ, শব্দ নয়," ইত্যাকার-ভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে বলিয়া শব্দ ও অর্থের মধ্যে অত্যন্তভিন্নত্ব দেখা যায় ও অর্থের এই বৈশিষ্ট্যও তাহাদের সম্বন্ধের স্বাভাবিকতার বিরোধী। আবার শব্দ ও অর্থের মধ্যে ভিন্নদেশবর্তিত্ব অর্থাৎ সামানাধিকণ্যের অভাবই অনুক্ষণ বর্তমান। যাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই রকম ঘটিতে কদাপি দেখা যায় না অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধযুক্ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একদেশবর্তিতাই বর্তমান থাকে। কিন্তু আলোচ্য স্থলে শব্দ থাকে উচ্চারয়িতার মুখে আর অর্থ থাকে ভুম্যাদি অপর কোনও স্থানে। সুতরাং শব্দ ও অর্থ অত্যন্ত ভিন্ন এবং ভিন্ন বলিয়াই তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। পরস্পর ভিন্ন বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ কৃতক হইতে বাধ্য।[১] এইখানে এই রকম অনুমান প্রয়োগ করা যাইতে পারে ঃ

---

১ যদি প্রথমশ্রুতো ন প্রত্যায়য়তি কৃতকস্তর্হি শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ। কুতঃ? স্বভাবতো হ্যসম্বন্ধাবেতৌ শব্দার্থৌ। মুখে হি শব্দমুপলভামহে ভূমাবর্থম্। শব্দোঽয়ং ন তু অর্থোঽর্থোঽয়ং ন শব্দ ইতি চ ব্যপদিশন্তি। রূপ ভেদোঽপি ভবতি। গৌরিতীমং শব্দমুচ্চারয়ন্তি সাস্নাদি-মন্তমর্থমববুধ্যন্ত ইতি। পৃথগ্‌ভূতশ্চ যঃ সম্বন্ধঃ স কৃতকো দৃষ্টো যথা রজ্জুঘটয়োরিতি।...... শাবরভাষ্য পৃঃ ৪৫।

অথ কঃ সম্বন্ধ ইতি। যচ্ছব্দে বিজ্ঞাতেঽর্থো বিজ্ঞায়তে স তু কৃতক ইতি পূর্বমুপ-পাদিতম্। তস্মান্মন্যামহে কেনাপি পুরুষেণ শব্দানামর্থৈঃ সহ সম্বন্ধং কৃত্বা সংব্যবহর্তুং বেদাঃ প্রণীতাঃ। শাবরভাষ্য পৃঃ ৫২

সংজ্ঞা-সংজ্ঞি সম্বন্ধঃ কৃতকঃ পুরুষাধীনত্বাৎ রজ্জুঘটসংযোগবৎ।[১] অতএব শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনিত্য।

পূর্বপক্ষীর উল্লিখিত মত মানিয়া নেওয়া সম্ভব হইত যদি শব্দ ও অর্থের মধ্যে প্রত্যায্য প্রত্যায়ক ভিন্ন সংযোগ প্রভৃতির কোনও সম্বন্ধ থাকিত। তাহা ছাড়া সম্বন্ধকে কৃতক বলিলে কর্তার কল্পনা আবশ্যিক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সম্বন্ধ কর্তা যখন নাই, তখন সম্বন্ধকে কৃতক বা কল্পিত বলা যায় কী উপায়ে? বৈদিক পদ এবং পদার্থের সম্বন্ধকর্তা থাকিতে পারে না, কারণ সেই সম্বন্ধে প্রমাণাভাব বিদ্যমান।

"পদ ও পদার্থের সম্বন্ধকর্তা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ। আর যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়ীভূত নয়, তাহার প্রত্যক্ষমূলক অনুমানাদির দ্বারা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। কারণ সাধ্যের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ বিশিষ্ট কোনও ধর্ম যদি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হয়, তাহা হইলে সেই সাধ্য প্রমাণান্তরের বিষয় হইতে পারে না।"[২]

প্রশ্ন উঠিতে পারে, সম্বন্ধকর্তা বর্তমানে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হইলেও অতীত-কালে তাহার প্রত্যক্ষ হওয়া তো সম্ভব? উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, এই রকম স্থলে সম্বন্ধ কর্তার স্মরণ থাকিত। কিন্তু শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকর্তা কেহ স্মরণ করিতে পারে না।

তর্ক তুলিয়া অবার হয়তো বলা যাইতে পারে, সুদূর অতীতে সম্বন্ধকর্তা হয়তো উপলব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বহুকাল অতীত হওয়ার ফলে সেই সম্বন্ধ-কর্তা কাহারও স্মরণে নাই, যেমন স্থল বিশেষে কুপ, উপবন প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেও বহুকাল বিযুক্তির ফলে সে সকলের কর্তা লোকের স্মৃতিপথ হইতে চিরকালের জন্য হারাইয়া গিয়াছে। উত্তরে ভাষ্যকার শবরস্বামী প্রশ্ন করিয়াছেন, অধিক কালের ব্যবধানই কি বিস্মরণের পক্ষে অনিবার্য? অনিবার্য হইতে পারে লৌকিক কুপ, উপবন প্রভৃতির ক্ষেত্রে। কারণ কোনও ভয়ানক প্রাকৃতিক দুর্যোগ—যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি কোনও গ্রামের বা অঞ্চলের অধিবাসি-দের পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট বা বিতাড়িত করিতে সমর্থ। দীর্ঘকাল পর সেই অঞ্চলে

---

১ ভিন্নদেশাত্ত্বধিষ্ঠানাদ্ যথা রজ্জুঘটাদিষু।
সমং নাস্ত্যনয়োঃ কিঞ্চিৎ তেনাসঙ্গততা স্বতঃ॥

শ্লোকবার্তিক। সম্বন্ধাপেক্ষ শ্লোক ৪৬

২ মীমাংসাদর্শনম্। শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ। পৃঃ ৩০

যখন নূতন করিয়া লোকবসতি সৃষ্ট হয়, তখন নবীন অধিবাসীরা উক্ত অঞ্চলের কূপ, উপবন সমূহের ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সকল কূপ, উপবন প্রভৃতির কর্তাকে স্বাভাবিক ভাবেই স্মরণ করিতে পারে না। কারণ কে বা কাহারা ঐ সকলের কর্তা তাহা তাহাদের জানা নাই। কিন্তু পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ, বিশেষ করিয়া বৈদিক পদ ও পদার্থের ক্ষেত্রে এই যুক্তির অনুসরণ করা চলে না। যে হেতু বৈদিক শব্দার্থ লইয়া এক অখণ্ড গুরু শিষ্য পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে। কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই এই গুরু শিষ্য সম্প্রদায়ের পারম্পর্য বিনষ্ট করিতে সমর্থ নয়। কেন না গুরু শিষ্য সম্প্রদায় তো একটি নয়। যদি পদ ও পদার্থের সম্বন্ধকর্তা কেহ থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই তাহার সম্বন্ধে স্মৃতি চলিয়া আসিত। কিন্তু সেই রকম কোনও স্মৃতি নাই।[১]

আবার তর্ক তুলিয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে, লোকে ঘটশরাবাদির ব্যবহার করিলেও সেই সমস্ত ঘটশরাবাদির কর্তা যে কুম্ভকার তাহার কথা কে কবে মনে রাখে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাষ্যকার দ্বার্থহীন ভাষায় দিয়াছেন। ঘটশরাবাদি ব্যবহারের উদাহরণ আলোচ্য স্থলে একান্তই অসমীচীন। কারণ ঘটশরাবাদি ব্যবহারের জন্য তাহাদের স্রষ্টা কুম্ভকারকে স্মরণে রাখিবার আদৌ কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু বৈদিক পদ এবং পদার্থের সম্বন্ধকর্তার অস্তিত্ব যদি সিদ্ধ না হয়, অর্থাৎ সম্বন্ধকর্তা যে ভ্রম প্রমাদ প্রতারণাশূন্য—এই বিষয়ে যতক্ষণ না নিশ্চয় হয় ততক্ষণ তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেহ কোনও কষ্ট সাধ্য বৈদিক যাগযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষী হইতে পারে না। অথচ বেদ বাক্য শ্রবণমাত্র বৈদিক পুরুষ বাগযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব বেদ বাক্যের সত্যই যদি কোনও স্রষ্টা থাকিতেন এবং তিনিই যদি শব্দার্থের সঙ্কেতকর্তা হইতেন তবে অবশ্যই তিনি লোক স্মৃতিতে বিরাজমান থাকিতেন। কারণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে তাহা অপরিহার্য।

পূর্বপক্ষী হয়তো বলিবেন, অর্থাপত্তির দ্বারা পদ ও পদার্থের সম্বন্ধস্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমিত হওয়া সম্ভব। ঘটাদির স্রষ্টা অজ্ঞাত থাকিলে কর্তা ব্যতীত

---

১ তদিদানীমুচ্যতে। অপৌরুষেয়ত্বাৎ সম্বন্ধস্য সিদ্ধমিতি। কথং পুনরবগম্যতে অপৌরুষেয় এব সম্বন্ধ ইতি। পুরুষস্য সম্বন্ধুরভাবাৎ। কথং সম্বন্ধা নাস্তি। প্রত্যক্ষস্য প্রমাণস্য অভাবাৎ। তৎপূর্বকত্বাৎ চেতরেষাম্। নন্বু চিরবৃত্তত্বাৎ প্রত্যক্ষস্যাবিষয়ো ভবেদিদানীন্তনানাম্। ন হি চিরবৃত্তঃ সন্ন স্মর্যেত। ন চ হিমবদাদিষু কূপারামাদিবৎ স্মরণং ভবিতুমর্হতি। পুরুষবিয়োগো হি তেষু ভবতি দেশোৎসাদেন বা কুলোৎসাদেন বা। ন চ শব্দার্থব্যবহারবিযোগঃ পুরুষাণামস্তি। শাবরভাষ্য পৃ ৫৩

তাহাদের উৎপত্তি সম্ভব নয় বলিয়াই অর্থাপত্তি বলে যেমন তাহাদের কর্তা প্রমিত হইয়া থাকে, সেই রকম যে সকল পদপদার্থের সঙ্কেত কৃত হয় নাই, সেই সমস্ত পদ হইতে অর্থবোধ হইয়া থাকে, এই ঘটনাই অর্থাপত্তিবলে পদ পদার্থের সঙ্কেত কর্তা প্রমাণ করে।

উত্তরে বলা যায়, উপরিউক্ত কথা মানিয়া লইলে স্বীকার করিতে হয় সঙ্কেতজ্ঞান ব্যতীত অর্থাৎ শব্দার্থ সম্বন্ধের কর্তা ব্যতীত অর্থজ্ঞান আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু ইহা মানিয়া নেওয়া চলে না। কারণ অর্থজ্ঞান অন্য উপায়েও হওয়া সম্ভব। যেমন ব্যবহারদর্শনের দ্বারা যে সম্বন্ধজ্ঞান সম্ভব এই কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আরও কথা এই যে শব্দ ও শব্দার্থের সঙ্কেত বিষয়ে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্রতা নাই। অর্থাৎ 'গো' শব্দের অর্থ কেহ অশ্ব বলিতে পারেন না। আর বৃদ্ধগণের সঙ্কেত নির্দেশ শব্দার্থ সম্পর্কের কারক হইতে পারে না, কেবল জ্ঞাপকমাত্র। বর্তমান বৃদ্ধগণ যখন অব্যুৎপন্ন ছিলেন, তখন পূর্ববর্তীরা ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং সেই পূর্ববর্তীয়দের উপদেশে বৃদ্ধগণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। সেই পূর্ববর্তীগণ, তাঁহাদের পূর্ববর্তীয়গণও একই ভাবে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব শব্দার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান নির্দেশ করা অসম্ভব। সুতরাং এই ভাবে সম্বন্ধের আদি নিশ্চয় সম্ভব নয় বলিয়া শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকর্তার অভাবই সূচিত হইয়া থাকে।[১]

তাহা ছাড়া পদ ও পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতিরেকে অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির যে আদৌ অর্থজ্ঞান সম্ভব নয়—এমন কথা তো বলা চলে না। যে হেতু ব্যবহার দর্শনের দ্বারা যে অর্থবোধ সম্ভব তাহা তো যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিষয়।[২]

অন্য উপায়েও সম্বন্ধ কর্তার অভাব প্রমাণিত হওয়া সম্ভব। এমন কোনও দিনের কল্পনা করা সম্ভব নয় যে দিন শব্দ ও অর্থ পরস্পর পৃথক্ ছিল এবং কেহ সেই অত্যন্ত পৃথক্ শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটাইয়াছিল। সম্বন্ধ ক্রিয়া সংঘটিত

---

১ বৃদ্ধানাং স্বার্থেন ব্যবহারমানানামুপশৃণ্বন্তো বালাঃ প্রত্যক্ষমর্থং দৃশ্যন্তে। তেঽপি বৃদ্ধা যদা বালা আসংস্তদান্যেভ্যো বৃদ্ধেভ্য স্তেঽপ্যন্যেভ্য ইতি নাস্ত্যাদিরিত্যেবং বা ভবেৎ।
শাবরভাষ্য। পৃ ৫৫

২ অপ্রসিদ্ধসম্বন্ধা বালা কথং বৃদ্ধেভ্যঃ প্রতিপদ্যন্ত ইতি নাস্তি দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম। দৃষ্টা বালা বৃদ্ধেভ্যঃ প্রতিপদ্যমানা ন চ প্রতিপন্নাঃ সম্বন্ধাঃ সম্বন্ধস্য কর্তুঃ। তস্মাৎ বৈষম্যম্।
শাবরভাষ্য। পৃ ৫৮

হইতে হইলে কতকগুলি পদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা একান্তই প্রয়োজনীয়। যে হেতু অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট কতগুলি শব্দ পূর্ব হইতে বিদ্যমান না থাকিলে সম্বন্ধ কর্তার পক্ষে পৃথক্ শব্দ এবং অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা কী করিয়া সম্ভব ? তবে কি অর্থযুক্ত কতকগুলি শব্দ পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল ? এবং সেই শব্দগুলির সাহায্যে সম্বন্ধকর্তা অপরাপর শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করিয়াছেন ?

কিন্তু এই যুক্তি মানিয়া নেওয়া চলে না। কেন না, আমরা এমন দিনের কথা বলিতেছি যে দিন কোনও শব্দের সঙ্গে কোনও অর্থের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। আর তাই যে দিন সমস্ত শব্দের অর্থ সম্বন্ধ বিহীন ছিল, তখন সম্বন্ধকর্তা কী লইয়া সম্বন্ধ স্থির করিবেন ? কেন না যে শব্দের বা শব্দ সমূহের মাধ্যমে তিনি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইবেন, তাহার সম্বন্ধই তো অসিদ্ধ।

অতএব কতগুলি শব্দকে স্বাভাবিক ভাবে সিদ্ধ স্বীকার না করিলে অপরাপর শব্দের সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য কতকগুলি শব্দেরই সম্বন্ধকে স্বাভাবিক বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন গুলির সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং কোন গুলির সম্বন্ধ তাহা নয়, তাহা ঠিক করা অসাধ্য হয় বলিয়া, হয় সকল শব্দকে অর্থের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্বন্ধ যুক্ত, না হয়তো সকল শব্দের সম্বন্ধকেই অস্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত যুক্তি অনুযায়ী সমস্ত শব্দের সম্বন্ধকে অস্বাভাবিক বলা চলে না। অতএব শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে স্বাভাবিক অর্থাৎ অপৌরুষেয় বা ঔৎপত্তিকই বলিতে হইবে। এমন কোনও দিন থাকা সম্ভব নয় যখন শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ ছিল না।[১]

অতএব প্রমাণিত হইল শব্দ ও অর্থের কোনও সম্বন্ধ কর্তা নাই অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক, স্বাভাবিক, নিত্য।

সম্বন্ধ কিন্তু উভয়নিষ্ঠ এবং সেই জন্যেই সম্বন্ধের আশ্রয় যে সম্বন্ধিদ্বয় অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থ, তাহাদের নিত্যত্ব প্রতিপাদনও এই স্থলে একান্তভাবেই আলোচ্য হইয়া পড়ে। যে হেতু সম্বন্ধিদ্বয়ের মধ্যে কোনওটি যদি অনিত্য হইয়া পড়ে,

---

১ ন হি সম্বন্ধব্যতিরিক্তঃ কশ্চিৎ কালোঽস্তি। যস্মিন্ ন কশ্চিদপি শব্দঃ কেনচিদর্থেন সম্বন্ধ আসীৎ। কথম্ ? সম্বন্ধক্রিয়ৈব হি নোপপদ্যতে। অবশ্যমনেন সম্বন্ধং কুর্বতা কেনচিচ্ছব্দেন কর্তব্যঃ ···তথান্যেন কেনচিৎ কৃতং তৎ কেনেতি নৈবাবতিষ্ঠতে তস্মাদবশ্যমনেন সম্বন্ধং কুর্বতা কৃত সম্বন্ধা······।

শাবরভাষ্য। পৃ ৫৭

তবে তাহাদের সম্বন্ধের অনিত্যতাও অনিবার্য। নিত্য এবং অনিত্যের সম্বন্ধ অনিত্যই হইয়া থাকে। কেন না অনিত্য বস্তু শব্দ বা অর্থ যখন অনুপস্থিত তখন আশ্রয়ের অভাবে আশ্রয়ী সম্বন্ধের থাকা কী করিয়া সম্ভব? এখানে স্মরণে রাখিতে হইবে যে—সম্বন্ধের আশ্রয়দ্বয়ের মধ্যে শব্দ হইল বাচক আর আকৃতি বা জাতি হইল তাহার বাচ্য। এই স্থলে অর্থ যাহা বাচ্য অর্থাৎ আকৃতি রূপ জাতি, তাহার নিত্যত্ব নৈয়ায়িক প্রভৃতি অন্যান্য দার্শনিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। কেন না যাহা নিত্য এবং অনেক সমবেত, তাহাকেই তো জাতি বলা হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহারা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে অর্থের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও অনিত্য হইতে বাধ্য ফলে বেদের প্রামাণ্য অনিবার্যভাবেই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে বলিয়া শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন মীমাংসকদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। মীমাংসাসূত্রে পরমর্ষি জৈমিনি ছয়টি সূত্রে পূর্বপক্ষিমতের স্থাপন করিয়াছেন, পরবর্তী ছয়টি সূত্রে আপত্তির উত্তর দিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ছয়টি সূত্রে শব্দের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন।[১]

শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদনে পূর্বপক্ষীর প্রথম যুক্তি হইল শব্দকে কর্ম অর্থাৎ কার্য বলিতে হইবে, কেন না উচ্চারণের পূর্বে এবং পরে শব্দ থাকে না এবং শব্দ নিষ্পাদন করিতে জনসাধারণের প্রযত্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা পূর্ব হইতে নাই, সেই বিষয়েই প্রযত্ন থাকা স্বাভাবিক। যদি বলা হয়, যাহার নাই, সেই বিষয়ে কেহ কখনও প্রযত্ন করে না এবং শব্দ যদি পূর্ব হইতে বিদ্যমান না থাকিত, তবে কেহ শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে প্রযত্ন করিত না। কিন্তু যে হেতু শব্দ পূর্ব হইতেই সৎ এবং তাহার অভিব্যক্তির জন্যও প্রযত্ন প্রয়োজন, অতএব পূর্বপক্ষীর এই আপত্তি ভিত্তিহীন। ইহার উত্তরে বলা যায়, ঠিক বটে, সৎ বস্তুরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে কিন্তু শব্দ যে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই বিষয়ে তো কোনও প্রমাণ নাই! সুতরাং শব্দের অভিব্যক্তি সম্ভব নয় বরং শব্দ করা হইয়া থাকে এবং যাহা করা হইয়া থাকে, তাহার নিত্যত্ব অসম্ভব অর্থাৎ কৃতিসাধ্য বিষয় অনিত্য হইতেই বাধ্য। আর শব্দ যদি অনিত্যই হয়, তবে তাহার সম্বন্ধও কখনই নিত্য হইতে পারে না। এখানে শব্দ বলিতে আমরা বর্ণাত্মক শব্দকেই বুঝিব, যাহা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করাই মীমাংসক সম্প্রদায়ের অভিমত, মৃদঙ্গাদিজন্য ধ্বনিরূপ শব্দ তাঁহাদের আলোচনীয় নয়।

১ মীমাংসা সূত্র ১।১।৬-১১, ১।১।১২-১৭, ১।১।১৮-২৩

শব্দের অনিত্যত্বের আরও প্রমাণ এই যে শব্দ উচ্চারণের ক্ষণকাল পরেও শব্দের আর উপলব্ধি হয় না। শব্দ যদি নিত্যই হইত, তবে উচ্চারণের পরেও শব্দ উপলব্ধ হইত। তাহা যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে উচ্চারণের পর শব্দ বিনাশপ্রাপ্তই হইয়া থাকে। আর যাহার বিনাশ হয়, তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না। যদি বলা হয়, উপলব্ধির কারণের অভাব থাকায় শব্দ নিত্য হইলেও অনুপলব্ধ, তবে তাহার উত্তরে বলা হইবে, অনুপলব্ধির কারণ যে ব্যবধানাদি দোষ, এখানে তো সেই সব কিছু নাই। অতএব উপলব্ধির কারণের অভাব না থাকায় উপলব্ধ যখন হওয়া উচিত, তখন যখন শব্দ উপলব্ধ হয় না তখন তাহাকে অনিত্যই বলিতে হইবে। ক্রিয়ার বিষয় হইয়া থাকে বলিয়াও শব্দ অনিত্য। শব্দ কর, শব্দ করিয়াছে, বা শব্দ করিব—ইত্যাদিরূপে লোকে শব্দকে ক্রিয়াজন্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। আর ক্রিয়াজন্য যাহা তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না।

শব্দকে নিত্য না বলার আরও হেতু এই যে— একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের মুখে ককারাদি শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং শ্রোতারাও শুনিয়া থাকে। কিন্তু শব্দ নিত্য হইলে এই রকম হওয়া কখনও সম্ভবপর ছিল না। শব্দকে নিত্য বলিয়া মানিয়া লইলে তাহার একত্বও স্বাভাবিকভাবেই মানিয়া লইতে হয়। আর শব্দ এক না হইলে "এই সেই গকার" ইত্যাদিরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞান যে প্রত্যভিজ্ঞা তাহা কী করিয়া সম্ভব হইতে পরে? ঘটপ্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন পদার্থ যেমন সমগ্রভাবে জ্ঞানের বিষয় হয়, তেমনি শব্দের জ্ঞানও সমগ্র ভাবেই হইয়া থাকে। অতএব শব্দকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে সেই শব্দ যে এক এবং তাহা যে পরিচ্ছিন্ন, এই কথাও সুনিশ্চিত ভাবে স্বীকার করিতে হয়। আর যদি তাহাই হয়, তবে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্তৃক একই শব্দের উচ্চারণ কী করিয়া সম্ভব হয়? এবং পরস্পর হইতে দূরে অবস্থিত শ্রোতারাও বা তাহা কীভাবে শুনিতে পারে? পরিচ্ছিন্ন পদার্থের একই সময়ে বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে সম্বন্ধ একান্তভাবেই অসম্ভব। কিন্তু একই গকারের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চারণ এবং বিভিন্ন শ্রোতা কর্তৃক শ্রবণ যে সম্ভবপর সে বিষয়ে সংশয়ের কোনও অবকাশ নাই। সুতরাং শব্দকে অনিত্যই বলিতে হইবে। আর শব্দকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত কোনও দোষের সম্ভাবনা থাকে না। কেন না শব্দ যদি অনিত্য হয়— তবে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের উৎপত্তি সম্ভব।

বর্ণের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাবও লক্ষ্য করা যায় এবং প্রকৃতিবিকৃতিভাবও

শব্দের নিত্যত্বের পরিপন্থী। যেমন—নদী+অম্বু=নদ্যম্বু বা মধু+অরি=মধ্বরি প্রভৃতি স্থলে নদীর ঈকারটি প্রকৃতি কিন্তু 'নদ্যম্বু'র য-কারটি ইহার বিকৃতি। সেইরূপ 'মধু'র উকারটি প্রকৃতি কিন্তু 'মধ্বরি'র ব-কারটি তাহার বিকৃতি। বিকৃত পদার্থ মাত্রই যেহেতু অনিত্য, অতএব শব্দকেও অনিত্য বলিতে হইবে।

শব্দকে অনিত্য বলিবার আরও যুক্তি এই যে উচ্চারণ কর্তার আধিক্যে শব্দেরও আধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বহুলোক যদি একই সঙ্গে কোনও একটি বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করে, তবে সেই বিশেষ শব্দটি অতি অধিক হয়, এই কথা প্রায় সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। কিন্তু শব্দ যদি নিত্য হইত, তবে এমনটি কখনই ঘটিতে পারিত না। যাহা নিত্য, তাহার কখনও হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। উচ্চারণের দ্বারা যদি কোনও শব্দের অভিব্যক্তিই হইত তবে উচ্চারণ কর্তার আধিক্যে সেই শব্দের আধিক্য হইত না। কেননা যাহা অভিব্যঙ্গ্য উপায়বিশেষের দ্বারা তাহার স্বরূপের-পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। কোনও উপায় বিশেষ তাহার আবরণ উন্মুক্ত করে মাত্র। অন্ধকারময় স্থলে কোনও একটি বস্তু, যেমন ঘট থাকিলে আলোক অন্ধকারকে অপসারিত করিয়া সেই ঘটকে প্রকাশ করে। বহু প্রদীপের আলোক কি সেই ঘটের স্বরূপকে পরিবর্তিত করিতে পারে? সেইরূপ শব্দ যদি অভিব্যঙ্গ্যই হইত, তবে বহু লোকের উচ্চারণেও সেই শব্দের আধিক্য দেখা যাইত না। বহু লোকের উচ্চারণে শব্দের আধিক্য যখন অনুভব সিদ্ধ তখন শব্দকে কখনই অভিব্যঙ্গ্য বলা চলে না এবং যেহেতু শব্দ অভিব্যঙ্গ্য নয়, তখন শব্দকে উৎপাদ্য বলিতে হইবে। আর যাহা উৎপাদ্য তাহা তো অনিত্যই।

এইভাবে পূর্বপক্ষবাদী শব্দের অনিত্যত্ব স্থাপনের প্রস্তাব করিলে সিদ্ধান্তী মীমাংসক উপরি উক্ত অভিযোগ খণ্ডন করিবার জন্য স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। পূর্বপক্ষীর প্রথম যুক্তি—শব্দ কার্য, যে হেতু কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি সংযোগবিশেষের প্রযত্নের ফলে তাহার উৎপত্তি। এই যুক্তির দ্বারা কিন্তু শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কেন না কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের প্রযত্ন শব্দের অভিব্যক্তির পক্ষেও সমানভাবে প্রয়োজন।[১] প্রযত্ন ব্যতিরেকে কোনও বস্তুর অভিব্যক্তি অসম্ভব। অতএব তদ্বিষয়ে প্রযত্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে—পূর্বপক্ষীর এই হেতুটিকে কোনমতেই সদ্ধেতু বলা চলে না। এই হেতুটি অনৈকান্তিক হেত্বাভাস মাত্র। যে হেতু সাধ্যবৎ এবং সাধ্যবদ্ ভিন্ন উভয় স্থলেই

১ যদি প্রাগুচ্চারণাদনভিব্যক্তঃ প্রযত্নেনাভিব্যজ্যতে তস্মাদুভয়োঃ পদয়োঃ সমমেতৎ।
শাবর ভাষ্য—১।১।১২

এই হেতুটির সত্তা বর্তমান রহিয়াছে। মোট কথা উচ্চারণ প্রযত্নের পর শব্দের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় মাত্র, কিন্তু তাহার দ্বারা শব্দের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না।

শব্দ উচ্চারণের পর আর অবস্থান করে না বলিয়াই তাহাকে অনিত্য বলিতে হইবে, পূর্বপক্ষীর এই যুক্তিও একান্তভাবেই ভ্রান্তিপ্রসূত। কোনও কারণ বশতঃ যে বস্তুর অভিব্যক্তি সম্ভব হয়, সেই কারণের অভাবে উক্ত বস্তুর অনভিব্যক্তি কোনও ক্রমেই অসঙ্গত হইতে পারে না। যেই কারণে শব্দ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সেই কারণে শব্দ গ্রহণ-কারী ইন্দ্রিয়ের কাছে ক্ষণকালমাত্র স্থায়ী হয় বলিয়া শব্দও ক্ষণকালের জন্য অভিব্যক্ত হইয়া আচ্ছাদকের মধ্যে আবার তিরোহিত হইয়া যায়। "বায়বীয় সংযোগবিভাগাত্মক ধ্বনিই শব্দের অভিব্যক্তির কারণ।" এবং সেই ধ্বনির অপগমেই শব্দেরও প্রত্যক্ষ নিবৃত্তি ঘটে বটে কিন্তু একেবারে বিলুপ্তি ঘটে না। শব্দনিত্যত্ববাদী মীমাংসকের কাছে শব্দের অভিব্যক্তির প্রক্রিয়াটি বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং কৌতূহলোদ্দীপক। প্রসঙ্গক্রমে এখানে সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে ঃ

মীমাংসকদের মতে প্রত্যেকটি বর্ণাত্মক শব্দই নিত্য সর্বব্যাপী বা বিভু এবং এক। শ্রবণেন্দ্রিয় আবার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মতো বহির্দেশে নির্গত হইয়া বিষয় গ্রহণ করে না কিন্তু স্বস্থানে অবস্থান করিয়াই স্বীয় বিষয় শব্দকে গ্রহণ করিয়া থাকে। আবার শব্দ যেহেতু সর্বব্যাপী বা বিভু, অতএব সে শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিকটেও বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু স্তিমিত বায়ুর আবরণে তাহার স্বরূপ থাকে আবৃত। ফলে তাহাদের পৃথকভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কোষ্ঠমধ্যবর্তী বায়ু অভিঘাত নামক বেগের বশে বক্তার প্রযত্নে বিনির্গত হওয়ার সময় কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংস্পর্শ লাভ করিয়া বিশেষ সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়। এবং এই কোষ্ঠবায়ু কণ্ঠতালুর সংস্পর্শে বিশেষ সামর্থ্য লাভ করিয়া যখন মুখের বহির্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহা চতুর্দিকস্থ স্তিমিত বায়ুমণ্ডলকে আঘাত দেয়। এই আঘাতের ফলে চারিদিকের বায়ুমণ্ডলের সংযোগ বিভাগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাৎ কোষ্ঠবায়ু কণ্ঠতালু প্রভৃতির সংস্পর্শে বিশেষ সামর্থ্যযুক্ত হইয়া বাহিরের বায়ুর সঙ্গে সবেগে সংযুক্ত হয় এবং ইহার ফলে বাহিরের বায়ুও পূর্বস্থান হইতে বিযুক্ত হইয়া যায়। কোষ্ঠবায়ু শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ে গিয়াও আঘাত করিয়া থাকে এবং সেখানেও বায়বীয় সংযোগবিশেষ উৎপন্ন হয়। এবং বর্ণমধ্যস্থিত স্তিমিত বায়ু এই কোষ্ঠবায়ুর সংযোগের ফলে বিযুক্ত হইয়া থাকে। ফলে বর্ণ মধ্যস্থিত শব্দ, যাহা স্তিমিত বায়ুর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল তাহা এই বায়বীয় সংযোগ বিভাগের ফলে অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির দ্বারা উচ্চারিত বায়ুর সংযোগ

এবং বর্ণমধ্যস্থিত স্তিমিত বায়ুর অপসারণের ফলে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এমন করিয়াই শব্দের শ্রবণ প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ শ্রোতা ককারাদি বর্ণ শুনিয়া থাকে। এই বায়বীয় সংযোগবিভাগ আবার ক্ষণকাল স্থায়ী। পরক্ষণেই স্তিমিত বায়ুর দ্বারা শব্দ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে বলিয়া পরক্ষণে আর শব্দের উপলব্ধি সম্ভব হয় না।

বায়বীয় বেগের আধিক্য বা ন্যূনতাবশতঃ আবার শব্দের স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা ঘটিয়া থাকে। কেননা বক্তার প্রযত্ন হইতে উৎপন্ন অভিঘাত নামক বায়ুর বেগেরও একটা সীমা আছে। যতদূর তার সীমা, ততদূর পর্যন্তই সে যায়; তারপর সে ক্রমান্বয়ে ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম হইয়া অবশেষে মিলাইয়া যায়। ফলে দূরবর্তী শ্রোতার কাছে শব্দের প্রতীতি আর সম্ভব হয় না। কেন না বক্তার কোষ্ঠ নির্গত বায়ু ক্রমান্বয়ে বেগহীন হওয়ার ফলে শ্রোতার কর্ণমধ্যস্থ স্তিমিত বায়ু মণ্ডলকে মৃদু, মৃদুতর এবং মৃদুতমভাবে সরাইয়া অবশেষে আর একেবারে সরাইতে পারে না।

বায়ুর অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা এই ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। প্রতিকুল পবনের সংস্পর্শে কোষ্ঠবায়ুর বেগ অতিশীঘ্র কমিয়া যায়। আবার অনুকুল পবনের সাহচর্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত উহাকে বেগবান করিয়া রাখে। সাধারণ অভিঘাত দ্বারা লক্ষ্য করা যায় যে বায়ু বহুল স্থানে বা ঝঞ্ঝা বাত্যাদির সময় অতি নিকটবর্তী শব্দও অশ্রুত থাকিয়া যায়, অপর পক্ষে অনুকুল পবনের সহায়তায় দূরবর্তী শব্দও শ্রুত হইয়া থাকে।[১] বর্ণোপলব্ধির ক্ষণিকত্ব লৌকিক উদাহরণের দ্বারা সহজেই বুঝানো সম্ভব। বর্ষাকালে অমাবস্যার রাত্রে সূচিভেদ্য অন্ধকারে যখন কিছুই চোখে পড়ে না, তখন ক্ষণিকবিদ্যুৎ স্ফুরণে যেমন বৃক্ষাদি প্রকাশিত হইয়া আবার নিমজ্জিত হইয়া যায়, তেমনি শব্দও বায়ুমণ্ডলের দ্বারা আচ্ছন্নই থাকে কিন্তু নাদ, যাহা বক্তার মুখনির্গত অভিঘাতযুক্ত বায়বীয় সংযোগ বিশেষ, তাহার দ্বারা শব্দের আচ্ছাদক বায়ুমণ্ডল অপসৃত হওয়ার ফলে শব্দ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এই নাদ বা ধ্বনি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের শব্দগ্রহণ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তেমন করিয়াই যেমন করিয়া প্রদীপ অন্ধকারকে অপসারণ করিয়া

---

১ অভিঘাতেন হি প্রেরিতা বায়বঃ স্তিমিতাদিবায়ূন্তরাদিপ্রতিবাধমানাঃ সর্বতো দিক্ কান্ সংযোগবিভাগানুৎপাদয়ন্তি যাবদ্ বেগমভিপ্রতিষ্ঠন্তে। তে চ বায়োরপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংযোগবিভাগা নোপলভ্যন্তে। অনুপরতেষ্বেব তেষু শব্দ উপলভ্যতে নোপরতেষু। অতো ন দোষঃ। অতএব চানুবাতং দূরাদুপলভ্যতে শব্দঃ। শাবরভাষ্য ১।১।৩৩

ঘটপটাদিপদার্থের অভিব্যক্তি করে এবং দ্রষ্টার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহিকা শক্তির উদ্‌বোধনও করিয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে বৈশেষিকদের শব্দনিষ্পত্তির ব্যাপারটি অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইতে পারে। তাঁহারা বলেন সংযোগ হইতে অথবা বিভাগ হইতে অথবা শব্দ হইতে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

"সংযোগাদ্বা বিভাগাদ্বা শব্দাদ্বা শব্দনিষ্পত্তিঃ।" ভেরীদণ্ডের মতো দুইটি বস্তুর সযোগের ফলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সংযোগশব্দ বলা যায়। বংশাদি বিদীর্ণ হওয়ার সময় বিভাগ হইতে শব্দ জাত হইয়া থাকে। আর, তৃতীয় প্রকার শব্দনিষ্পত্তি শব্দ হইতেই হয়। এই তৃতীয়প্রকার শব্দনিষ্পত্তি সম্বন্ধে বৈশেষিকদের মত বেশ কৌতূহলোদ্দীক। তাঁহাদের মতে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সংযোগ হইতে প্রথমে একটি বর্ণাত্মক শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে অন্য একটি, তাহা হইতে অপর আর একটি এই রূপ বহু শব্দ উৎপন্ন হয় এবং এই বহুশব্দের মধ্যে যেটি শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হয়, শ্রোতা সেই শব্দটিই শ্রবণ করিয়া থাকে। এইভাবে উৎপন্ন বহুশব্দের অন্তিম শব্দটি স্বতই বিনষ্ট হইয়া যায়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বৈশেষিক মতানুসারে পূর্ব পূর্ব শব্দটি পরবর্তীশব্দের জনক এবং পরবর্তী শব্দটি উৎপন্ন করিয়াই পূর্বশব্দটি বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

বৈশেষিকদের শব্দনিষ্পত্তি সম্বন্ধে এই মত একাধিক কারণে আদরণীয় নয়। এই মত স্বীকার করিতে হইলে অন্তিম শব্দটির স্বতো বিনাশ মানিয়া লইতে হয়। অন্তিম শব্দটিকে দৃষ্টান্ত করিয়া আমরা অনুমান প্রয়োগ করিতে পারি ঃ

শব্দ শব্দান্তরের আরম্ভক নয় (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা শব্দ (হেতু)
যেমন অন্ত্য শব্দ (দৃষ্টান্ত)

দ্বিতীয়তঃ বক্তার বিবক্ষানুযায়ী শ্রোতা শব্দ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। কেন না আদ্য এবং অন্ত্য শব্দ শ্রবণ যোগ্য নয় বলিয়া বক্তা যেই শব্দ শুনাইতে চাহে, শ্রোতা সেইটি না শুনিয়া অন্য একটিই শুনিয়া থাকে।

এই মতের তৃতীয় এবং প্রধান দোষ হইল বীচিতরঙ্গন্যায়ে একটি শব্দ হইতে অন্য একটি, তাহা হইতে অপর আর একটি ইত্যাদি বহু শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইলে শব্দের ক্রিয়াও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শব্দের তো ক্রিয়া থাকিতে পারে না। কেন না, শব্দ বৈশেষিক মতে আকাশের গুণ।

কোনও গুণের আর কোনও গুণ বা ক্রিয়া থাকিতে পারে না। বৈশেষিকেরাই তো বলেন—

"গুণাদির্নিগুণক্রিয়ঃ।"

অতএব শব্দনিষ্পত্তি বিষয়ে বৈশেষিকদের মত কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কিন্তু মীমাংসকগণ এই বিষয়ে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেই প্রক্রিয়াই যুক্তি সঙ্গত এবং অনুভবসিদ্ধও বটে।

পূর্বপক্ষীর 'করোতি শব্দাৎ' সূত্রানুযায়ী শব্দ কর বা শব্দ করে—ইত্যাদি প্রয়োগবশতঃ শব্দ আপাতভাবে ক্রিয়ানিষ্পাদ্য বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে শব্দ ক্রিয়া নিষ্পাদ্য নয় এবং অনিত্যও নয়। "শব্দ কর" অর্থাৎ শব্দের প্রয়োগ বা উচ্চারণ কর। কৃ ধাতুর প্রয়োগে ক্রিয়া নিষ্পাদ্য বলিয়া শব্দ যদি অনিত্য হইত, তাহা হইলে "অবকাশ কর" অর্থে আকাশও অনিত্য হইয়া পড়িত। যে হেতু অবকাশ (ফাঁক) তো আকাশ ভিন্ন কিছুই নয়।

অতএব শব্দানিত্যত্ব বিষয়ে পূর্বপক্ষীর এই যুক্তিও ভ্রান্তিমূলক। দেশান্তরে এবং ব্যক্ত্যন্তরের নিকট যুগপৎ উপলব্ধ হয় বলিয়া শব্দ যে অনিত্য পূর্বপক্ষীর এই যুক্তিও অচল। কেন না শব্দেরও সূর্যের মতো বিভিন্ন দেশে যুগপৎ উপলব্ধি হওয়া সম্ভব। সূর্য এক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন জলপাত্রে বা দর্পণে তাহার বহুত্ব প্রতীতির মতোই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যক্তির একই সময়ে শব্দের শ্রবণ শব্দের একত্বের পরিপন্থী নয়। কিন্তু দূরত্বরূপ দোষ নিবন্ধন সকলেই সূর্যের উপর সমীপতার আরোপ করিয়া যেমন একই সময়ে উপলব্ধি করিয়া থাকে, শব্দের ক্ষেত্রেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ শব্দ নিত্য এবং বিভু হওয়া সত্ত্বেও তাহার যে পরিচ্ছিন্নতা, এবং বিভিন্ন উপলব্ধি, তাহা দোষ বশতই। অতএব শব্দের দেশভেদ প্রতীতি ভ্রম ব্যতীত কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, সূর্যের সমীপাধ্যাসের কারণ তাহার দূরত্ব, শব্দের বেলায় সেই দোষটি কি, যাহার জন্য নানান দেশে শব্দের উপলব্ধি সম্ভব হইয়া থাকে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—শব্দের অভিব্যঞ্জক যে ধ্বনি, তাহার পরিচ্ছিন্নত্ব, বেগবত্ত্ব এবং সর্বোপরি শব্দের বিভুত্বই সেই দোষ যাহার প্রভাবে শব্দকে ক্ষণিক, পরিচ্ছিন্ন এবং বক্তার মুখ রূপ দেশে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, যেমন আকাশ বিভু হওয়া সত্ত্বেও ঘট বা মঠের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ঘটাকাশ, মঠাকাশ রূপে প্রতীয়মান হয়। আর যে হেতু এমন কোনও স্থান নাই যেখানে শব্দ উপলব্ধ হয় না, সেই হেতু শব্দকে পরিচ্ছিন্নও বলা যায় না।

যাহা সর্বত্র উপলব্ধ হয়, তাহাকে কখনই পরিচ্ছিন্ন বলা চলে না। অতএব শব্দের সর্বত্র উপলব্ধিই তাহার বিভুত্বের অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্নতার প্রমাপক। আর যে হেতু শব্দ নিত্য (অগ্রে যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে) এবং বিভু, সুতরাং শব্দের একত্বও সংশয়াতীত। অতএব শব্দ যদি একই হয়, তাহা হইলে তাহার বিভিন্ন দেশে উপলব্ধি তাহার বিভিন্নতার পরিচায়ক নয়। কিন্তু স্থানেরই বিভিন্নতা দোষ বশতঃ শব্দের বিভিন্নতাবোধরূপ ভ্রম হয়।

অপিচ ধ্বনি সকল বেগযুক্ত এবং গতিশীল। ধ্বনির আগমনই শব্দে আরোপিত হওয়ার ফলে শব্দ দূর হইতে আসিতেছে বা নিকট হইতে আসিতেছে এই রকম অনুভব হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই অনুভবও ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নয়। এই স্থলে ধ্বনির আগমনই ভ্রমের কারণ। প্রকৃতপক্ষে শ্রবণেন্দ্রিয় নিজ সমীপে বর্তমান অর্থাৎ স্বদেশস্থিত শব্দকেই প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু দোষবশতঃ শ্রোতা শব্দের প্রকৃত স্থান বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ফলে, অনুমানের দ্বারা গৃহীত ধ্বনির উৎপত্তি দেশই শব্দে আরোপিত করে এবং তাহারই দরুণ শব্দকে বক্তার মুখ রূপ দেশে অধ্যস্ত করিয়া তাহার দূরত্ব বা নিকটত্ব অনুসারে শব্দকেও দূরস্থ বা অন্তিকস্থ বলিয়া বুঝে।

অতএব শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদনে পূর্বপক্ষীর "সত্ত্বান্তরে চ যৌগপদ্যাৎ" সূত্রটিও সমঞ্জস নয়।

বর্ণ সকলের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব রহিয়াছে বলিয়া শব্দ অনিত্য—পূর্বপক্ষীর এই যুক্তিও একান্ত অসমীচীন। উচ্চারণ স্থানের সাম্য থাকিলেই বর্ণের প্রকৃতি বিকৃতি ভাব হওয়া সম্ভবপর হয়। যদি কিছু মাত্র সাদৃশ্যই প্রকৃতি বিকৃতি ভাব হইত, তাহা হইলে দই এবং পিটুলির মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাব থাকিয়া যাইত।[১] কিন্তু দই যে পিটুলির প্রকৃতি বা বিকৃতি, এমন কথা তো কেহই বলেন না। আর পাণিনির "ইকো যনচি" সূত্রের অর্থ এমনও নয় যে য-কার ই-কারের বিকৃতি, ব-কার উ-কারের বিকৃতি ইত্যাদি। এই সূত্রের অর্থ এই যে অত্যন্ত নৈকট্য থাকিলে ই-কারের স্থলে য-কার ব্যবহার করা উচিত, উ-কারের স্থলে ব-কার ব্যবহার করা উচিত ইত্যাদি। দধি+অত্র= দধ্যত্র বা মধু+অরি=মধ্বরি প্রভৃতি স্থলে য-কার বা ব-কার যদি ই-কার বা উ-কারের বিকৃতি হইত, তাহা হইলে ঘট প্রভৃতির জন্য কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকে, তেমনি য-কারের জন্য ই-কার অথবা ব-কারের জন্য

১ ন চ সাদৃশ্যমাত্রং দৃষ্ট্বা প্রকৃতিবিকৃতির্বোচ্যতে। ন হি দধিপিটকং দৃষ্ট্বা কুন্দ-পিটকঞ্চ প্রকৃতিবিকারভাবোঽবগম্যতে।

শাবর ভাষ্য। ১।১।১৬

উ-কার ইত্যাদি লোকে গ্রহণ করিত। কিন্তু কেহ তাহা কখনও করে না। অতএব বর্ণ সকলের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতি ভাব অর্থাৎ কার্যকারণভাব থাকিতে পারে না। কার্যকারণভাব থাকিলেই শব্দকে অনিত্য বলা চলিতে পারিত। যে হেতু বর্ণ সকলের মধ্যে প্রকৃতিবিকৃতি ভাব নাই, অতএব শব্দকে অনিত্য বলা চলে না।

শব্দের অনিত্যতাবাদী পূর্বপক্ষী উচ্চারণ কর্তার আধিক্যবশতঃ শব্দের আধিক্য হয় বলিয়া শব্দ অনিত্য—এই যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, এই যুক্তিও শব্দের অনিত্যতাসম্পাদনে সমর্থ নয়। কেন না শব্দ অবয়বহীন বলিয়া শব্দের হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হইতে পারে না।[১] অবয়ব যুক্ত বস্তুরই অবয়বের যোগ বা বিয়োগের ফলে বৃদ্ধি বা হ্রাস সম্ভব। কিন্তু কেহ তো কখন ও শব্দবিষয়ের প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা সাবয়ব তাহার অবয়বের প্রত্যক্ষ কোন না কোনও সময় কাহারও না কাহারও দ্বারা কোথায়ও না কোথায় ঘটিবেই। যেমন বস্ত্রের অবয়ব তন্তুসকল সকলেরই প্রত্যক্ষযোগ্য উপলব্ধির বিষয়, তেমনভাবে শব্দের অবয়ব কেহ কখনই তো প্রত্যক্ষ করে না। আর যে হেতু শব্দাবয়বের কোনও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য চিহ্ন নাই, অতএব শব্দাবয়ব অনুমানেরও অবিষয়। আর শব্দ বিভু বলিয়াও তাহার অবয়ব থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে বর্ণ সকল নিরবয়ব। কাজেই তাহাদের হ্রাসবৃদ্ধি একান্তই অসম্ভব। তবে উচ্চারণ কর্তার আধিক্যবশতঃ শব্দের বৃদ্ধি হয় বলিয়া যে অনুভব তাহা শুধু শব্দের ঔপাধিক ধর্ম ব্যতীত কিছুই নয়। বস্তুতঃ এইটি অর্থাৎ শব্দের আধিক্য—প্রতীতি ধ্বনিরূপ সংযোগ বিভাজক নাদেরই ধর্ম।

"নাদের নৈরন্তর্যই শব্দের মহত্ত্ব বা আধিক্য প্রতীতিরূপ ভ্রমের হেতু। যখন নিরন্তরভাবে বহু ব্যক্তি যুগপৎ উচ্চারণ করিতে থাকে, তৎকালে নিরন্তর সঞ্জাত নাদ সকল শ্রোতার কর্ণপটহস্থিত ভাগ সকলকে নিরন্তরভাবে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। আর তাহারই ফলে শব্দ এবং ধ্বনি অবিরাম বহুবার গৃহীত হয় বলিয়া যেন খুব বেশী এবং খুব বড় বলিয়া প্রতীত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা নাদের অর্থাৎ ধ্বনিরই আধিক্য। নাদ বলিতে নিরন্তরভাবে উৎপাদিত শব্দাভিব্যঞ্জক বায়বীয় সংযোগ বিভাগ বিশেষ।"[২]

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। একমাত্র

---

১ নিরবয়বো হি শব্দঃ। অবয়বভেদানবগমাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ মহত্ত্বানুপপত্তিঃ। শাবর ভাষ্য। ১।১।১৭

২ শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ সম্পাদিত 'মীমাংসা দর্শনম্'। প্রথম খণ্ড। পৃ ৬০

মীমাংসকেরাই শব্দের হ্রাস বা বৃদ্ধিকে ঔপাধিক বা ভ্রম বলেন না। কিন্তু শব্দের অনিত্যত্ববাদী নৈয়ায়িকেরাও এই বিষয়ে মীমাংসকদের সঙ্গে একমত। নৈয়ায়িকেরা শব্দকে আকাশের গুণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। শব্দের হ্রাস বা বৃদ্ধি স্বীকার করিলে গুণেরও গুণ স্বীকার করিতে হয়। ফলে অনবস্থা দোষ ঘটিতে বাধ্য। তাই তাহারা বলিয়া থাকেন যে "ধ্বনির সংস্কার বশতঃ তাদৃশ জ্ঞান হইতে শব্দের মহত্ত্ব বা অল্পত্ব ভ্রম হইয়া থাকে। সুতরাং নাদেরই বৃদ্ধি বর্ণাত্মক শব্দের উপর আরোপিত হইয়া থাকে। আর শ্রোতা তাহাদের অসংসর্গাগ্রহবশতঃ অর্থাৎ নাদ এবং শব্দের মধ্যে অসংসর্গ (অসম্বন্ধ) আছে বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই, তাহার অগ্রহ (অজ্ঞান) বশতঃ ঐ প্রকার আরোপ বা ভ্রম করিয়া থাকে।"[১]

নাদ বা ধ্বনি বায়বীয় সংযোগ বিভাগাত্মক বলিয়া এবং বায়ু শ্রোত্রেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয় বলিয়া নাদ বা ধ্বনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়—এই যুক্তি অসঙ্গত। বায়ু শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া তাহার গুণও যে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারিবে না, এমন কোনও কথা নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে পুষ্পগন্ধ নাসিকাগ্রাহ্য হইতে পারিত না, যে হেতু পুষ্পরূপ দ্রব্য তো নাসিকাগ্রাহ্য নয়। অতএব বায়ু শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও তাহার গুণ নাদের শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না।

তাহা হইলে দেখা গেল শব্দের অনিত্যতাবাদী পূর্বপক্ষী যে ছয়টি যুক্তির সাহায্যে শব্দের অনিত্যতা স্থাপনে প্রয়াসী, তাহার মধ্যে একটি যুক্তিরও সারবত্তা নাই। উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বোঝা গেল শব্দের অনিত্যতা বিষয়ে পূর্বপক্ষীর যুক্তি দুর্বল কিন্তু শব্দ যে নিত্য এমন কোনও ধারণা পূর্বপক্ষ খণ্ডনের মধ্যে নাই। অতএব দৃঢ়তর যুক্তির সাহায্যে মীমাংসক শব্দের নিত্যতা স্থাপন করিয়াছেন।

শব্দনিত্যত্ব বিষয়ে মীমাংসকের প্রথম যুক্তি হইল শব্দ অনিত্য হইলে শব্দ উচ্চারণের প্রয়োজন যে অর্থ প্রতীতি, তাহাই অসিদ্ধ থাকিয়া যাইত। অর্থাৎ শব্দ নিত্য না হইলে অর্থ প্রতীতি উৎপন্নই হইত না।[২]

বিশ্লেষণের মাধ্যমে মীমাংসক তাঁহার এই যুক্তিটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়াছেন।

---

১ শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ সম্পাদিত 'মীমাংসা দর্শনম্' ॥ প্রথম খণ্ড। পৃঃ ৬০

২ নিত্যঃ শব্দো ভবিতুমর্হতি। কুতঃ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ। দর্শনমুচ্চারণং তৎপরার্থঃ পরমর্থং প্রত্যায়য়িতুম্। উচ্চারিতমাত্রে হি বিনষ্টে শব্দে ন চান্যোঽন্যানর্থান্ প্রত্যায়য়িতুং শক্নুয়াৎ। অতো ন পরার্থমুচ্চার্যেত। শাবর ভাষ্য। ১।১।১৮। পৃঃ ৮৪

তাঁহার মতে যে হেতু শব্দ উচ্চারিত হয় অর্থ প্রতীতির জন্য, সুতরাং অর্থ প্রতীতিই শব্দোচ্চারণের প্রধান উদ্দেশ্য এবং প্রধান উদ্দেশ্যটি যদি শব্দোচ্চারণের দ্বারা সাধিত না হয়, তাহা হইলে শব্দোচ্চারণ অর্থহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রধান উদ্দেশ্য যে অর্থপ্রতীতি, তাহা যাহাতে বাধা প্রাপ্ত না হয়, এমন ধর্ম-কল্পনাই সর্বাগ্রে কর্তব্য। নিত্যতা বা অনিত্যতা শব্দেরই ধর্ম। এখন শব্দ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব বশতঃ শুধুমাত্র শব্দোচ্চারণের দ্বারা অর্থ প্রতীতি হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। আর ক্ষণিক বস্তুর সম্বন্ধ-বোধও অসম্ভব। কেন না সম্বন্ধ প্রতীত হইতে অন্বয়ব্যতিরেক প্রয়োজন। আর একাধিকবার দর্শন ব্যতীতই বা কী করিয়া অন্বয়ব্যতিরেকজ্ঞান সম্ভব? ক্ষণিকের একাধিকবার দর্শন হইতেই পারে না। প্রত্যেকটি শব্দ পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া একের দর্শনে অপরের সম্বন্ধ জ্ঞানও সম্ভব নয়। এই রকম হইলে অশ্ব শব্দের দ্বারা গো-বোধও হইতে পারিত। সাদৃশ্যবশতঃ যে সম্বন্ধজ্ঞান ঘটিবে, তাহাও সম্ভব নয়। কেন না বর্ণ সকল অবয়বহীন এবং বহুতর অবয়বের একরূপতাকেই সাদৃশ্য বলা হইয়া থাকে। আর কোনও একটি শব্দের সম্বন্ধ যদি গৃহীত হইত, তাহা হইলেও বলা যাইতে পারিত, সাদৃশ্যবশতঃ অর্থ বোধের সম্ভাব্যতা স্বীকার করা যায়। কিন্তু সকল শব্দই যখন এক ক্ষণের বেশী স্থায়ী নয়, তখন কোনও শব্দের অর্থই কোনও কালে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। আর যাহার অর্থ কোনও কালেই জ্ঞানগোচর নয়, তাহাকেই বা কী করিয়া অর্থযুক্ত বলা চলিবে? সুতরাং শব্দ ক্ষণিক হইলে সকল শব্দই অর্থহীন হয় বলিয়া কোনওটিরই সাদৃশ্য বশতঃ অর্থজ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়।

আরও কথা এই যে শব্দের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে এবং সাদৃশ্যবশতঃ তাহার অর্থজ্ঞান হয় বলিলে শব্দ হইতে যে অর্থপ্রতীতি হয়, তাহাকে ভ্রমই বলিতে হইবে। যেমন কেহ যদি শালা শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থ গৃহ না বুঝিয়া সাদৃশ্য বশতঃ মালা বুঝে, তবে এই অর্থ প্রতীতি বাষ্পকে ধূমগ্রহণের ন্যায় ভ্রমাত্মক হয় না কি?[1]

শালা ও মালা শব্দের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে বলিয়াই তাদৃশ অর্থবোধ ভ্রমাত্মক, যদি এই রকম কথা কেহ বলিতে চাহেন, তবে তাহার উত্তরে বলা যায়,

---

১ অর্থবৎ সাদৃশ্যাদর্থাবগম ইতি চেন্ন, কশ্চিদর্থবান্ সর্বেষাং নবত্বাৎ। কস্যচিৎ পূর্বস্য কৃত্রিমসম্বন্ধো ভবিষ্যতীতি চেৎ তদুক্তং সদৃশ ইতি চাবগতে ব্যামোহাৎ প্রত্যয়ো ব্যবর্তেত শালাশব্দাৎ মালা প্রত্যয় ইব।　　　　শাবরভাষ্য। ১।১।১৮ পৃ. ৮৪

সাদৃশ্যের স্থলে কিছুটা ভেদ থাকিতেই হইবে ; অভেদে সাদৃশ্য হয় না। সাদৃশ্যের বেলায় ভেদ স্বীকার না করিলে পূর্বশব্দ এবং পরশব্দ অভিন্ন হওয়ায় শব্দকে নিত্যই বলিতে হয়।

'গাভী', 'গাবী' প্রভৃতি অপশব্দের বাচকতা ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে এইসব স্থলে গো-প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করার ইচ্ছাই বক্তার থাকে কিন্তু অশক্তি বশতঃ ওই রকম বিকৃত উচ্চারণ করিয়া থাকে। সুতরাং এই সব স্থলে গো-প্রভৃতি শব্দই অর্থবোধক।[১] অপশব্দের সাদৃশ্য বশতঃ অর্থজ্ঞান যথার্থ হইলেও তাহাদের বাচকতা যথার্থ নয়। অপশব্দের ভ্রান্ত বাচকতা আছে বলিয়াই যে সমস্ত শব্দের ভ্রান্ত বাচকতা স্বীকার করিতে হইবে, এমন হইতে পারে না। যেখানে বাধক জ্ঞান থাকে, সেখানে বাধ্যজ্ঞানটিকে ভ্রম বলা হইয়া থাকে। কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে উচ্চারিত শব্দের বাচকতার বাধক না থাকায় এবং সকল স্থানে সকলের নিকট তাহা এক হওয়ায় তাহাকে ভ্রম বলা যায় না।

আবার একই কালে শব্দের উচ্চারণজ্ঞান এবং অর্থবোধও অনুভব বিরুদ্ধ। ঐগুলির পারম্পর্যই বরং অনুভব এবং যুক্তি সিদ্ধ। এই কারণেও শব্দকে ক্ষণিক বলা যায় না। সম্বন্ধজ্ঞানপূর্বক অর্থবোধের নিমিত্ত শব্দের কিছুক্ষণ অবস্থান ও বিনাশ স্বীকার করা অপেক্ষা শব্দের চিরকাল অবস্থান এবং তাহার অবিনাশিত্ব স্বীকার করাই তো ভালো।

সুতরাং অনিত্যত্বরূপ ধর্ম শব্দের স্বীকার করিলে অর্থপ্রতীতিরূপ প্রধানীভূত ফলের বাধা হয়। অতএব এতাদৃশ ধর্ম কল্পনা করা যুক্তি সঙ্গত নয়। সেই রকম ধর্মই কল্পনা করা উচিত, যাহা প্রধানের বাধা না জন্মায়।

শব্দের নিত্যত্ব ও বিনাশিত্বরূপ ধর্মদ্বয়ের মধ্যে সেই ধর্মটিই স্বীকার করা উচিত যাহা প্রধানের (অর্থ প্রতীতিরূপ ফলের) বাধা না জন্মায়। যে হেতু অঙ্গের যে অঙ্গ তাহার অনুরোধ অর্থাৎ তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রধানীভূত ফলের বাধা করা যুক্তি সঙ্গত নহে। অর্থাৎ শব্দ অর্থ বোধের অঙ্গ বা উপায় এবং নিত্যতা বা অনিত্যতা শব্দের অঙ্গ। শব্দকে যদি বিনাশী অর্থাৎ অনিত্য বলা হয়, তাহা হইলে প্রধান ফলের বাধাই হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দ নিত্য না হইলে অর্থ প্রতীতি কোনও প্রকারে উৎপন্ন হয় না বলিয়া শব্দকে নিত্য অবশ্যই বলিতে হইবে। উল্লিখিত যুক্তির দ্বারা শব্দের নিত্যতা অর্থাপত্তি প্রমাণলভ্য বলিয়া প্রমাণিত হইল।

---

১ যথা গাবীশব্দাৎ সাস্নাদিমতি প্রত্যয়স্তানিবৃত্তিস্তদ্বদ্ ভবিষ্যতি ইতি চেৎ। ন হি গোশব্দং তত্রোচ্চারয়িতুমিচ্ছা। শাবরভাষ্য। ১।১।১৮ পৃ. ৮৪

শব্দনিত্যত্বের আরও হেতু এই যে শব্দ অনিত্য হইলে শব্দের বাচ্য যে আকৃতি বা জাতি, তাহার সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধজ্ঞান সম্ভব হইত না। জাতি নিত্য এবং শব্দের 'বাচ্য যে আকৃতি, তাহা "আকৃতিস্তু ক্রিয়ার্থত্বাৎ" (মী. সূ. ১।৩।৪০) সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সম্বন্ধজ্ঞ ব্যক্তি যখন অঙ্গুলি নির্দেশে কোনও গোব্যক্তিকে দেখাইয়া বলেন যে "ইহা গোশব্দের বাচ্য", "ইহা গোশব্দের বাচ্য", তখন অব্যুৎপন্ন কোনও ব্যক্তি গোশব্দের অর্থে সেই একটি মাত্র গোব্যক্তিকেই বুঝে না কিন্তু সমুদায় গোব্যক্তিকেই বুঝিয়া থাকে। অর্থাৎ গোজাতির জ্ঞানই তাহার হইয়া থাকে। তাহা না হইলে অন্য গরু দেখিয়া তাহার আর শাব্দজ্ঞান হইতে পরিত না। শব্দের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে কোনও শব্দের অর্থই যে গৃহীত হইতে পারে না, সে সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু শব্দ নিত্য হইলে একই শব্দ পূর্বাপর কালে বর্তমান থাকে বলিয়া বহুবার শুনিবার পর অন্বয়ব্যতিরেকের মাধ্যমে অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধজ্ঞান স্বাভাবিক।

সংখ্যার প্রয়োগ না থাকার জন্যও শব্দকে নিত্য বলিতে হইবে। অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগের বেলায় কেহ এই রকম বলে না যে আটটি বা দশটি গোশব্দ উচ্চারিত হইল। বরঞ্চ লোকে বলে আটবার বা দশবার গোশব্দ উচ্চারিত হইল।[১] আটটি গরু কিনিল বা দশটি ঘট ভাঙিল ইত্যাদিস্থলে যে রকম সংখ্যার প্রয়োগ হইয়া থাকে, শব্দ উচ্চারণের বেলায় সেই রকম সংখ্যাপ্রয়োগ একেবারেই হয় না। সুতরাং পরমর্ষি জৈমিনি শব্দ নিত্যত্বের অন্তিম যুক্তি দিয়াছেন।

সংখ্যাভাবাৎ (মী. সূ. ১।১।২০)।

তাহা ছাড়া শব্দকে অনিত্য বলা যাইতে পারিত যদি শব্দের বিনাশে কোনও হেতু থাকিত। কিন্তু শব্দনাশের কোনও কারণ নাই বলিয়া শব্দের নাশ স্বীকার করা যায় না। যেহেতু শব্দ নিরবয়ব, সেই হেতু শব্দের কোনও সমবায়ী কারণ বা অসমবায়ী কারণ থাকিতে পারে না এবং সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণের ধ্বংসে কারণ সাপেক্ষ বস্ত্রাদি পদার্থের যেমন ধ্বংস হইয়া থাকে শব্দের বেলায় সে নিয়ম খাটে না।[২] অতএব শব্দের নাশ সম্ভব নয়।

শিক্ষাকারের মতে বায়ু শব্দাকারে পরিণত হইয়া থাকে (বায়ুরাপদ্যতে শব্দত্বম্)। কিন্তু বায়ু যদি শব্দ জন্য হয়, তবে বায়বীয় অবয়বের বিনাশে শব্দের

---

১ অষ্টকৃত্বো গোশব্দ উচ্চারিত ইতি বদতি নাষ্টৌ গোশব্দ ইতি। শা. ভা. ১।১।২০

২ তন্তুব্যতিষঙ্গজনিতোঽয়ং তন্তুব্যতিষঙ্গবিনাশাৎ তন্তুবিনাশাদ্বা বিনশ্যতীত্যবগচ্ছতি। নৈবং শব্দস্য কিঞ্চিৎ কারণমবগম্য তেষাং বিনাশাদ্ বিনক্ষ্যতীত্যবগম্যতে। শা. ভা. ১।১।২১

বিনাশও সম্ভব হয়। সুতরাং শব্দ যদি বায়বীয় হইত, তবে বর্ণাত্মক শব্দের প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে বায়বীয় অবয়বেরও প্রত্যক্ষ হইত এবং তাহার প্রত্যভিজ্ঞাও হইত। কিন্তু তাহা কখনই হয় না। সুতরাং শব্দকে বায়বীয় বলা যায় না বলিয়াই বায়বীয় অবয়ব সমূহের ধ্বংসে শব্দের ধ্বংস স্বীকার করা যায় না। অতএব শব্দকে বিনাশশীল বলা চলে না। শব্দ অবিনাশী।[১]

উপরিউক্ত যুক্তিসমূহ দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয়। ইহা ছাড়া বেদের নিত্যতাজ্ঞাপক বাক্য দৃষ্ট হয় বলিয়াও শব্দকে নিত্য বলিতে হইবে। মীমাংসক আপন যুক্তির সমর্থনে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেদে অগ্নিস্তুতি পর "বাচা, বিরূপনিত্যয়া" ইত্যাদি একটি বাক্য আছে। এই স্থলে বিরূপ শব্দের অর্থ কর্তৃহীন।[২] উক্ত বাক্যের তাৎপর্যার্থ হইল, যাহা কর্তৃহীন এবং নিত্য, তাদৃশ বাক্যের দ্বারা অগ্নির স্তুতি কর। কর্তৃহীন হইলেই যে নিত্য হইবে, এমন কোনও কথা নাই। প্রাগভাব কর্তৃহীন হইলেও তাহার ধ্বংস আছে। সুতরাং বিরূপ এবং নিত্য দুটি শব্দই উল্লিখিত বাক্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। অগ্নির স্তবে এই বাক্যটির তাৎপর্য থাকিলেও প্রজ্বলিত দীপ যেমন অন্য বস্তুকে প্রকাশ করিয়া অন্য প্রয়োজনও সিদ্ধ করে সেই রকম বেদবাক্যের নিত্যতা বেদবাক্যের দ্বারাই প্রকারান্তরে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। "অতএব, যেহেতু বর্ণাত্মক শব্দের কোনও উৎপাদক সামগ্রী নাই, কারণ উচ্চারণ তাহার অভিব্যঞ্জকই হইতেছে এবং যেহেতু বর্ণের কোনও ভাগ অর্থাৎ অংশ বা অবয়ব নাই, আর যেহেতু সকল সময়েই সকল স্থানেই তাহার অপরোক্ষাবভাস হইয়া থাকে, সেই কারণে বর্ণাত্মক শব্দ আকাশাদির ন্যায় নিত্য।"

যে হেতু ক্রমবিশিষ্ট বর্ণসমষ্টিই পদ এবং বর্ণ নিত্য ও বিভু বলিয়া বর্ণের ক্রম থাকা সম্ভব নয় আর যদিও বা থাকে, তবে তাহা পুরুষসাপেক্ষ। সুতরাং 'বর্ণ নিত্য হইলেও পদের নিত্যতা অযৌক্তিক'—এ রকম মত অবশ্য অস্বীকার্য।

---

১ তথা চ শিক্ষাকারা আহুঃ—বায়ুরাপদ্যতে শব্দতামিতি। নৈতদেবম্। বায়বীয়শ্চেচ্ছব্দো ভবেদ্, বায়োঃ সন্নিবেশবিশেষঃ স্যাৎ। ন চ বায়বীয়ান্ অবয়বান্ শব্দে সতঃ প্রত্যভিজানীমঃ যথা পটস্য তন্তুময়ান্। ন চৈবং ভবতি। স্যাচ্চেদেবং স্পর্শনেন উপলভামহে। ন চ বায়বীয়ান্ অবয়বান্ শব্দগতান্ স্পৃশামঃ তস্মান্ন বায়ুকারণকঃ। অতো নিত্যঃ।

শাবর ভাষ্য ১।১।২২

২ রূপয়তীতি রূপং কর্তা। বিগতং রূপং যস্যা ইতি কর্তৃরহিতা ইত্যর্থঃ।

১।১।২৩ মীঃ সূত্র ভাষ্যের প্রভা টীকা।

যেহেতু ক্রম কখনই স্বতন্ত্র নয়। বর্ণ সমূহের বিততিবিশেষকেই ক্রম বলা হইয়া থাকে এবং তাহা ক্রমবিশিষ্ট পদার্থেরই অঙ্গ। ক্রম বিশিষ্ট বর্ণসকলই অর্থের বাচক এবং এই বর্ণসকলই ক্রমের আশ্রয় এবং মুখ্য। স্বতন্ত্রভাবে ক্রমের কোনও বাচকতা নাই। কেহ স্বতন্ত্রভাবে ক্রমবিন্যাস করে না এবং সকলেই অনাদি কাল হইতে নির্দিষ্ট ক্রমবিশিষ্ট যে যে শব্দ চলিয়া আসিতেছে, সেই ভাবেই প্রয়োগ করিয়া থাকে।

আবার কাহারও কাহারও মতে ক্রম কাল ছাড়া কিছুই নয়। আর কাল তো নিত্যই। সুতরাং ক্রমেরও নিত্যতা সন্দেহাতীত। অতএব বর্ণের ন্যায় তদাশ্রিত ক্রমও নিত্য বলিয়া ক্রম দ্বারা পদের অনিত্যতা অসম্ভব।

অতএব শব্দ নিত্য এবং উল্লিখিত যুক্তি দ্বারা শব্দার্থের নিত্যতাও প্রমাণিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মীমাংসকের কাছে শব্দ; শব্দার্থ এবং শব্দ ও শব্দার্থের সম্বন্ধের নিত্যতা প্রমাণিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের নিত্যত্ব স্থাপিত না হইলে স্বীকার করিতে হয়, ঈশ্বর বা অন্য কেহ শব্দ ও শব্দার্থের সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছেন। মীমাংসকেরা তাহা করিতে পারেন না। কারণ ঈশ্বর বা অন্য কোনও স্রষ্টা স্বীকার করিলে বেদের আপ্তত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কেননা তাহা হইলে বেদের আপ্তত্ব ঈশ্বরের আপ্তত্বের উপর নির্ভরশীল হইবে। ফলে বেদের আপ্তত্ব স্বকীয় ও চরম হইবে না। একমাত্র বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃতিই তো মীমাংসার ভিত্তি।

একটি বিষয় লক্ষণীয় এই, মীমাংসা সূত্রের (১।১।৫) ভাষ্যে শব্দও শব্দার্থের নিত্যতা স্থাপন করিতে গিয়া ভগবান শবর স্বামী যুক্তি মূলকভাবে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যানের আয়োজন করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরপ্রত্যাখ্যানের সুস্পষ্ট যুক্তিতর্ক পরবর্তী মীমাংসকদের রচনাতেই পাওয়া যায়।

বেদের আপ্তত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য মীমাসকেরা যে ভাবে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের চরম রক্ষণশীলতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। সেই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণীয় যে বেদের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের প্রচেষ্টায় উদ্ভূত হইলেও মীমাংসকেরা ক্রমশঃ যে ভাবে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যানের যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সে গুলির স্বকীয় গুরুত্বের দিক হইতে এই মীমাংসাদর্শনই এক দিকে ক্রমশঃ অত্যন্ত মৌলিকভাবে রীতিবিরুদ্ধ এবং রক্ষণশীলতাবিরুদ্ধ দর্শনে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্ফোটবাদ

মীমাংসাদর্শন অতি যত্ন সহকারে স্ফোটবাদ খণ্ডন করিয়াছে এবং এই দর্শনে স্ফোটবাদের আলোচনা আসিয়া পড়িয়াছে অতি সঙ্গত ও স্বাভাবিক কারণেই। স্ফোট খণ্ডিত না হইলে বাক্যের অবয়বকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ পদ এবং তাহার অবয়বাশ্রিত উহ প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া প্রসঙ্গ, তন্ত্রতা প্রভৃতির মিথ্যাত্ব বা অপ্রামাণ্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়ায়।[১] কিন্তু উহ প্রভৃতির সত্যতা বা প্রামাণ্য প্রতিপাদনের জন্যই মীমাংসককে স্ফোটখণ্ডনে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। স্ফোটবাদের আলোচনা উত্থাপিতও হইয়াছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে মীমাংসাদর্শনে।

পূর্বপক্ষবাদী পদপদার্থের হয় সম্বন্ধাভাব, না হয় তো, উহাদের পুরুষকৃতত্ব দাবী করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বপক্ষবাদীর এই সম্বন্ধাক্ষেপ পরিহার না করিয়াই ভাষ্যকার প্রশ্ন তুলিয়াছেন ঃ

অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ।

এই প্রশ্নটি পূর্বপক্ষবাদীর হইতেই পারে না। কেন না সম্বন্ধাক্ষেপের পর এই রকম কোনও প্রশ্নের সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। আবার এই প্রশ্নটি সিদ্ধান্তীরই বা কেমন করিয়া হইবে? যেহেতু আক্ষেপ পরিহার না করিয়াই তাঁহার পক্ষে অন্য প্রশ্ন করা অযৌক্তিক। তাহা ছাড়া "গকারৌকারবিসর্জনীয়া ইতি ভগবান্ উপবর্ষঃ"—এই পরবর্তী ভাষ্যটি এই ধরণের প্রশ্নের পর অসম্বন্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং "গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ"? এই প্রশ্নটি পূর্বপক্ষীর হইতে পারে না, সিদ্ধান্তীরও হইতে পারে না। এই রকম আশঙ্কা হইলে উত্তরে বলা যায় প্রশ্নটি সিদ্ধান্তীরই। কারণ আপনার অভিপ্রেত শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ উপপাদন করিতে অগ্রসর হইয়াই তিনি পূর্বপক্ষবাদীকে প্রশ্ন করিতেছেন 'গৌঃ'

---

১ বর্ণাতিরিক্তঃ প্রতিষিধ্যমানঃ পদেষু মন্দঃ ফলমাদধাতি।
কার্যাণি বাক্যাবয়বাশ্রয়াণি সত্যানি কর্তুং কৃত এষ যত্নঃ॥

শ্লোকবার্তিক। স্ফোট-১৩৭

এই স্থলে কোন শব্দ তাঁহার অভিপ্রেত যাহার সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধাভাব তিনি মনে করেন ?[১] বস্তুতঃ সম্বন্ধের আধার অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের স্বরূপ অবগত হইলেই আধেয়জ্ঞান অর্থাৎ সম্বন্ধের জ্ঞান সহজ সাধ্য হয়। তাই আধার নিরূপণের দ্বারাই আধেয়ের নিরূপণ সম্ভব। আর শব্দপূর্বক যখন অর্থপ্রতিপত্তি, তখন শব্দরূপ সম্বন্ধীর স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রথম কর্তব্য। সেই জন্য বার্তিককার শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন ঃ

আধারাত্মনি বিজ্ঞাতে সুখমাধেয়বোধনম্।
তস্যৈব তাবৎ প্রস্তাবাদথ গৌরিত্যতোঽব্রবীৎ॥

শ্লোকবার্তিক। স্ফোট ১

সুতরাং শব্দের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গেই মীমাংসকের কাছে স্ফোটবাদও আলোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

"শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" (১।৩।২৮) বেদান্তসূত্রের ভামতী টীকাতেও স্ফোটের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে। বাচক শব্দ হইতে দেবতাদের উৎপত্তি হয় কিন্তু এই বাচক শব্দ বলিতে ব'কার প্রভৃতি বর্ণ বসু প্রভৃতির দেবতার বাচক বা অন্য কিছু ? ব'কার প্রভৃতি বর্ণ বসু প্রভৃতি দেবতার বাচক—এই কথা বলা যায় না। কারণ ব-কারাদি বর্ণ উচ্চারণভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ঐ বর্ণাত্মক শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান হইতে পারে না। সঙ্গতিজ্ঞান না হওয়া সত্ত্বেও যদি শব্দ বাচক হয়, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ যে কোনও শব্দ হইতে যে কোনও অর্থের জ্ঞানের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

আরও কথা এই যে এই বর্ণগুলির প্রত্যেকটিই কি বাক্যার্থকে বুঝায় অথবা মিলিত হইয়া বাক্যার্থকে বুঝাইয়া থাকে ? প্রত্যেক বর্ণের পক্ষে বাক্যার্থ বুঝানো সম্ভবপর নয়। যে হেতু একটি বর্ণের উচ্চারণের অব্যবহিত পরেই অর্থজ্ঞান হইতে দেখা যায় না। আর একটি বর্ণ হইতে যদি বাক্যার্থের জ্ঞান হয়, তাহা হইলে অন্যান্য বর্ণ উচ্চারণের আনর্থক্যাপত্তি ঘটে। বর্ণ সকল মিলিত হইয়া অর্থকে বুঝাইবে, এ কথাও বলা চলে না। কারণ বর্ণ সকল একজন কর্তৃক

---

১ অথ গৌরিতি কস্যায়ং প্রশ্নঃ ন তাবৎ পূর্বপক্ষিণঃ সম্বন্ধাক্ষেপানন্তরং তস্য শুদ্ধপ্রশ্নানুপপত্তেঃ। নাপি সিদ্ধান্তিনঃ অকৃতাক্ষেপপরিহারস্য তৎপ্রশ্নানুপপত্তেঃ গকারৌকারেত্যাদ্যুত্তরভাষ্যমপি প্রশ্নানন্তরং সম্বদ্ধং স্যাৎ। উচ্যতে—সিদ্ধান্তিন এবায়ং প্রশ্নঃ। স হি স্বাভিপ্রেতশব্দার্থসম্বন্ধমুপপাদয়িতুং পৃচ্ছতি—অথ গৌরিত্যত ভবতঃ কঃ শব্দোঽভিপ্রেতো যস্যার্থেন সহ সম্বন্ধাভাবং মন্যসে ?

শাস্ত্রদীপিকা। যুক্তিস্নেহপ্রপূরণী টীকা। পৃ ২৬৫

প্রযুক্ত হইলে স্বরূপতঃ অথবা অভিব্যক্তির দিক্ হইতেও প্রত্যেক ক্ষণেই বর্ণ সকল নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহাদের সাহিত্য সম্ভব হইতে পারে না।[১] আর এই প্রত্যেক বা সমুদায় হইতে পৃথক্ অন্য প্রকারের সম্ভাবনা নাই। আগ্নেয়াদি যাগে সংস্কারের দ্বারা যেমন সাহিত্য হয়, সেই রকম বর্ণ সকলের স্বরূপতঃ সাহিত্য না থাকিলেও সংস্কারের দ্বারা সাহিত্য হয়।[২]—এই রকম বলা যায় না। কারণ বর্ণজনিত সংস্কারের উপর বিকল্প সহনশীল হয় না।

আর এই বর্ণজনিত সংস্কারই বা কী ধরণের? এইটি কি আগ্নেয়াদিজন্য অপূর্বস্বরূপ? অথবা স্মৃতিউৎপত্তির কারণ ভাবনা স্বরূপ? এই দুইটির মধ্যে প্রথম কল্পটি হইতে পারে না। যে হেতু শব্দ যদি স্বরূপতঃ অঙ্গের দিক হইতে অজ্ঞাত থাকে এবং ঐ শব্দের সহিত অর্থের সঙ্গতিজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ শব্দ অর্থজ্ঞানের কারণ হয় না। যদি কেহ সেই শব্দের জ্ঞান লাভ করে তবুও শক্তি জ্ঞান থাকিলে সেই শব্দ হইতে অর্থজ্ঞান সম্ভব হয় না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে ধূমের জ্ঞান বা জ্ঞানের বিষয় ধূম যেমন ব্যাপ্তির অনুমাপক হইয়া থাকে সেই রকম শব্দের জ্ঞান হওয়া চাই, শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধজ্ঞান হওয়া চাই এবং শব্দ হইতে অর্থজ্ঞান হইতে হইলে যতগুলি অঙ্গের আবশ্যকতা, সেগুলিরও জ্ঞান হওয়া চাই। তাহা হইলেই শব্দ হইতে অর্থের জ্ঞান সম্ভব হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে বর্ণ হইতে যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাকে অপূর্ব বলিয়া এখানে ধরা হইয়াছে—তাহাকেই যদি অর্থজ্ঞানের অঙ্গ বলা হয়, তাহা হইলে শব্দ হইতে অর্থজ্ঞান হওয়ায় পূর্বে ঐ সংস্কারের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শব্দ হইতে অর্থজ্ঞানের পূর্বে সেই সংস্কারের জ্ঞান হওয়ার কোনও উপায় নাই। অর্থের জ্ঞান দেখিয়া সংস্কারের জ্ঞান হয়, এইরূপ মত সমর্থন করিলে অকাট্যভাবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। কারণ সংস্কারের নিশ্চয় হইতে অর্থের জ্ঞান আবার অর্থের জ্ঞান হইতে সংস্কারের জ্ঞান।

ভাবনা নামক সংস্কার হইতে অর্থের জ্ঞান সম্ভবপর নয়। কারণ ঐ সংস্কার নিজ বিষয়ক স্মৃতিকে উৎপাদন করে মাত্র। বর্ণানুভবজনিত ভাবনা নামক

---

১ ন হ্যেকাক্ষরবিজ্ঞানাদর্থধীরূপজায়তে।
বাচকঞ্চ ক্রমবর্তিত্বাৎ সাহিত্যং নাবকল্পতে। শাস্ত্রদীপিকায়-উদ্ধৃত। পৃ ২৬৭

২ যথাগ্নেয়াদিকর্মাণি ক্রমবর্তিনি সন্ত্যপি।
সংহত্য কুরুতে কার্যমেবং বর্ণাস্তথৈব নঃ॥ ঐ

সংস্কার বর্ণবিষয়ক স্মৃতি উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু তাহার অর্থজ্ঞানের উৎপাদনে সামর্থ্য নাই। অথবা বর্ণানুভবজনিত যে ভাবনানামক সংস্কার, তাহার সামর্থ্যের অতিরিক্ত সামর্থ্য নাই। যেমন যাহা বহ্নির দাহনানুকুল শক্তি, তাহাই কি তাহার প্রকাশন শক্তি ? অথবা প্রকাশন শক্তিটি দাহিকাশক্তির নয়।

আরও কথা এই যে বর্ণানুভবজনিত ভাবনা নামক সংস্কারকে অর্থজ্ঞানের কারণ রূপে স্বীকার করিলে উল্টো-পাল্টাভাবে উচ্চারিত বর্ণসমূহ হইতেও অর্থ-জ্ঞানের প্রসক্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হয় না। অতএব কোনও প্রকারের বর্ণ অর্থজ্ঞানের হেতু নয়। সুতরাং বর্ণের অর্থবাচকতার অভাব হেতু বর্ণাতিরিক্ত অর্থপ্রত্যায়ক নিত্য স্ফোটাত্মক শব্দ স্বীকার্য।

কিন্তু স্ফোট কি ? স্ফোট শব্দের ব্যুৎপত্তি দুইভাবে সম্ভব। প্রথমতঃ বর্ণের দ্বারা যাহা স্ফুরিত অর্থাৎ ব্যঞ্জিত হয়, তাহাই স্ফোট। এই অর্থে স্ফোট বর্ণা-ভিব্যঙ্গ্য। দ্বিতীয়তঃ যাহা হইতে অর্থ পরিস্ফুট হয়, তাহাকে স্ফোট বলা হইয়া থাকে। এই স্থলে স্ফোট অর্থব্যঞ্জক, বাচক। শ্রীনাগেশ ভট্ট তাহার 'স্ফোটবাদ' গ্রন্থে এই দ্বিতীয় প্রকার অর্থে স্ফোটশব্দের ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করিয়াছেন।[১] স্ফোট যে শব্দ এই তথ্য একাধিক সুপ্রাচীন আচার্যের মত।[২] এমন কি 'তবল্কার উপনিষদে'ও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।[৩]

এই স্ফোটাত্মক শব্দের স্বরূপ নিত্যানন্দাদিস্বরূপ চৈতন্য রূপে উক্ত হইয়াছে।[৪] "সর্বদর্শনসংগ্রহ"কার মাধবাচার্য সুস্পষ্টভাবেই ব্রহ্ম এবং স্ফোট

---

১ তত্র স্ফুটত্যর্থোঽস্মাদিতি স্ফোটঃ। বাচক ইতি যাবৎ। ॥ স্ফোটবাদ ২ ॥
স্ফুট বিজ্ঞানে ইতি তৈদাদিকাদ্ ধাতোঃ "অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়া"মিতি ঘঞিতি ভাবঃ। ঐ সুবোধিনী টীকা।

২ এবং তর্হি স্ফোটঃ শব্দঃ। ধ্বনিঃ বায়ুগুণঃ। মহাভাষ্য ১।১।৭০···বৈয়াকরণাঃ বর্ণাতিরিক্তস্য পদস্য বাক্যস্য বা বাচকত্বমিচ্ছন্তি······স্ফোটো নাদাভিব্যঙ্গ্যো বাচকঃ। কৈয়ট। পশ্‌পশাহ্নিকভাষ্য টীকা।
কিমাত্মকং পুনঃ শব্দমভিপ্রেত্যেদং শব্দপ্রভবত্বমুচ্যতে—স্ফোটমিত্যাহ।
ব্রহ্মসূত্রভাষ্য। ১।৩।২৮

৩ তদাভিব্যঙ্গঃ শব্দঃ পদং বাগিত্যুচ্যতে। তবল্কারোপনিষৎ ১।৪

৪ শব্দব্রহ্ম যদুচিরে সুকৃতিনশ্চৈতন্যমন্তর্গতম্··· শারদাতিলক ১।২
অস্মাভিঃ পরমশিব ইত্যুচ্যতে তৈস্ত ব্রহ্ম ইত্যুচ্যতে ইতি শব্দমাত্রেণ পরং ভেদঃ। বস্তুতস্তু নিত্যানন্দাদিস্বরূপত্বং তৈরিবাস্মাভিরপ্যঙ্গীক্রিয়তে এব।
ঐ টীকা। রাঘবভট্ট

অভিন্ন, এই মতই ব্যক্ত করিয়ছেন।[১] সুতরাং দেখা যাইতেছে স্ফোটবাদ বহু ব্যাপক। কিন্তু স্ফোটবাদের এত সমর্থন সত্ত্বেও মীমাংসক কেন স্ফোট স্বীকার করেন না, সেই বিষয়ে পূর্বে ইংগিত করা হইয়াছে। যে অর্থ প্রতীতির জন্য স্ফোট স্বীকারের প্রয়োজন, সেই অর্থজ্ঞানের হেতু স্ফোট হইতেই পারে না। কেন না, স্ফোট অনুভবের বিষয়ই হয় না।

অর্থজ্ঞানরূপ কার্য হইতে স্ফোটের জ্ঞান হয়—এই রকম মত স্বীকার করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। কারণ অর্থজ্ঞান হইতে স্ফোটের জ্ঞান, আবার স্ফোটের জ্ঞান হইতে অর্থের জ্ঞান। স্ফোটজ্ঞান অর্থজ্ঞানের প্রতি হেতু নয় কিন্তু সত্তামাত্রেই স্ফোট অর্থ জ্ঞানের হেতু—এই মত স্বীকার করিলে সর্বদা অর্থজ্ঞানোৎপত্তির প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কারণ নিরপেক্ষ হেতু নিত্যই হইয়া থাকে। সুতরাং বাচক শব্দ হইতে বাচ্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না।

স্ফোটবাদী অবশ্য এই আপত্তির উত্তরে বলেন—স্ফোটজ্ঞানের পর শক্তি-জ্ঞান থাকিলে অর্থজ্ঞানের উৎপত্তিই হইয়া থাকে। বর্ণ হইতে অতিরিক্ত স্ফোটের অনুভব নাই—এই রকম কথা বলা যায় না। 'গৌঃ' একটি পদ "গরু আন" ইত্যাদি স্থলে নানা বর্ণাত্মক পদ হইতে অতিরিক্ত পদের জ্ঞান এবং বর্ণাতিরিক্ত বাক্যের জ্ঞান সর্বজন প্রসিদ্ধ। বাক্য না থাকিলে এই এক পদ বা এক বাক্যের জ্ঞানকে মিথ্যা বলা যায় না। যদি বলা হয়, এই যে একপদ বা এক বাক্য—ইহাকে ঔপাধিক বলিতে হইবে, তবে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, না, ইহাকে ঐরূপ বলা চলে না। যে হেতু এখানে উপাধি বলিতে এক জ্ঞানবিষয়তা অথবা এক অর্থজ্ঞানের কারণতা বুঝায়। এক জ্ঞানের বিষয় হইলে সেখানে (এক) এইরূপ জ্ঞান হয় না। যেমন এক জ্ঞানের বিষয় ধব, খদির ও পলাশ—'এক'—এইরূপ জ্ঞানের বিষয় হয় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ধব, খদির, পলাশ সকল এইরূপ জ্ঞান হইতে পারিত না।

এক অর্থজ্ঞানের কারণতারূপ উপাধিও সিদ্ধ হয় না। বর্ণসমূহে একার্থ-জ্ঞানজনকতা নিষেধ করা হইয়াছে। একার্থজ্ঞানের হেতুরূপে সাহিত্যের কল্পনা করিলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যেমন সাহিত্য হইতে একার্থজ্ঞান, আবার একার্থজ্ঞানের কারণতা হইতে সাহিত্য। সুতরাং এই

---

১ অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥ বাক্যপদীয় ১।১

অবাধিত উপাধিশূন্য পদ বাক্য বিষয়ক একাকার অনুভব বর্ণ হইতে অতিরিক্ত বাচককে অবলম্বন করে, ইহাই স্ফোট।

প্রত্যেক ধ্বনি সেই স্ফোটকে অভিব্যক্ত করিলেও দ্রুত স্পষ্ট করিতে পারে না যাহাতে দ্রুত অর্থজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু রত্নতত্ত্বজ্ঞান যেমন বহুবার চক্ষুঃ সংযোগে সুস্পষ্ট হয়, সেই রূপ দুই, তিন, চার ইত্যাদি দর্শনজনিত সংস্কারের পরিপাক হইলে চিত্তের যে অবস্থা হয়, সেই চরম চিত্তে (অর্থাৎ যাহার পরেই স্ফোটের জ্ঞান হয়, এই রূপ চিত্তকে চরমচিত্ত বলা হইয়াছে) পদতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়। এই হেতু পূর্বোৎপন্ন স্ফোটজ্ঞান হইতে অনন্তর অর্থজ্ঞান হয়। ফলে পরবর্তী এবং পূর্ববর্তী ধ্বনিগুলির আনর্থক্যদোষ হয় না। যে হেতু পূর্ববর্তী ধ্বনি না থাকিলে সেই ধ্বনি জনিত সংস্কার ও তার পরিপাকের অভাবে পরবর্তী ধ্বনির উপকার সাধিত হয় না। কেবল শেষচিত্ত স্ফোটজ্ঞানজনক নয়। স্পষ্টভাবে প্রকাশ বা অস্পষ্টভাবে প্রকাশ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরই নিয়মের অধীন।

স্ফোটের জ্ঞান কিন্তু প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে কিন্তু অর্থজ্ঞান অপ্রত্যক্ষ। অর্থজ্ঞান অন্য প্রমাণের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সেই অর্থজ্ঞানের যদি উৎপত্তিই হয়, তবে তাহা স্পষ্টই হইবে, আর না হইলে উৎপত্তিই হইবে না। কিন্তু অস্পষ্টভাবে উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। সুতরাং নিত্য স্ফোটই অর্থের বাচক—বর্ণ নয়।

উল্লিখিত স্ফোটবাদীর প্রত্যুত্তরে মীমাংসক বলেন যে বর্ণাতিরিক্ত স্ফোট স্বীকার করা যাইত যদি বর্ণাত্মক শব্দের বাচকতা না থাকিত। আর এই বস্তন্তরের শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধিও নাই। সেই জন্য শ্রীকুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন :

যদি ত্বর্থগতৌ শক্তি র্ন স্যাদস্য ততঃ পুনঃ।
বস্তন্তরং প্রকল্প্যেত বিনা শব্দ প্রসিদ্ধিতঃ॥

শ্লোকবার্তিক। স্ফোটবাদ ৬

আর প্রত্যক্ষ যেহেতু শব্দ নিরূপণে অসমর্থ নয়, সেই হেতু তাহার দ্বারাই অর্থ অবধারিত হইলে পর অন্য কোনও বলবান হেতু অর্থজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে না। তাই শ্রোত্রেন্দ্রিয় পরিচ্ছিন্ন এই বর্ণাত্মক শব্দ অর্থবোধ করাক্ বা না করাক্ অর্থাৎ অর্থের গমক হউক্ বা না হউক্ লোকে ইহাকেই শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ গকার, ঔকার এবং বিসর্জনীয়—এই শ্রোত্রগ্রাহ্য তিনটি বর্ণই লোকে 'গৌঃ' শব্দ বলিয়া খ্যাত, হয় তাহারা অর্থজ্ঞান করাক্ বা না করাক্।

তস্মাচ্ছ্রোত্রপরিচ্ছিন্নো যত্ত্বর্থং গময়েন্ন বা।
সর্বথা তস্য শব্দত্বং লোকসিদ্ধং ন হীয়তে॥
শ্লোকবার্তিক। স্ফোটবাদ ৫

গমককে কিন্তু শব্দ বলা যায় না। যদি যাইত, তবে ধুম অগ্নির গমক বা বোধক বলিয়া ধুমও শব্দ হইয়া পড়িত। আর অর্থের অপ্রত্যায়ক হইলেই অশব্দত্বের প্রসঙ্গ হয় না। একটি বর্ণ হইতে অর্থপ্রত্যয় নাও হইতে পারে কিন্তু একটি বর্ণকে কি কেহ শব্দ বলে না?

আরও কথা এই যে অর্থজ্ঞানের পূর্বে শ্রোত্রগ্রাহ্য বস্তুতে অশব্দত্বের জ্ঞান কখনই হয় না। অর্থাৎ অর্থাবগম না হইলে শ্রোত্রেন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা শব্দ নয়, এমন তো কেহ কখনও মনে করে না! ফল কথা, শব্দ সব সময়ই শ্রোত্র গ্রাহ্য কিন্তু স্ফোট কখনই তাহা নয়। সুতরাং অর্থজ্ঞানের পর, অর্থ-জ্ঞানের কারণরূপে স্ফোট স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা তো অবয়ব যুক্ত। যে হেতু শব্দ শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, সেই হেতু বর্ণকেও অবয়বযুক্তই হইতে হইবে। এই যুক্তি কিন্তু এই প্রসঙ্গে অসার। কেন না সাবয়বী বস্তুর বৈশিষ্ট্য এই যে সেই বস্তুর পূর্ণ দর্শন কিংবা আংশিক দর্শন সম্ভব। অবয়বের পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি সর্বজন সম্মত। যেমন ঘটের কপাল এবং কপালিকা। আবার অবয়ব কখনও অবয়বীর মধ্যে অনুস্যুত থাকে। যেমন বস্ত্রের মধ্যে তন্তু। কিন্তু বর্ণের বেলায় ইহার কোনটিই সম্ভবপর নয়। অতি কম আয়াসেও বর্ণ উচ্চারিত হইলে, হয় সমস্ত বর্ণের জ্ঞান হইবে, নহে তো একেবারেই হইবে না।[১] ঘটের অবয়বের মতো বর্ণের অবয়ব উপলব্ধির বিষয় নয়। আবার তন্তু যেমন বস্ত্রে অনুস্যুত, এই রূপ বর্ণের কোনও অবয়ব বর্ণে অনুস্যুত দেখা যায় না। প্রত্যক্ষের দ্বারা বর্ণের অবয়ব অনুপলব্ধ। আর অনুমান প্রত্যক্ষমূলক বলিয়া প্রত্যক্ষের অবিষয় অনুমানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বর্ণের যে কোনও আগমও নাই। তাছাড়া অপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উপমাও চলে না। অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাও বর্ণের অবয়ব সিদ্ধ হয় না।

---

১ অল্পীয়সাপি যত্নেন শব্দমুচ্চরিতং মতিঃ।
যদি বা নৈব গৃহ্ণাতি বর্ণং বা সকলং স্ফুটম্॥
পৃথঙ্ন চোপলভ্যন্তে বর্ণস্যাবয়বাঃ ক্বচিৎ।
ন চ বর্ণেষ্বনুস্যুতা দৃশ্যন্তে তন্তুবৎপটে॥ শ্লোকবার্তিক। স্ফোট ১০-১১

বস্তুতঃ যদি অবয়ব ব্যতিরেকে বর্ণের উপলব্ধি অসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে না হয় বর্ণের অবয়ব স্বীকার করা যাইত। অবয়ব না থাকিলেই যে কোনও বস্তু অসিদ্ধ হয়, তাহা নয়। পরমাণুর তো অবয়ব নাই। অবয়ব বিনা তো পরমাণু অনুপপন্ন নয়। পরমাণুর অবয়ব স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ ঘটিত। আবার মীমাংসক মতে আকাশও প্রত্যক্ষ। কিন্তু আকাশের কি অবয়ব আছে? এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আকাশ যে প্রত্যক্ষগম্য, সে কথা মহাকবি কালিদাস বহুপূর্বে তাঁহার "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটকের প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছেন। "শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্" ইত্যাদি। সুতরাং বর্ণের অবয়বহীন হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য হইতে কোনও বাধা নাই।

যেমন শ্বেত, কৃষ্ণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গো ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া একটি সামান্য অনুগত ধর্ম গোত্ব স্বীকার করা হয় এবং তাহার পর 'এই সেই গরু' এই রূপ জ্ঞান হয়, বর্ণের বেলায়ও সেই রূপ বুঝিতে হইবে। যে হেতু বর্ণের স্থলেও দ্রুতাদিভেদে গকার প্রভৃতির ভেদ প্রতীত হয়। তাহার পর কোনও বিশেষ গকার এক সামান্য গত্ব যুক্ত হইয়া "এই সেই গকার"—এই রকম প্রতীত হয়। অতএব গোত্বের মতো গত্বজাতিও অবশ্য স্বীকার্য।

পূর্বপক্ষীর এই আশঙ্কার উত্তরে অর্থাৎ দ্রুতাদিভেদে গকারের ব্যক্তিভেদ স্থির হইয়া গেলে প্রশ্ন উঠে এই যে ভিন্ন ভিন্ন গকার হইতে গত্বের যে পরিকল্পনা, সেই গত্ব কি সাদৃশ্য রূপ না জাতি রূপ? বর্ণের মধ্যে শব্দত্ব ছাড়া অন্য কোনও জাতি স্বীকার করা যায় না। আর সাদৃশ্যও সম্ভবপর নয়। কেন না অবয়ব যুক্ত বস্তুরই সাদৃশ্য কল্পনা করা যাইতে পারে। বর্ণের যখন কোনও অবয়ব নাই, তখন সাদৃশ্য কল্পনা নিরর্থক। অতএব দ্রুতাদিভেদ সত্ত্বেও "এই সেই"—এই রূপ একত্ব প্রত্যয় ঘটিয়া থাকে।

শাবলেয় প্রভৃতি গরুতে এইটিও গরু, ঐটিও গরু, এই ভাবে গোত্বরূপ সামান্যের যেমন জ্ঞান হইয়া থাকে সেই রূপ গকার প্রভৃতি বর্ণে 'এইটিও শব্দ' 'ঐটি ও শব্দ', এই রূপ শব্দত্বরূপ সামান্যের জ্ঞান হয়। সেইজন্য গোত্বজাতি এবং শব্দত্ব জাতি স্বীকার করা চলে কিন্তু দ্রুত, বিলম্বিত ভেদে গকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হয় না। একটি গোব্যক্তি হইতে গোব্যক্ত্যন্তর জানা যায় না। বর্ণের একত্ব হেতু—এই সেই বর্ণ—ইত্যাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। দ্রুতাদিভেদে যে বর্ণের বিশেষ বুদ্ধি, সে কেবল ব্যঞ্জক ভেদের ফল।

বস্তুতঃ দ্রুত গকার, বিলম্বিত গকার ইত্যাদি রূপে বিশেষ জ্ঞান যেমন অনুভবসিদ্ধ, তখন গকারের ব্যক্তিভেদ স্বীকার না করার হেতু কি?—এই রূপ

প্রশ্ন উঠিলে তাহার উত্তরে বলা যায় যেমন গত্বজাতি (পূর্বপক্ষীর মতে) দ্রুত প্রভৃতি ভেদে প্রকাশিত হইলেও ঐ জাতির ভেদ স্বীকৃত হয় না, সেই ভাবে গকারের ব্যক্তিভেদও স্বীকৃত হইবে না। যেমন পূর্বপক্ষীর মতে বর্ণরূপ ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন থাকায় সেই বর্ণগুলি জাতির ভেদজ্ঞানের ব্যঞ্জক, সেই রূপ মীমাংসক মতে ব্যঞ্জক নাদ ভেদে বর্ণের ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং গ বর্ণের ব্যক্তিভেদ স্বীকার করিয়া ব্যক্তিরূপ উপাধির ভেদবশতঃ এক গত্বজাতির ব্যবস্থা সম্পাদন করা অপেক্ষা গব্যক্তিকে এক স্বীকার করিয়া ব্যঞ্জক ভেদবশতঃ সকল ব্যবস্থা সিদ্ধ হইয়া যাওয়ায় মাঝখানে গত্বজাতি স্বীকারের কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না।[১]

আরও কথা এই যে গত্বপ্রভৃতি জাতি কল্পনা করিলে পশ্চাৎ সেই জাতির বিভুত্ব, নিত্যত্ব, একত্ব ও প্রত্যেক ব্যক্তিবৃত্তিত্ব ইত্যাদি স্বীকার করায় গৌরব হয়। আর বর্ণের স্বরূপ সকল মতেই সিদ্ধ। কেবল সেই বর্ণের নিত্যত্ব, বিভুত্ব, একত্ব প্রভৃতি কল্পনা করা হইয়া থাকে কারণ সিদ্ধ যে বর্ণরূপ, তাহার উপর একত্ব প্রভৃতি ধর্মমাত্র কল্পনা করা যায়। কিন্তু গত্বপ্রভৃতি পৃথক্ জাতি কল্পনা করিলে অতিরিক্ত ধর্মীর কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। কারণ ধর্মীর কল্পনা অপেক্ষা ধর্মের কল্পনা লাঘব। নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম প্রত্যেক বর্ণে সমবেত এবং ভিন্ন ভিন্ন গকারাদির জ্ঞান, ব্যঞ্জক ভেদেরই ফল—এই রূপ স্বীকার করার মধ্যেও কোনও কষ্ট নাই।

তাছাড়া ব্যঞ্জন বর্ণের স্বভাবতঃ দ্রুত, বিলম্বিতরূপে ভেদ প্রতীত হয় না। দ্রুত, বিলম্বিত রূপে যে ব্যঞ্জনের ভেদ, তাহা স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্বন্ধ থাকার ফলেই হইয়া থাকে। এই ভাবেই ব্যঞ্জন বর্ণের ভেদ জানা সম্ভব। কিন্তু অচ্‌সম্বন্ধ বিরহিত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্রুত, বিলম্বিত প্রভৃতিরূপে ভেদ জানা সম্ভবপর নহে।

যেমন ব্যঞ্জন বর্ণের দ্রুত, বিলম্বিত প্রভৃতি ভেদানুজ্ঞান অচ্‌সম্বন্ধজনিত হইয়া থাকে, সেই রূপ অচ্‌বর্ণেতেও প্রত্যভিজ্ঞান-পর রূপ উপাধি অর্থাৎ ব্যক্ত

১ যথৈব তব গত্বাদি গম্যমানং দ্রুতাদিভিঃ।
বিশেষৈরপি নানেকমেবং বর্ণোঽপি নো ভবেৎ॥
ত্বয়াপি ব্যঞ্জকব্যক্তিভেদাদ্ভেদোঽভ্যুপেয়তে।
মমাপি ব্যঞ্জকৈর্নাদৈর্ভেদবুদ্ধির্ভবিষ্যতি॥
তেন যৎপ্রার্থ্যতে জ্ঞানে তদ্বর্ণাদেব লভ্যতে।
ব্যক্তিলভ্যং চ নাদেভ্য ইতি গত্বাদিধীর্বৃথা॥ শ্লোকবার্ত্তিক। স্ফোট ২৪-২৬

নাদ রূপ উপাধিরই ফল। যে হেতু বর্ণত্বের ব্যঞ্জক জ্ঞান যেমন বর্ণকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে, অথচ তাহা ব্যঞ্জক নাদ নিমিত্ত, সেই রূপ বর্ণের দ্রুতাদি জ্ঞানও বর্ণাশ্রিত বলিয়া পর রূপ উপাধিকে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে বলিয়া বুঝিতে হইবে।[১] সুতরাং গকাররূপবর্ণ একটি। তাহার কোনই ভেদ নাই। কেবলমাত্র ব্যঞ্জকের ভেদবশতঃ ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন গোত্বস্থলে গোপিণ্ড ভিন্ন অন্য কোনও ভেদক নাই, সেই রূপ ধ্বনি রূপ ব্যঞ্জকই একমাত্র বর্ণের ভেদক। গোত্বস্থলে কিন্তু জাতি গোপিণ্ডের দ্বারা ব্যঙ্গ্যরূপে নিত্য প্রতীত হয়। তাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন গোপিণ্ডে এক জাতির জ্ঞান হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় আর একটি প্রশ্ন উঠে। যাঁহার মতে গত্ব ও গরূপ ব্যক্তি উভয়ই শ্রোত্রেন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয়, তাঁহার মতে দুই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে,—গত্ব ও গ। কিন্তু মীমাংসকের মতে বর্ণের ব্যঞ্জক ধ্বনি বায়বীয় হওয়ায় তাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং কী রূপে দ্রুত বিলম্বিতাদিরূপে বিশেষ বিশেষ গকারের জ্ঞান হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় নাদের দ্বারা শ্রোত্র সংস্কৃত হইলে যখন শব্দের জ্ঞান হয়, তখন তাহার সহিত সম্বন্ধবশতঃ শব্দের জ্ঞান হইয়া থাকে—এই রকম কথা কেহ কেহ বলেন। অর্থাৎ পূর্বপক্ষী যে নাদ বা ধ্বনিকে বায়বীয় বলিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। কারণ নাদ বায়ুস্বরূপও নয়, বায়বীয় সংযোগ বিভাগও নয়। কিন্তু তাহা বায়ুর গুণ। এই বায়ুর গুণ নাদ গকারাদিবর্ণের অভিব্যঞ্জক। বায়ু শ্রোত্রদেশকে প্রাপ্ত হইলে বায়ুর গুণ নাদ, সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধে শ্রোত্রকে সংস্কার করিলে পর সেই শ্রোত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়া কখনও বর্ণরহিত শব্দ ঘোষাদিরূপে প্রতীত হয়, আবার কখনও বা বর্ণকে অভিব্যক্ত করিয়া সেই বর্ণের সহিত সম্বন্ধ হইয়া প্রতীত হয়। সুতরাং শব্দ ধ্বনি এবং বর্ণ—এই উভয়রূপে প্রতীত হয়। ইহাও কেহ কেহ বলেন।

অথবা বৈশেষিক মতে মহত্ত্ব, অল্পত্ব ইত্যাদি বুদ্ধি যেমন শব্দে হয় না কিন্তু ধ্বনির সংস্কার অনুসারে শব্দে মহত্ত্বাদি বুদ্ধি হয়, সেইরূপ বর্ণের অভিব্যঞ্জক ধ্বনিতে দ্রুতত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধ থাকায় ধ্বনির দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয়কে প্রাপ্ত হইয়া

---

১ দৃশ্যতেঽজনুরাগেণ ভেদো যো নাম, তত্র নঃ।
বিবেকোঽস্ত্যেব ন হ্যেষ কেবলানাং প্রতীয়তে ॥
অক্ষপ্যেবং পরোপাধির্দ্রুতাদিপ্রত্যয়ো যথা।
বর্ণাশ্রিতত্বাদ্বর্ণত্বব্যঞ্জনপ্রত্যয়ো যথা ॥　　শ্লোকবার্ত্তিক। স্ফোট, ৩০-৩১

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সংস্কার সাধন করিলে পর বর্ণতেও দ্রুত, বিলম্বিত প্রভৃতি বুদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং পিত্তদোষ বশতঃ ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিগণ যেমন মধুরকে তিক্তরূপে, শ্বেতকে পীতরূপে গ্রহণ করে অথবা নৌকায় আরূঢ় ব্যক্তিগণ নৌকার বেগবশতঃ পর্বত প্রভৃতিকে যেমন ভ্রমবশতঃ গমনকারী রূপে মনে করে অথবা মণ্ডূকবসায় দ্বারা যাহাদের চক্ষু সংযুক্ত হইয়াছে তাহাদের বংশেতে যেমন সর্পবুদ্ধি হয়, সেই রূপ ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তির অল্পত্ব মহত্ত্বাদি দ্বারা তদাশ্রিত সামান্য ও অল্পত্ব মহত্ত্বাদিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। এই সমস্ত ভ্রমস্থলে নিমিত্তজ্ঞান ব্যতিরেকে ঐ সকল ভ্রমাত্মক জ্ঞান যেমন লোকের হইয়া থাকে, সেইরূপ বর্ণের ব্যঞ্জক ধ্বনিতে দ্রুত বিলম্বিত প্রভৃতি ভ্রান্তি হইয়া থাকে।[১]

কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত প্রভৃতি স্থলে বর্ণের ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বর্ণে দ্রুতাদির-জ্ঞান ভ্রম হইলেও হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতের জ্ঞান বিশেষ বিশেষ অর্থে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের জনক হয় বলিয়া ঐ হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতের জ্ঞান ভ্রম নয়। আবার কাহারও কাহারও মতে হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাদি ভেদে বর্ণের ভেদ হওয়ায় হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতরূপ তিনটি বর্ণের অত্বনামক জাতি স্বীকরণীয়। অপরে বলেন বর্ণের ভেদ থাকিলেও সামান্য বা জাতির কল্পনা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁহারা ইহার কারণরূপে উল্লেখ করেন যে অত্ব বলিলে তাহা দীর্ঘ ও প্লুতে থাকিতে পারে না। আবার আত্ব বলিলে তাহা হ্রস্ব ও প্লুতে থাকিতে পারে না। আর পূর্ব দুইটিতে অর্থাৎ হ্রস্বদীর্ঘে তিন মাত্রা থাকে না।

যেমন শাবলেয় প্রভৃতি প্রত্যেক গরুতে স্পষ্টভাবে গোত্ব জানা যায়, সেই রূপ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতরূপ বর্ণত্রয়ের সাধারণ ধর্মরূপে কোনও জাতি জানা যায় না। যদি তাহাই হয়, তবে অবর্ণ সমূহ—এই রূপ প্রয়োগ কীভাবে সঙ্গত হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন একটি দেশরূপ উপাধিকে

---

১ মধুরং তিক্তরূপেণ শ্বেতং পীততয়া যথা।
গৃহ্ণন্তি পিত্তদোষেণ বিষয়ং ভ্রান্তচেতসঃ।
তথা বেগেন ধাবন্তো নাব্যারূঢ়াশ্চ গচ্ছতঃ।
পর্বতাদীন্ বিজানন্তি ভ্রমেণ ভ্রমতশ্চ তান্ ॥
মণ্ডূকবসয়াক্তাক্ষা বংশান্যুরগবুদ্ধিভিঃ।
ব্যক্ত্যল্পত্বমহত্ত্বাভ্যাং সামান্যঞ্চ তদাশ্রয়ম্ ॥
গৃহ্ণন্তি যদ্বদেতানি নিমিত্তগ্রহণাদ্বিনা।
ব্যঞ্জকস্থমবুদ্ধৈব ব্যঙ্গে ভ্রান্তি র্ভবিষ্যতি ॥ শ্লোকবার্ত্তিক। স্ফোট, ৪১-৪৪

অবলম্বন করিয়া বৃক্ষসমূহে বনের ব্যবহার হয়, সেইরূপ উচ্চারণের স্থানসাম্যবশত অবর্ণসমূহ শব্দটি সমুদায় অর্থকে বুঝাইয়া থাকে। এইটি জাতির বাচক নয়।

আর যেহেতু বর্ণের নিত্যতা রহিয়াছে (শব্দনিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) সেই হেতু হ্রস্ব, দীর্ঘ প্রভৃতি ভেদ নিত্যতা মতে বিরুদ্ধ। যে হেতু যাহার সকল সময় সত্তা বিদ্যমান, তাহা কীরূপে মাত্রা দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইতে পারে? বস্তুতঃপক্ষে সেই সেই বর্ণের উচ্চারণই মাত্রাকালবিশিষ্টরূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ মাত্রার কালটি উচ্চারণের ধর্ম। এই উচ্চারণের ধর্ম ভ্রমবশতঃ বর্ণে আরোপিত হয়। দুই মাত্রা বা তিন মাত্রা ইত্যাদি উচ্চারণেরই ধর্ম। বর্ণ কখনই মাত্রাকালাবচ্ছিন্ন হইতে পারে না।[১]

যদি পুনরায় প্রশ্ন করা হয় হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি যদি বর্ণের ভেদ নাই হয়, তাহা হইলে ঐগুলি বাচক বর্ণের ধর্ম না হওয়ায় অর্থজ্ঞানের প্রতি অঙ্গ না হউক? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি রূপে প্রতীয়মান বর্ণ সকল প্রতিপাদক নয় এবং মাত্রা উচ্চারণের ধর্ম হইলেও উহা ভ্রমবশতঃ বর্ণের ধর্ম বলিয়া প্রতীত হয় এবং সেইভাবে অর্থজ্ঞানের অঙ্গ হইয়া থাকে। এই বর্ণসমূহ রূপ শব্দের পূর্বে বৃদ্ধ ব্যবহার বশতঃ যেই রূপ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, সেইভাবে শব্দ হইতে সেইরূপ অর্থ প্রতীত হয়।

এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া বলা যাইতে পারে উচ্চারণের ধর্ম মাত্রা বর্ণে আরোপিত হয়—এই কথা মানিয়া লইলেও এইভাবে ভ্রান্তিবশতঃ কীরূপে শব্দ হইতে অর্থের জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে। এই আপত্তি কিন্তু অযৌক্তিক। কারণ ভ্রান্তি শব্দে থাকিলেও অর্থজ্ঞানের নিশ্চয়ে এই ভ্রান্তি থাকে না। সুতরাং এইরূপ শব্দ হইতে অর্থের প্রমাণ জন্মাইতে কোনও বাধা হওয়ার কথা নয়। আর অশ্ব প্রভৃতির বেগ যেমন মানুষের কার্য্যে অঙ্গ হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্যের ধর্ম অর্থাৎ ধ্বনির ধর্ম হ্রস্বত্বাদি বর্ণের অর্থজ্ঞানে অঙ্গই হইয়া থাকে।

আরও কথা এই যে হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি অনিত্য বলিয়া আর সেই দীর্ঘাদিবিশিষ্ট বর্ণ বাচক হওয়ায়, বাচক বর্ণকে কিন্তু অনিত্য বলা চলে না। কারণ

---

১ অবর্ণকুলশব্দোঽপি স্থানসাম্যাদ্বর্ণাদিবৎ।
সমুদায়ার্থবাচীতি ন জাতিবচনো ভবেৎ ॥
ঋতো হ্রস্বাদিভেদস্তু নিত্যবাদে বিরুধ্যতে।
সর্বদা যস্য সদ্ভাবঃ স কথং মাত্রিকঃ স্বয়ম্ ॥　　　　শ্লোকবার্ত্তিক। ৪৯-৫০

ক্রমবিশিষ্ট বর্ণই বাচক কিন্তু ক্রম অনিত্য হওয়ায় বাচক বর্ণের অনিত্যতা দোষ হয় না। এইরূপ উদাত্তাদি প্রভৃতি ভেদেরও সংস্কারবশতই জ্ঞান হয় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ দীর্ঘাদি যেমন ধ্বনির ধর্ম তেমনি উদাত্তাদি প্রভৃতিও ধ্বনির ধর্ম ভ্রমবশতঃ বর্ণে আরোপিত হইয়া থাকে। দীর্ঘাদির যেমন ভেদ আছে, উদাত্তাদির কিন্তু কখনও ভেদ প্রতীত হয় না। যদি এক বর্ণরূপে উদাত্তাদির ভেদ হইত, তবে সেই ভেদ দ্রুতাদির মতো হইত। অর্থাৎ বর্ণ এক হইলেও ধ্বনির ধর্ম দ্রুতাদি যেমন একই বর্ণে আরোপিত হইতে পারে, সেইরূপ উদাত্তাদি ধ্বনির ধর্মও এক এক বর্ণে আরোপিত হইতে পারে। দ্রুত বা হ্রস্ব প্রভৃতি ভেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির কল্পনা হয় না। অর্থাৎ একজাতীয় ধ্বনিতে একটি মাত্র বর্ণের অভিধা একই হইয়া থাকে। বর্ণান্তরের অভিব্যঞ্জক রূপে যেমন পৃথক ধ্বনির কল্পনা করা হইয়া থাকে, সেইরূপ একটি বর্ণের অভিব্যঞ্জক-রূপে নানা ধ্বনির কল্পনা করা হয় না। সেই একজাতীয় মৃদুত্বতীব্রত্বাদিধর্ম সমন্বিত হইয়া দ্রুতবিলম্বিত ইত্যাদি ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়।

বর্ণ এক হইলেও বর্ণের অভিব্যাঞ্জক ধ্বনি দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথমটি কতকগুলি ধ্বনি বর্ণের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য আবার দ্বিতীয়টি কতকগুলি ধ্বনি বর্ণজ্ঞানের অনুসারী। প্রথমোক্ত প্রকারের ধ্বনি যুগপৎ শ্রোত্রের সংস্কার উৎপাদন করিয়া বর্ণের স্বরূপ বুঝাইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকার ধ্বনি ক্রমে ক্রমে শ্রোত্রের সংস্কার করিয়া বর্ণজ্ঞানের অনুসরণ করিয়া থাকে। যখন পূর্ব পূর্ব ধ্বনির প্রচয় অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়, তখনই বর্ণের দীর্ঘাদি জ্ঞান হয়। সেই সকল ধ্বনির দ্বারা তাদৃশ দীর্ঘকালে বর্ণই প্রতীত হয়। এই ধ্বনি সকল যুগপৎ প্রচিত অর্থাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহার দ্বারাই বর্ণে উদাত্তাদি কল্পনা সিদ্ধ হয়। উদাত্ত প্রভৃতি কোনও পৃথক বর্ণ নাই। দ্রুত, বিলম্বিত প্রভৃতি যে বৃত্তির বোধ, তাহা জ্ঞানের অনুবৃত্তি প্রচয়ের দ্বারাই সিদ্ধ হয় অর্থাৎ ধ্বনির প্রচয়ে বোধের অনুবৃত্তি হয়। বোধের অনুবৃত্তি প্রচয়ের দ্বারা দ্রুতাদির ভেদ হইয়া থাকে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, জ্ঞান ক্ষণিক বলিয়া সেই জ্ঞানের বা বোধের অনুবৃত্তি কীরূপে সম্ভবপর হয়? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বর্ণের জ্ঞান হইলে উত্তরোত্তর ধ্বনি সকল সেই পূর্বজ্ঞানের সদৃশ জ্ঞান সকল অবিচ্ছেদে উৎপাদন করে। এইভাবে জ্ঞানের অনুবৃত্তি হয়। আর একটি জ্ঞানই যে অনুবৃত্ত হইতে থাকে, তাহাও নয়। অথবা অন্য বর্ণের যে জ্ঞান হয়, তাহাও নয়। ধ্বনির দ্বারা সেই একই বর্ণের উত্তরোত্তর অনুবৃত্তি হইতে থাকে।

যদিও মীমাংসামতে বর্ণের ব্যক্তিভেদ বা_বর্ণগত জাতি স্বীকার করা হয় না,

তবুও একান্ততঃ যদি ব্যক্তি ও জাতিভেদ আছে বলিয়া ধরিয়াও নেওয়া হয়, তথাপি বিরোধ হয় না। কেননা বর্ণের নিত্যত্ব সমস্তই গত্বপ্রভৃতি জাতিতেও সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ বর্ণের যে নিত্যতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা বর্ণগত জাতির নিত্যতাকে লক্ষ্য করিয়াও বলা হইয়াছে। সুতরাং কোনও বিরোধ হয় না।[১]

আবার গ কার, ঔ কার প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা গৌ শব্দরূপ অবয়বীর উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না। যে হেতু বর্ণসকল নিত্য ও সর্বব্যাপী। অতএব ঐরূপ বর্ণসমূহের দ্বারা অতিরিক্ত অবয়বীরূপ পদ উৎপন্ন হইতে পারে না। আর সেই জন্যই গৌ শব্দত্বরূপ জাতিই বা কীরূপে সিদ্ধ হয়? সুতরাং বর্ণগত গত্ব-জাতি যেমন সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি গৌশব্দত্ব জাতিও অসিদ্ধ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে গ প্রভৃতি বর্ণব্যক্তি এক বলিয়া গত্বসিদ্ধ না হইলেও প্রত্যেক উচ্চারণভেদে গৌ শব্দ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন গৌশব্দে গৌশব্দত্ব-জাতি সিদ্ধ না হইবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ। গকার, ঔকার প্রভৃতি বর্ণ হইতে গৌশব্দটি অভিন্ন। সুতরাং বর্ণগত জাতির মতো শব্দগত জাতির জ্ঞানও অসিদ্ধ। এখানে উল্লেখ যোগ্য যে উপরিউক্ত রীতি অনুযায়ী বর্ণের সমুদায় বর্ণ হইতে অভিন্ন— ইহাও প্রমাণিত হয়। বর্ণের সমুদায় বলিতে বর্ণ হইতে অতিরিক্ত কিছু নাই। সেই জন্য বর্ণগত জাতি অসিদ্ধ বলিয়া বর্ণের সমুদায়গত জাতিও অসিদ্ধ। বর্ণ সকল এক অর্থ নিশ্চয়রূপ কার্যকে নিমিত্ত করিয়া সমুদায় রূপে কথিত হইয়া থাকে। এতদতিরিক্ত সমুদায় বলিয়া কিছু নাই। সুতরাং বর্ণের সমুদায়পদ বলিয়া ঐরূপ সমুদায়াত্মক ধর্ম দোষযুক্ত হইতে পারে না।[২] কারণ ঐ সমুদায়াত্মক বর্ণের অর্থজ্ঞানের প্রতি সামর্থ্য রহিয়াছে।

যদি বলা যায় বর্ণের অর্থজ্ঞানের সামর্থ্য থাকায় সব বর্ণই সব অর্থ বুঝাক? আরও কথা এই যে বর্ণকে অববোধক বলিলে আরও একটি প্রশ্ন অনিবার্য হইয়া পড়ে। সেইটি হইতেছে প্রত্যেক বর্ণই কি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অর্থের অববোধক, না সম্মিলিত ভাবে বর্ণ অর্থের অববোধক? প্রত্যেক বর্ণ হইতে অর্থপ্রতীতি হয়

---

১ ব্যক্ত্যাকৃতিকৃতো ভেদো যদ্যপ্যেকান্ততো ভবেৎ।
বর্ণেষু জৈমিনেঃ পক্ষস্তথাপি ন বিরুধ্যতে ॥
নিত্যত্বযত্নঃ সর্বোঽপি গত্বাদিষু ভবিষ্যতি।
গকারাদি বচশ্চৈতত্তেষ্বেব ন বিরোৎস্যতে ॥ শ্লোকবার্তিক। স্ফোট ৬৩-৬৪

২ অভেদসমুদায়স্তু তেষাং ধর্মো ন দুষ্যতি ॥
তেষামস্তি হি সামর্থ্যমর্থপ্রত্যায়নং প্রতি ॥ শ্লোকবার্তিক। স্ফোট ৬৮

—এই কথা বলা যায় না। আর বর্ণসকল ক্রমবর্ত্তী বলিয়া তাহাদের সাহিত্যও সম্ভব হইতে পারে না।

সুতরাং বর্ণ হইতে কীরূপে অর্থজ্ঞান হইতে পারে ? এই রকম আক্ষেপের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে যতগুলি বর্ণ যেরূপ ক্রমবিশিষ্ট হইয়া যেরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে এইরূপ সামর্থ্য জানা গিয়াছে—সেই বর্ণসকল সেইরূপ ক্রমবিশিষ্ট হইয়া অর্থের অববোধক হইয়া থাকে। বার্ত্তিককারও এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

যাবন্তো যাদৃশা যে চ যদর্থ প্রতিপাদনে।
বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাস্তে তথৈবাববোধকাঃ॥ স্ফোট, ৬৯

এই বর্ণ সকল কিন্তু অর্থজ্ঞানের প্রতি গুণীভূত অর্থাৎ বর্ণ হইতে যখন অর্থের জ্ঞান হয়, তখন অর্থজ্ঞান প্রধান আর সকল গুণীভূত বা অপ্রধান। এবং এই বর্ণ সকলেই অর্থ প্রতীতির প্রতি সাহিত্য, একবর্ণত্ব এবং ক্রম বিবক্ষিত থাকে। অভিপ্রায় এই যে বৃদ্ধ ব্যবহার হইতে দেখা যায় যেইখানে যেইখানে বর্ণ হইতে অর্থের জ্ঞান হয়, সেইখানে সেইখানেই বর্ণসকলের সাহিত্য, এককর্তৃত্ব, ক্রমবিশেষ ইত্যাদি থাকে। কর্তার একত্বরূপ নিমিত্ত এবং নির্দিষ্ট ক্রম থাকিলে পূর্বে বৃদ্ধ ব্যবহার হইতে যেই রকম বর্ণের প্রয়োগ বা উচ্চারণক্রম দেখা যায়, সেইরূপ ক্রম অর্থজ্ঞানের নিয়ামক।

এই বর্ণ সকলের যৌগপদ্য সম্ভবপর হইতে পারে না। কেননা যৌগপদ্য স্বীকার করিলে কর্তা বা বক্তার ভেদ স্বীকার করিতে হয়। কারণ একজন বক্তা যুগপৎ অনেক বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে কিন্তু অনেক বক্তার উচ্চারিত বর্ণ হইতে কি বর্ণের অভিধান ক্রিয়া দেখা যায় ? যাহাদের সামর্থ্য যুগপৎ দেখা যায় তাহারা ক্রমে ক্রমে কোনও কার্যে সমর্থ হয় না এবং যে সকল পদার্থ ক্রমে ক্রমে কোনও কার্যে সমর্থ হয়, তাহারা যুগপৎ সেই কার্যে সমর্থ হইতে পারে না। যেমন দর্শপৌর্ণ মাস প্রভৃতিতে আগ্নেয় প্রভৃতি যাগ ক্রমবর্তী হইয়া পরে সম্মিলিতভাবে কার্য সমাপ্ত করিয়া থাকে। এই রূপ বেদগ্রহণ স্থলেও অভ্যাস সকল ক্রমবর্তী হইয়াই ফলপ্রসূ হয় সুতরাং বর্ণ সকলের ক্রমবিশিষ্ট হইয়া অর্থ প্রতীতিতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না।[১]

---

১ যুগপদ্দৃশ্যসামর্থ্যা নৈব শক্তাঃ ক্রমে যথা।
ভাবাস্তথা ক্রমে শক্তা যৌগপদ্যে ন শক্নুয়ুঃ॥
দৃষ্টশ্চ পূর্ণমাসাদেঃ ক্রমঃ সংহত্যকারিণঃ।
অভ্যাসানাং চ লোকেঽপি স্বাধ্যায়গ্রহণাদিষু॥ শ্লোকবার্ত্তিক। স্ফোট ৭৩-৭৪

অপিচ অন্তিম বর্ণের সহিত অর্থজ্ঞানের আনন্তর্যবশতঃ কেবলমাত্র অন্তিম বর্ণেরই সংস্কার আছে এবং অন্যান্য বর্ণ অর্থ প্রত্যায়ক নয় বলিয়া তাহাদের সংস্কার কল্পনা করা যায় না—এইরূপ আপত্তিও সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না কোনও একটি বর্ণের প্রত্যাসত্তি বা সম্বন্ধ নিত্য হইলেও অন্যান্য বর্ণ ব্যবহিত থাকে বলিয়া তাহাদের অর্থজ্ঞানে অসঙ্গতি থাকিতে পারে না। 'গৌঃ' এই শব্দ ক্ষেত্রে যদিও বিসর্গের তুলনায় গ কার দুইটি বর্ণের দ্বারা ব্যবহিত আর ঔ কার একটি বর্ণের দ্বারা ব্যবহিত, তথাপি গ কার এবং ঔ কারেরও অর্থজ্ঞানোৎপাদনে শক্তি রহিয়াছে।

যদি প্রশ্ন করা যায়, শালিপ্রভৃতির বহনকার্যে রথ প্রভৃতি প্রত্যেকের যেমন একটি শক্তি আছে এবং মিলিত হইলে তাহাদের যেমন শক্তি সম্বদ্ধ হয়, বর্ণের বেলায় তেমন কিন্তু প্রত্যেকের অর্থের একদেশে বা জ্ঞানের কোনও শক্তি নাই যাহাতে তাহারা মিলিত হইয়া সম্বদ্ধ হইতে পারে। ফলে প্রত্যেক বর্ণ হইতে কোন অর্থের অবয়ব অথবা সমস্ত জ্ঞানের কোনও জ্ঞানাংশ উৎপন্ন হওয়া কি সম্ভবপর নয়? ইহার উত্তরে বলা যায়, শালিপ্রভৃতির বহনও রথ প্রভৃতি প্রত্যেক অঙ্গের কার্য নয়। কেন না প্রত্যেক অঙ্গের ঈষন্মাত্রের কোনও কার্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তবুও যদি আপত্তি তুলিয়া বলা হয়, রথ প্রভৃতি অঙ্গের প্রত্যেকের কিছু না কিছু সামর্থ্য আছে, তবে তাহার উত্তরে বলা যায় বর্ণ সকলের প্রত্যেকেরও কিছু না কিছু শক্তি অছে বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। অন্ততঃ বর্ণ নিজের জ্ঞানের প্রতিও হেতু হয়। তাহা ছাড়া বর্ণের অর্থবিষয়েও কারণতা আছে। শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদও এই বিষয়ে বলিয়াছেন ঃ

অথ চেৎ কিঞ্চিদুচ্যেত বহনে তদিহাপি নঃ।
স্বাত্মপ্রত্যয় হেতুত্বং বর্ণেম্বর্থেঽপি বা ক্বচিৎ॥　স্ফোট, ৯০

আর যাহাদের মতে স্ফোটই অর্থের ব্যঞ্জক এবং সেই স্ফোট কোনও পদে অবয়ব নয় কিন্তু তাহা ধ্বনি ও বর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাঁহাদের মতও উপরিউক্ত দোষ হইতে মুক্ত নয়। অর্থাৎ বর্ণাত্মক পদের প্রত্যেক বর্ণের অর্থপ্রত্যায়কত্ব আছে কিনা ইত্যাদি আশঙ্কা হইতে স্ফোটবাদীও মুক্ত নহেন। যেহেতু তাহাদের মতেও প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা স্ফোট জানা যায় না। কেন না প্রত্যেক অবয়বের দ্বারা স্ফোট অভিব্যক্ত হয় না। আর প্রত্যেক অবয়বরূপ বর্ণের দ্বারা স্ফোট যখন অনভিব্যক্ত, তখন তাহার আর জ্ঞান হইবে কী ভাবে? যেহেতু যেখানে প্রত্যেকের শক্তি নাই, সেখানে সমুদায়ের শক্তি থাকিতে পারে না। প্রত্যেক বর্ণ বা প্রত্যেক ধ্বনি যদি স্ফোটকে অভিব্যক্ত করিতে না পারে তবে সমুদিত

বর্ণ বা সমুদিত ধ্বনিও স্ফোটকে অভিব্যক্ত করিতে পারার কথা নয়। এইরূপ আশঙ্কায় স্ফোটবাদীদের যাহা উত্তর, বর্ণবাদী মীমাংসক মতেও পূর্বোক্ত আশঙ্কায় সেই উত্তরই প্রদত্ত হইয়াছে।[১] বর্ণবাদী ও স্ফোটবাদী উভয়ের মতে পর্যনুযোগ এবং পরিহার সমানভাবে রহিয়াছে বলিয়া স্ফোট স্বীকারের পক্ষে বাধা অস্বীকার উচিত নয়। কেন না স্ফোটের সদ্ভাব এবং স্ফোট যে বর্ণ হইতে ভিন্ন—এই কথা স্ফোটবাদী স্বীকার করেন। পরন্তু পদের বর্ণরূপ অবয়ব প্রতীত হয় কিন্তু স্ফোট নিরবয়ব। অতএব দেখা যাইতেছে স্ফোটবাদীর মত অতিরিক্ত দোষে দুষ্ট।

আরও কথা এই যে স্ফোটবাদ মতে স্ফোটে যে সংস্কার কল্পনা করা হয়, সেই সংস্কারকল্পনা অর্থজ্ঞানে স্বীকার করা অধিকতর যুক্তি-যুক্ত নয় কি?[২] অর্থজ্ঞান বিষয়ে অবশ্য সংস্কার কল্পনা না করিলেও চলিতে পারে যেহেতু অর্থজ্ঞান বিষয়ে সংস্কার স্বীকার না করিলেও কোনও প্রকার অন্যথা অনুপপত্তি হয় না।

অর্থজ্ঞানে সংস্কার স্বীকার না করিলে কী রূপে অর্থজ্ঞান সম্ভব?—এই রূপ প্রশ্ন উঠিলে তাহার উত্তরে বলা যায়, যাহার অনন্তর অর্থজ্ঞান হয়, তাহাকেই অর্থজ্ঞানের নিমিত্ত বলা উচিত। যেমন 'গৌঃ' এই স্থলে বিসর্গের জ্ঞানকালে গ কার ঔ কার রূপ বর্ণদ্বয়ের জ্ঞান অতীত হইলেও অন্ত্যজ্ঞান হইতে অর্থাৎ শেষের বিসর্গের জ্ঞান হইতে অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং অর্থজ্ঞানের প্রতি এই রূপ নিমিত্তই কল্পনা করা উচিত।

পূর্ব পূর্ব বর্ণগুলি উত্তরোত্তর বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তিত্বরূপ দৃষ্ট অনুগ্রহরূপ সামর্থ্য জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং এই স্থলে অদৃষ্ট সংস্কার কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ পূর্ববর্ণের দ্বারা অনুগৃহীত অন্ত্যবর্ণ অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই পূর্ব পূর্ব বর্ণের যে উত্তরোত্তর বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তিত্ব—ইহাকেই সংস্কার শব্দ দ্বারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাকেই

---

১ তত্রাপি প্রতিবর্ণং হি পদস্ফোটো ন গম্যতে।
ন চাবয়বশো ব্যক্তিস্তদভাবান্ন চাত্রধীঃ ॥
প্রত্যেকং চাপ্যশক্তানাং সমুদায়েঽপ্যশক্ততা।
তত্র যঃ পরিহারস্তে স নোঽত্রাপি ভবিষ্যতি ॥ শ্লোকবার্তিক। স্ফোট, ৯২-৯৩

২ সদ্ভাবব্যতিরেকৌ চ তথাবয়ববর্জনম্।
তবাধিকং ভবেৎ তস্মাদ্ যত্নোঽসাবর্থবুদ্ধিষু ॥ শ্লোকবার্তিক। স্ফোট, ৯৪

তাঁহারা অদৃষ্টকল্পনা বলিয়া অভিহিত করেন। যে হেতু তাঁহারা বলেন, অতীত বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তিতাই দেখা যায়। শ্লোকবার্তিকেও বলা হইয়াছে—

এষ এব তু সংস্কার ইতি কেচিৎ প্রচক্ষতে।
অদৃষ্টকল্পনাতীতং তাবন্মাত্রং হি দৃশ্যতে॥ স্ফোট, ৯৮

অথবা বাসনাকেই সংস্কার বলা যাক্। সমস্ত সংস্কারই দৃঢ় জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত অর্থে বিদ্যমান আছে। এই বাসনাখ্য সংস্কারকে অর্থজ্ঞানের প্রতি হেতু স্বীকারও কিন্তু অবিসংবাদিত নয়। যেহেতু অর্থ জ্ঞানের দ্বারা ভাবিত হেতু অন্যত্র জানা যাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ স্মৃতির প্রতি যেমন সংস্কারের কারণতা আছে, সেই রূপ অর্থজ্ঞান বিষয়েও সংস্কারের সামার্থ্য আছে কিন্তু সংস্কারের যে স্বরূপটি জানা যায়, সেই স্বরূপটি অর্থজ্ঞানের প্রতি হেতু কি না সেই বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আমরা পূর্বের আলোচনায় অর্থাৎ সংস্কারের অর্থজ্ঞানের জনকতাবিষয়ের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করিব। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ণ সকলের পূর্ববর্তিত্বই অন্তিমবর্ণের অনুগ্রাহকত্ব অর্থাৎ গকার, ঔকার এবং বিসর্জনীয় ইত্যাদি স্থলে বিসর্জনীয়ের জ্ঞান কালে গ কার এবং ঔ কার বিনষ্ট হইয়া গেলেও ঐ গ কার এবং ঔ কারের যে পূর্ববর্তিত্ব, তাহাই অর্থজ্ঞানের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে। কিন্তু গ কার, ঔ কার প্রভৃতি পূর্ব বর্ণ জন্য সংস্কার যদি স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বর্ণের পূর্ববর্তিত্ব কল্পনাই নিষ্প্রমাণক হইয়া পড়ে। কারণ গ কার এবং ঔ কার বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহারা অসৎ হইয়া যায়। এখন তাহাদের যদি সংস্কারাদি কোনও ব্যাপার না থাকে, তাহা হইলে তাহারা অর্থজ্ঞানের অনুগ্রাহকই হইতে পারে না। অনুগ্রাহক না হইলে তাহাদের পূর্ববর্তিত্ব কল্পনা করা বৃথা।

যদি বলা যায় সংস্কার স্মৃতির কারণ হইয়া থাকে বলিয়া পূর্ব পূর্ব বর্ণানুভবজন্য সংস্কার সেই পূর্ব পূর্ব বর্ণের স্মৃতিরই কারণ হোক? এই আক্ষেপ কিন্তু সারবান্ নয়। কারণ সংস্কার স্মৃতিরই হেতু—এইটি যদিও ব্যবস্থিত তবুও সেই সংস্কারের অন্যকার্যে অর্থাৎ পদার্থজ্ঞানাদিতে সামর্থ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। একটি বস্তুর অনেক কার্যে সামার্থ্য থাকা অসম্ভব নয়।[১]

এইখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখার যোগ্য। সেইটি হইতেছে, পূর্বোক্ত

---

১ যদ্যপি স্মৃতিহেতুত্বং সংস্কারস্য ব্যবস্থিতম্।
কার্যান্তরেষু সামর্থ্যং ন তস্য প্রতিষিধ্যতে॥ শ্লোকবার্তিক। স্ফোট, ১০২

প্রকারে যে আলোচনা করা হইল, তাহা কিন্তু সংস্কারের সম্ভাব প্রতিপন্ন করিবার জন্য নয়। সংস্কার পূর্ব হইতেই সিদ্ধ আছে। কেবলমাত্র তাহার অর্থজ্ঞানের প্রতি জনকত্বরূপ অদৃষ্ট কল্পনা করা হইল। সংস্কাররূপ অদৃষ্ট কল্পনা হইল বলিয়াও কোনও আপত্তি করা চলে না। স্ফোটবাদ পক্ষেও এই অদৃষ্ট কল্পনা হইতে মুক্তি নাই। কেন না স্ফোটের অভিব্যক্তির জন্যও পূর্ব পূর্ব বর্ণানুভব-জনিত সকল বর্ণের স্মৃতির কারণরূপে সংস্কারান্তরের কল্পনা অবশ্যই রহিয়াছে। মীমাংসকমতে কেবলমাত্র অর্থজ্ঞানেই সংস্কার কল্পনা করা হইয়া থাকে। আরও কথা এই যে মীমাংসক যে সংস্কারের অর্থজ্ঞানের সামর্থ্য কল্পনা করেন, স্ফোটবাদিগণও স্ফোটের অর্থজ্ঞানসামর্থ্য অবশ্যই কল্পনা করিয়া থাকে। সুতরাং স্ফোটবাদীর পক্ষে স্ফোটের অভিব্যঞ্জকরূপ অধিক সংস্কার কল্পনা করিতে হয়।

আরও কথা এই যে স্ফোটবাদ পক্ষে পূর্ব পূর্ব বর্ণানুভবজন্য প্রথম সংস্কার অবশ্যই কল্পনা করিতে হয়। তাহার দ্বারাই যখন অর্থজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া যায়, তখন অতিরিক্ত স্ফোট স্বীকার করিবার প্রয়োজন থাকিতে পারে না।

যদি বর্ণের যৌগপদ্যবশতঃ অর্থজ্ঞানের প্রতি অবশ্যই তাহার কারণতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বর্ণের নিত্যত্ববশতঃ সর্বদা অর্থজ্ঞানের সম্ভাবনা অস্বীকার্য। যে হেতু কারণত্ব কখনও সর্বকালীন হইতে পারে না। বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়া যুগপৎ তাহাদের অবস্থিতি সম্ভব হইলেও অর্থজ্ঞানের প্রতি তাহাদের কারণতা নাই। সুতরাং ক্রমগৃহীত বর্ণ সকল সেই সেই বর্ণের অনুভবজনিত সংস্কারের দ্বারা পরে সমস্ত বর্ণ বিষয়ক যে স্মৃতিরূপ জ্ঞান জন্মায় তাহাই অর্থজ্ঞানের কারণ। সেই সমস্ত বর্ণ বিষয়ক যে স্মৃতি রূপ জ্ঞান, সেই জ্ঞানে সমস্ত বর্ণের যৌগপদ্য প্রতীত হইয়া থাকে। সমস্ত বর্ণের যৌগপদ্য একমাত্র প্রত্যক্ষের দ্বারাই জানিতে হইবে।—এমন কোনও নিয়ম নাই। সমস্ত বর্ণবিষয়ক একটি স্মৃতিতে বর্ণের যৌগপদ্য প্রতীত হইলে তাহা হইতে অর্থজ্ঞান সম্ভব।

কেহ কেহ আবার এরূপও মত পোষণ করেন যে সমস্ত বর্ণবিষয়ক জ্ঞান চিত্রস্বরূপ। কারণ পূর্ব পূর্ব বর্ণের অনুভবজনিত সংস্কার হইতে পূর্ব পূর্ব বর্ণের স্মৃতি আর অন্ত্যবর্ণের উপলব্ধির কালে পূর্ব পূর্ব বর্ণের স্মৃতি থাকে বলিয়া ঐ বিনষ্ট পূর্ব পূর্ব বর্ণও বিদ্যমান অন্ত্যবর্ণ বিষয়ক অনুভব ও স্মৃতিযুক্ত একটি বিচিত্র জ্ঞান। সেই বিচিত্র জ্ঞানে সমস্ত বর্ণ প্রতীত হয় এবং তাহা হইতে অর্থজ্ঞান হইয়া থাকে। আবার অপরে বলিয়া থাকেন ঐ চিত্রজ্ঞানের পরে

সমস্ত বর্ণ বিষয়ক আর একটি স্মৃতিরূপ জ্ঞান হয় এবং তাহা হইতেই অর্থজ্ঞান। শেষ বর্ণ বিজ্ঞাত হইলেও পূর্ব পূর্ব বর্ণের সংস্কারজনিত সর্ব বর্ণ বিষয়ক একটি স্মৃতির উৎপাদনও সম্ভব—এই কথাও অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।[১]

এই রূপ আপত্তি কিন্তু অসঙ্গত যে বর্ণসকল ক্রমে ক্রমে অনুভূত হয় বলিয়া স্মৃতির যুগপৎ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয় এবং স্মৃতিরও ক্রমে ক্রমে হওয়া উচিত। কারণ ঘট, পট, প্রভৃতি বহু পদার্থ বিষয়ক চাক্ষুষাদি জ্ঞান ক্রমে ক্রমে হইলেও সেই সকল পদার্থ বিষয়ক সমুচ্চিত মানস জ্ঞান যুগপৎ হইতে পারে। এই কথা সকল বাদীই স্বীকার করেন। সেই রূপ বর্ণ সকল ক্রমে ক্রমে অনুভূত হইলে ও তাহাদের স্মৃতির যুগপৎ উৎপন্ন হইতে কোনও বাধা থাকিবার কথা নাই। যদি এই রকমটি স্বীকার করা না হইত, তাহা হইলে কতগুলি পদার্থ ক্রমে ক্রমে দেখিয়া সেই পদার্থ সকল সংখ্যায় একশত ইত্যাদি যে যুগপৎ সমুচ্চয় জ্ঞান, তাহা সম্ভব হইতে পারিত না। সেই হেতু শ্রোত্র এবং মনের দ্বারা যদিও বর্ণ বিষয়ক পূর্ব জ্ঞান ক্রমে ক্রমে হয়, তাহা হইলেও পরে স্ফোটবাদীর নিয়মানুসারে যুগপৎ স্মরণ হইত না। সমস্ত বর্ণ বিষয়ক একটি স্মৃতি যুগপৎ হয় বলিয়াই সেই একই স্মৃতিরূপ জ্ঞানে সমস্ত বর্ণই আরূঢ় থাকে। ফলে সেই স্মৃতির বিষয় সমস্ত বর্ণ হইতে অর্থজ্ঞান হওয়ায় লোকে যে বলে "শব্দ হইতে অর্থ জানা যায়" তাহা যুক্তি-যুক্তই হইয়া থাকে। যে হেতু সেই একই স্মৃতিতে সমস্ত বর্ণরূপ শব্দ আরূঢ় থাকায় সেই শব্দ হইতেই অর্থজ্ঞান হওয়ায় লৌকিক বাক্য সঙ্গত হয়। অন্যথায় যদি কেবল অন্ত্যবর্ণ হইতে অর্থজ্ঞান হইত, তাহা হইলে শব্দ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয়—এই কথা বলা চলিত না। কারণ কেবল অন্ত্যবর্ণটি তো আর শব্দ নয়।

বৈয়াকরণেরা কিন্তু পূর্ব পূর্ব বর্ণ বিষয়ক স্মৃতি ও অন্ত্য বর্ণ বিষয়ক প্রত্যক্ষ —এই স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ মিশ্রণরূপ চিত্রবুদ্ধি দ্বারা ভ্রান্তি বশতই গকার, ঔকার এবং বিসর্জনীয় হইতে ভিন্ন পশ্চাৎ 'গৌঃ' রূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার করেন। তাঁহাদের এই যে বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ গ কার প্রভৃতি এক একটি বর্ণ হইতে পদের বৈলক্ষণ্য অনভিপ্রেত না হইলেও বর্ণরূপের জ্ঞান হইতে তাহা অতিরিক্ত জ্ঞান নয়।

---

১ চিত্ররূপাং চ তাং বুদ্ধিং সদসদ্বর্ণগোচরান্।
কেচিদাহু র্যথা বর্ণো গৃহ্যতেঽন্ত্যঃ পদে পদে ॥
অন্ত্যবর্ণেঽপি বিজ্ঞাতে পূর্বসংস্কারকারিতম্।
স্মরণং যৌগপদ্যেন সর্বেষ্বন্যে প্রচক্ষতে ॥		শ্লোকবার্তিক। স্ফোট, ১১১-১১২

যদি একটি বর্ণ হইতে পৃথক্ পদার্থের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়, তবে গ কার ঔ কার ও বিসর্জনীয়রূপ এই তিনটি বর্ণের জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। এই তিনটি বর্ণ পরিত্যাগ করিলে অন্য কোনও পদার্থ কি আছে যদ্বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ?

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। সেইটি হইতেছে এই যে স্ফোটনামক পৃথক্ শব্দ না থাকিলে বর্ণ বিষয়ক এক শব্দরূপ জ্ঞান অর্থাৎ 'গৌঃ' এইটি একটি শব্দ—এইরূপ জ্ঞান কী করিয়া সম্ভব ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় 'গৌঃ' এই স্থলে একটি শব্দরূপ জ্ঞান মীমাংসকেরা অস্বীকার করেন না। তবে গকার ঔকার ও বিসর্গ—এই তিনটি বর্ণ একই জ্ঞানের বিষয় নয় এবং একই অর্থের বোধক নয় বলিয়া ঐ তিনটি বর্ণে একটি শব্দ—এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পক্ষে বর্ণসকল যে অর্থজ্ঞানের হেতু, তদ্বিষয়ে লৌকিক বাক্যই প্রমাণ। "শব্দ হইতে অর্থ জানি"—এই স্থলে শব্দ হইতে এই পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা শব্দের হেতুত্ব জানা যায়।

বাস্তবিক পক্ষে যেহেতু লোকে গ কার প্রভৃতি বর্ণ হইতে ভিন্ন পদার্থ শব্দ বলিয়া বলে না, তখন স্ফোটাত্মক শব্দ হইতে প্রতীত অর্থ বিষয়ক জ্ঞান কীরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? তাছাড়া যদি শব্দজ্ঞানজনিত সংস্কারের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় যে স্ফোট, সেই স্ফোট হইতে অর্থজ্ঞান হয়, এই জন্য অর্থজ্ঞানটি শব্দজন্য—এই কথা বলা যায়, তাহা হইলে "শব্দ হইতে অর্থ জানি," এই ব্যবহারটি গৌণ হইয়া যায়। কারণ শব্দও অর্থজ্ঞানের মধ্যে সংস্কার ও স্ফোটরূপ দুইটি ব্যবধান থাকে। সংস্কার উৎপাদন করিবার জন্য শব্দ উচ্চারিত হয় না। কিন্তু অর্থজ্ঞানকে উদ্দেশ্য করিয়া যে শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তাহা ঐরূপ ক্রমেই হইয়া থাকে। আর শব্দ ও শব্দজন্য সংস্কার—এই দুইটিকে যদি অর্থজ্ঞানের কারণ হিসাবে স্বীকার করা যায়, তবে কাহারও ব্যবধান হয় না। আর যদি বর্ণজন্য অপূর্ব সংস্কারকে ইতিকর্তব্যতারূপে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অন্ত্যবর্ণের গমক হওয়ায় তাহার শব্দত্ব মুখ্যই হইয়া থাকে।

যেমন দীপের প্রভা প্রভৃতি ঘটপটাদিকেই অভিব্যক্ত করে, তেমন পদ এবং বাক্যে বর্ণ অথবা ধ্বনি শব্দকেই প্রকাশ করে কিন্তু স্ফোটকে অভিব্যক্ত করে না। সুতরাং বর্ণ হইতে ভিন্ন স্ফোট অর্থের বাচক নয় যেমন বর্ণ হইতে ভিন্ন ঘটাদি অর্থের বাচক হয় না। যেহেতু বর্ণ হইতেই যখন অর্থজ্ঞান সম্ভব, তখন ঐ দৃষ্ট বর্ণের বিরোধ ঘটাইয়া স্ফোট স্বীকার করিতে যাওয়া কেন ? বর্ণ জ্ঞানের অনন্তরই অর্থ জ্ঞান হয় বলিয়া বর্ণের অস্বীকার পক্ষে "শশী চন্দ্র নয়"—এইরূপ

নিষেধের মতো দৃষ্ট পদার্থের অস্বীকার করা হইয়া থাকে। অর্থজ্ঞান যে বর্ণজন্য তাহা অনুমানের দ্বারাও প্রমাণ করা সম্ভব। যেমন অর্থজ্ঞান (পক্ষ) বর্ণ জনিত (সাধ্য) যেহেতু বর্ণজ্ঞানের অনন্তর উৎপন্ন হয় (হেতু)। যাহা এইরূপ অর্থাৎ যাহার অন্তর উদ্ভূত হয় তাহা তজ্জন্য, যেমন ধূম হইতে বহ্নির জ্ঞান। অথবা গকারাদি বর্ণ গৌ প্রভৃতি অর্থের প্রতিপাদক যেহেতু গৌ প্রভৃতি জ্ঞানের পূর্বে নিশ্চিতভাবে গকারাদির জ্ঞান হয় যেমন ঘটপটাদি জ্ঞানের প্রতিপাদক দীপ।[১]

সুতরাং বিভিন্ন দিক হইতেই দেখা যায় যে অর্থজ্ঞান বর্ণজন্য। বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটকল্পনা নিরর্থিকা।

---

১ বর্ণা বা ধ্বনয়ো বাপি স্ফোটং ন পদবাক্যয়োঃ।
ব্যঞ্জন্তি ব্যঞ্জকত্বেন যথাদীপপ্রভাদয়ঃ॥
তত্ত্বাদ্ ঘটাদিবচ্চেতি সাধনানি যথারুচি।
লৌকিকব্যতিরেকেণ কল্পিতেঽর্থে ভবন্তি হি॥
নার্থস্য বাচকঃ স্ফোটো বর্ণেভ্যো ব্যতিরেকতঃ।
ঘটাদিবন্ন দৃষ্টেন বিরোধো ধর্মসিদ্ধিতঃ॥
প্রতিষেধে তু যো বর্ণান্ তজ্‌জ্ঞানানন্তরোদ্ভবান্।
দৃষ্টবাধে ভবেত্তস্য শশিচন্দ্রনিষেধবৎ॥
বর্ণোত্থা বার্থধীরেষা তজ্‌জ্ঞানানন্তরোদ্ভবা।
যাদৃশী সা তদুত্থা হি ধূমাদেরিব বহ্নিধীঃ॥
দীপবদ্বা গকারাদির্গবাদেঃ প্রতিপাদকঃ।
ধ্রুবং প্রতীয়মানত্বাত্তৎ পূর্বং প্রতিপাদনাৎ॥

শ্লোকবার্তিক। স্ফোট, ১৩১-১৩৬

তৃতীয় অধ্যায়

পদশক্তি নিরূপণ

অপরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা অর্থ বুঝিয়া থাকি। কিন্তু সর্বত্র যে কোনও বাক্য শুনিয়া যে কোনও লোকের অর্থজ্ঞান হয়, এমন নয়। যে ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা জানে না, সে ইংরাজী শুনিলে যে অর্থ বুঝে না, তাহা প্রায় প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বলেই জানা সম্ভব। এই ব্যাপার হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যে বাক্য হইতে যে লোকের যে অর্থজ্ঞান হয়, সেই বাক্যের সহিত সেই অর্থের পরিচয় সেই ব্যক্তির আছে। আবার যে বিষয়ক জ্ঞান যাহার আছে, সেই বিষয়ক অর্থবোধক বাক্য তাহার কাছে অপ্রয়োজনীয়। সাধারণতঃ যে ব্যক্তি যে বিষয়টি জানে না, তাহাকে বাক্যের দ্বারা অপরের সেই বিষয়টি বুঝাইয়া থাকে যেমন যে ব্যক্তি জানে না যে যাগ করিলে স্বর্গ হইবে, তাহাকে "যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সেই বিষয়টি বুঝানো হয়। অথচ "যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত পদের অর্থজ্ঞান যাহার নাই, তাহাকে সেই বাক্য বলিয়া সেই অর্থ কখনও বুঝানো যায় না। সেই জন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যেখানে একজন লোক অপর একজন লোকের বাক্য শুনিয়া কোনও এক অজ্ঞাত অর্থ বুঝে—সেইখানে সেই বোদ্ধা ব্যক্তি ঐ বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ জানে। আর ঐ শব্দগুলি জানিয়া তাহা হইতে (পদজ্ঞান হইতে) অর্থের বোধ হইলে বাক্যের অর্থজ্ঞান হয়। নতুবা "জল আন" এইরূপ বাক্য শুনিয়া চক্ষুর সম্মুখে জল প্রত্যক্ষ করিলে সেইরূপ জলের জ্ঞান ঐ বাক্যার্থজ্ঞানে উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা কখনই হয় না। এই জন্য পদের জ্ঞান হইতে যেখানে পদের অর্থের জ্ঞান হয়, সেখানে সেই পদের অর্থের জ্ঞানই বাক্যের অর্থজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। এখন এই যে পদ শ্রবণ করিয়া পদের অর্থজ্ঞান হয়, তাহা ঐ পদের সহিত অর্থের কোনও প্রকার সম্বন্ধ যদি না থাকে, তাহা হইলে পদ জানিয়া পদের অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। রামকে দেখিয়া কেহ কি সম্বন্ধ রহিত শ্যামকে মনে করে ? পিতাকে দেখিলে পুত্রের বা পুত্রকে দেখিলে পিতার স্মরণ হয়, কারণ সেই স্থলে পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম্বন্ধ বিদ্যমান। সেইরূপ পদের সহিত অর্থের বা অর্থের সহিত পদের

সম্বন্ধ থাকে বলিয়াই পদ শুনিলে অর্থের বা অর্থকে জানিলে পদের কথা মনে পড়ে। এই যে পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ, ইহাকেই শক্তি বলা হয়। এই শক্তিকে অভিধা শক্তি বা মুখ্যা শক্তিও বলা হইয়া থাকে। শক্তি-জ্ঞান না থাকিলে বাক্য শুনিয়া বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারে না। কারণ ঐ রূপ শক্তি জ্ঞানের অভাবে পদ হইতে পদার্থের জ্ঞানই হয় না।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতে ঐ শক্তিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বরূপ বলা হইয়াছে।[১] নব্য নৈয়ায়িকেরা আবার কেবলমাত্র ইচ্ছাকেই শক্তি বলিয়াছেন। লোকে এই পদ হইতে এই অর্থ বুঝুক্, যেমন ঘটপদ হইতে ঘটরূপ অর্থ (কম্বু-গ্রীবাদি বিশিষ্ট বস্তু) এইরূপ যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকেই তাঁহারা শক্তি বলিয়া থাকেন।[২]

প্রশ্ন হইতে পারে যে পদ শব্দাত্মক আকাশে থাকে আর ঘটপ্রভৃতি পদার্থ ভূতল প্রভৃতিতে থাকে এবং ইচ্ছা আত্মার গুণ। সুতরাং সেই ইচ্ছা কী রূপ পদ ও অর্থের সম্বন্ধ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, তৎপদ-জন্য বোধবিষয়তাত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত বিশেষ্যতাসম্বন্ধে ইচ্ছাবত্ত্বা হইতেছে তৎপদশক্যত্ব। অর্থাৎ তৎপদজন্য বোধবিষয়তাত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত ইচ্ছীয় বিশেষ্যতাকে শক্তি বা পদপদার্থের সম্বন্ধ বলিলে কোনও অনুপপত্তি হয় না। অথবা তদর্থবিষয়ক বোধজনকতাত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত ইচ্ছীয় বিশেষ্যতাকে শক্তি রূপ সম্বন্ধ বলা হয়।[৩] ঈশ্বরের ঈচ্ছা বা ইচ্ছামাত্রই শক্তি বলিলে নিম্নোক্তরূপ ইচ্ছাই বুঝাইয়া থাকে। যথা—লোকে ঘটপদ হইতে ঘটরূপ অর্থ বুঝুক্—এই হইল ইচ্ছার আকার। এই রূপ ইচ্ছার আকারকে বিশ্লেষণ করিলে দুই প্রকার রূপ পাওয়া যায়। যেমন ঘটপদ ঘটরূপ অর্থ বুঝাক্ এবং দ্বিতীয়—ঘটরূপ অর্থ ঘটপদ হইতে বোধিত হউক্।[৪] ইহাদের মধ্যে প্রথম রূপটি অর্থাৎ "ঘটপদং ঘটরূপমর্থং বোধয়তু" এই ইচ্ছাতে বিশেষ্য

---

১ শক্তিশ্চ পদেন সহ পদার্থস্য সম্বন্ধঃ। সা চ অস্মাৎ শব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতি ঈশ্বরেচ্ছারূপা। মুক্তাবলী। শব্দ খণ্ড।

২ নবাস্তু ঈশ্বরেচ্ছা ন শক্তিঃ কিন্তু ইচ্ছৈব। ঐ। ঐ।

৩ তৎপদজন্য বোধবিষয়তাত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতা নিরূপিত বিশেষ্যতা সম্বন্ধেন ঈশ্বরেচ্ছা-বত্ত্বস্য তৎপদশক্যত্বাভ্যুপগমেন···ইত্যাদি। শব্দ খণ্ড। মুক্তাবলী। রামরুদ্র

৪ ইদং পদমিমমর্থং বোধয়তু ইত্যস্মাৎ শব্দাৎ। যমর্থো বোদ্ধব্য ইতি বা ইচ্ছা সঙ্কেত-রূপা বৃত্তিঃ। মুক্তাবলী। রামরুদ্রী। শক্তিবাদ। সামান্যকাণ্ড।

হইতেছে ঘটপদ আর বিশেষণ বা প্রকার হইতেছে ঘটরূপ অর্থবোধজনকতা। ঘটপদং ঘটরূপমর্থং বোধয়তু—এই বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করিলে অর্থ দাঁড়ায়—ঘটপদং ঘটরূপার্থজনকতাবদ্ ভবতু—এইরূপ আকারের। এবং এইরূপ আকারের ইচ্ছায় ঘটপদটি বিশেষ্য হইল আর ঘট পদার্থজনকতাটি বিশেষণ বা প্রকার হইল। বিশেষ্যে বিশেষ্যতা থাকে এবং প্রকারে প্রকারতা। আবার এই বিশেষ্যতা ও প্রকারতার মধ্যে পরস্পর নিরূপ্য নিরূপক ভাব সম্বন্ধ থাকে। অর্থাৎ প্রকারতা বিশেষ্যতা নিরূপিত হয় আবার বিশেষ্যতা, প্রকারতা নিরূপিত হইয়া থাকে। বিশেষ্যে যে বিশেষণ তাহা বিশেষ্যতার অবচ্ছেদক। বিশেষ্যতা-বচ্ছেদকের দ্বারা বিশেষ্যতাটি অবচ্ছিন্ন হয়। এইভাবে প্রকার বা বিশেষণের যে বিশেষণ, তাহাকে প্রকারতাবচ্ছেদক বা বিশেষণতাবচ্ছেদক বলে। এবং সেই প্রকারতাবচ্ছেদকের দ্বারা প্রকারতাটি অবচ্ছিন্ন হয়। তাহা হইলে এখন "ঘটপদং ঘটরূপমর্থং বোধয়তু"—এই ইচ্ছাটিকে ন্যায়ের ভাষায় স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় ঘটরূপার্থবোধজনকতাত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতানিরূপিত ঘটপদত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাশালিনী ইচ্ছা। সুতরাং এই ইচ্ছাটি বিশেষ্যতা সম্বন্ধে ঘটপদে থাকে। আর প্রকারতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে ঘটরূপ অর্থে থাকে। কারণ ঘটরূপার্থবোধজনকতাটি হইতেছে প্রকার। তাহার অবচ্ছেদক হইতেছে বোধ এবং তাহার অবচ্ছেদকটি হইতেছে ঘটরূপ অর্থ। সুতরাং এই ভাবে ইচ্ছাকে শক্তি বলিলেও সেই ইচ্ছা বিশেষ্যতা সম্বন্ধে বা প্রকারতাবচ্ছেদকতা বচ্ছেদকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে পদে এবং পদার্থে থাকায় পদ ও পদার্থের সম্বন্ধকে শক্তি বলায় কোনও দোষ হয় না। এইভাবে দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাটিও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ "ঘটপদাদ্ ঘটরূপার্থো বোদ্ধব্যঃ"—ঘটপদ হইতে লোকে ঘটরূপ অর্থ বুঝুক্—এইরূপ ইচ্ছাতে 'ঘটপদাৎ' এই স্থলে পঞ্চমীর অর্থ 'জন্যতা' আর 'বোদ্ধব্যঃ' পদের অর্থ হইল "বোধবিষয়তাবান্।"[১] সুতরাং এই দ্বিতীয় ইচ্ছাতে ঘট (ঘটপদার্থ) বিশেষ্য আর ঘটপদজন্য বোধবিষয়তাটি বিশেষণ বা প্রকার। অতএব এই ইচ্ছাটিকে পরিষ্কার ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় ঘটপদজন্য বোধ বিষয়তাত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতানিরূপিত ঘটাত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতা। এই ইচ্ছাটি বিশেষ্যতাসম্বন্ধে ঘটরূপ অর্থে এবং প্রকারতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক ইত্যাদি সম্বন্ধে ঘটপদে থাকে। সুতরাং এই দ্বিতীয় প্রকারের ইচ্ছাটিও বিশেষ্যতা এবং

---

১ অস্মাৎ শব্দাদিত্যত্র পঞ্চম্যর্থো জন্যত্বম্। তস্য চ বোদ্ধব্য ইত্যত্র বোদ্ধব্যত্বার্থে অন্বয়ঃ। তথা প্রত্যয়ার্থো বিষয়রূপধর্মঃ। তথা চ এতত্ শব্দজন্য বোধবিষয়ত্বপ্রকারকার্থ-বিশেষ্যকেচ্ছালাভঃ। শক্তিবাদ। সামান্যকাণ্ড। হরিদাস তর্কসিদ্ধান্তটীকা।

প্রকারতাবচ্ছেদকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে পদ এবং পদার্থে থাকায় পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ যে শক্তি, এই বিষয়ে কোনও অনুপপত্তি হইল না।

আলঙ্কারিকগণ কিন্তু পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ তিন প্রকার বলেন। অভিধা-লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা।[১] ইহারা এই তিনটিকে যথাক্রমে অভিধাশক্তি, লক্ষণাশক্তি ও ব্যঞ্জনাশক্তি বলিয়া থাকেন। অবশ্য অভিধাশক্তিই মুখ্যা শক্তি। তাঁহারাও এই শক্তিকে নৈয়ায়িকদের মতো সঙ্কেত বা ইচ্ছা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। লক্ষণা ও ব্যঞ্জনাকেও তাঁহারা পদ পদার্থের একরকম সম্বন্ধ বলেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ শক্য সম্বন্ধকে লক্ষণা বলেন বলিয়া সেই লক্ষণা সাক্ষাৎভাবে পদে থাকে না। এজন্য তাঁহারা লক্ষণাকে সাক্ষাৎ পদ পদার্থের সম্বন্ধ বলেন না। আর ব্যঞ্জনাবৃত্তিকে আলঙ্কারিক ভিন্ন অপর কেহই স্বীকার করেন না। আলঙ্কারিকগণ বলেন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদি স্থলে গঙ্গাপদের শক্যার্থ জল-প্রবাহরূপ অর্থটি পদার্থের অন্বয়ে বা তাৎপর্যে অনুপপন্ন বলিয়া গঙ্গাপদে গঙ্গাতীরে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং তার অর্থটি লক্ষণাদ্বারা বোধ্য। কিন্তু "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই কথা বলিলে সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিয়া থাকেন যে 'ঘোষেরা শীতল ও পবিত্র স্থানে বসবাস করে'। কিন্তু এই শীতলত্ব এবং পাবনত্বের জ্ঞান অভিধা বা লক্ষণাশক্তি হইতে হয় না। সুতরাং স্বীকার্য যে অপর কোনও শক্তি হইতে শৈত্য, পবিত্রতা প্রভৃতির জ্ঞান হয়। এই তৃতীয় শক্তিটিকেই ব্যঙ্গ্যশক্তি বা ব্যঞ্জনাবৃত্তি বলে।[২]

নৈয়ায়িকগণ কিন্তু বলেন শৈত্য বা পবিত্রতার জ্ঞান অনুমিতি হইতেই হওয়া সম্ভব। সুতরাং তাহার জন্য অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাশক্তি স্বীকার নিষ্প্রয়োজন এবং গৌরবদোষযুক্তও বটে। তাঁহারা এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করিয়া থাকেন ঃ

ঘোষঃ শৈত্যপবিত্রতাদিসম্ভোগবান্ গঙ্গাতীরবাসিত্বাৎ অথবা শৈত্যসম্বন্ধ-সম্বন্ধিত্বাৎ ইত্যাদি।

বৈয়াকরণমতেও পদপদার্থের সম্বন্ধকে শক্তি বলা হইয়াছে। তাঁহাদের মতেও "অস্মাৎ পদাদয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ" এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছা বিষয়কে শক্তি বলে।

১ বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥ সাহিত্যদর্পণ ২।৬

২ গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদৌ জলময়াদ্যর্থবোধনাদভিধায়াং তটাদ্যর্থবোধনাচ্চ লক্ষণায়াং বিরতায়াং যথা শীতত্ব পাবনত্বাদ্যতিশয়াদি বোধ্যতে, সা লক্ষণা মূলা ব্যঞ্জনা।

সাহিত্যদর্পণ। ২।২২ বৃত্তি।

এই শক্তিই পদপদার্থের সম্বন্ধ। আবার তাঁহারা বাক্য এবং বাক্যার্থের সম্বন্ধকেও শক্তি বলেন। তাহাও "অস্মাদ্‌বাক্যাদয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ" এই রূপ ঈশ্বরেচ্ছা বিষয়ত্বই বাক্য ও বাক্যার্থের সংসর্গ রূপ শক্তি।[১]

নৈয়ায়িকগণ বাক্যে শক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন আকাঙ্ক্ষাদি সহকারে পদের দ্বারাই সংসর্গরূপ বাক্যার্থের ভান হয়। বাক্যে শক্তিকল্পনা বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই এবং তাহাতে গৌরবও হয়।

মীমাংসক মতে শক্তি একটি অতিরিক্ত পদার্থ। সেই শক্তিজ্ঞানের দ্বারা পদ হইতে পদার্থের উপস্থিতি হয়। তবে নৈয়ায়িক বৈশেষিক মতে যেমন ঘটাদি পদের ঘটাদিরূপ অর্থে শক্তি, সেইরূপ মীমাংসক মতে নয়। প্রাভাকর মতে কার্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি। আবার কোনও কোনও মীমাংসক এবং বেদান্ত মতে ইতরান্বিত অর্থেই শক্তি। অর্থাৎ 'ঘটম্' এই স্থলে ঘটপদের কর্মত্বান্বিত ঘটত্বে শক্তি। এইরূপ 'অম্'পদে ঘটত্বান্বিত কর্মত্বে শক্তি। তাঁহারা বলেন—অন্বয়ে যদি পদের শক্তি না থাকে, তাহা হইলে শাব্দবোধে সেই অন্বয়ের ভান হইতে পারে না। আকাঙ্ক্ষাদির দ্বারা সেই অন্বয়ের ভান স্বীকার করিলে সেই অন্বয় শাব্দবোধে বিষয় হইতে পারে না। কারণ পদ হইতে যেই অর্থের জ্ঞান হয়, শাব্দবোধে সেই অর্থেরই জ্ঞান হইবে। পদ হইতে যদি অন্বয়ের জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে শাব্দবোধে উহা বিষয় হইতে পারে না। প্রাভাকর মতে সমস্ত পদের শক্তি যদি কার্যান্বিত অর্থে থাকে, তবে লিঙাদি পদের শক্তি কীরূপে কার্যান্বিত অর্থে থাকা সম্ভব? কারণ লিঙাদি পদের অর্থই কার্য। তাহা তো আবার অন্য একটি কার্যে অন্বিত নয়।[২]

এই আশঙ্কার উত্তরে কিন্তু প্রাভাকর বলেন, সমস্ত পদের শক্তি কার্যান্বয়ান্বিতত্বে।[৩] যেমন 'ঘটমানয়' এই স্থলে ঘটপদের শক্তি হইতেছে কার্যের সহিত ঘটের, যে অন্বয় (সম্বন্ধ) তাহার দ্বারা অন্বিত হইল ঘট এইরূপ লোট হি পদের অর্থ যে কার্য, তাহার সহিত 'অম্' পদের অর্থ যে কর্মত্ব, সেই কর্ম্মত্বের সঙ্গে অন্বয় থাকায় সেই অন্বয়ের দ্বারা অন্বিত হইতেছে লোট হি পদের এই কার্য। সুতরাং

---

১ চতুর্বিধেঽপি বাক্যার্থে বাক্যস্য শক্তিরিতি বৈয়াকরণাঃ। ভাট্টচিন্তামণিঃ। পৃ ৬০
বৈয়াকরণানাস্তু বোধকত্বমেব শক্তিঃ। ঐ। পৃ ৫৬। (চৌখাম্বাসংস্করণ।)

২ ইত্থঞ্চ ভূতলে নীলো ঘট ইত্যাদিবাক্যান্ন শাব্দবোধঃ ঘটাদিপদানাং কার্যান্বিতঘটাদিবোধে সামর্থ্যাবধারণাৎ। কার্যতাবোধং প্রতি চ লিঙাদীনাং সামর্থ্যাৎ তদ্ভাবান্ন শাব্দবোধঃ। ইতি কেচিৎ। মুক্তাবলী। শব্দখণ্ড।

৩ সংক্ষেপশারীরক। প্রথম অধ্যায়।

কার্যান্বয়ান্বিতত্বে সমস্ত পদের অনুগতভাবে শক্তি স্বীকার করায় লিঙাদিপদেরও কার্যান্বয়ান্বিতত্বে নির্বিঘ্নভাবে শক্তি থাকে।

ভাট্টমতে শব্দের দুইটি শক্তি স্বীকার করা হয়ঃ একটি অনুভাবিকা শক্তি আর অপরটি স্মারিকা শক্তি। এই স্মারিকা শক্তির জ্ঞান না থাকিলে পদ হইতে পদার্থের স্মরণ হয় না। তাঁহাদের মতে পদের শক্তি অন্বিত অর্থে বা কার্যান্বিত অর্থে নয় কিন্তু অর্থমাত্রে। যেমন ঘট পদের শক্তি ঘটত্বরূপ অর্থে। 'অম্' পদের শক্তি কর্মত্বরূপ অর্থে। প্রথমে বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যের অন্তর্গত ঘটপদ বা অম্ পদের স্মারিকা শক্তিজ্ঞান সহকারে ঘটত্বরূপ অর্থের ও কর্মত্ব প্রভৃতি অর্থের স্মরণ হয়। তারপর আনুভাবিকী শক্তির বলে পদার্থ সকলের সংসর্গের জ্ঞানরূপ শাব্দবোধ হয়। অথবা প্রথমে ঘটপদ, অম্ পদ প্রভৃতি পদ হইতে স্মারিকা-শক্তিজ্ঞানের বলে ঘটরূপ অর্থ বা কর্মত্বরূপ অর্থস্মৃত হয়। পরে ঘটপদার্থ বা কর্মত্ব প্রভৃতি পদার্থে আর একটি যে শক্তি আছে, তাহার দ্বারা অভিহিত পদার্থের অন্বয়জ্ঞানরূপ শাব্দবোধ হয়। অবশ্য এই অনুভাবিকা শক্তির জ্ঞান কারণ নয় কিন্তু স্বরূপসদ্রূপে কারণ। এইভাবে ভট্টমতে পদ হইতে অভিহিত যে অর্থ, তাহার অন্বয়জ্ঞানরূপ শাব্দবোধ হয় বলিয়া ভট্টকে অভিহিতান্বয়বাদী বলা হইয়া থাকে।

এই অভিহিতান্বয় মতে আর এক প্রকার প্রক্রিয়া আছে। যথা—প্রথমে শব্দের শক্তিজ্ঞানের দ্বারা সামান্যভাবে পদার্থের স্মরণ হয়; তাহাদের সেইস্মৃত পদার্থে লক্ষণা দ্বারা বিশেষ বিশেষ পদার্থের অন্বয়জ্ঞানরূপ শাব্দবোধ হয়। যেমন 'জলমানয়' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমে 'জলপদ, অম্ পদ, আনয় পদ হইতে জলত্ব, কর্মত্ব ইত্যাদি পদার্থের স্মরণ হয়, তাহার পর লক্ষণা দ্বারা বিশেষ জল, বিশেষ কর্মত্ব ও আনয়ন প্রভৃতির সহিত সংসর্গজ্ঞানরূপ বাক্যার্থবোধ হয়। বাক্যার্থ জ্ঞানটি সুতরাং লক্ষণাজন্য।

সমস্ত পদার্থেরই লক্ষণা জনিত বাক্যার্থজ্ঞান প্রমাণবিরুদ্ধ নয় কারণ বেদে অর্থবাদ বাক্যের সমস্ত পদের বা শব্দার্থের লক্ষণা প্রাশস্ত্যরূপ অর্থে স্বীকার করা হইয়া থাকে। লক্ষণা স্বীকার করিবার প্রয়োজন এই যে কোনও একজন বক্তা যেখানে কোনও একজন শ্রোতাকে 'জলমানয়' ইত্যাদি বাক্য বলে, সেখানে বিশেষ জলকর্মক বিশেষ আনয়নার্থই তাহার অভিপ্রেত। সামান্যভাবে সকল জলের সকল সকল আনয়ন তাঁহার অভিপ্রেত নয়। অথচ ভট্টমতে শব্দের শক্তি জাতিতে। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা হইবে। সুতরাং জলপদের শক্তি জলত্ব জাতিতে। অতএব লক্ষণা স্বীকার না করিয়া বিশেষ জলের বিশেষ

আনয়ন পদশক্তি দ্বারা বুঝানো সম্ভবপর নয়। এই জন্যই অগত্যা বাকার্থবোধে সর্বত্র পদে বা পদার্থে লক্ষণা স্বীকরণীয়। আর এই পদে বা পদার্থে লক্ষণা দ্বারা সংসর্গজ্ঞানরূপ বাক্যার্থবোধ হয় বলিয়া উহাকে শাব্দবোধ বলায় কোনও অনুপপত্তি হয় না।

নৈয়ায়িক বৈশেষিক মতে অন্বয়জ্ঞানটি আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান হইতে হয় বলিয়া পদার্থ পদজন্য না হওয়ায় উক্ত অন্বয়জ্ঞানের শাব্দবোধত্বের অনুপপত্তি হয়। কারণ অন্বয় জ্ঞানটি আকঙ্ক্ষা জন্য হইল কিন্তু শব্দজন্য হইল না। ভট্টমতে এই অনুপপত্তি নাই।

শক্তিজ্ঞান ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যশেষ এবং বিবরণ হইতেই হইয়া থাকে। প্রথমে ব্যবহার হইতেই শক্তিজ্ঞান হয়। যেমন প্রযোজক বৃদ্ধ প্রযোজ্য বৃদ্ধকে বলিলেন, "ঘটমানয়"। প্রযোজ্য বৃদ্ধ সেই বাক্য শুনিয়া ঘট লইয়া আসিল। নিকটস্থ বালক সেইটি জানিয়া এইভাবে বুঝিয়া থাকে যে এই ঘটানয়নরূপ কার্যটি "ঘটমানয়" এইরূপ শব্দজ্ঞান জন্য। কিন্তু বালক তখনও 'ঘট'পদের, অম্ পদের, আনয় পদের অর্থভেদ বুঝিতে পারে নাই। তাহার পর যখন প্রযোজক বৃদ্ধ প্রযোজ্য বৃদ্ধকে বলিলেন, 'ঘটং নয়, গামানয়", তখন প্রযোজ্য বৃদ্ধ কর্তৃক ঐরূপ ঘটকে লইয়া যাওয়া ও গরুকে আনা প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হইল দেখিয়া বালকের আবাপ ও উদ্বাপের দ্বারা ঘট প্রভৃতি পদের কার্যান্বিত ঘটাদিতে শক্তিজ্ঞান হয়। 'আবাপ' অর্থাৎ কতকগুলি অতিরিক্ত পদের প্রবেশ আর উদ্বাপ বলিতে বিদ্যমান পদের পরিত্যাগ। এইরূপ প্রত্যক্ষ ব্যবহারের দ্বারা বালকের কার্যান্বিত ঘটাদিতে পদের শক্তিজ্ঞান হয় বলিয়া প্রাভাকর বলেন কার্যান্বিত অর্থেই পদের শক্তি। যেখানে কার্যবোধক লিঙাদিপদ থাকে না যেমন সুন্দরং পুষ্পম্, সেখানেও প্রভাকর বলেন "তৎ পশ্য" ইত্যাদি পদের অধ্যাহার করিয়া কার্যান্বিত অর্থেই শাব্দবোধ স্বীকর্ত্তব্য। লিঙাদি পদ ব্যতিরেকে শাব্দবোধ হয় না।

নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক ও ভাট্ট বলেন প্রথমে কার্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি নিশ্চয় হইলেও লাঘব হেতু পরে তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ পরে কেবল পদার্থেই পদের শক্তি স্বীকার করা হয়।

প্রাভাকর মতে শক্তিকে সামর্থ্য বলা হয়। তাঁহাদের মতেও পদের শক্তি দুই প্রকার—স্মারিকা শক্তি ও আনুভাবিকী শক্তি। তাঁহাদের মধ্যে কার্যের সহিত অনন্বিত অর্থেই স্মারিকা শক্তি থাকে। এই জন্য ঘট প্রভৃতি পদ হইতে কেবল ঘটের স্মরণ হয়। আর আনুভাবিকী অর্থাৎ শাব্দবোধরূপ অনুভবের

জনক শক্তি কার্যান্বিত ঘটপ্রভৃতি অর্থেই থাকে। অনন্বিত অর্থে আনুভাবিকী শক্তি থাকে না।[১]

প্রাভাকর বলেন, আনয়ন ক্রিয়া প্রভৃতি ব্যবহারের দ্বারা অনুমিত ঘটের আনয়ন ধর্মিক অভেদ সম্বন্ধে কার্যপ্রকারক জ্ঞানের প্রতি পদত্বাবচ্ছেদে পদের কারণতা লাঘবশতই স্বীকার করিতে হয়।[২] যেমন ঘটমানয়' ইত্যাদিস্থলে ঘটাদি পদ হইতে আনয়নাদি ধর্মিক কার্যত্ব প্রকারক বা অভেদ সম্বন্ধে কার্য-প্রকারক জ্ঞান হইয়া থাকে বলিয়া কার্যান্বিতবিষয়ক শাব্দত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি শব্দত্বরূপে পদের কারণতা, এইভাবে কার্যকারণভাব হইয়া থাকে। অর্থাৎ পদত্বরূপে পদ হয় কারণ আর কার্যত্বান্বিত বিষয়ক শাব্দবোধত্বাবচ্ছিন্ন হয় কার্য। ইহাকেই পদের কার্যান্বিত আনুভাবিকী শক্তি বলে।[৩]

তবে আশঙ্কা হইতে পারে যে অভেদ সম্বন্ধে কার্যপ্রকার জ্ঞানের প্রতি পদের কারণতা স্বীকার করিলে অনন্ত কার্যরূপ ধর্মিতে পদের শক্তি কল্পনায় গৌরব হয় বলিয়া ঘটানয়ন প্রভৃতি ধর্মিতে কার্যত্বের প্রকার হিসাবে জ্ঞান স্বীকার করিলে "ঘটানয়নং কার্যম্", এইরূপ জ্ঞান নির্বাহ হইয়া যায় বলিয়া লিঙ্ লোট্ প্রভৃতির শক্তি কার্যে স্বীকার না করিয়া কার্যত্বে স্বীকার করাই উচিত।[৪]

এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে প্রভাকর বৈদিক লিঙ্ প্রভৃতি হইতে কার্যত্বরূপে অপূর্ব বিষয়ক শাব্দবোধ স্বীকার করেন। যদিও অপূর্ব অর্থ পূর্বে উপস্থিত হইতে পারে না বলিয়া সেই অপূর্বে শক্তি জ্ঞান অসম্ভব, তথাপি

---

১ ইয়মেব কার্যান্বিতে পদানামানুভাবিকী শক্তিঃ। মুক্তাবলী। শব্দখণ্ড। দিনকরী। তন্মতে পদানাং শক্তিঃ দ্বিবিধা। স্মারিকা আনুভাবিকী চেতি। তত্র স্মারিকা শক্তিঃ কার্যান্বিতে ঘটাদাবেব। এবঞ্চ ঘটাদিপদাৎ কেবলঘটাদিস্মরণমুপপদ্যতে আনুভাবিকী কার্যান্বিতঘটাদাবেব। ঐ। ঐ। রামরুদ্রী।

২ নন্থ ব্যবহারেণ আনয়নাদিনা অনুমিতঘটানয়নাদিধর্মিক-কার্যতাজ্ঞানে পদানাং কারণত্বং লাঘবাৎ পদত্বাবচ্ছেদেন গৃহীতম্। মুক্তাবলী। শব্দখণ্ড। দিনকরী।

৩ ঐ। ঐ। ঐ

৪ যদ্যপি কার্যত্বে লিঙাদেঃ শক্তিকল্পনমুচিতং তস্য ঘটানয়নাদৌ প্রকারতয়া ভানো-পগমেনৈব ঘটানয়নং কার্যমিতি নির্বাহাৎ অনন্তকার্যরূপধর্মিণি তেষাং শক্তি কল্পনমনুচিতং গৌরবাদিত্যভেদেন কার্যপ্রকারকবোধে পদানাং সামর্থ্যাবধারণোক্তিরসঙ্গতা। তথাপি প্রাভাকরৈঃ বেদলিঙাদেঃ কার্যত্বেনাপূর্ব বিষয়শাব্দবোধঃ স্বীক্রিয়তে।

মুক্তাবলী। শব্দখণ্ড। রামরুদ্রী।

ন্যায়মতে যেমন অনুভূত গোব্যক্তিতে জ্ঞাতশক্তিক গবাদি পদ হইতে যোগ্যতা-বশতঃ পূর্বে অননুভূত গোবিষয়ক শাব্দবোধ হয়, সেই রূপ প্রভাকার মতেও ঘট প্রভৃতিতে কার্যত্বরূপে গৃহীতশক্তিক লিঙাদি পদ হইতে 'যজেত' ইত্যাদি স্থলে ঘটাদি কার্যে যাগজন্য কার্যত্বের বাধ হওয়ায় যোগ্যতাবশতঃ অপূর্ব বিষয়ক শাব্দবোধ হয়। এইজন্য কার্যতাবোধের প্রতি লিঙাদি পদের কারণতা নাই বলিয়া কার্যবোধের প্রতি লিঙাদি পদের কারণতা স্বীকার করা হইয়া থাকে।

বেদান্তের আচার্যগণের মধ্যে কেহ কেহ অন্বিতাভিধানবাদী আবার কেহ কেহ ভাট্টমতে অভিহিতান্বয়বাদী। প্রাভাকর মতে যেমন কার্যান্বিত অর্থেই পদের শক্তি, অন্বিতাভিধান বলিতে সমস্ত পদের শক্তি কার্যান্বিত অর্থে নয়। কিন্তু ইতরান্বিত অর্থে। যেমন 'ঘটমানয়' ইত্যাদি স্থলে ঘটপদের শক্তি কর্মত্বান্বিত ঘটে। এইরূপ অম্‌পদের শক্তি ঘটান্বিত কর্মত্বে।

ইহার উত্তরে ভাট্টগণ বলেন ইতরান্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করিলে একই বাক্যে নানা অর্থের বোধ হওয়ায় বাক্যভেদ দোষ হইয়া পড়ে। যেমন 'ঘটমানয়' এই স্থলে বিশেষ্যবিশেষণভাবের বিনিগমনা না থাকায় ঘটত্বান্বিত কর্মত্বান্বিত আনয়ন এবং আনয়নান্বিত কর্মত্বান্বিত ঘট এবং কর্মত্বান্বিত আনয়নান্বিত ঘট ইত্যাদি নানা অর্থের আপত্তি হইয়া পড়ে। এইভাবে বাক্যার্থের ভেদ হওয়ায় বাক্যেরও ভেদ হইয়া পড়ে। আর যদি বলা যায়, ঘটপদেরও যেমন কর্মত্বান্বিত ঘটরূপ অর্থ সেইরূপ ঘটকর্মক আনয়নও ঘটপদের অর্থ, তাহা হইলে ঘটপদের নানা অর্থের আপত্তি হইয়া যায়।

প্রাভাকর মতে যে সর্বত্র কার্যত্বান্বিত অর্থে পদের শক্তি বলা হইয়াছে তাহার খণ্ডন প্রসঙ্গে ভাট্ট ও নৈয়ায়িক বলেন প্রথমে অর্থাৎ যখন কোনও শব্দের শক্তিজ্ঞান হয় নাই, তখন কার্যত্বান্বিত অর্থে পদের শক্তিনিশ্চয় হইলেও পরে লাঘববশতঃ তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।[১] অর্থাৎ কার্যত্বান্বিত ঘট শব্দত্বা-বচ্ছিন্নের প্রতি ঘটশব্দত্বরূপে ঘটশব্দের কারণতা স্বীকার করা অপেক্ষা ঘটশব্দত্ব-রূপে ঘটশব্দের প্রতি ঘটশব্দের কারণতা স্বীকার করিলে লাঘব হয়। এইজন্য অনন্বিত অর্থে ঘটপদের শক্তি স্বীকার করাই উচিত।

তাহাছাড়া "চৈত্র পুত্রস্তে জাতঃ কন্যা তে গর্ভিণী জাতা" ইত্যাদি বাক্য হইতে শ্রোতার মুখের প্রসন্নতা বা মালিন্য দেখিয়া সুখ বা দুঃখের অনুমান করিয়া সেই সুখ বা দুঃখের কারণরূপে শাব্দবোধের নিশ্চয় পূর্বক তাহার কারণ-

১ প্রথমতঃ কার্যান্বিত ঘটাদৌ শক্ত্যবধারণেঽপি লাঘবেন পশ্চাৎ তস্য পরিত্যা-গৌচিত্যা⋯। মুক্তাবলী। শব্দখণ্ড।

রূপে পূর্বোক্ত বাক্যকে নির্ধারণ করে। অথচ ঐ "চৈত্র পুত্রস্তে জাতঃ"—ইত্যাদি বাক্যে কোনও কার্যতাবোধক পদ নাই। সুতরাং কার্যতাবোধক পদ নাই অথচ শাব্দবোধ হয় দেখিয়া ব্যভিচার বশত কার্যত্বান্বিত অর্থে পদের শক্তি নাই—এই কথা বুঝা যায়।

যদি বলা যায় 'চৈত্র পুত্রস্তে জাত…' ইত্যাদি স্থলে "তং পশ্য" ইত্যাদি কার্যতাবোধক পদের অধ্যাহার করিয়া বাক্যার্থবোধ হউক, তবে তাহার উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে সর্বত্র সিদ্ধার্থের বোধক বাক্যে কার্যতাবোধক পদের অধ্যাহার হইয়া থাকে—এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। অপি চ "চৈত্র পুত্রস্তে জাতো মৃতশ্চ" ইত্যাদি বাক্যস্থলে 'পশ্য' প্রভৃতি পদের অধ্যাহারও হইতে পারে না। সুতরাং পদার্থেই পদের শক্তি।

এখন প্রশ্ন এই যে পদের শক্তি ব্যক্তিতে অথবা জাতিতে কিংবা জাতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে বা জাতি ব্যক্তি ও আকৃতিতে? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন ব্যক্তিতে শক্তি। গোপদের গোব্যক্তিতে শক্তি। কারণ 'গামানয়' ইত্যাদি স্থলে গোকর্মক আনয়নরূপ অর্থের বোধ হয়। গোত্বরূপ জাতি গোশব্দের অর্থ হইতে পারে না। কেন না তাহা হইলে ক্রিয়া, গুণ প্রভৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ সম্ভবপর নয়। জাতি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকল ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া সে নিত্য এবং মূর্তিবিহীন বলিয়া "গৌশ্চরতি," "গৌর্নশ্যতি," বা "গৌঃ শুক্লঃ" ইত্যাদি উল্লেখ হইতে পারে না। যেহেতু যে সর্বকালে বিদ্যমান, তাহার পক্ষে 'চরা' সম্ভবপর নয়। যে নিত্য, তাহার বিনাশ হইতে পারে না এবং অমূর্ত বলিয়া গুণের আশ্রয়ই বা সে কী করিয়া হইবে? তাহা ছাড়া "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" ইত্যাদি বেদ বিধি সকলও অনর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং ব্যক্তিকেই শব্দের অভিধেয় বলিতে হইবে। ব্যক্তিকে শব্দের অভিধেয় বলিলে একটি বা কয়েকটি গরুর চরাও সম্ভব; কোনওটির বা নাশ এবং কোনওটির কৃষ্ণ বর্ণ বা শুক্ল বর্ণ হইতেও কোনও বাধা থাকিতে পারে না। সুতরাং এইভাবে গুণ এবং ক্রিয়ার সহিত ব্যক্তি অন্বিত হইতে পারে।

তবে যেখানে জাতিকে অভিধেয় বলিলে দোষ হয়, সেখানে ব্যক্তি স্বীকার করা উচিত আর যেখানে কোনও দোষ হয় না—সেখানে জাতিই স্বীকার করা উচিত—এই রকম বলা চলে না। কেন না তাহাতে অনেকার্থতা দোষ ঘটে। এবং একটি শব্দের—অনেকার্থতা স্বীকার করা উচিত নয়।

ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে প্রশ্ন হইতে পারে—তবে জাতির প্রতীতি কী রূপে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, জাতি ব্যক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন

৯

নয় বলিয়া উভয়ের ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকায় ব্যক্তির প্রতীতি সময়ে জাতি ও প্রতীত হইবে। সুতরাং জাতির আনয়নালম্ভনাদি সম্ভব নয় বলিয়া এবং জাতি গুণাদি অর্থাৎ গুণ, ক্রিয়া লিঙ্গ, সংখ্যা প্রভৃতির আশ্রয় নয় বলিয়া শব্দের অর্থ জাতি নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বৈয়াকরণগণ হইলেন এই ব্যক্তিবাদী।

অপরে অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ বলেন, জাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি কারণ ব্যক্তিতে শক্তি না থাকিলে শাব্দবোধে ব্যক্তির ভান হইতে পারে না। যে হেতু তদ্বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি পদজন্য তদ্বিষয়ক উপস্থিতিটি কারণ বলিয়া পদের শক্তি জাতিতে থাকিলে পদের জ্ঞান হইতে এক সম্বন্ধিজ্ঞান অপর সম্বন্ধির স্মারক—এই নিয়মানুসারে পদ হইতে জাতিরই স্মরণ হয়, ব্যক্তির স্মরণ হইতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তিবিষয়ক শাব্দবোধ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইজন্য ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা আবশ্যক।

যদি বলা হয় ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে সেইশক্তি কোথায় থাকে? কোনও একটি ব্যক্তিতে অথবা প্রত্যেক ব্যক্তিতে? কোনও একটি ব্যক্তিতে শক্তি অবস্থিত হইলে অন্য ব্যক্তির জ্ঞানে ব্যভিচার ঘটার সম্ভাবনা। কারণ শব্দ হইতে অন্য ব্যক্তির জ্ঞান হয় অথচ তাহাতে তো শক্তি নাই। আবার এই ব্যভিচার বারণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিতে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি স্বীকার করিলে অনন্ত শক্তি স্বীকার করায় গৌরব হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন—সমস্ত ব্যক্তিতে একটি শক্তি স্বীকার করা হইয়া থাকে।

যদি বলা যায় যেহেতু অনুগত অর্থই অবচ্ছেদক হয়, ফলে ব্যক্তি সকল অননুগত বলিয়া শক্তিজ্ঞানে কারণতার অবচ্ছেদক অসিদ্ধ হওয়ার আপত্তি হয়, তবে তাহার উত্তরে তাঁহারা বলেন গোত্বপ্রভৃতি জাতিই অনুগমক। অর্থাৎ গোবিষয়ক শাব্দবোধের গোত্ববিশিষ্ট বিষয়ক শক্তিজ্ঞানকে কারণ স্বীকার করিলে অনুগত কার্য কারণভাব সিদ্ধ হওয়ায় কোনও দোষ হয় না। তবে নৈয়ায়িক বৈশেষিকগণ বলেন গোপদ হইতে গোত্বপ্রকারক শাব্দবোধ হয় বলিয়া গোত্বে ও গোপদের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ অন্য বিষয়ক শক্তিজ্ঞান হইতে অন্য বিষয়ক শাব্দবোধাপত্তি বারণের জন্য বলিতে হইবে যে তৎপ্রকারক শক্তিজ্ঞান তৎপ্রকারক পদার্থ স্মরণের প্রতি এবং তৎপ্রকারক শাব্দবোধের প্রতি কারণ সুতরাং গোপদাদির শক্তি যেমন ব্যক্তিতে থাকে, সেইরূপ প্রকারীভূত জাতিতেও থাকে।

শক্যতাবচ্ছেদকেও শক্তি স্বীকার করা হয়। গোপদের শক্য গোব্যক্তি শক্যতাবচ্ছেদক গোত্ব জাতি এইভাবে জাতি—বিশিষ্ট ব্যক্তিতেই পদের শক্তি এই

কথা নব্য নৈয়ায়িকেরা বলেন, আর প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন যে জাত্যাকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি।[১] এখানে আকৃতি অর্থে অবয়ব সংস্থান বিশেষ। এই কথাও আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে ব্যক্তি ও জাতির সম্বন্ধই আকৃতি।

প্রাভাকর মীমাংসক সম্প্রদায় বলেন জাতিতেই পদের শক্তি।[২] এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে যদি জাতিতেই পদের শক্তি থাকে, তাহা হইলে পদ শুনিয়া ব্যক্তির বোধ হয় কীরূপে? কেন অন্য বিষয়ক শক্তিজ্ঞান হইতে অন্য বিষয়ক শাব্দবোধ হয় না। এই আশঙ্কার উত্তরে তাঁহারা বলেন গোপদ গোত্বে শক্ত। এই ভাবে শক্তত্বরূপেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদ সেই গোত্বরূপে গোবিষয়ক শব্দত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি কারণ। এই রূপ কার্যকারণ ভাব স্বীকার করায় গোত্ব-বিষয়ক শক্তিজ্ঞান হইতে গোত্ববিশিষ্ট রূপে গোব্যক্তি বিষয়ক শাব্দবোধ নির্বাধে সম্ভবপর হয়। সুতরাং ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করার আবশ্যকতা নাই এবং ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে গৌরবও হয়। আর এই রূপ কার্য কারণভাব স্বীকার করায় গোত্বশক্তিজ্ঞান গোত্বরূপে গবয়াদির শাব্দবোধের আপত্তি হয় না। যে হেতু গোত্ব প্রকারক গোবিশেষ্যক বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি গোপদ বিশেষ্যক গোত্বশক্তিজ্ঞান কারণ।[৩]

---

১ নব্যাস্তু সংস্থানানুপস্থিতাবপি গোত্বাদিনা গবাদ্যন্বয়বোধাৎ জাতিবিশিষ্টব্যক্তা-বেব শক্তিঃ। সংস্থানে চ পৃথগেব শক্তিঃ। শব্দখণ্ড। দিনকরী।

ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থঃ। ন্যায়দর্শন। ২।২।৬৬

ইত্থঞ্চ ত্রয়াণামপি বাচ্যত্বং সিদ্ধমিত্যাহ। তুশব্দ একৈকমাত্রপদার্থত্বব্যবচ্ছেদায়।

ঐ। বিশ্বনাথবৃত্তি।

২ জাতৌ ব্যক্তৌ চোভয়ত্র শক্তিঃ কিন্তু জাত্যংশে জাতা ব্যক্ত্যংশে স্বরূপসতী প্রযোজিকা ইতি প্রাভাকরাঃ। ৭।২।২০ বৈশেষিকসূত্রের উপোস্কার বৃত্তি।

৩ প্রাভাকরাস্তু গোত্বশক্তত্বেন জ্ঞাতং পদং তাদ্রূপ্যেণ গোশব্দত্বাবচ্ছিন্নং প্রত্যেব হেতুঃ। অতো গোত্বশক্তিগ্রহান্ন গোত্বেন গবয়াদেঃ ন বা দ্রব্যত্বাদিনা গোরন্বয়ধিয়োঽতি প্রসঙ্গঃ। ন চৈবং জাতেরিব ব্যক্তেরপি শক্যত্বমাবশ্যকম্। ন হি গবাদিপদস্য শক্যত্বং জন্যত্বমপি তু জন্যশাব্দধীবিষয়ত্বং তচ্চ গোত্বস্যেব গোরপ্যবিশিষ্টমিতি বাচ্যম্। গবাদিপদধর্মিক-স্বশক্তজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নশাব্দধীজনকতাবচ্ছেদকত্বেন গোত্বাদিজাতেরেব গবাদিপদশক্যত্বাৎ গোত্ব-শক্তত্বাপেক্ষয়া গোশক্তস্য গুরুতয়া তজ্‌জ্ঞানত্বস্য গোশব্দং প্রতি জনকতানবচ্ছেদকত্বাৎ। অতএবান্বয়বুদ্ধেরান্বয়ত্বাদ্যাবগাহিত্বেঽপি ন তেষাং পদশক্যত্বম্।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা। পৃ ৯০-৯২

ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন শাব্দবোধে যে গোব্যক্তির বোধ হয়, তাহা অবশ্যই কোনও কারণ জন্য বলিতে হইবে। কারণ, জন্যজ্ঞানের বিষয়তা কোনও কারণ প্রযোজ্য, ইহা অবশ্যম্ভাবী। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে অনুমিতেতে যে পক্ষ ধর্মিক শাব্দবিষয়তা পরামর্শ প্রযোজ্য হয়, তাহা না হওয়ার প্রসঙ্গ হইত। অনুমিতি সামান্যের প্রতি জ্ঞানত্ব রূপে পরামর্শ প্রভৃতির লাঘব বশতঃ কারণতা স্বীকার করিলেই কার্য সিদ্ধি হইয়া যাইত। যদি বলা যায় অনুমিতির প্রতি জ্ঞানত্বরূপে করণতা স্বীকার করিলে ঘটজ্ঞানের অব্যবহিত উত্তরকালে "পর্বতো বহ্নিমান্" ইত্যাদি অনুমিতি হউক, তবে তাহার উত্তরে বলা যে পক্ষতা প্রভৃতির সহিত পরামর্শাদির উত্তরবর্তী জ্ঞানে নিয়ত সাধ্য-বিষয়তার নিয়ম থাকায় অনুমিতির প্রতি নিয়ত পক্ষ সাধ্য প্রভৃতি বিষয়ত্ব সিদ্ধ হয়।[১]

আরও কথা এই যে প্রাভাকরেরা যে বলেন "গোপদং গোত্বশক্তম্"—এইরূপ জ্ঞান হইতে গোত্ববিশিষ্টবিষয়ক শাব্দবোধ হয়। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে এই গোত্বশক্তত্বটি কি? এইটি কি গোত্বসমর্থত্ব? যদি গোত্বসমর্থত্বই হয়, তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধ বলিয়া শাব্দবোধের পূর্বে তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। আর গোত্বশক্তত্ব মানে গোত্ব বিষয়ক অভিধানামক পৃথক্ পদার্থও বলা যায় না। যেহেতু ঐরূপ পদার্থবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। আর এইটিকে অর্থাৎ গোত্বশক্তত্বটিকে গোত্বানুভবের জনকত্বপ্রকারক নিত্য সঙ্কেতবত্ত্বও বলা যায় না। কারণ গোপদটি গোত্বরূপে গোবিষয়ক অনুভবের জনকরূপে সঙ্কেতিত হয় নাই—এইরূপ জ্ঞানেও অভাবের জ্ঞানে প্রতিযোগির জ্ঞান সংশ্লিষ্ট থাকায় পূর্বোক্ত সঙ্কেতবত্ত্বের বর্ত্তমানতা হেতু গোত্বরূপে গোবিষয়ক শাব্দবোধের আপত্তি হইয়া পড়ে। এই জন্য গোত্বশক্তত্বটির অর্থ এইরূপ বলিতে হইবে, গোত্বরূপে গোবিষয়ক অনুভবের জনকরূপে সঙ্কেতিতত্ব। সুতরাং গোপদ গোত্বপ্রকারক শাব্দানুভবজনক—এইরূপ জ্ঞানে গোত্বটি যেমন অবচ্ছেদকরূপে বিষয় হয়, সেই-রূপ গোত্ববিশিষ্ট গো ব্যক্তিও অবচ্ছেদক রূপে বিষয় হওয়ায় গোত্ববিশিষ্ট গোব্যক্তিতে গোপদের শক্তি হয়।[২] এইরূপ অন্য পদের বেলায়ও বুঝিতে হইবে।

---

১ শাব্দমতে গবাদিব্যক্ত্যবগাহিত্বমবশ্যং কারণপ্রযোজ্যম্, অন্যধীবিষয়তায়াস্তৎ প্রযোজ্যত্বনিয়মাৎ। অন্যথা পক্ষধর্মিকসাধ্যাদ্যবগাহিতাদেরপি পরামর্শাদিপ্রযোজ্যতা ন স্যাৎ।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা। পৃ ৯৯-১০০

২ কিন্তু গোত্বেন গবানুভবস্য জনকতয়া সঙ্কেতিতত্বং তথা। তথা চ পদধর্মিকতজ্-

অভিহিতান্বয়ীবাদী ভাট্ট বলেন পূর্বোক্ত যুক্তি সকল অনুপপন্ন। তাঁহার মতে শব্দ এবং অর্থের নিত্য সম্বন্ধই শক্তি এবং সেই শক্তি স্বাভাবিক। তাহা নিত্য। যদি বলা যায় শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ তাহা কুণ্ড ও বদরের সংযোগ-সম্বন্ধের মতো হইতে পারে না অথবা তন্তু ও পটের মতো সমবায় সম্বন্ধও নয় কারণ শব্দ ও অর্থের সংযোগসম্বন্ধ বা সমবায়সম্বন্ধ উপলব্ধি করা যায় না। যেহেতু মুখে শব্দ উপলব্ধ হয় কিন্তু অর্থ উপলব্ধ হয় পৃথিবী প্রভৃতিতে। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনুমানের দ্বারা জানাও সম্ভবপর নয়। আর শব্দের ব্যাপকত্বরূপ সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। এই সমস্ত আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে শব্দ ও অর্থের সংযোগাদি সম্বন্ধ নাই বটে বা সঙ্কেত রূপ সম্বন্ধও স্বীকার করা যায় না, তথাপি শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ অনস্বীকার্য। সেই সম্বন্ধকে শক্তি বলা হয়। সেই শক্তিই পদার্থান্তর। বৃদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা সেই সম্বন্ধের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রযোজক বৃদ্ধ শব্দার্থের সম্বন্ধ করিতে পারে না। কারণ সেই শব্দার্থের সঙ্কেতরূপ সম্বন্ধ যদি করা যাইত, তাহা হইলে এইরূপ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক হইত যে সেই সঙ্কেত রূপ সম্বন্ধ প্রত্যেক উচ্চারণে প্রত্যেক পুরুষ ভেদে কি পৃথক্ পৃথক্ অথবা সৃষ্টির প্রাক্কালে ঈশ্বর একবার সঙ্কেত করিয়াছেন? প্রত্যেক উচ্চারণে পুরুষ ভেদে পৃথক্ পৃথক সঙ্কেত করা হইলে এক গো প্রভৃতি শব্দের এক অর্থের জ্ঞান হইতে পারে না। আর যদি পুরুষ ভেদে সঙ্কেত অভিন্নই হয়, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধ এক জন সম্পাদন করিয়াছে বলিয়াই অন্যের পক্ষে তাহা করিবার প্রয়োজন হয় না। অতএব জ্ঞানকেই সঙ্কেত বলিতে হইবে। সম্বন্ধ করাকে আর সঙ্কেত বলা যাইবে না। আর এ কথাও বলা যায় না যে সৃষ্টির আদিতে ঈশ্বর সঙ্কেত করিয়াছেন। কারণ শব্দার্থ ব্যবহার রহিত কোনও কাল নাই। সুতরাং সৃষ্টির আদিকাল বলিতে কিছু নাই। অতএব ঐ শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা বালকাদির সেই শব্দার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান হইয়া থাকে মাত্র। এই জন্য সূত্রকারও বলিয়াছেন— 'ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ' ইত্যাদি। মীমাংসা সূত্র ১।১।৫।

এখন এই পদের শক্তি ব্যক্তিতে না জাতিতে এই বিবাদের বিষয়ে যাঁহারা বলেন—পদের শক্তি ব্যক্তিতে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে জাতি বাদ দিয়া

জ্ঞানত্বেন গোত্বপ্রকারকশাব্দং প্রতি হেতুতায়াং গোত্বস্যেব তদ্বিশিষ্টস্য গোরপি বিষয়বিধয়া অবচ্ছেদকত্বাৎ। অবশ্যং গোত্বাদিবিশিষ্টো গবাদিঃ পদস্যার্থঃ।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকা। পৃ ১০২-১০৩

কেবল ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে, ব্যক্তি ভেদে অনন্ত শক্তি স্বীকার করিতে হয়। আর যৎ কিঞ্চিদ্ ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে ব্যভিচার হয়। এইজন্য তাঁহাদের বলিতে হইবে যে সমস্ত ব্যক্তিতে একটি শক্তি আর তাহার অনুগমক হইতেছে জাতি। সুতরাং জাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। জাতিতে শক্তি না থাকিলে পদ হইতে জাতির বোধ হইতে পারে না। এইজন্য যাঁহারা ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন, তাঁহাদের জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে গোপদ হইতে গোত্ববিশিষ্ট গো পদার্থের উপস্থিতি হয়। এই কথা জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিশক্তি-বাদিগণ বলেন।

আবার বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণ জ্ঞানটি কারণ বলিয়া প্রথমে গোত্ব-জাতির জ্ঞান না হইলে পরে গোত্ব বিশিষ্ট গো ব্যক্তির জ্ঞান হইতে পারে না। এইজন্য প্রথমে গোপদ হইতে নির্বিকল্প জ্ঞানে গোত্ব জাতির উপস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং গোপদ হইতে যখন গোত্ব জাতিরূপ অর্থের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী, তখন লাঘব বশতঃ জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার না করিলে জাতিতে শক্তি স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত। আর জাতিতে শক্তি স্বীকার করিলে শক্তির আনন্ত্য ও ব্যভিচারাদি দোষ হয় না।

আরও কথা এই যে জাতি বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি শব্দের অর্থ বলিতে হয়, তাহা হইলে জাতিকেই শব্দের অর্থ বলা উচিত। ব্যক্তিকে বলা চলে না। কারণ ব্যক্তি যদি শব্দের অর্থ হয় তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিতে শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। আর যদি অন্য ব্যক্তিতেও শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তবে সমস্ত ব্যক্তির সাধারণ অর্থই শব্দের অর্থ হওয়ায় ব্যক্তি শব্দের অর্থ হয় না।

যদি বলা যায় অন্য ব্যক্তিও ব্যক্তিই, সুতরাং অন্য ব্যক্তিতে গো শব্দের প্রয়োগ ব্যক্তিকেই বুঝায়, সামান্য অর্থাৎ জাতিকে বুঝায় না, তবে তাহার উত্তরে বলা যায়, এইরূপ মত সঙ্গত হইতে পারে না। যদি ব্যক্তিতে গো শব্দের প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে ঘটাদি ব্যক্তিতেও গো শব্দ প্রয়োগের প্রসঙ্গ হয়।

যদি বলা যায়, যেখানে প্রয়োগ দেখা গিয়াছে, সেইখানেই প্রয়োগ হইবে, তবে তাহার উত্তরে বলা যায়, সদ্যোজাত গরুতে গো শব্দের প্রয়োগ না হউক? কারণ সদ্যোজাত গরুতে গো শব্দের প্রয়োগ পূর্বে দেখা যায় নাই। অথচ সদ্যোজাত গরুতে গো শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অতএব বলিতে হইবে যে গোশব্দটির প্রয়োগের দর্শন গোশব্দাদির প্রয়োগের প্রতি কারণ নয়। সমস্ত ব্যক্তিতে শব্দের প্রয়োগ জানা সম্ভবও নয়।

আরও কথা এই যে ব্যক্তি যদি শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলে লোকের

'এইটি গরু', 'এইটি গরু', এইরূপ অর্থের জ্ঞান হইবে, কিন্তু 'এইটাও গরু' এইভাবে শব্দার্থের জ্ঞান হইতে পারিবে না। অথচ 'এইটাও গরু', এইভাবে শব্দার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। এইজন্য বলিতে হইবে যে 'এইটা গরু', 'এইটাও গরু', এই রূপ শব্দ প্রয়োগের প্রতি কিছু না কিছু নিয়ামক আছে।

যদি বলা যায় গোত্বই সেই নিয়ামক, তবে বিরুদ্ধবাদিকে এই পথেই আসিতে হইল। যে গোত্ব বিরুদ্ধবাদির মতে নিয়ামক, সেই গোত্বটি তাঁহার কাছে জ্ঞাত না অজ্ঞাত ? অজ্ঞাত বলা যায় না। কারণ যদি অজ্ঞাত গোত্বই নিয়ামক হয়, তাহা হইলে অশ্বাদি শব্দ প্রয়োগেও অজ্ঞাত গোত্বের নিয়ামকত্বের প্রসঙ্গ হয়। যদি বলা যায়, জ্ঞাত গোত্বই নিয়ামক, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে সেই গোত্বের জ্ঞান শব্দ হইতে জ্ঞাত, না অপর কোনও প্রমাণ হইতে জ্ঞাত ? যেখানে অন্য কোনও প্রমাণ নাই, সেখানে যে গোত্বের জ্ঞান হয়, তাহা শব্দ হইতেই হয় বলিতে হইবে। এখন শব্দ হইতে যদি গোত্বের জ্ঞান হয়, তাহা হইলে গোত্ববিশিষ্ট গো ব্যক্তিজ্ঞানের পূর্বেই শব্দ হইতে গোত্বের জ্ঞান সম্ভব হইবে। কারণ বিশেষণের জ্ঞান না হইয়া বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান হয় না। এই নিয়মানুসারে প্রথমে গোত্বরূপ বিশেষণের জ্ঞানই শব্দ হইতে হয়—এই রূপ বলিতে হইবে। ফলে জাতিতেই শক্তি অগত্যা স্বীকরণীয়।

যদি বলা যায় শব্দ জাতিকে বিশেষণরূপে এবং ব্যক্তিতে বিশেষ্যরূপে বুঝায়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, না, তাহাতে অনেক গৌরব হয়। আর ব্যক্তির জ্ঞানের প্রতি অন্য কোনও উপায় নাই—এইরূপ নয় যাহাতে ব্যক্তিতে শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে ব্যক্তির যে জ্ঞান হয় তাহা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু ব্যক্তি ও জাতি উভয় অর্থে শব্দের অভিধাত্রী শক্তি স্বীকার করিলে গৌরব হয়। এক স্থলে শক্তি স্বীকার করিলে অপর একটি অর্থেও জ্ঞান সম্ভব। তাহার মধ্যে গো শব্দটির জাতিতে অভিধাত্রী শক্তি আর ব্যক্তি আক্ষেপলভ্য অথবা ব্যক্তিতে অভিধাত্রী শক্তি, জাতি আক্ষেপলভ্য—এই সম্বন্ধে বিচারের দ্বারা জানা যায় যে জাতিটি বিশেষণ বলিয়া প্রথমে জাতিরই জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং জাতিকেই শব্দের শক্যার্থ বলিতে হইবে। শব্দ হইতে জাতির জ্ঞান হইলে তাহা হইতেই ব্যক্তির জ্ঞান আক্ষেপলভ্য হইবে।[১]

---

১ তাদৃশশক্তিবিষয়ত্বং শক্যত্বম্। তচ্চ জাতেরেব ন ব্যক্তেঃ। ব্যক্তীনামানন্ত্যেন গুরুত্বাৎ। কথং তর্হি গবাদিপদাৎ ব্যক্তিভানমিতি চেৎ জাতের্ব্যক্তিসমানসংবিৎ সংবেদ্যত্বাদিতি ক্রমঃ। বেদান্তপরিভাষা। আগমপরিচ্ছেদ।

আচ্ছা, দণ্ডীপ্রভৃতি শব্দ যেমন দণ্ডরূপ বিশেষণ এবং পুরুষাদি বিশেষ্যকে বুঝায়, সেইরূপ গো প্রভৃতিশব্দও গোত্বাদি জাতি রূপ বিশেষণ এবং গো প্রভৃতি বিশেষ্যকেও বুঝাক্? সুতরাং গৌরব দোষের অবকাশ কোথায়? এই রকম প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, ইহার উত্তরে বলা যায়, এই যুক্তি সমীচীন নয়। কারণ দণ্ডী শব্দে প্রকৃতি ও প্রত্যয় বিচার করিলে দেখা যায়, দুইটি অর্থের জ্ঞান হয়। দণ্ড শব্দটি প্রকৃতি এবং তাহা দণ্ডরূপ বিশেষণকে বুঝাইয়া থাকে আর মত্বর্থীয় ইনি প্রত্যয়টি বিশেষ্যকে বুঝায়। সেখানে দণ্ডীশব্দ বিশেষণকে বুঝায় না বা দণ্ডশব্দ বিশেষ্যকে বুঝায় না। কিন্তু গো শব্দ প্রভৃতি স্থলে একটি শব্দই বিশেষণ বা বিশেষ্যকে বুঝাইবে। যদি বিশেষ্যকে বুঝায় তাহা হইলে বিশেষণকে বুঝাইবার জন্য অন্য প্রমাণের অপেক্ষা করিবে। আর যদি বিশেষণকে বুঝায়, তাহা হইলে বিশেষ্যকে বুঝাইতে প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করিবে। সুতরাং এইখানে সেই দোষ হয় না।

এখন প্রশ্ন এই যে গো প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিলে যে ব্যক্তির জ্ঞান হয়, তাহা কি শব্দের শক্তি হইতে হয়, না, জাতি হইতে হইয়া থাকে? প্রত্যক্ষের দ্বারা এই বিষয় জানা অসম্ভব। যুক্তিই একমাত্র সম্বল। শব্দের দুইটি অর্থে শক্তি স্বীকার করিলে গৌরব হয় আর শব্দ প্রথমে একটি অর্থকে বুঝাইয়া পরে আর একটি অর্থকে বুঝাইবে—এইরূপও বলা যায় না। কারণ "শব্দবুদ্ধি-কর্মণাং বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ" অর্থাৎ শব্দ, জ্ঞান এবং কর্ম বিরত হইয়া ব্যাপার করে না। আর শব্দের শক্তি ছাড়াও জাতির জ্ঞান হইতে ব্যক্তির জ্ঞান সম্ভব বলিয়া জাতি হইতেই ব্যক্তির জ্ঞান বলিতে হইবে। সুতরাং জাতির জ্ঞান শব্দের শক্তি হইতেই হয় অর্থাৎ জাতিতেই শব্দের শক্তি—ইহাই নিশ্চিত ভাবে জানা যায়। আর বৈশেষিক প্রভৃতিও বিশেষণের জ্ঞানপূর্বক বিশেষ্যের জ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং পূর্বে জাতিরূপ বিশেষণের জ্ঞান অবশ্যই যখন স্বীকার্য, তখন জাতিই শব্দের অর্থ।

আরও কথা এই যে ব্যক্তিকে শব্দের অভিধেয় বলিয়া স্বীকার করিলে "শ্যেনচিতং চিন্বীত" (তৈঃ সঃ ৫।৪।১১) ইত্যাদি বৈদিক বচন নিরর্থক হইয়া পড়ে। যে হেতু শ্রুতি মধ্যে বলা হইয়াছে যে চয়ন ক্রিয়া (অগ্নিস্থাপনরূপ বৈদিক ক্রিয়া বিশেষ) ইষ্টকা দ্বারা চীয়মান শ্যেনসদৃশ স্থণ্ডিল (হোম বেদি বিশেষ) সম্পাদনা করিতে হইবে। এই স্থলে 'শ্যেন'শব্দের অর্থ শ্যেনসদৃশ। যদি ব্যক্তিই শব্দের অর্থ হয়, তবে আশঙ্কা উঠিতে পারে যে সমস্ত শ্যেনের সাদৃশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, না, যে কোনও একটি শ্যেনের সাদৃশ্য গ্রহণীয়।

একস্থলে সমস্ত শ্যেনের সাদৃশ্য গ্রহণ সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং এই স্থলে যে কোনও একটি শ্যেনের সাদৃশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। আর যে কোনও একটি শ্যেনের সাদৃশ্যই যদি বেদ বচনের তাৎপর্য হয়, তবে কর্ম কালে গৃহীত শ্যেনের নাশে সমস্ত ক্রিয়াটিরই বিনাশ ঘটিবে। কেননা ব্যক্তিই শব্দের বাচ্যার্থ বলা হইয়াছে এবং ফলে অন্য শ্যেনের সাদৃশ্য আর গ্রহণীয় হইতে পারে না। কিন্তু জাতিকে শব্দের বাচ্যার্থ ধরা হইলে এই আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। কেন না, সেই ক্ষেত্রে শ্যেন জাতির আশ্রয় যে শ্যেন, তাহাই তৎস্থলে বিবক্ষিত হয় বলিয়া একটি শ্যেনের নাশ হইলেও অন্য শ্যেনের সাদৃশ্যের দ্বারা ক্রিয়া নির্বাহ হওয়া সম্ভব। যে হেতু সমস্ত শ্যেনই শ্যেনত্ব জাতির আশ্রয়। সুতরাং ব্যক্তি শব্দের অর্থ হইলে বেদ বিহিত ক্রিয়ার লোপ হয় বলিয়াও ব্যক্তি শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু আকৃতিই শব্দের অর্থ। এই স্থলে আকৃতি শব্দের অর্থ অবয়ব সংস্থান নয় কিন্তু আকৃতি অর্থ জাতি। কুমারিল ভট্টপাদও বলিয়াছেন:

"জাতিমেবাকৃতিং প্রাহু র্ব্যক্তি বাক্রিয়তে যয়া"

শ্লোক বার্ত্তিক। আকৃতিবাদ ॥ ৩ ॥

আকৃতিই যে শব্দের বাচ্যার্থ তাহা অন্বয়ব্যতিরেক সিদ্ধও। কারণ গো শব্দ উচ্চারণ করিলে যে গোব্যক্তির প্রতীতি হয়, তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু সন্দেহের বিষয় এই—ব্যক্তিপ্রতীতি শব্দ হইতেই জন্মে, না আকৃতি হইতে জন্মে? অথচ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে শব্দজ্ঞান না হইলেও, যে লোক আকৃতি অনুভব করে, সে সেই সঙ্গে ব্যক্তিকেও অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু কোনও কারণ বশতঃ আকৃতি যাহার জ্ঞানগোচর হয় নাই, ব্যক্তির জ্ঞান তাহার হয় না। সুতরাং অন্বয়ব্যতিরেক হইতে এই বিষয়ই সুস্পষ্ট হয় যে আকৃতির জ্ঞান হইতেই ব্যক্তির প্রতীতি হইয়া থাকে। এবং ইহাই যদি হয়, তবে আকৃতিকেই শব্দের অর্থ বলিতে হইবে, ব্যক্তি নয়।

আর যাঁহারা বলেন পশুর আলম্ভন, বিশসণ, ব্রীহির প্রোক্ষণ ইত্যাদি ক্রিয়ার সম্বন্ধ ব্যক্তিতেই সম্ভব বলিয়া ব্যক্তিই শব্দের অর্থ, তাঁহাদের এই বক্তব্য একেবারেই সমীচীন নয়।[১] যেহেতু জাতি ও দ্রব্যের অত্যন্ত ভেদ নাই। সেই কারণে দ্রব্যের আলম্ভনাদি হইবে।

১ যৎ পুনরভিহিতমালম্ভনবিশসন-প্রোক্ষণাদিক্রিয়াযোগাদ্ব্যক্তিঃ শব্দার্থ ইতি। তদপ্যনৈকান্তিকম্। জাতাবপি কচিৎ ক্রিয়াযোগদর্শনাৎ। শ্যেনচিতং চিন্বীত ইতি।

ন্যায়মঞ্জরী। পৃ ২৯৭

যদি প্রশ্ন করা যায় জাতিকেই কেন বাচ্য বলা হইবে, তবে তাহার উত্তরে বলা হইবে যে জাতি নির্দেশপূর্বক দ্রব্য উল্লিখিত হইলে তাহার আর অন্যথা হইতে পারে না। শব্দের দ্বারা দ্রব্যের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্যই জাতিকে অভিধেয় বলা হয়। সুতরাং "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" এই স্থলে প্রোক্ষণ ক্রিয়ার আশ্রয় যে ব্রীহি দ্রব্য, তাহাকেই শব্দাভিধেয় ব্রীহিত্বজাতি বিশেষ করিয়া দিতেছে।

জাতি অমূর্ত বলিয়া তাহা কীরূপে ক্রিয়ার অঙ্গ হইবে? এইরূপ আশঙ্কার যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ "অরুণ্যা একহায়ন্যা পিঙ্গাক্ষ্যা গবা সোমং ক্রীণাতি," "অতিক্রামং জুহোতি," ইত্যাদি স্থলে অমূর্ত্ত গুণ ও ক্রিয়া কর্মের সাধন হয়। এইভাবে জাতি ও ব্যক্তির আক্ষেপের দ্বারা আলম্ভন, বিশসণ, প্রোক্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়ার অঙ্গ হইবে।

"অপি চ আত্মা সমস্ত কর্মে অধিকারী ও কর্তা। অথচ আত্মা অমূর্ত। সেই অমূর্ত আত্মা যেমন দেহ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উদুম্বর শাখার স্পর্শ, গ্রহের সংমার্জন, আজ্যের অবেক্ষণ প্রভৃতি কার্যের সম্পাদন করিয়া সেই সব ক্রিয়ার কর্তা হয়, সেইরূপ জাতিও ব্যক্তির দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ক্রিয়ার সাধন হইবে।" ন্যায়মঞ্জরী।

সুতরাং নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল জাতিই শব্দের বাচ্যার্থ। সেইজন্যই মীমাংসক সিদ্ধান্ত—

"আকৃতিস্তু ক্রিয়ার্থত্বাৎ"

মীমাংসা সূত্র ১।৩।৩৩

এখানে উল্লেখযোগ্য যে আলঙ্কারিকেরাও জাতিতেই শব্দের শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অন্বিতাভিধানবাদ

পূর্বে পদ পদার্থের সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে। পদের সহিত পদার্থের যে সম্বন্ধ, তাহাকে শক্তি বলে। লক্ষণাও পদবৃত্তিস্বাশ্রয়সম্বন্ধি বাচকত্বসম্বন্ধে পদে থাকে।[১] স্ব অর্থাৎ লক্ষণা যেমন নৈকট্যরূপ সংযোগ সম্বন্ধ। তাহার আশ্রয় তীর, তৎসম্বন্ধী গঙ্গাজল প্রবাহ, তাহার বাচকত্ব গঙ্গাজল পদে রহিয়াছে। সুতরাং এই সম্বন্ধে সামীপ্যরূপ লক্ষণা গঙ্গাপদে থাকিতে পারে। এই রূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। সুতরাং লক্ষণাও একপ্রকার পদপদার্থ সম্বন্ধ। এইজন্য শক্তি ও লক্ষণা, এই উভয়কেই পদের বৃত্তি বলে। এই বৃত্তিজন্য পদার্থের স্মরণ শাব্দবোধের প্রতি পদজ্ঞানের ব্যাপার। ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে।

পদজ্ঞান হইতে যে পদার্থের উপস্থিতি বা জ্ঞান, তাহা বাক্যার্থজ্ঞান নহে। পদার্থ ও বাক্যার্থ এক বস্তু নহে। পদের অর্থ ও বাক্যার্থ যদি এক হইত, তাহা হইলে সেই বাক্যার্থজ্ঞানের জন্য পৃথক্ শব্দ প্রমাণ স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইত না। যে হেতু প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা পদার্থের জ্ঞান হয়। তাহার দ্বারাই বাক্যার্থের জ্ঞান হইয়া যাইতে পারিত বলিয়া শব্দের অতিরিক্ত প্রামাণ্য সিদ্ধ হইত না।

যদি বলা যায়, পদ হইতে অর্থাৎ পদজ্ঞান হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান নহে। সুতরাং তাহা একটি অতিরিক্ত প্রমাণ হইবে এবং তাহার করণ রূপে শব্দ অতিরিক্ত প্রমাণ হইবে? তবে তাহার উত্তরে বলা যায়, এই কথা ঠিক নহে। যে হেতু পদ হইতে প্রথমে ব্যবহার-কালে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষই হইয়া থাকে।

আবার কতকগুলি পদ হইতে পদার্থের অনুমিতিরূপ জ্ঞান হয়। উহা তদতিরিক্ত জ্ঞান নহে। আর পরে যখন পদ শুনিয়া পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা স্মৃতিরূপ জ্ঞান। স্মৃতি কোনও প্রমা নহে। সুতরাং তাহার কারণ পদ বা

---

১ অতঃ স্বশক্যসম্বন্ধবত্ত্বং লক্ষণা। তস্যাশ্চ পদনিষ্ঠত্বং স্বাশ্রয়সম্বন্ধিবাচকত্বসম্বন্ধেন।
ভাট্টচিন্তামণি। তর্কপাদ। পৃ ৫৭

পদজ্ঞান, অতিরিক্ত প্রমাণ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহাই বাক্যার্থ জ্ঞান নহে। কারণ বাক্যার্থজ্ঞানটি অপূর্ব।

আরও কথা এই যে, পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহাই যদি বাক্যার্থজ্ঞান হইত, তবে অভিনব কবি বিরচিত কোনও কাব্যে যতগুলি পদ আছে, সেই সকল পদের অর্থজ্ঞান যে ব্যক্তির পূর্ব হইতে আছে, তাহার কাছে ঐ কবির কাব্যটি নূতন বলিয়া মনে হইত না। কিন্তু নূতন বলিয়া মনে হয়। এবং "রাজ্ঞঃ পুত্র আগচ্ছতি, পুরুষোঽপসরতি" এই বাক্যে যতগুলি পদ আছে, ততগুলি পদ "এতি রাজ্ঞঃ পুরুষঃ, পুত্রঃ অপসরতি"—এই বাক্যেও আছে। এখন পদার্থের জ্ঞান যদি বাক্যার্থের জ্ঞান হইত, তাহা হইলে এই দুইটি বাক্যের অর্থের ভেদ হইত না। এই বাক্যার্থজ্ঞান বা শাব্দবোধকে বৈশেষিকগণ অনুমিতি স্বরূপ এবং তাহার করণ শব্দকে অনুমান প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করেন।

সুতরাং এখন সিদ্ধ হইল এই যে পদার্থজ্ঞান হইতে বাক্যার্থজ্ঞান ভিন্ন এবং তাহার করণও অতিরিক্ত প্রমাণ। অতএব এখন বাক্যার্থজ্ঞানের স্বরূপ এবং প্রকার ভেদ নিরূপণ করিতে আমরা চেষ্টা করিব।

প্রথমে বাক্য কাহাকে বলে—এই বিষয়ে বাদিগণের বিপ্রতিপত্তি রহিয়াছে। বৈয়াকরণগণ পদসমূহকে বাক্য বলেন না। কিন্তু তাঁহারা বাক্যকে স্ফোটাত্মক বলিয়া থাকেন।[১] তাঁহাদের মতে এই স্ফোটাত্মক বাক্য দুই প্রকার। (১) অখণ্ড ও (২) সখণ্ড। তাঁহারা বলেন যদি শব্দসমূহ বাক্য হইত, তাহা হইলে "হরেঽব," "দধ্যানয়" ইত্যাদি স্থলে সমস্ত পদের জ্ঞান না হওয়ায় ঐ পদ সমূহ রূপ বাক্য হইতে বাক্যার্থজ্ঞানের অভাবের আপত্তি হইয়া যাইত। এই জন্য ঐ বাক্য পদসমূহ হইতে পৃথক্ অখণ্ড স্ফোট স্বরূপ।[২]

নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, মীমাংসক প্রভৃতির মতে পদ সমূহই বাক্য। তবে পদ বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি আছে। মীমাংসকমতে পদ নিত্য কিন্তু ন্যায়াদি মতে পদ অনিত্য। যদিও বর্ণ সমুদায়াত্মক পদ, এই বিষয়েও ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসকের মধ্যে ঐকমত্য আছে, তথাপি মীমাংসক বর্ণের নিত্যত্ব বাদী এবং নৈয়ায়িক বৈশেষিকগণ বর্ণের অনিত্যত্ব বাদী। বর্ণ অনিত্য বলিয়াই ন্যায়

---

১ মহতা দেবেন পরেণ ব্রহ্মণা সাম্যমুক্তং স্যাদিতি জগন্নিদানং স্ফোটাখ্যঃ নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি। সর্বদর্শনসংগ্রহ। পাণিনিদর্শন।

২ এবং হরেঽব বিষ্ণোঽব ইত্যাদৌ......পদয়োঃ স্পষ্টমজ্ঞানেঽপি সমুদায়শক্ত্যা বোধাৎ সমুদায়স্যৈব বিশিষ্ট বাক্যার্থে শক্তিরিতি বাক্যস্ফোটঃ। স্ফোটবাদ। পৃ ১০

বৈশেষিক মতে পদও অনিত্য এবং পদ সমূহরূপ বাক্যও অনিত্য। মীমাংসক মতে বর্ণ নিত্য। এই জন্য বর্ণ সমূহরূপ পদও নিত্য। যদিও বর্ণসমূহাত্মক পদ বর্ণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, তথাপি বর্ণের ক্রম বা তত্তৎ ক্রম বিশিষ্ট বর্ণকে পদ বলা হয়। যেমন ঘ অব্যবহিতোত্তর অ অব্যবহিতোত্তর ট অব্যবহিতোত্তর অ অব্যবহিতোত্তর সুত্ব—ইহাই বর্ণের ক্রম। তাদৃশ ক্রম বিশিষ্ট বর্ণ হইতেছে 'ঘটঃ' এই পদ। যদিও মীমাংসকগণ মতে বর্ণ নিত্য ও বিভু বলিয়া তাহার ক্রম সম্ভব নয়, তথাপি বর্ণের অভিব্যঞ্জক ধ্বনির ক্রম বর্ণেতে আরোপিত হওয়ায় বর্ণকে ক্রম বিশিষ্ট বলা হয়। আর এই জন্য ক্রম অনিত্য হইলেও বর্ণ নিত্য বলিয়া ক্রমবিশিষ্ট বর্ণই মীমাংসক মতে পদের স্বরূপ হওয়ায় পদের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল।

পদ বিষয়েও বিপ্রতিপত্তি রহিয়াছে। বৈয়াকরণ মতে সুবন্ত ও তিঙন্তকে পদ বলে। ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসক প্রভৃতি মতে যাহাতে শক্তি থাকে, তাহাকেই পদ বলে। পদ সমূহরূপ বাক্য হইতে যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে শাব্দবোধ বা বাক্যার্থজ্ঞান বলে।

বাক্যার্থবিষয়ে যে সকল মত আছে, তাহাদিগকে প্রধানভাবে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা (১) অন্বিতাভিধান (২) অন্বিত প্রতিপত্তি ও (৩) অভিহিতান্বয়। এই অন্বিতাভিধানবাদ আবার দুইভাগে বিভক্ত। যথা (১) ইতরান্বিতাভিধান এবং (২) কার্যান্বিতাভিধান। তন্মধ্যে ইতরান্বিতাভিধানবাদ বিবরণকার এবং অন্যান্য কোনও কোনও বৈদান্তিক ও মীমাংসকের মত। কার্যান্বিতাভিধানবাদ প্রভাকরের মত। এই মত কার্যান্বয়ান্বয়িবাদ নামেও প্রচলিত। আর অন্বিত প্রতিপত্তি হইলে ন্যায়মত। এই ন্যায়মতকে সংসর্গ মর্যাদাবাদও বলা হইয়া থাকে। অভিহিতান্বয়বাদ দুই প্রকার। প্রথম, পদের অনুভাবক শক্তির দ্বারা অভিহিত পদার্থ হইতে অন্বয়বোধ। দ্বিতীয়, পদের বা পদার্থের লক্ষণা দ্বারা পদাভিহিত পদার্থের অন্বয়বোধ। প্রথমোক্তটি কোনও কোনও বৈদান্তিকের মত অথবা অন্য কাহারও মত, তাহা ঠিক জানা যায় না। দ্বিতীয়টি ভাট্ট মত এবং বৈদান্তিকদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই মত গুলি ক্রমে ক্রমে আমরা বিশেষভাবে দেখাইব। এখন অন্বিতাভিধান-বাদের আলোচনা করা যাইতেছে।

অন্বিতাভিধানবাদিমতে অন্বিত অর্থেই পদের শক্তি। আর অন্বিত প্রতিপত্তি ও অভিহিতান্বয়বাদি মতে পদের স্বার্থে পদের শক্তি। অন্বিতাভিধান-বাদ বাদিগণ বলেন, অন্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার না করিয়া কেবল পদার্থে

পদের শক্তি স্বীকার করিলে শাব্দবোধে অন্বয় বা সংসর্গের বোধ হইতে পারে না। যে হেতু যে অর্থ শব্দ হইতে উপস্থিত হয় না, শাব্দবোধে সেই অর্থের জ্ঞান হইতে পারে না।

পদের দ্বারা অনুপস্থিত অর্থের জ্ঞান যদি শাব্দবোধে সম্ভব হইত, তাহা হইলে "ঘটমানয়" ইত্যাদি বাক্য হইতে আকাশাদি পদার্থের জ্ঞান হইয়া যাইত। এই জন্য অন্বিত অর্থেই পদের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। যথা "ঘটমানয়" ইত্যাদি স্থলে কর্মত্বান্বিত আনয়নে "আ-নী" ধাতুর শক্তি। আনয়নান্বিত কার্যে লোট্ পদের শক্তি। অতএব "ঘটমানয়" বাক্য হইতে ঘটান্বিত কর্মত্বান্বিত আনয়নান্বিত কার্য বিষয়ক শাব্দবোধ সম্ভব হয়। অন্যথা ঘটপদের কেবল ঘটে, অম্ পদের কেবল কর্মত্বে শক্তি স্বীকার করিলে শাব্দবোধে ঘটের সহিত কর্মত্বের যে সম্বন্ধ, তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। অথচ অন্বয়বোধই বাক্যার্থ।

তাহাছাড়া, তাঁহারা বলেন, ব্যুৎপত্তি ব্যতিরেকে অর্থাৎ পদের শক্তিজ্ঞান ব্যতিরেকে পদার্থের বোধ হয় না। প্রদীপের জ্ঞান ব্যতিরেকে যেমন প্রদীপের দ্বারা অভিব্যক্ত ঘটপটাদির জ্ঞান হইতে পারে, সেইরূপ পদের শক্তিজ্ঞান ব্যতিরেকে পদ হইতে পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না।

পদের শক্তিজ্ঞান বৃদ্ধ ব্যবহার হইতে হইয়া থাকে। বৃদ্ধগণ আবার কেবল একটি পদের দ্বারা ব্যবহার করেন না। বৃদ্ধেরা "গামানয়," অশ্বান্ বধান" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই ব্যবহার দ্বারাই অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির পদ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং পদের ব্যুৎপত্তি যখন বাক্য হইতেই হয়, তখন কেবল পদার্থে পদের শক্তি থাকিতে পারে না।

কিন্তু বাক্যার্থেই পদের শক্তি। আর ইতরান্বিত অর্থই বাক্যার্থ। এইভাবে এক হিসাবে বলা যাইতে পারে বাক্যের অর্থে বাক্যের ব্যুৎপত্তি, বাক্য অর্থাৎ পদসমূহ মিলিত হইয়া একটি অর্থ বুঝায়। ইহাই নিয়ম। যদি সমস্ত পদ এক অর্থকে না বুঝায় অর্থাৎ প্রত্যেক পদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতিপাদকত্ব থাকে, তাহা হইলে পদগুলি আর একই বাক্যার্থের উপযোগী না হওয়ায় বাক্যের একটি অর্থের বোধ হইতে পারে না। তাহা না থাকিলেও ঐ পদ সমূহের এক বাক্যতাও থাকে না। এই জন্য অন্বিতাভিধান স্বীকার করিতে হইবে।

সমস্ত পদই বাক্যের অর্থকে বুঝায়। যেমন কাষ্ঠ, অগ্নি, স্থালী,তণ্ডুল প্রভৃতি মিলিত হইয়া পাকরূপ ব্যাপার সম্পাদন করে, সেই রূপ সমস্ত পদ সম্মিলিত হইয়া এক বাক্যার্থ জ্ঞান রূপ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে পদের শক্তি যদি অন্বিত অর্থেই হয় অর্থাৎ এক এক

পদই বাক্যের অর্থকে বুঝায়, তাহা হইলে একটি পদের দ্বারা বাক্যার্থের জ্ঞান হইয়া যাওয়ায় অন্য পদের উচ্চারণের 'বৈয়র্থাপত্তি হয়। কিন্তু ইহার উত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন, অন্য পদ ব্যতিরেকে একটি পদ সমস্ত বাক্যার্থকে বুঝায় না। যদিও প্রত্যেক পদই সমস্ত বাক্যার্থ বুঝাইবার শক্তি রাখে, তথাপি অপর শব্দ ব্যতিরেকে প্রত্যেক শব্দ সমস্ত বাক্যার্থকে বুঝায় না। এই জন্য শব্দেরই সার্থকতা থাকিল এবং প্রত্যেক পদের বাক্যার্থবোধকত্বও সিদ্ধ হইল।

পদ, পদের অর্থকে বুঝায়—ইহাই পদের কার্য। তাহাতে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, পদার্থকে বুঝানই যখন পদের ব্যাপার, তখন পদ শুদ্ধ অর্থকেই বুঝাইবে, অন্বিত অর্থকে বুঝাইবে না? তাহার উত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন, সংঘাতকার্যেই পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই জন্য বাক্য নিরবয়ব স্বীকার করা হয় না। যদিও প্রত্যেক পদ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য করে না, তথাপি যেমন শকটের অঙ্গগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্থাৎ অপরের অপেক্ষা না করিয়া শকটের কর্ম করে না কিন্তু তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া শকটের কার্য করে, সেইরূপ কেবল এক একটি পদের প্রয়োগও করা হয় না, প্রয়োগ করিলেও অর্থকে বুঝায় না। কিন্তু অপর পদের সহিত প্রযুক্ত হইলে সেই পদই ব্যাপারবান্ হইয়া অন্বিত অর্থকে বুঝায়।[১] অতএব প্রত্যেক পদেরই তত্তদর্থবোধকত্ব কার্য আছে অথচ অন্য পদের সহিত প্রযুক্ত না হইয়া অর্থ বুঝায় না বলিয়া পদ শুদ্ধ অর্থের বোধক নহে—অন্বিত অর্থের বোধক। এই জন্য বলা হইয়া থাকে:

"সংহত্যার্থমভিদধতি পদানি বাক্যমেকার্থঃ পদ সমূহো বাক্যমিতি।"

ন্যায়মঞ্জরী। পৃ ৩৬৭।

এই অন্বিতাভিধানের উপর আপত্তি হয় এই যে অন্বিত অর্থেই যদি পদের শক্তি হয়, তাহা হইলে পৃথক্ পৃথক্ বাক্যে পদের শক্তি জ্ঞানের প্রয়োজন হইবে। কারণ ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে যদি পদের শক্তিজ্ঞান না হয়, তাহা হইলে অভিনব কবি বিরচিত বাক্য হইতে অর্থবোধ হইতে পারে না। কারণ পূর্বে যে ব্যক্তি অন্যান্য

---

১ ননু যদি পদানাং পদার্থপ্রতিপাদনং স্বকার্যং শুদ্ধস্তর্হি পদস্যার্থঃ ন শুদ্ধঃ পদার্থঃ সংঘাত-কার্যে এব প্রয়োগাৎ তত্র প্রযুক্তানামপ্যেষাং স্বকার্যং ন নাবগম্যতে। অতএব ন নিরবয়বং বাক্যমিষ্যতে। স্বকার্যপ্রতিজ্ঞানাৎ সংহতাস্তে সংঘাতকার্যং কুর্বন্তো দৃশ্যন্তো ন সংঘাত এব সংহতেষ্বপি কুর্বৎস্থ স্বকার্যং পৃথক্ পৃথগুপলভ্যতে। যথা শকটাঙ্গানাময়মংশোঽনেন কৃতোঽয়-মনেনেতি ন পৃথক্ প্রমুজ্যমানানি শকটাঙ্গানি মনাগপি শকটকার্যং কুর্বন্তি ইত্যেবং ন কেবলং পদং প্রযুজ্যতে। প্রযুক্তমপি বা ন তৎ কার্যাঙ্গং পদান্তরেণ তু সহ ব্যাপারাৎ তদন্বিতার্থ …পদমিতি যুক্তম্।

ন্যায়মঞ্জরী। পৃ ৩৬৬

বাক্যের পদের-শক্তি জ্ঞান লাভ করিয়াছে, সেই শক্তি জ্ঞানের দ্বারা অভিনব কবি বিরচিত কাব্যের অন্তর্গত পদগুলির অর্থজ্ঞান করিতে পারে না। যেমন দেবদত্ত যজ্ঞদত্তকে বলিল "গামানয়"। সেখানে গো পদের বিশেষ কার্যত্বান্বিত বিশেষ গো-ই অর্থ। আবার চৈত্র যখন মৈত্রকে বলিল "গ্যামানয়" সেখানেও দেবদত্তের অভিপ্রেত কর্মত্ব বা গো প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বিশেষ কর্মত্বান্বিত বিশেষ গো-ই গো পদের অর্থ। এইভাবে প্রত্যেক বাক্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্বিতা-ভিধানবাদে শক্তির প্রয়োজন হইবে। নচেৎ পদের অর্থজ্ঞান হইতে পারিবে না। আর এই ভাবে প্রত্যেক বাক্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শক্তিজ্ঞান স্বীকার করিলে যে ব্যক্তির একবার একটি বাক্য হইতে গো পদের শক্তিজ্ঞান হইয়াছে, সেই ব্যক্তি অন্য কালে অন্যের উচ্চারিত "গামানয়" ইত্যাদি বাক্য হইতে গো পদের অর্থ বুঝিতে পারিবে না এবং তাহার ফলে বাক্যার্থজ্ঞানও হইবে না। অথচ লোকে দেখা যায় একবার গো প্রভৃতি পদের শক্তিজ্ঞান হইলে দেশান্তরে কালান্তরে প্রযুক্ত বাক্য হইতে গো প্রভৃতি পদের অর্থজ্ঞান হইয়া যায়। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদে এই দোষের সমাবেশ থাকায় অন্বিতাভিধান অযৌক্তিক।

কিন্তু এই আশঙ্কার উত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে এইরূপ আশঙ্কা যাঁহাদের, তাঁহারা ব্যুৎপত্ত্যনভিজ্ঞ। যে হেতু গো পদের অন্বিত অর্থ বলিলে ইহাই বুঝায় না যে শুক্লত্বান্বিত গো-ই গো পদের অর্থ অথবা কৃষ্ণত্বান্বিত গো-ই গো পদের অর্থ। কারণ ঐরূপ বলিলে যেখানে "শুক্লাং গামনয়" বলা হয়, সেখানে কৃষ্ণত্বান্বিত গো রূপ অর্থের ব্যভিচার হয় আর যেখানে "কৃষ্ণাং গামানয়" বলা হয়, সেখানে শুক্লত্বান্বিত গো রূপ অর্থের ব্যভিচার হয়। এই রূপ আনয়ন কর্মান্বিত গো রূপ অর্থে গো পদের শক্তি নহে। বন্ধনকর্মান্বিত গো রূপ অর্থেও গো পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর এই রূপ বলা যায় না যে সর্বান্বিত অর্থেই পদের শক্তি, কারণ ঐরূপ হইলে সমস্ত পদার্থের জ্ঞান না থাকিলে, সমস্ত পদার্থান্বিত অর্থের জ্ঞানও সম্ভব হয় না বলিয়া পদ হইতে পদার্থের জ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু অন্বিত অর্থে পদের শক্তি—ইহার অর্থ এই যে আকাঙ্ক্ষিত, যোগ্যতা বিশিষ্ট ও সন্নিহিত ইতর অর্থের সহিত অন্বিত অর্থে পদের শক্তি। যেমন "গামানয়" এই স্থলে আনয়নের কর্মত্বই আকাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা বিশিষ্ট ও সন্নিহিত বলিয়া তাদৃশআনয়ন কর্মত্বান্বিত গো-ই গো পদের অর্থ। আবার "গাং বধান" ইত্যাদি স্থলে বন্ধন কর্মত্বটি আকাঙ্ক্ষিত, যোগ্য ও সন্নিহিত বলিয়া তাদৃশ বন্ধন কর্মত্বান্বিত গো-ই গো পদের অর্থ। এই রূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে।

এইরূপ অন্বিত অর্থের ব্যুৎপত্তি বাক্য হইতে হইয়া থাকে। অবশ্য বাক্য হইতে আবাপ, উদ্বাপক্রমে পদপদার্থের শক্তি জ্ঞান হইয়া থাকে। আবাপ পদান্তরের প্রক্ষেপ, উদ্বাপ পদান্তরের পরিত্যাগ। অথচ শুদ্ধ পদার্থ বিষয়ে পদের শক্তি না থাকিলেও ইতরান্বিত অর্থে যে ব্যুৎপত্তি হয়, তাহা বাক্যের দ্বারাই হইয়া থাকে। কেবল পদের দ্বারা ব্যবহার হয় না বলিয়া কেবলমাত্র পদের দ্বারা কোথায়ও ব্যুৎপত্তি হয় না। অতএব কেবল অর্থে শক্তি নাই। তথাপি পদের অর্থ পূর্বোক্ত প্রকারে জানা যায়।

পদ অন্বিত অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ বুঝায় না বলিয়া পদ হইতে অর্থ অভিহিত হয়, আর সেই অভিহিত অর্থই অন্বয়রূপ বাক্যার্থ বুঝায়। এইরূপ অভিহিতান্বয়বাদ কিন্তু অযৌক্তিক। যে হেতু অনন্বিত অর্থে শক্তিজ্ঞান হয় না বলিয়া পদ হইতে কেবল অর্থ অভিহিত হয় না। আর অনন্বিত অর্থে ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিলে পদার্থের অন্বয়ও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ অন্বয়রূপ অর্থজ্ঞানের কোনও কারণ পাওয়া যাইবে না।

যদি বলা যায়, আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যতাবশতঃ অর্থ সকলের পরস্পরের অন্বয়বোধ হইয়া যায়, তবে তাহার উত্তরে বলা যায়, না, এই রূপ হইতে পারে না। কারণ, আকাঙ্ক্ষাই সিদ্ধ হয় না। যে হেতু আকাঙ্ক্ষা শব্দনিষ্ঠ কিংবা অর্থনিষ্ঠ হইতে পারে না। কারণ শব্দ ও অর্থ অচেতন।

আকাঙ্ক্ষা প্রমাতৃনিষ্ঠ, ইহাও বলা যায় না। কারণ স্বতন্ত্রভাবে পুরুষের আকাঙ্ক্ষা প্রমাণ নহে যে হেতু আকাঙ্ক্ষারূপ ইচ্ছা দ্বারা বস্তু অন্যরূপ হয় না। আর শব্দনিষ্ঠ হইয়া গেলে পুরুষের আকাঙ্ক্ষা শব্দে সম্বন্ধের কারণ হয় না। সুতরাং অভিহিতের অন্বয় শব্দ হইতে সম্ভব হইতে পারে না বলিয়া বাক্যার্থজ্ঞানটি অভিহিতান্বয়বাদে অসম্ভব হইয়া পড়ে। আর শব্দ হইতে ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষাদিবশতঃ অভিহিতের অন্বয় হয়—এই রূপও বলা যায় না। যে হেতু শব্দ হইতে যদি সাক্ষাৎ অন্বয়ার্থের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে অনেক ব্যবধানে অন্বয়ার্থের প্রতীতি স্বীকার করা উচিত নহে। অতএব পদসকল অন্বিতাভিধায়ী। এইভাবে সংসর্গরূপ বাক্যার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে।

বেদান্তিগণও ইতরান্বিতপদের শক্তি স্বীকার করেন। কিন্তু কার্যান্বিতে তাঁহারা শক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে বালক "গামানয়" ইত্যাদি প্রযোজক বাক্যের আনয়ন কর্মত্ব বিশিষ্ট গো রূপ অর্থে শক্তির নিশ্চয় করিয়া আবাপ ও উদ্বাপের দ্বারা গবাদি পদের গোত্ব প্রভৃতি জাতিতে শক্তি অবধারণ করিয়া প্রথম ব্যুৎপত্তিতে অন্বয়াংশে শক্তিকে পরিত্যাগ না করিয়াই

ইতরান্বিতে শক্তি নিশ্চয় করেন। সুতরাং অন্বয়েও যে পদের শক্তি আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু "দেবদত্তস্য পুত্রো জাতঃ" ইত্যাদি স্থলে কার্যবোধক পদ ব্যতিরেকেও দেবদত্তের মুখের প্রসন্নতাদি দেখিয়া শাব্দবোধে কার্যান্বিত অর্থের জ্ঞান অবশ্যই হয়, ইহা স্বীকার করা যায় না। এইভাবে "অস্তি স্বর্গঃ," "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি সিদ্ধার্থ বোধক পদ সমূহ হইতেও শাব্দবোধ সিদ্ধ হওয়ায় ব্যভিচার বশতঃ কার্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি সিদ্ধ হয় না।

যাহা হউক কোনও কোনও মীমাংসক ও কোনও কোনও বৈদান্তিক মতে পূর্বোক্ত ইতরান্বিতাভিধান সিদ্ধ হইলেও এবং প্রভাকর মতে কার্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি সিদ্ধ হইলেও উভয় মতই অযৌক্তিক।

লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে পদার্থের জ্ঞান, পরে বাক্যার্থজ্ঞান, হয়। পদজন্য পদার্থের জ্ঞান না হইলে বাক্যার্থের জ্ঞান হয় না। বক্তা কোনও বাক্য উচ্চারণ করিলে শ্রোতা সেই বাক্যস্থ পদ সমূহ শ্রবণ করিয়া যদি তদন্তর্গত একটি কি দুইটি পদের অর্থ বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার (শ্রোতার) আর সেই বাক্যার্থজ্ঞান হয় না। যদি অন্বিত অর্থে পদের শক্তি থাকিত, তাহা হইলে সেই স্থলে উক্ত অজ্ঞাতার্থ পদের নিকটে যে পদান্তর আছে, তাহা হইতেই ইতরান্বিতরূপে অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞান হইতে পারিত। সুতরাং ঐ স্থলে শ্রোতার বাক্যার্থ বোধের অনুপপত্তি হইত।

যদি বলা যায় আমাদের (ইতরান্বিতবাদী) মতে পদ আকাঙ্ক্ষিত, যোগ্যতান্বিত এবং সন্নিহিত ইতরান্বিত অর্থেই পদের শক্তি—ইহা আমরা বলিয়াছি। পূর্বোক্ত স্থলে অজ্ঞাতার্থ পদ রূপে অভিমত পদের ইতরান্বিত স্বার্থে শক্তিজ্ঞান না থাকায় উক্ত পদের সন্নিহিত পদান্তরের ইতরত্ব রূপে ইতরান্বিত অর্থে ব্যুৎপত্তি থাকিলেও আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞান না হওয়ায় আকাঙ্ক্ষিত, যোগ্যতান্বিত ও সন্নিহিত রূপে ইতরান্বিত অর্থের বোধ হইতে পারে না। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অপর কোনও ব্যক্তি অথবা বক্তা নিজেই যখন ঐ স্থলে বলিয়া দেয় উক্ত অজ্ঞাতার্থ পদের অর্থ—ইহাতেই তখন শ্রোতার বাক্যার্থ-জ্ঞান হইয়া যায়। সেখানে অমুক পদের ইতরান্বিত অমুক অর্থে শক্তি, এইভাবে লোকে বলে না। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে শুদ্ধ অর্থে পদের শক্তি। আর ইতরান্বিতাভিধানবাদিগণ যে বলেন সন্নিহিত পদান্তর বা পদান্তরের সন্নিধান পদান্তরের বিশেষ বিশেষ অর্থবোধনে নিয়মের কারণ। তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে—পদান্তরের সান্নিধ্যটি কি স্বরূপতই পদান্তরের বিশেষার্থ বোধনে নিয়মের

কারণ অথবা উক্ত সান্নিধ্যটি স্বার্থ প্রতিপাদন দ্বারা নিয়মের কারণ ? স্বরূপতঃ কারণ হইলে পূর্বোক্ত অজ্ঞাতার্থ পদ হইতে উক্ত স্থলে শাব্দ বোধের আপত্তি থাকিয়া যাইবে। আর যদি বলা যায়, না, উক্ত সান্নিধ্যটি পদার্থ বুঝাইয়া পদান্তরের বিশেষার্থ বোধনে নিয়মের কারণ হয়, তাহা হইলে পদ হইতে পদার্থ অভিহিত হইয়াই অন্বয়ার্থরূপ বাক্যার্থ বোধ হয়, ইহাই সিদ্ধ হওয়ায় অভিহিতান্বয়বাদই প্রতিপাদিত হইল। পদ হইতে শক্তিজ্ঞান দ্বারা অভিহিত অর্থের জ্ঞানক্রমে অন্বয়ার্থরূপ শাব্দবোধ হয়, ইহাই অভিহিতান্বয়বাদির মত। পদ হইতে অর্থজ্ঞান হয়। তারপর আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধিশবতঃ অভিহিত অর্থগুলি পরস্পর সম্বন্ধ হয়। এই রূপ পদার্থগুলির পরস্পর সম্বন্ধ রূপে জ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞান বা শাব্দবোধ। বৃদ্ধ ব্যবহারেও জানা যায়, বৃদ্ধেরা বলেন—অমুক-পদের অমুক অর্থ, অমুক পদের এই অর্থ। কিন্তু এইরূপ বলেন না—অমুক পদের ইতরান্বিত অমুক অর্থ ইত্যাদি। অভিহিতান্বয়বাদ বিবরণ কালে এই বিষয়ে আরও বিস্তৃত বর্ণনা করা হইবে।

‘চিৎসুখী’তে অন্বিতাভিধানবাদির উপর অভিহিতান্বয়বাদী এইরূপ পূর্বপক্ষ করেন ঃ অন্বিতাভিধান বলিতে কী বুঝায় ? উহা কি অনভিহিত পদার্থের সহিত নিজ অর্থকে বুঝায় অথবা পদান্তরের দ্বারা অভিহিত অর্থের সহিত নিজ অর্থকে বুঝায় ? অনভিহিত অর্থের সহিত অন্বিত নিজ অর্থকে বুঝায়—ইহা বলা যাইতে পারে না। যে হেতু একটি পদ যদি অনভিহিত অর্থের সহিত অন্বিত অর্থকে বুঝায়, তাহা হইলে একটি পদ যাবতীয় অনভিহিত অর্থকে বুঝাইতে পারে বলিয়া পদার্থান্তরের বৈয়ার্থ্যাপত্তি হয়। আর দ্বিতীয়টিও বলা যায় না। অর্থাৎ পদান্তরের দ্বারা অভিহিত অর্থের সহিত অন্বিত নিজের অর্থকে বুঝায়—ইহা বলা যায় না। তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। কারণ “গামানয়” ইত্যাদি স্থলে ‘আনয়’ পদটি গোত্বান্বিত আনয়ন বুঝাইলে গোপদ আনয়নান্বিত গোত্ব অর্থকে বুঝায়, আবার গোপদ আনয়নান্বিত গোত্ব অর্থকে বুঝাইলে আনয় পদ গোত্বান্বিত আনয়ন অর্থকে বুঝায়। এইভাবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া যায়। আরও দোষ এই যে আগে পদার্থমাত্রকে বুঝাইয়া যদি পদ পরে তদন্বিত স্বার্থকে বুঝায়, তাহা হইলে একটি পদের দুইবার অভিধানের আপত্তি হয়। আর উহা অর্থাৎ দুইবার পদের অভিধান প্রমাণসিদ্ধ নয়। আর যদি বলা হয়, সমস্ত পদ দুইবার অর্থকে বুঝায় না কিন্তু প্রথমে পদার্থ বিষয়ক স্মৃতি হয়, তারপর সাহচর্যবশতঃ প্রথমে পদার্থের অনুভব হইয়া অনন্তর সংসৃষ্ট অবস্থায় স্মারিত পদার্থগুলির অভিধান হয়, তবে তাহার উত্তরে বলা যায়, না, ঐরূপ

বলা যাইতে পারে না। সংসৃষ্ট পদার্থের সহিতই সাহচর্য হয় বলিয়া সেই সংসৃষ্ট অর্থের স্মারক পদগুলি পদার্থ মাত্রের স্মরণ করিতে পারে না।

যদি পুনরায় বলা হয় যে ব্যবহারসমর্থ সংসৃষ্ট পদার্থের সহিত সাহচর্য বশতঃ পদগুলি সেই রূপ সংসৃষ্ট অর্থের স্মারক হয়, তাহা হইলে দোষান্তরের প্রসঙ্গ হয়। যেমন "গাং পশ্য" এই রূপ শব্দব্যবহারে যদি গো পদ পূর্বানুভূত আনয়নান্বিত স্বার্থকে স্মরণ করায়, তাহা হইলে 'পশ্য' পদের অর্থটি গো পদার্থের সহিত আকাঙ্ক্ষিত না হওয়ায় ঐ পদটি (অর্থাৎ 'পশ্য' পদটি) অনর্থক হইয়া যায়।

গো পদের সহিত গোত্ব অর্থের অব্যভিচার বশতঃ গোপদ কেবল নিজের অর্থের স্মারক হয়। অন্য অর্থের সহিত ব্যভিচার থাকায় অন্য অর্থের স্মারক হয় না। এই রূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্যভিচার থাকিলেও দৃঢ় অভ্যাস, আদর সহিত বৃত্তিদ্বারা সংস্কারের উদ্বোধ হইলে সেই সংস্কারই স্মরণের কারণ হয়। কেবল যে পদ পদার্থ স্মৃতির কারণ হয়, তাহা নহে। কিন্তু এই রূপ আদর সহিত অভ্যাস জনিত উদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতে ব্যভিচারী অর্থেরও স্মরণ হয়। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—মনের একাগ্রতা, অভ্যাস, ব্যাপ্তির সংস্কার, চিহ্ন, সাদৃশ্য ও অন্যবিধ সংস্কার ইত্যাদি হইতে স্মরণ হয়। আর এইখানে পদের বেলায় সাহচর্যই যোগ্য ইতরান্বয়ের স্মরণের হেতু হইয়া থাকে। অতএব অন্বিতাভিধান পক্ষে এই রূপ দোষ হয় বলিয়া পদের দ্বারা অভিহিত পদার্থ সকলই আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট হইয়া পরস্পর অর্থের অন্বয় বুঝায়। এই রূপ অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত।

এই রূপ পূর্ব পক্ষের উত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, না, তাহা হইতে পারে না। অভিহিতান্বয়বাদী পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান স্বীকার করেন, তাহার বিষয় পদার্থের অন্বয়, লক্ষণ দ্বারা বোঝা যায়। তাঁহাদের মতে পদার্থ বিষয়ক যে জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাকে প্রমা বলিতে পারা যায় না। কারণ অভিহিতান্বয়বাদি মতে অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপকত্বই প্রমাত্ব। পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা তো শক্তিজ্ঞান কালে জ্ঞাতই ছিল। সুতরাং ঐ জ্ঞান অনধিগত বিষয়ক নহে। আর পদার্থজ্ঞানকে ভ্রম বা সংশয় বলা যায় না। যে হেতু উহা যথার্থ নিশ্চয়। অতএব ঐ পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে স্মৃতিরূপ জ্ঞান বলিতে হইবে। আর ঐ স্মৃতি পদার্থ মাত্র বিষয়ক নহে। কারণ সাহচর্য জ্ঞান হইতে সংস্কারের উদ্বোধ হয়। আর সাহচর্য অন্বিত পদার্থের সহিতই হইয়া থাকে, অনন্বিত অর্থে সাহচর্য হয় না। সুতরাং অভি-

হিতান্বয়বাদির মতেও অনন্বিত অর্থের স্মরণ প্রথমে হয় না। কিন্তু প্রথমে অন্বিত অর্থেরই স্মরণ হয়। সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদিকে অন্বিতাভিধান স্বীকার করিতে হইল।

আর কেহ কেহ বলেন যে পদ হইতে যে স্মৃতি হয়, তাহা দুই প্রকারের (১) সাহচর্য বশতঃ এবং (২) অভিধান বশতঃ। সাহচর্য বশতঃ যে স্মৃতি হয়, তাহা অন্বিত অর্থে হইয়া থাকে। আর অভিধানের দ্বারা যাহা স্মৃত হয়, তাহা পদার্থ মাত্রই স্মৃত হয়। ঐ অভিধান শক্তির দ্বারা যে পদার্থের স্মরণ হয়, তাহাই বাক্যান্বয়ে উপযোগী, সাহচর্য বশতঃ যে অর্থের স্মরণ হয়, তাহা অন্বয়ের উপযোগী নহে।

এ মতের উত্তরে বলা যায় যে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" ইত্যাদি স্থলে পদের দ্বারা অনভিহিত তীর প্রভৃতির বাক্যার্থে অন্বয় হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ যদি পদাভিহিত অর্থেরই অন্বয় স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ স্থলে বাক্যার্থের অনুপপত্তির আপত্তি হয়। আর অভ্যাসের অতিশয় বশতঃ যে পদার্থের স্মরণ হয়, তাহা অন্য পদার্থে হয় না। কিন্তু পদ যেমন স্বার্থকে বুঝায়, সেই রূপ অন্য অর্থকে বুঝায় না। যে হেতু অন্য অর্থ ব্যভিচারী। সুতরাং অভ্যাসাতিশয্যও পদার্থেরই স্মারক, অপদার্থের স্মারক নহে।

আর যে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ আশঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ পদগুলি স্বরূপতঃ পদার্থের স্মারক হইয়া থাকে। তাহার পর আকাঙ্ক্ষাদি বিশিষ্ট অর্থগুলি অনুভূত হয় অর্থাৎ পদের দ্বারাই অন্বিত অর্থের অনুভব হয়। আর অন্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করিলে অন্য পদের সহিত আকাঙ্ক্ষার অভাব হইয়া যায়—ইহা ঠিক নহে। কারণ আকাঙ্ক্ষা হইতেছে বোদ্ধার জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসা যেখানে থাকিয়া যায়, সেখানে আকাঙ্ক্ষা নাই এই রূপ কথা বলা যায় না। যেমন 'বৃক্ষ' এই প্রাতিপদিকের অর্থে প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও 'বৃক্ষঃ' এই বিভক্ত্যন্ত একটি পদ কোনও অন্বিত অর্থের বোধক হয় না। নিজের অর্থের সহিত অন্বিত নিজের অর্থের বোধক—ইহা একেবারেই অসঙ্গত। অতএব 'বৃক্ষঃ' এই রূপ একটি পদ উচ্চারণ করিলেও শ্রোতার জিজ্ঞাসার পর্যবসান হয় না বলিয়া ঐ জিজ্ঞাসার পর্যবসানের জন্য 'বৃক্ষঃ' পদ 'অস্তি' ইত্যাদি পদের আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে পদের দ্বারা অভিহিত অর্থ সকলই আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যতা বশতঃ অন্বয়ার্থকে বুঝায়। এই ভাবে পদের অর্থে শক্তি স্বীকার

করিলে যখন লাঘব হয়, তখন অন্বিতার্থে শক্তি স্বীকার গৌরব প্রসূত বলিয়া তাহা স্বীকার করা উচিত নহে। ইহার উত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে অন্বয়ে শক্তি স্বীকার না করিলে শাব্দবোধে তাহার ভান হইতে পারে না। শব্দ উপস্থাপ্য অর্থেরই শাব্দবোধে ভান হয়।

ইহার উপরেও অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে পদ হইতে কেবল পদার্থ উপস্থিত হইলেও আকাঙ্ক্ষাদি বশতঃ অন্য প্রকারে অন্বয়ের বোধ শাব্দবোধে হইতে পারে। যেমন ভট্টপাদ বলিয়াছেন ঃ

পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং হ্রেষাশব্দঞ্চ শৃণ্বতঃ।
ক্ষুরবিক্ষেপশব্দঞ্চ শ্বেতোঽশ্বো ধাবতীতি ধীঃ॥

শ্লোকবার্ত্তিক। বাক্যাধিকরণ। ৩৫৮

অর্থাৎ দূর হইতে শ্বেতরূপদর্শন, হ্রেষাশব্দ এবং ক্ষুরের বিক্ষেপ শব্দ শ্রবণ করিয়া "শ্বেত অশ্ব দৌড়াইতেছে" এই রূপ শাব্দবোধ হয়। এই ভাবে পদাভিহিত পদার্থ হইতে আকাঙ্ক্ষাদি বশতঃ অন্বয়ের বোধও হইতে পারে। এই আপত্তির উত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন ঃ

না, এই স্থলে অর্থাৎ "পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপম্" ইত্যাদি স্থলে শ্বেত রূপ, হ্রেষাশব্দ প্রভৃতি যদি একাধারে প্রতীত হয়, তাহা হইলে সেখানে অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান হইবে। আর যদি শ্বেতরূপ প্রভৃতি বিশৃঙ্খলভাবে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ স্থলে অর্থাপত্তি জ্ঞান হইবে।

আরও কথা এই যে অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করিলে পদ হইতে পদার্থের উপস্থিতি হওয়ায় অন্বয়টি পদ প্রয়োজ্য না হওয়ায় অন্বয় বোধরূপ শাব্দবোধ সপ্তম প্রমাণ জন্য—এইরূপ আপত্তি হইয়া পড়ে। আরও, পদ হইতে অর্থ অভিহিত হয়—এইজন্য পদার্থে পদের একটি শক্তি আর অভিহিত পদার্থ হইতে যে অন্বয়ের বোধ হয়, তাহা পদই, উহা পদার্থে অন্বয় বোধকত্বরূপ আর একটি শক্তি আধান করে। এইভাবে অভিহিতান্বয় মতে শক্তিদ্বয় কল্পনা রূপ গৌরব দোষ হয়। কিন্তু অন্বিতাভিধান মতে আকাঙ্ক্ষিত, যোগ্য ও সন্নিহিত ইতরান্বিত অর্থেই পদের শক্তি—এই রূপ একটি মাত্র শক্তি স্বীকার করায় কল্পনা লাঘব হয়। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদই যুক্তিযুক্ত।

এই অন্বিতাভিধানমতেও কিন্তু পদের দুইটি শক্তি। স্মারিকা ও আনুভাবিকী।[১] পদের ব্যুৎপত্তি কালেই এই দুই প্রকার শক্তিজ্ঞান হইয়া থাকে।

---

১ শক্তিঃ সামর্থ্যম্। তন্মতে পদানাং শক্তিঃ দ্বিবিধা। স্মারিকা আনুভাবিকী

পরে বাক্য শ্রবণ করিলে স্মারিকাশক্তি হইতে তৎ তৎ পদার্থের স্মরণ হইয়া আনুভাবিকী শক্তির দ্বারা অন্বয়বোধ নিষ্পন্ন হয়।

যদিও স্মারিকাশক্তি অনন্বিত অর্থের স্মারক হয় না, তথাপি তাহা হইতে অমুক পদের এই অর্থ, অমুক পদের ঐ অর্থ—এইভাবে পদার্থ সমূহ জানা যায় বলিয়া প্রত্যেক পদের সার্থকতা সিদ্ধ হয়। "সিদ্ধান্তবিন্দু"র টীকাকার বলিয়াছেন "অন্বিতাভিধান"—ইহার অর্থ এই যে বিভক্ত্যন্ত একটি পদের অর্থের সহিত অন্বিত অন্য পদের অর্থ পদের দ্বারাই অনুভূত হয়। অর্থাৎ পদের দ্বারাই অন্বিত অর্থের অনুভব হয়। বিভক্ত্যন্ত পদার্থ মাত্রই পদের দ্বারা অনুভূত হয় না।[১] ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে এই যে অন্বিতাভিধান মতে সুবন্ত বা তিঙন্তকেই পদ বলা হইয়াছে। অবশ্য প্রতিপাদক ধাতু বা প্রত্যয়েরও অর্থ আছে।

কেহ কেহ বলেন ইতরান্বিত ব্যক্তিতে শক্তি। ইহাকে ইতরান্বিতাভিধান-বাদ বলা হইয়াছে। তাঁহারা 'শক্তিবাদ'এ গদাধর ভট্টাচার্যের "ইতরান্বিতঘটো ঘটপদশক্যঃ"[২] —এই বাক্যের উদ্ধৃতি করিয়া থাকেন। "শাস্ত্রদীপিকা"তেও অন্বিতাভিধানবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে পার্থসারথি মিশ্র বলিয়াছেন ঃ

"আনয়েতি গবান্বিতমানয়নমভিধত্তে গোপদঞ্চ আনয়নকর্মান্বিতং গামভি-ধত্তে।" 'শক্তিবাদ' এর টীকাকার হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ও তাঁহার টীকায় ইতরান্বিত গোব্যক্তিতে শক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় অন্বিতা-ভিধানমতে ইতরান্বিত জাতিতেই শক্তি। কারণ "সিদ্ধান্তবিন্দু'র টীকাকার ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী ঐ গ্রন্থের "ন্যায় রত্নাবলী" টীকায় কর্মত্বান্বিত ঘটত্বে ঘটপদের শক্তি ইত্যাদি বলিয়াছেন।[৩] 'চিৎসুখী'র "নয়ন প্রসাদিনী" টীকায় উক্ত হইয়াছে ঃ

"আনয় ইতি পদেন গোত্বান্বিতে আনয়নে বোধিতে গেপদম্ আনয়নান্বিতং

চেতি। তত স্মারিকাশক্তিঃ কার্যানন্বিতে ঘটাদাবেব।...আনুভাবিকী তু কার্যান্বিতঘটাদাবেব ইতি মন্তব্যম্।   ভাষাপরিচ্ছেদ। শব্দখণ্ড। রামরুদ্রী।

১ অন্বিতাভিধানমিত্যস্যাপি অয়মর্থ একপদস্য বিভক্ত্যন্তস্য অর্থেন অন্বিতঃ অন্যঃ পদার্থঃ পদেন অনুভাব্যতে। ন তু বিভক্ত্যন্তপদার্থমাত্রমিতি।

সিদ্ধান্তবিন্দু। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৩২০

২ শক্তিবাদ। পৃ ২৮

৩ তথাচ শাব্দধীজননসামর্থ্যরূপা শক্তিঃ পদানাম্ ইতরান্বিতঘটত্বাদাবেব।

সিদ্ধান্তবিন্দু। পৃ ৩২৭

গোত্বং বোধয়তি। তেন তথৈব বোধিতে আনয় ইতি পদং গোত্বান্বিতমানয়নং বোধয়তি।" ইতি অন্যোন্যাশ্রয়ঃ। (পৃ ২৫২)।

"ভাট্টচিন্তামণি"তে গাগাভট্ট বলিয়াছেন, প্রযোজক বাক্য হইতে প্রথমে আনয়নান্বিত গো ব্যক্তির বোধ হইলেও পশ্চাৎ আবাপ ও উদ্বাপ বশতঃ গবাদি পদের ইতরান্বিত গোত্বাদিতে শক্তির নিশ্চয় হয়। এইরূপ বহু বেদান্ত ও মীমাংসা গ্রন্থে ইতারান্বিতাভিধানমতে জাতিতে অর্থাৎ ইতরান্বিত জাতিতে পদের শক্তি ইহাই জানা যায়। তবে আনয়নাদি ক্রিয়ার অন্বয় জাতিতে অনুপপন্ন বলিয়া অনুপপত্তিপ্রতিসম্বন্ধজন্য লক্ষণা দ্বারা ব্যক্তির উপস্থিতি পূর্বক শাব্দবোধে ইতরান্বিত ব্যক্তির ভান হইয়া থাকে।

এই ইতরান্বিতাভিধানমতে বাক্য হইতে বাক্যার্থ বোধ হইয়া থাকে। কেবল পদ কোথায়ও ব্যবহৃত হয় না। পদ সমূহ মিলিত হইয়াই বাকার্থ বোধ জন্মায়। সেই বাক্যার্থজ্ঞানে "গামানয়" ইত্যাদি বাক্যে গবান্বিতকর্মত্বান্বিত আনয়নাদিকার্যের বোধ হইয়া থাকে। এই রূপ বাক্যার্থজ্ঞানে ব্যক্তির জ্ঞান হয় (পূর্ব কথিত লক্ষণার সাহায্যে)। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই মনে হয় গদাধর "ইতরান্বিতঘটো ঘটপদশক্যঃ" এই কথা বলিয়াছেন। ইতরান্বিত ব্যক্তিতে পদের শক্তি, ইহা বলা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। অন্বয়ে শক্তিবাদ খণ্ডন করাই তাঁহার অভিপ্রায়। সুতরাং ইতরান্বিত জাতিতে পদের শক্তি—ইহাই অন্বিতাভিধান মতে সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

কেহ কেহ বলেন এই ইতরান্বিতাভিধানবাদ ভট্ট মত। এই মতের সমর্থনে তাঁহারা বলেন "ইতরান্বিত ঘটো ঘটপদশক্যঃ"—এই কথা "শক্তি বাদে" গদাধর বলিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার হরিনাথ ইতরান্বিতাভিধান ভট্টমত বলিয়াছেন। দিনকরও এই বিষয়ে বলিয়াছেন।[১] কিন্তু ইহা সমীচীন নহে কারণ "শাস্ত্র-

---

অত্র দ্বিতীয়পক্ষে প্রকৃতেঃ প্রাধান্যেন মুখ্যত্বাৎ কর্মত্বাদ্যন্বিত ঘটত্বাদ্যনুভাবকত্বম্।

সিদ্ধান্তবিন্দু। পৃ ৩২৫

এই দ্বিতীয় পক্ষটি যে অন্বিতাভিধানবাদের সহিত একমত, তাহা অদ্বৈতসিদ্ধির টীকায় পাওয়া যায়।

১ বৃত্ত্যুপস্থাপিতা এব পদার্থাঃ। শাব্দবোধে ভাসন্তে ইতি নিয়মেন সম্বন্ধাংশেঽপি বাচ্যতাং স্বীকুর্বতাং ভট্টানাং মতং দূষয়িতুমুপন্যস্যতি। অন্বিতাভিধান ইত্যাদি।

শক্তিবাদ। সামান্যকাণ্ড

"ইত্থঞ্চ লাঘবাৎ অন্বিতঘটেঽপি শক্তিং ত্যক্ত্বা"—এই মুক্তাবলী টীকার ব্যাখ্যায়

দীপিকা'য় পরিষ্কারভাবে ইতরান্বিতাভিধানবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। "শাস্ত্র-দীপিকা"-কার ভট্টমতানুসারী।

ইতারান্বিতাভিধানবাদ যদি ভট্ট মত হইত, তাহা হইলে "শাস্ত্রদীপিকা"-কার ঐ মত খণ্ডন করিতেন না। বিশেষতঃ "শাস্ত্রদীপিকা"য় অভিহিতান্বয়বাদ সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করা হইয়াছে। শ্লোকবার্ত্তিকের টীকায় পার্থসারথি মিশ্রও (ন্যায়রত্নমালা টীকায়) অন্বিতাভিধানবাদ আমাদের মত নহে—ঐ রূপ বলিয়াছেন। "ভাট্টচিন্তামণি"-কার ইতরান্বিতাভিধানমতকে বেদান্তীর মত বলিয়াছেন। অবশ্য উহা কেবল বেদান্তির মত নহে কিন্তু কোনও কোনও মীমাংসক এবং কোনও কোনও বৈদান্তিকের মত। কারণ শাস্ত্রদীপিকায় উহাকে এক দেশীর মত বলিয়া বলা হইয়াছে। "শাস্ত্রদীপিকা" মীমাংসা গ্রন্থ। সুতরাং ঐ গ্রন্থে যে এক দেশীর মত বলা হইয়াছে, তাহা মীমাংসার একদেশী হইবে, বেদান্তী মীমাংসকের একদেশী হইতে পারে না, আর "বিবরণে" ইতরান্বিতাভি-ধান বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ইতরান্বিতাভিধানবাদ কোনও কোনও বৈদান্তিক ও কোনও কোনও মীমাংসকের মত—ইহাই আমরা মনে করি।

এই ইতরান্বিতাভিধান মতে জাতিতে শক্তি—সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু জাতির সহিত আনয়নাদি ক্রিয়ার অন্বয় সম্ভব নহে বলিয়া শাব্দবোধকালে আক্ষেপবশতঃ অথবা লক্ষণা দ্বারা ব্যক্তির বোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ গবান্বিত কর্মত্বান্বিত আনয়নান্বিত কার্যতা, ইহাই শাব্দ বোধের বিষয়। "পুত্রো জাতঃ" ইত্যাদি স্থলে জনন কর্তৃত্বান্বিত পুত্র ইত্যাদি রূপ শাব্দ-বোধ হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে ইতরান্বিতাভিধানবাদ যদি বৈদান্তিকের মত হয়, তাহা হইলে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্যের বোধ কী রূপে হয়? অদ্বৈত মতে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে কোনও অন্বয় বা বিশিষ্ট অর্থ বোঝায় না। কারণ উক্ত হইয়াছে ঃ

"সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ।" বেদান্ত পরিভাষা অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে সংসর্গ বা বিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদ্য নহে। কিন্তু

দিনকর বলিয়াছেন: "ভট্টমতং প্রক্ষিপন্ স্বমতমুপসংহরতি ইত্থঞ্চেতি।" দিনকরের টীকায় রামরুদ্রীকার বলিয়াছেন:

তথাচ পদার্থদ্বয়সংসর্গস্য তু পদানুপস্থাপ্যত্বে তাদৃশনিয়মভঙ্গঃ স্যাৎ ইতি ইতরান্বিতে পদানাং শক্তিরিতি ভট্টঃ।

অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ পদার্থই বাক্যের তাৎপর্যার্থ। এই প্রশ্নের উত্তরে "সিদ্ধান্ত-বিন্দু"র টীকাকার বলেন অন্বিতাভিধান—ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, বাক্যের যে অর্থে তাৎপর্য, তাহা উহার অন্বিতার্থ। আর একটি কথা এইখানে বক্তব্য যে ইতরান্বিতাভিধানবাদিগণ ইতরান্বিতে পদের শক্তি স্বীকার করেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে শব্দ ভিন্ন অন্য প্রমাণ দ্বারা উপস্থিত পদার্থ শাব্দ বোধের বিষয় হয় না। কারণ তাহা হইলে "জলং পিবতি" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া যদি কাহারও শব্দের আশ্রয়রূপে আকাশের স্মরণ হয়, তাহা হইলে সেই স্মৃত আকাশ পদার্থে "জলং পিবতি" এই বাক্য জন্য বাক্যার্থ জ্ঞানের বিষয়তার আপত্তি হইয়া যায়। এই অতি প্রসঙ্গ বারণের জন্য পদ বিষয়ক শাব্দ বোধের প্রতি বৃত্তিজ্ঞানজন্য তদুপস্থিতিত্বরূপে পদার্থের উপস্থিতিকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই রূপ স্বীকার করিলে অন্বয়ে শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন হয়। যেমন "জলমানয়" ইত্যাদি স্থলে জলত্বান্বিত কর্মত্ববিষয়ক শাব্দ বোধের প্রতি বৃত্তিজ্ঞান জন্য জলত্বান্বয় বিশিষ্ট কর্মত্ব বিষয়ক উপস্থিতিকে কারণ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অন্বয়েও পদের বৃত্তিজ্ঞান বা শক্তিজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া যায়। এইভাবে অন্বয়ে শক্তি স্বীকার না করিলে পদবিষয়ক শাব্দ বোধের প্রতি বৃত্তিজ্ঞান জন্য তদুপস্থিতি রূপে যে সামান্য কার্যকারণভাব আছে, তাহার ভঙ্গাপত্তি হয়।

আপত্তি হইতে পারে যে অন্বয়ে শক্তি স্বীকার না করিয়াও সামান্য কার্য কারণ ভাব সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন সংসর্গবিষয়তাভিন্ন তদ্বিষয়তা শালী শাব্দবোধের প্রতি বৃত্তিজ্ঞান জন্য তদুপস্থিতিত্বরূপে উপস্থিতিই কারণ, এই ভাবে অন্বয়ে শক্তি স্বীকার করিবার আর প্রয়োজন হয় না।

ইতরান্বিত—এই স্থলে ইতরশব্দের অর্থ হইতেছে স্বসমভিব্যাহৃত পদান্তরের অর্থ। যেমন 'ঘটমানয়' এই স্থলে 'স্ব' যদি ঘটপদ বলিয়া ধরা হয়, তাহার সমভিব্যাহৃত অর্থাৎ সহোচ্চারিত যে পদান্তর অর্থাৎ যে অম্‌পদ তাহার অর্থ, কর্মত্ব। উহাই ঘটের তুলনায় ইতর। এই স্বপদে অম্‌কে ধরিলে ইতর হইবে ঘটত্ব। 'ঘটম্' ইত্যাদি স্থলে ঘটত্ব ও কর্মত্ব অথবা ঘট ও কর্মত্বের সংসর্গটিও শাব্দবোধের বিষয় বলিয়া ঘটপদের ঘটরূপ অর্থমাত্রের অথবা ঘটত্ব রূপ অর্থ মাত্রের শক্তি স্বীকার করিলে ঘটত্ব ও কর্মত্বের বা ঘটকর্মত্বের সংসর্গ বোধক পদ না থাকায় সেই সংসর্গের জ্ঞান হইতে পারে না। এই জন্য কর্মত্বান্বিত ঘটত্বে ঘটপদের শক্তি স্বীকার করা হয়।

বাস্তবিক পক্ষে কর্মত্বাদি ইতরপদার্থানুযোগিকত্বাদি দ্বারা উপলক্ষিত

সংসর্গ বিশিষ্ট ঘটত্বাদিতেই ঘটাদিপদের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ কর্মত্বপ্রভৃতি ইতর পদার্থগুলি অম্ প্রভৃতি অন্য পদের দ্বারা লাভ হয় বলিয়া সেই কর্মত্বাদি অংশে ঘটপদের শক্তি স্বীকার করার কোনও প্রয়োজন না থাকায় সেই কর্মত্বাদি পদার্থ ঘটপদের শক্যার্থে উপলক্ষণ হইয়া থাকে। এখানে উপলক্ষণ হইতেছে তাহা যাহা শক্যের ব্যাবর্তক অথচ শক্তির অনাশ্রয়। যেমন 'ঘটমানয়' ইত্যাদি স্থলে কর্মত্বান্বিত ঘটত্বাদি বিষয়ক শাব্দবোধ হয়। করণত্বাদি অন্বিত ঘটত্বাদিবিষয়ক শাব্দবোধ হয় না। এই স্থলে কর্মত্ব অর্থটি ঘটপদের শক্য যে কর্মত্বান্বিত ঘটত্ব, তাহাকে অপর হইতে পৃথক্ করিয়া দিতেছে অথচ ঘটপদের শক্তির অনাশ্রয় বলিয়া কর্মত্ব পদার্থটি ঘটপদের অর্থ উপলক্ষণ, এই রূপ ঘটত্ব প্রতিযোগিকত্ব উপলক্ষিত সংসর্গ বিশিষ্ট কর্মত্বে অম্‌পদের শক্তি বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে দেখা গেল এই যে ঘটত্ব ও কর্মত্বের সংসর্গটি ঘট ও অম্ এই উভয় পদলভ্য বলিয়া সংসর্গের ভান শাব্দবোধে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়।

অন্বিতাভিধান মতে বাক্যার্থেই বাক্যের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করা হয়। কারণ শক্তিজ্ঞান ব্যতিরেকে শব্দ হইতে অর্থের জ্ঞান হয় না। শক্তির জ্ঞানও আবার বৃদ্ধ ব্যবহার ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না।

বৃদ্ধের ব্যবহার বাক্যদ্বারাই হয়, পদের দ্বারা হয় না। সুতরাং বাক্যার্থে ই বাক্যের ব্যুৎপত্তি হয়। যে সকল পদ সম্মিলিত হইয়া একটি অর্থকে বুঝায়, সেই পদগুলিকে বাক্য বলা হইয়া থাকে। যদি কেবল একটি পদ কোনও অর্থকে বুঝাইতে পারিত, তাহা হইলে পদ সকল মিলিত হইয়া একটি অর্থকে বুঝাইত না। যেমন কাষ্ঠ প্রভৃতি কারণগুলি মিলিত হইয়া পাক ক্রিয়া সম্পাদন করে, সকল বাহক মিলিত হইয়া যেমন শিবিকা বহন করে, তিনটি প্রস্তর খণ্ড মিলিত হইয়া যেমন উনান কার্য নিষ্পন্ন করে, সেইরূপ অনেকগুলি পদ মিলিত হইয়া বাক্যার্থ বুঝায়।[১] ইহাকেই অন্বিতাভিধানবাদ বলে।

---

১ ন শুদ্ধঃ পদার্থঃ। সংঘাত কার্যে এব প্রয়োগাৎ, তত্র প্রযুক্তানামপ্যেষাং স্বকার্যং নাবগম্যতে অতএব ন নিরবয়বং বাক্যমিষ্যতে স্বকার্যপ্রতিজ্ঞানাৎ সংহতাস্তে সংঘাত-কার্যং কুর্বন্তো দৃশ্যন্তে ন সংঘাত এব সংহতেষ্বপি কুর্বৎসু স্বকার্যং পৃথক্ পৃথগুপলভ্যতে। যথা শকটাঙ্গানাময়মংশোঽনেন কৃতোঽয়মনেনেতি ন পৃথক্ প্রযুজ্যমানানি শকটাঙ্গানি মনাগপি শকটকার্যং কুবন্তীত্যেবং ন কেবলং পদং প্রযুজ্যতে প্রযুক্তমপি বা ন তৎকার্যাঙ্গং পদান্তরেণ তু সহ ব্যাপারাৎ তদন্বিতার্থকার্যে পদমিতি যুক্তম্। ন্যায় মঞ্জরী। পৃ ৩৬৬-৬৭

যদি পদ অন্য অর্থের সহিত অন্বিত না হইয়া পৃথক্‌ভাবে কেবল একটি নিজের অর্থকে বুঝাইয়া পর্যবসিত হইয়া যাইত তাহা হইলে সমস্ত পদের বাক্যার্থ বোধনে ব্যাপার হইত না। অন্বিতাভিধান মতে বৈয়াকরণ মতানুসারে বিভক্ত্যন্তকে পদ বলে অথবা ন্যায় মতানুসারে শক্তি বিশিষ্টকে পদ বলে। এই বিষয়ে নানা গ্রন্থে নানা প্রকার মতভেদ দেখা যায়। শক্তিবাদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী ও তাহার টীকা, তর্ক সংগ্রহের টীকা প্রভৃতি ন্যায় গ্রন্থে শক্তি বিশিষ্টকে অন্বিতাভিধান মতে পদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবার "সিদ্ধান্ত বিন্দুর" টীকা, 'চিৎসুখী' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায় অন্বিতাভিধান মতে বিভক্ত্যন্তকে পদ বলা হইয়াছে। যেমন "সিদ্ধান্ত বিন্দু"র ন্যায় রত্নাবলী নামক টীকাতে উল্লিখিত হইয়াছে:

"অন্বিতাভিধানমিত্যস্যাপি অয়মর্থঃ। একপদস্য বিভক্ত্যন্তস্য অর্থেন অন্বিতঃ অন্যঃ পদার্থঃ পদেন অনুভাব্যতে ন তু বিভক্ত্যন্তপদার্থমাত্রম্।" অর্থাৎ অন্বিতাভিধান বলিতে ইহাই বুঝায় যে পদ বিভক্ত্যন্ত একটি পদের অর্থের সহিত অন্বিত নিজের অর্থ বিষয়ে অনুভব জন্মাইয়া থাকে। কেবল বিভক্ত্যন্ত পদার্থ মাত্রই পদজন্য অনুভবের বিষয় হয় না। কিন্তু আমাদের মনে হয় অন্বিতাভিধান-বাদিগণ শক্তি বিশিষ্টকেও পদ বলেন, বিভক্ত্যন্তকেও পদ বলিয়া থাকেন। তবে যে বিভক্ত্যন্তকে পদ বলা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় প্রকৃতি ও প্রত্যয় অথবা প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রত্যয় পদার্থকে বুঝায়। পদার্থবোধনে প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রত্যয়ের শক্তি আছে— এই জন্য প্রকৃতিবিশিষ্ট প্রত্যয় শক্তি বিশিষ্ট বলিয়া উহাকেও গৌণভাবে পদ বলা হয়।

মীমাংসক মতে বাক্যেও শক্তি স্বীকার করা হয়। তাহার অর্থ প্রত্যয়ার্থ-যুক্ত প্রকৃতি অথবা প্রকৃত্যর্থযুক্ত প্রত্যয়। কারণ "সিদ্ধান্তবিন্দু"র টীকায় অভি-হিতান্বয়বাদের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে:

"কেবলেনাপি প্রকৃতিপদেন প্রত্যয়পদেন চ ঘটত্বাদেঃ কর্মত্বাদেঃ অনুভব এব অভিহিতান্বয়পক্ষে উৎপদ্যতে।"

অর্থাৎ কেবল প্রকৃতিপদ ও প্রত্যয় পদের দ্বারা ঘটত্বপ্রভৃতি ও কর্মত্বপ্রভৃতির অনুভব অভিহিতান্বয়পক্ষে উৎপন্ন হয়। আবার অন্যত্র উক্ত টীকায় উক্ত হইয়াছে:

"অভিহিতান্বয়বাদ ইত্যস্যায়মর্থঃ। বিভক্ত্যন্তপদাভ্যাং স্বার্থানুভবৌ জন্যেতে।" অর্থাৎ অভিহিতান্বয় বলিতে ইহাই বুঝায় যে বিভক্ত্যন্ত দুইটি পদ হইতে নিজ নিজ অর্থের অনুভব উৎপন্ন হয়; আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে:

"মীমাংসকমতে বর্ণানাং নিত্যত্বাৎ ঘকারোত্তরটকারত্বং ন ঘটপদত্বং কিন্তু ঘজ্ঞানোত্তর-জ্ঞেয়টত্বম্।"

অর্থাৎ মীমাংসক মতে বর্ণ নিত্য বলিয়া ঘকারোত্তর টকারত্বটি ঘটপদত্ব নহে। কিন্তু ঘজ্ঞানের উত্তর জ্ঞান বিষয় টত্ব।

ইতরান্বিতাভিধানবাদ, কার্যান্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ—এই তিনটি মত তিনজন মীমাংসকের মত। আর এখানে "সিদ্ধান্তবিন্দু' সকল মীমাংসকের মতে যখন ঘটকে পদ বলা হইয়াছে, ইতরান্বিতাভিধান মতেও শক্তিবিশিষ্টকে যে পদ বলে, তাহাই এই "সিদ্ধান্তবিন্দু"র টীকা হইতে বুঝা গেল। আর ন্যায় বৈশেষিক গ্রন্থে অন্বিতাভিধান খণ্ডন প্রসঙ্গে ঘট, অম্ এই গুলিকে বিভিন্ন পদ বলিয়া দেখান হইয়াছে। সুতরাং শক্তি বিশিষ্টকে অন্বিতাভিধান মতে যে পদ বলা হয়, তাহা সিদ্ধ হইল। তবে বিশেষ এই যে ন্যায় মতে "শক্তং পদম্"। অর্থাৎ শক্তি যাহার আছে, তাহাকে পদ বলে। ঘট একটি পদ, অম্ একটি পদ। ঘট এই অংশে ঘটরূপ অর্থে শক্তি আছে। অম্ এই অংশে কর্মত্ব বিষয়ে শক্তি আছে। কিন্তু 'ঘটম্' বা 'আনয়' বিভক্ত্যন্ত দুইটি অংশকে ন্যায় বৈশেষিক মতে পদ বলা হয় না। কিন্তু 'ঘটম্' ইহা একটি খণ্ড বাক্য। আর 'আনয়' ইহা আর একটি খণ্ড বাক্য। কিন্তু অন্বিতাভিধান মতে ও অভিহিতান্বয়মতে ঘট, অম্, আ-নী, লোট্ ঐ গুলির প্রত্যেকের শক্তি থাকায় প্রত্যেককে যেমন পদ বলা হয়, সেইরূপ ঘটম্, আনয় এইরূপ বিভক্ত্যন্তকেও পদ বলা হইয়া থাকে। এই বিভক্ত্যন্তভাগকে বাক্য বলা হয় না।

অন্বিতাভিধান দুইভাগে বিভক্ত—তাহা আমরা পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি। এই দুটি ভাগ যথাক্রমে (১) ইতরান্বিতাভিধানবাদ এবং (২) কার্যান্বিতাভিধানবাদ। এই দুইটি মতের মধ্যে প্রভেদ হইতেছে এই যে সমভিব্যাহৃত ইতরত্বরূপে ইতর পদার্থের সহিত অন্বিত স্বার্থেই পদের শক্তি—ইহা ইতরান্বিতাভিধানবাদীর মত। যেমন "গামানয়" ইত্যাদি স্থলে ইতরান্বিত গোত্ব অর্থেই অর্থাৎ কর্মত্বান্বিত গোত্ব অর্থেই গোপদের শক্তি। এইরূপ গোত্বান্বিত কর্মত্বেই অম্ পদের শক্তি। কিন্তু কার্যান্বিতাভিধান মতে কার্যান্বিত স্বার্থে পদের শক্তি। যেমন "গামানয়" ইত্যাদি স্থলে কার্যান্বিত গোত্বেই গোপদের শক্তি, কর্মত্বান্বিত গোত্বে নহে। এইরূপ কার্যত্বান্বিত কর্মত্বেই অম্‌পদের শক্তি, গোত্বান্বিত কর্মত্বে নহে।

কার্যবাচক লিঙাদি পদের কীরূপে কার্যত্বান্বিত স্বার্থে শক্তি থাকিতে পারে? লিঙাদির অর্থই তো হইতেছে কার্যত্ব। সেই স্থলে দ্বিতীয় কার্যত্বের বোধক তো

কোনও পদ নাই।—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কার্যত্বান্বিত স্বার্থে পদের শক্তি—ইহার অর্থ কার্যান্বয়ান্বয়িতে পদের শক্তি। যেমন 'জলমানয়' ইত্যাদি স্থলে লোটের অর্থ কার্য আর জলের অর্থ জল। সেই কার্যের সহিত জলের অন্বয় অর্থাৎ যে সম্বন্ধ, তাহার অন্বয়ী অর্থাৎ সম্বন্ধী হইতেছে একটি জল আর একটি হইতেছে কার্য। এইজন্য জল পদের অর্থ হইতেছে কার্য সম্বন্ধ সম্বন্ধী জল আর লোটের অর্থ হইতেছে কার্য সম্বন্ধের সম্বন্ধী কার্য। সুতরাং এইভাবে সর্বত্র কার্য সম্বন্ধ-সম্বন্ধীতে পদের শক্তি স্বীকার করায় আর পূর্বোক্ত অনুপপত্তি হয় না।

প্রাভাকর মতে পদের শক্তি কার্যান্বিত অর্থে। এইজন্য প্রাভাকরকে কার্যান্বিতাভিধানবাদী বলে। তাঁহাদের মতে পদের দুইটি শক্তি। স্মারিকা শক্তি ও আনুভাবিকী শক্তি। স্মারিকা শক্তি জাতিতেই স্থিত। আর আনুভাবিকী শক্তি কার্যান্বিত অর্থে। এইজন্য তন্মতে ঘট প্রভৃতি পদ ঘটত্ব প্রভৃতি জাতির স্মরণ দ্বারা ঘটাদি ব্যক্তির কার্যান্বয়ের অনুভব জনক। অর্থাৎ ঘটপদের স্মারিকাশক্তি হইতে ঘটত্বাদি জাতির স্মরণ হয়। আনুভাবিকী শক্তির বলে কার্যান্বিত ঘটাদি বিষয়ক শাব্দবোধ হয়। কার্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি এইজন্যই স্বীকার করিতে হয় যে সর্বত্র শক্তি জ্ঞান, ব্যবহার হইতে হয়। যেমন প্রযোজক বৃদ্ধ প্রযোজ্য বৃদ্ধকে বলিলেন, 'গামানয়'; প্রযোজ্য বৃদ্ধ উক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর গরুর আনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সেখানে নিকটস্থ বালক প্রযোজ্য বৃদ্ধের গোকর্মক আনয়ন চেষ্টা দেখিয়া অনুমান করে; ইহার এই গোকর্মক আনয়ন চেষ্টা আনয়ন বিষয়ক কৃতি জন্য। যেহেতু উহার চেষ্টা আমার স্তন্য পানের চেষ্টার মত (১)। তারপর প্রযোজ্য বৃদ্ধের গোকর্মক আনয়ন কৃতি তাদৃশ আনয়ন বিষয়ক ইচ্ছা জন্য, আমার স্তন্যপান কৃতির মত (২)। তদনন্তর প্রযোজ্য বৃদ্ধের গোকর্মক আনয়ন বিষয়ক ইচ্ছা তাদৃশ ইষ্ট সাধনতা জ্ঞান প্রযোজ্য কার্যতা জন্য, যেহেতু তাহা ইচ্ছা, আমার স্তন্যপানের ইচ্ছার মত (৩)। এইরূপ অনুমান করার পর আর একটি অনুমান করে। প্রযোজ্য বৃদ্ধের গোকর্মক আনয়ন বিষয়ক ইষ্ট সাধনতাজ্ঞান প্রযোজ্য কার্যতা জ্ঞান, "গামানয়" ইত্যাদি বাক্য জন্য। যেহেতু তাদৃশ বাক্য শ্রবণের অনন্তর প্রযুক্ত। এইরূপ অনুমান করিয়া পদের শক্তি বুঝিয়া থাকে। এই ভাবে কার্য বা ক্রিয়া দেখিয়া বালকের পদের শক্তি জ্ঞান হয় বলিয়া সর্বত্র কার্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি অবধারণ করে।[১]

১ প্রাভাকরাস্ত কার্যান্বিতে পদানাং শক্তিঃ। তথাহি পদেষু স্মারিকা আনুভাবিকা চেতি শক্তিদ্বয়ং তত্র স্মারিকা জাতৌ। আনুভাবিকা কার্যান্বিতে। এবঞ্চ ঘটাদিপদানি

এই ভাবে নিজের প্রবৃত্তির প্রতি কার্যতা জ্ঞান হেতু, ইহা জানিয়া "গামানয়" ইত্যাদি স্থলে প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ জানিয়া কার্যতা জ্ঞানের প্রতি পদের কারণত্ব নিশ্চয় পূর্বক পদের লক্ষণাদি বৃত্তি না থাকিলে যদি কার্যতা বিষয়ক অর্থে শক্তি না থাকে, তাহা হইলে পদ হইতে কার্যতাজ্ঞান অনুপপন্ন হইয়া যায়। এই অনুপপত্তিবশতঃ পদের কার্যান্বয়ে পদের আনু-ভাবিকা শক্তি কল্পনা করে। এই কার্য বলিতে বিশিষ্ট স্থলে বোধন ক্রিয়া বুঝায় না। কিন্তু ক্রিয়া জন্য কোনও এক অতিশয় বিশেষকে তাঁহারা কার্য বলেন। যেমন লৌকিক "অন্নং পচেৎ" ইত্যাদি স্থলে পাক ক্রিয়া জন্য তৃপ্তি প্রভৃতি হইতেছে কার্য। আর বৈদিক "যজেত" ইত্যাদি স্থলে যাগ জন্য অপূর্ব হইতেছে কার্য।

প্রাভাকর মতে কার্যতাজ্ঞান ও পদের কার্যকারণভাব হইতেছে অভেদ সম্বন্ধ। কার্য প্রকারক জ্ঞানের প্রতি পদত্বাবচ্ছেদে পদজ্ঞান কারণ। সেইজন্য শাব্দবোধের প্রতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে কার্যান্বিত বিষয়ক শাব্দত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি পদত্বরূপে পদ কারণ। অভেদ সম্বন্ধে কার্য প্রকারক জ্ঞান যেমন 'ঘটমানয়'—এই বাক্য হইতে শাব্দবোধ হয় যে "ঘটকর্মকানয়নং কার্যম্"। এখানে ঘটকর্মকানয়ন বিশেষ্য আর কার্যটি অভেদ সম্বন্ধে প্রকার বা বিশেষণ এতন্মতে পদের শক্তি কার্যান্বিত অর্থে বলিয়া কার্যতাজ্ঞানের প্রতি লিঙ, লোট্ প্রভৃতিতে পদের শক্তি থাকায় লিঙ লোট্ প্রভৃতি পদের অভাবে 'সিদ্ধার্থ' বোধক পদসমূহ হইতে শাব্দ বোধ হয় না। এইজন্য দেবদত্তোঽস্তি, ভূতলে ঘটঃ ইত্যাদি বাক্য হইতে শাব্দ বোধ স্বীকার করা হয় না। "পুত্রস্তে জাতঃ" ইত্যাদি স্থলেও "তং পশ্য" ইত্যাদি পদের অধ্যাহার করিয়া শাব্দবোধ হয়। লিঙ, লোট্, তব্য, অনীয় প্রভৃতিতে শক্তি থাকায় শাব্দবোধ হইয়া থাকে। লিঙ্, লোট্ প্রভৃতি পদের কার্যতাজ্ঞান উৎপাদনে সামর্থ্য আছে।

অবশ্য একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে লিঙ্, লোট্ প্রভৃতির যদি কার্যত্বেই শক্তি থাকে, তাহা হইলে পূর্বে যে সকল বলা হইয়াছে অভেদ সম্বন্ধে কার্যপ্রকার

ঘটত্বাদি জাতি স্মরণ দ্বারা ঘটাদেঃ কার্যান্বয়ানুভবজনকানি। তথাহি সর্বত্র ব্যবহারেণৈব শক্তিগ্রহঃ। প্রযোজ্যবৃদ্ধস্য প্রযোজকবাক্যশ্রবণানন্তরং গোকর্মকানয়নচেষ্টয়া তাদৃশ কৃতীচ্ছানু-মানদ্বারা স্বপ্রবৃত্তৌ কার্যতাজ্ঞানস্য হেতুত্বদর্শনাৎ কার্যতাজ্ঞানমনুমায় পদানাং কার্যতাজ্ঞান-হেতুত্বমবধার্য তস্যাসতি বৃত্ত্যন্তরে তদর্থশক্তিং বিনানুপপন্নতয়া কার্যান্বয়ে আনুভাবিকাং শক্তিমবধারয়তি। ভাট্টচিন্তামণি। পৃ ৬২

জ্ঞানের প্রতি পদের কারণতা, তাহা অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। বরং বলা উচিত যে আনয়নাদি ধর্মিক কার্যত্ব প্রকার বোধের প্রতি পদের কারণতা। ইহাতে লাঘবও হয়। কারণ লিঙাদির শক্তি কার্যত্বে থাকায়, সেই কার্যত্ব সমস্ত ক্রিয়াতে প্রকার রূপে অন্বিত হয়। কিন্তু কার্যে শক্তি স্বীকার করিলে কার্য অনন্ত বলিয়া অনন্ত কার্যে পদের শক্তি কল্পনায় গৌরব দোষ হয় এবং ব্যভিচার হয়।

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাভাকরেরা বলেন—ইহা যুক্তিযুক্ত বটে। কার্যতা প্রকারে আনয়নাদি ধর্মিক শাব্দবোধ হয়। সেইজন্য লিঙাদিপদের কার্যত্বে শক্তি কিন্তু অন্যান্য পদের কার্যান্বিত অর্থে শক্তি স্বীকার করা হয় বলিয়া অভেদ সম্বন্ধে কার্যপ্রকারক বোধের প্রতি পদের কারণতা—ইহা বলা হইয়াছে। বৈদিক লিঙ্ প্রভৃতি হইতে কার্যত্ব রূপে অপূর্ব বিষয়ক শাব্দবোধ স্বীকার করা হয়। কিন্তু এই অপূর্ব পূর্বে উপস্থিত থাকে না বলিয়া সেই অপূর্বে শক্তিজ্ঞান কী রূপে সম্ভব হয়?

আবার প্রাভাকরগণের মধ্যে অনেকে সামান্যলক্ষণা স্বীকার করেন না। সেইজন্য কার্যত্ব রূপে অপূর্বের জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব অপূর্বে কীরূপে শক্তিজ্ঞান হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন, নৈয়ায়িক মতে 'গো'পদের শক্তি কোনও এক গরুতে হইলেও সেই শক্তি জ্ঞানের বিষয়ীভূত গো পদ হইতে যেমন যোগ্যতাবশতঃ পূর্বে অনুভূত গো বিষয়ক শাব্দবোধ হয়, সেইরূপ আমাদের মতেও লিঙাদি পদের কার্যত্বরূপে ঘটাদিতে শক্তিজ্ঞান হইবে। 'যজেত' ইত্যাদি স্থলে যাগজন্য কার্য, এইরূপ যে বোধ হয়, সেখানে ঘটাদিকার্যে যাগ-জন্যত্বটি বাধিত বলিয়া জ্ঞাত শক্তিক লিঙাদি পদ হইতে অপূর্ব বিষয়ক শাব্দবোধ হয়। এই অপূর্বই বৈদিক স্থলে যাগাদিক্রিয়ায় কার্য। এইজন্য অভেদ সম্বন্ধে কার্য প্রকারক বোধের প্রতি লিঙাদিজ্ঞানে কারণত্বও তাঁহারা কল্পনা করেন।

তাহা হইতে প্রাভাকর মতে ইহাই সিদ্ধ হইল যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে কার্যত্বান্বিত বিষয়ক শাব্দত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি শব্দত্বরূপে পদই কারণ। উক্ত পদত্বাবচ্ছেদে উক্ত পদের কারণতা স্বীকার করিলে গৌরব হয় বলিয়া লাঘববশতঃ পদত্বাবচ্ছেদে পদের কারণতা কল্পনা করা হয়।

কার্যতা বোধক পদ হইতেছে লিঙ্, লোট্, তব্য, অনীয়, ণ্যৎ, যৎ, ক্যপ্ ইত্যাদি। এই গুলিকে আবার বিধি প্রত্যয়ও বলা হইয়া থাকে। এই বিধি প্রত্যয়যুক্ত পদ যে বাক্যে থাকে, তাহাকে বিধি বাক্য বলে। এই বিধি বাক্য দুই প্রকার,—(১) লৌকিক এবং (২) বৈদিক। লৌকিক বাক্য যথা

"গামানয়" "জলং দদ্যাৎ" ইত্যাদি। বৈদিক যথা "যজেত স্বর্গকামঃ" "জুহুয়াৎ," "দদ্যাৎ" ইত্যাদি। প্রাভাকর মতে ক্রিয়াজ্ঞান ব্যতিরেকে পদের শক্তিজ্ঞান হয় না বলিয়া সর্বত্র বাক্যে কার্যতা বোধক পদ আবশ্যক। অন্যথা কেবল সিদ্ধার্থ-বোধক পদ হইতে অর্থজ্ঞান সম্ভব নহে—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এইজন্য "অস্তি দেবদত্তঃ" ইত্যাদি বাক্যে "তং পশ্য" ইত্যাদি কার্যতাবোধক পদের বা অর্থের অধ্যাহার করিয়া বাক্যার্থ বোধ হয়। ইহাই প্রাভাকরের মত। সুতরাং সমস্ত বাক্যেই কোনও না কোনও কার্যতা বোধক পদ থাকে। আর মানুষের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি যে বাক্য হইতে হয়, তাহাকে শাস্ত্র বলে। যাহা হইতে লোকের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না, তাহা শাস্ত্রই নহে।

মানুষের এই প্রবৃত্তির কারণ কি? নৈয়ায়িকগণ বলেন, ইষ্ট সাধনত্ব জ্ঞান, কৃতি সাধ্যত্বজ্ঞান ও বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। কেবল ইষ্টসাধনত্বজ্ঞান হইতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সমুদ্র লঙ্ঘনে ইষ্টসাধনত্ব-জ্ঞান থাকিলেও লোকের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ সমুদ্রলঙ্ঘনাদি বিষয়ে লোকের কৃতিসাধ্যত্ব জ্ঞান নাই। এইজন্য কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞানকেও প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিতে হইবে। আবার মধুবিষযুক্ত অন্নে কৃতিসাধ্যত্ব, ইষ্ট সাধনত্ব জ্ঞান থাকিলেও লোকের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ মধুবিষযুক্ত অন্ন মৃত্যুরূপ বলবদ্ অনিষ্টের জনক। এই জ্ঞান লোকের থাকে। এইজন্য বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব অর্থাৎ বলবদনিষ্টাজনকত্বের জ্ঞানও প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বলিতে হইবে।

নৈয়ায়িকদের এই বক্তব্যের উত্তরে প্রাভাকরগণ বলেন, প্রবৃত্তির প্রতি এইরূপ ইষ্ট সাধনত্ব, কৃতিসাধ্যত্ব ও বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব জ্ঞানকে কারণ স্বীকার করিলে তিনটি কার্য কারণ ভাব অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্রতি ইষ্ট সাধনত্ব জ্ঞান কারণ, প্রবৃত্তির প্রতি কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান কারণ এবং প্রবৃত্তির প্রতি বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব জ্ঞান কারণ হওয়ায় তিনটি কার্যকারণ ভাব রূপ গৌরব দোষ হয়। অতএব 'স্ববিশেষণবত্তা প্রতিসন্ধান জন্য কার্যতাজ্ঞানই' চিকীর্ষার দ্বারা প্রবৃত্তির প্রতি কারণ।[১] এখানে স্ব বলিতে নিযোজ্য অর্থাৎ অধিকারী বুঝিতে হইবে। সেই অধিকারীর বিশেষণ হইতেছে কাম্য কর্মে ফলকামনা, নিত্যকর্মে শুচি, তৎকালজীবিত্ব ইত্যাদি। কাম্যকর্মে ফল কামনা অধিকারীর বিশেষণ হওয়ায়

১ স্ববিশেষণবত্তা প্রতিসন্ধানজন্যকার্যতাজ্ঞানস্যৈব চিকীর্ষাদ্বারা প্রবৃত্তিহেতুত্বং, নেষ্টসাধনত্ববলবদনিষ্টানুবন্ধিত্বজ্ঞানয়োরপি। অন্যথা হেতুমদ্ভাবত্রয়কল্পনা গৌরবাৎ। ভাট্টচিন্তামণি। পৃ ৬৩

ঐ কাম্য কর্মটি যে ফলের সাধন, তাহা সিদ্ধ হয়। এইরূপ নিত্যকর্মে শুচি তৎকালজীবিত্বাদি অধিকারীর বিশেষণ হওয়ায় ঐ নিত্যাদি কর্ম যে বলবদ্ অনিষ্টের জনক নয়, তাহা বুঝা যায়। সুতরাং স্ববিশেষণবত্তা এই অংশদ্বারা ইষ্টসাধনত্ব ও বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব পাওয়া যায়। এই বিশেষণবত্তার প্রতিসন্ধান অর্থাৎ জ্ঞান ফলতঃ পাওয়া গেল। সেই ইষ্টসাধনত্ব জ্ঞান ও বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব জ্ঞান জন্য কার্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। যদিও ইষ্টসাধনত্বজ্ঞানজন্য কার্যতাজ্ঞান বা বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বজ্ঞানজন্য কার্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ, তথাপি ঐ কার্যতাজ্ঞান স্ববিশেষণবত্তাপ্রতিসন্ধানজন্যত্বরূপে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হওয়ায় একবিধ কার্যকারণভাবই সিদ্ধ হয়। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান জন্য কার্যতা জ্ঞানত্বরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ নয়। সুতরাং অননুগম বা গৌরবদোষ হয় না। তাহা হইলে ইষ্টসাধনত্ব, বলবদনিষ্টাজনকত্ব ও শুচি তৎকালজীবিত্বজ্ঞানজন্য কার্যতাজ্ঞানই কার্যতাজ্ঞানত্বরূপে প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। আর কার্যত্বেই বিধির অর্থ। এইজন্য লৌকিক প্রয়োগে "তৃপ্তি-কামঃ পচেৎ" ইত্যাদি বিধিস্থলে তৃপ্তিকামীর পাককার্য—এই বাক্যার্থবোধ হয়। আর বৈদিক স্থলে "স্বর্গকামঃ যজেত", "শুচিঃ সন্ধ্যামুপাসীত" ইত্যাদি স্থলে স্বর্গকামীর যাগকার্য, শুচি তৎকালজীবির সন্ধ্যোপাসনাকার্য—এইরূপ বাক্যার্থ বোধ হইয়া থাকে। অবশ্য বৈদিক স্থলে যাগাদিকার্য অপূর্ব—ইহাই বুঝিতে হইবে। কারণ স্বর্গাদি সাক্ষাৎ যাগকার্য হয় না। কিন্তু যাগজন্য অপূর্ব কার্য। "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদি নিষেধ স্থলেও বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ কার্য। 'নঞ্' এর অর্থ বিধিপ্রত্যয়ের প্রবৃত্তির অর্থে অন্বিত হয়। এইজন্য নিষেধ স্থলে "কলঞ্জভক্ষণাভাবজন্যং কার্যম্"—এইরূপ বাক্যার্থ বোধ হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে এই যে, অভাব হইতে কী রূপে ভাবরূপ কার্য সিদ্ধ হয়? ইহার উত্তরে তাঁহারা (প্রাভাকরগণ) বলেন, ন্যায় বৈশেষিক মতে যেমন ঘটাদি কার্য তত্তৎ প্রাগভাবজন্য স্বীকার করা হয়, সেইরূপ আমাদের মতেও অভাব জন্য একটি কার্য বা অপূর্ব উৎপন্ন হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে প্রাভাকর মতে অভাবকে ভাব হইতে পৃথক পদার্থ স্বীকার করা হয় না। অভাব অধিকরণস্বরূপ। সুতরাং কলঞ্জভক্ষণাভাবের অধিকরণ তাদৃশ প্রযত্নবান্ পুরুষ। পুরুষ ভাব পদার্থ বলিয়া তাহা হইতে কার্য অর্থাৎ অপূর্বের উৎপত্তি হইতে কোনও বাধা নাই। আর বিশেষতঃ বেদবিধি স্থলে বেদের প্রামাণ্য-বশতঃ অভাব হইতেও কার্য হইতে পারে। অন্যথা বেদ বাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়া যায়। যেহেতু কার্যতাই সমস্ত বাক্যের অর্থের মূল। সুতরাং কার্য

অর্থে সমস্ত অর্থের পর্যবসান হওয়ায় কার্যতান্বিত অর্থেই পদের শক্তি—ইহা গুরু মত রূপে সিদ্ধ হইল।

কেহ কেহ বলেন প্রাভাকর মতে যে বাক্য হইতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, সেই বাক্য হইতে নিম্নলিখিত রূপে অর্থবোধ হইয়া লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যথা "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি স্থলে অধিকারী স্বর্গকামীর যাগ বিষয়ক স্বর্গের সাধন স্থায়ী কার্যটি আমাতে বা আমার আছে। এইরূপ প্রথমে জ্ঞান হয়। তারপর দ্বিতীয়বার জ্ঞান হয় নিয়োজ্য স্বর্গকামীর যাগ কার্য। তাহার পর তৃতীয়বার জ্ঞান হয় নিয়োজ্য স্বর্গকামী ব্যক্তি, নিজের কর্তৃক নিয়োজ্য স্বর্গসাধনরূপে জ্ঞানের বিষয় কার্যটি যাগের অনুকূল বৃত্তিমান্ অথবা যাগানুকূল ব্যাপারবান্। তাহার পর চতুর্থ জ্ঞান হয় এই যে স্বর্গকামী ব্যক্তি যাগজন্য ফলভাগী। কারণ এইরূপ চতুর্থ জ্ঞান না হইলে অনধিকারীও যাগের কর্তা হইয়া পড়ে। শেষে পঞ্চম জ্ঞান হয় এই যে যাগ আমার কৃতিসাধ্য। আমি কর্তা ও অধিকারী। এইরূপ জ্ঞানের পর লোকের যাগাদিতে প্রবৃত্তি হয়।[১] মীমাংসার একদেশী ও বেদান্তের একদেশীগণের মতানুসারে ইতরান্বিতাভিধানবাদ এবং প্রাভাকর মতানুসারে কার্যান্বিতাভিধানবাদে শাব্দবোধের প্রক্রিয়া দেখান হইয়াছে।

তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া নৈয়ায়িকগণ অন্বিত প্রতিপত্তি বা সংসর্গমর্যাদায় ভান স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন প্রথমে ক্রিয়া দেখিয়া পদের শক্তি জ্ঞান হইলেও পরে ব্যভিচারবশতঃ কার্যান্বিতে পদের শক্তি স্বীকার করা হয় না। এইরূপ ইতরান্বিতে শক্তি স্বীকার করিলে গৌরব হয় বলিয়া লাঘববশতঃ কেবল ঘটাদি অর্থে পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত।[২] যদি

---

১ প্রবৃত্তিজনকশাব্দবোধক্রমস্তু নিয়োজ্যস্বর্গকামীয়ং যাগবিষয়কং স্বর্গসাধনং স্থায়িকার্যং মমেতি প্রথমো বোধঃ। স্বর্গকামে নিয়োজ্যত্বং সংসর্গতয়া প্রকারতয়া বা ভাসতে। নিয়োজ্য স্বর্গকামীয়ো যাগ কার্য ইতি দ্বিতীয়ঃ। অন্যথা অতীন্দ্রিয়স্যাফলস্য স্বতন্ত্রকৃত্যসাধ্যতয়া যাগকৃতিসাধ্যস্য যাগে কার্যত্বান্বয়বোধং বিনানুপপত্তেঃ। নিয়োজ্যস্বর্গকামঃ স্বনিয়োজ্যকস্বর্গসাধনত্বেন জ্ঞায়মানকার্যো যাগানুকূলকৃতিমানিতি ব্যাপারবানিতি বা তৃতীয়ঃ। অন্যথা পূর্বপ্রতীতকৃতেরাশ্রয়ান্বয়ং বিনানুপপত্তেঃ। আখ্যাতবাচ্য—ব্যাপার সামান্যস্য কর্তৃসাকাঙ্ক্ষত্বাৎ প্রথমান্তপদোপস্থাপ্যেঽন্বয়বোধনিয়মাচ্চ তদন্বয়ং বিনানুপপত্তের্বা স্বর্গকামো যাগজন্যফলভাগিতি চতুর্থো বোধঃ। অন্যথানধিকারিণঃ কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ। মৎ কৃতিসাধ্যো যাগঃ অহঞ্চ কর্তা অধিকারী চেতি পঞ্চমঃ ইতি কেচিৎ। ভাট্টচিন্তামণি। পৃ ৬৭

২ তন্ন। প্রথমতঃ কার্যান্বিত ঘটাদৌ শক্ত্যবধারণেঽপি লাঘবে ন পশ্চাৎ তস্য

বলা হয় ব্যভিচার কোথায় হয়, তাহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন "চৈত্র পুত্রস্তে জাতঃ কন্যা তে গর্ভিণী জাতা" ইত্যাদি বাক্য হইতে শ্রোতার মুখের প্রসন্নতা অথবা মুখের মালিন্য দেখিয়া তৃতীয় ব্যক্তি শ্রোতার সুখদুঃখের অনুমান করিয়া তাহার কারণরূপে শাব্দবোধ অনুমান করে। এবং তাহার কারণ রূপে উক্ত "চৈত্র পুত্রস্তে—"ইত্যাদি শব্দকে শাব্দবোধের কারণরূপে নির্ধারণ করে। ঐ স্থলে কোনও কার্যতাবোধক পদ নাই। অথচ শাব্দবোধ হইয়াছে। সুতরাং ব্যভিচার হইল। প্রাভাকরেরা হয়তো বলিতে পারেন যে, "চৈত্র পুত্রস্তে জাতঃ—"ইত্যাদি স্থলে "তং পশ্য" ইত্যাদি পদের অধ্যাহার করিয়া শাব্দবোধ হয়; তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। আর তাহা স্বীকার করিলেও "চৈত্র পুত্রস্তে জাতো মৃতশ্চ" এই বাক্য হইতে যেখানে শাব্দবোধ হয়, সেই স্থলে "তং পশ্য" ইত্যাদি শব্দান্তরের অধ্যাহার করাও সম্ভবপর নহে। কারণ যে মরিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর দেখিবে কি? অতএব ঐ স্থলে কার্যতাবোধক পদের অভাবে শাব্দবোধ হওয়ায় পদের কার্যান্বিত অর্থবিষয়ক বোধজনকতা আছে—এই নিয়মের ব্যভিচার হইয়া যায়। আরও বলেন, বৃদ্ধের ব্যবহার হইতে পদপদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান হয়। সুতরাং বাক্যের দ্বারাই ব্যবহার হয়, পদের দ্বারা ব্যবহার হয় না। এই বিষয়ে ইতরান্বিতাভিধানবাদীর সহিত তাঁহাদের কোনও বিরোধ নাই। কিন্তু পদের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে বক্তব্য এই যে পদ কি সম্মিলিত কোনও একটি কার্যকে বুঝায় অথবা পদের অর্থকে বুঝায়? প্রথমপক্ষে অর্থাৎ পদ যদি কোনও সম্মিলিত কার্যকে বুঝায়, তাহা হইলে প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বাক্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক হওয়ায় প্রত্যেক বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শক্তি জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকিবে। ইহা অত্যন্ত গৌরব দোষযুক্ত এবং তাহাতে বহু প্রমাদও থাকা সম্ভব।[১]

আর যদি পদ পদার্থকে বুঝায়, তাহা হইলে "এই পদের এই অর্থ, ঐ

পরিত্যাগৌচিত্যাৎ…ইত্থঞ্চ লাঘবাদন্বিতঘটেঽপি শক্তিং ত্যক্ত্বা ঘটপদস্য ঘটমাত্রে শক্তিমবধারয়তি। মুক্তাবলী। শব্দখণ্ড।

১ যদুক্তং বৃদ্ধব্যবহারাদ্ ব্যুৎপত্তিরিতি তৎ সত্যম্। বাক্যেন ব্যবহার ইত্যেতদপি সত্যম্। শিবিকোদ্যচ্ছন্নরবৎ সর্বাণি পদানি কার্যে সংহত্য ব্যাপ্রিয়ন্তে ইত্যেতদপি সত্যমেব। ব্যুৎপত্তিঃ চিন্ত্যতাম্। কিমেকঘনাকার সংঘাত কার্যনিষ্ঠৈব কিংবা পদার্থপর্যন্তেতি। পূর্বস্মিন্ পক্ষে প্রতিবাক্যং ব্যুৎপত্তিরপরিহার্যা। সা চ বহুপ্রমাদেত্যুক্তম্। ন্যায়মঞ্জরী। পৃ ৩৬৯

পদের ঐ অর্থ," এইরূপ নিশ্চিতভাবে জানা আবশ্যক হয়। অন্যথা পদের অর্থ বিষয়ে যদি কোনও নিয়ম না থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তি "গরু লইয়া আইস" ইহা বুঝাইতে চায়, সেই ব্যক্তি 'অশ্বমানয়' এইরূপ অশ্ব পদেরও প্রয়োগ করিতে পারে।

বৈয়াকরণগণ কিন্তু বলেন, পদের অর্থের জ্ঞান না থাকিলেও বাক্যার্থজ্ঞান হয়। অন্বিতাভিধানবাদী তাহা স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহার মতে ঐরূপ গোপদের অর্থকে আকাঙ্ক্ষা না করিয়া "গরু লইয়া আইস" এইরূপ অর্থবোধ হইতে পারে না। সুতরাং অবাপ ও উদ্বাপবশতঃ গোপদাদির যাহা অর্থ, তাহা গোপদবিশিষ্ট অন্যান্য পদযুক্ত বাক্যেও সেই অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ গোপদের অর্থ যদি গোত্ব হয়, তাহা হইলে "গামানয়" এই বাক্যেও গোত্বই গোপদের অর্থ হইবে।

কর্মত্বান্বিত গোত্ব গোপদের অর্থ হইতে পারে না। যদি বলা যায়, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, যোগ্যতাযুক্ত ও সন্নিহিত অর্থের সহিত ইতরান্বিত পদার্থই পদের অর্থ হইবে—যা যুক্তির সহিত পূর্বে বলা হইয়াছে—তবে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, না, উহা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। কারণ কোনও পদ সর্বদা সম্মিলিত অর্থের বোধক হয়—ইহা ভ্রান্তিমাত্র। পদের যেই অর্থে অভিধাত্রী শক্তি থাকে, পদ সেই অর্থই বুঝায়। যদি পদ পরস্পর-আকাঙ্ক্ষিত, যোগ্যতাযুক্ত ও সন্নিহিত অর্থে অভিধাত্রী শক্তিমান হইত, তাহা হইলে সর্বদা সেই পদ অন্য পদের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ বুঝাইত। তাহার একটি বাদ গেলে আর উহা অর্থ বুঝাইতে পারিত না। আর তাহাতে অন্যান্য পদের সম্মিলন ব্যতিরেকে কোনও পদেরই নিজের কার্যবিষয়ে সামর্থ্যের অবধারণ হইত না। এবং তাহাতে আর একটি দোষ হইত এই যে সকল সময় পদের তাৎপর্য শক্তি কার্যকরী হইত। অভিধাত্রী শক্তি ব্যর্থ হইয়া যাইত। অভিধাত্রী শক্তিকে বাদ দিয়া অন্বিতাভিধান যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ পদের সর্বত্র অভিধাত্রী শক্তি সমান ভাবে বিদ্যমান থাকে।

আরও কথা এই যে, অন্বিতাভিধানমতে কোন পদের কী রূপ অর্থ, তাহা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। আর পদান্তরের উচ্চারণ যে ব্যর্থ হইয়া যায়, সেই দোষ অন্যান্য পূর্বপক্ষী অন্বিতাভিধানমতে দিয়া থাকেন। ঐ দোষও আলোচ্য স্থলে অন্বিতাভিধানবাদীর উপর সমান ভাবেই আরোপিত হয়। গোশব্দ যে অর্থের সহিত অন্বিত নিজ অর্থকে বুঝায়, সেই অর্থের অভিধান না হইলে, তদন্বিত গোঅর্থের জ্ঞান হইতে পারে না। তাহার ফলে যাহার সহিত গোপদের অর্থের সংসর্গ, সেই সংসর্গেরও জ্ঞান হইতে পারে না। আর সংসর্গের জ্ঞান না

হইলে, সংসৃষ্ট অর্থের জ্ঞান হয়—ইহা একেবারেই অযৌক্তিক। আর যদি স্বীকার করা হয় যে, সে অর্থের সহিত অন্বিত গোপদের অর্থ গোপদ বুঝায়, সেই ইতর-পদের অর্থও গোপদ হইতে জানা যায়, তাহা হইলে গোপদ সেই ইতরার্থের ন্যায় সমস্ত অর্থের অভিধানে সমর্থ হইতে পারে বলিয়া এক গোপদই সর্বার্থসাধক হইয়া যাইবে। সুতরাং সমস্ত অর্থে পদের অভিধাত্রী শক্তি সম্ভব নহে বলিয়া অন্বিতাভিধানবাদ অসঙ্গত।

শঙ্কা হইতে পারে যে, পদ যদি ইতরান্বিত অর্থকে না বুঝায়, তাহা হইলে কি পদ হইতে পরস্পর অসংসৃষ্টরূপে পদার্থের বোধ হয়? যদি বলা যায়, হ্যাঁ, এইরূপ হয়, তাহা হইলে বক্তব্য হইবে যে, ঐ রূপ যদি হইত, তাহা হইলে এক একটি স্বতন্ত্র পদের দ্বারাই লোকে ব্যবহার করিত। কিন্তু ঐ রূপ এক একটি পদের দ্বারা বৃদ্ধেরা ব্যবহার করেন না। ঐ ভাবে ব্যুৎপত্তিও হয় না।

যদি বলা যায়, পদ প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ অর্থকে বুঝায়। পরে সেই পদার্থসকলের অন্বয় বোধ হয়, যেমন অভিহিতান্বয়বাদীরা বলিয়া থাকেন, তবে তাহার উত্তরে বক্তব্য, না, তাহাও সঙ্গত নয়। কারণ পদ হইতে প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের বোধ হইলে, পরে অন্বয়বোধ কী উপায়ে হয়, তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। আর "শব্দবুদ্ধিকর্মণাং বিরম্য ব্যপারাভাবঃ" এই ন্যায়ে শব্দ প্রথমে অনন্বিত অর্থকে বুঝাইয়া বিরত হইয়া গেলে পরে আর অন্বয় বুঝাইতে পারে না। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদ যেরূপ দোষগ্রস্ত সেইরূপ অভিহিতান্বয়বাদও দোষগ্রস্ত।

তাহা হইলে কী প্রকারে বাক্য হইতে বাক্যার্থবোধ হয়? পদের শক্তিই বা কি অন্বিত অর্থে না অনন্বিত অর্থে? যদি অন্বিত অর্থেই হয়, তাহা হইলে অন্বিতাভিধানবাদই স্বীকৃত। আর যদি অনন্বিত অর্থেই হয়, তাহা হইলে অভিহিতান্বয় মতে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু নৈয়ায়িক বলেন, যদিও পদ হইতে অন্বিত অর্থের প্রতীতি হয় না, যদিও বা পদ সকল বাক্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-ভাবে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ বুঝায় না, তথাপি বাক্য হইতে সংসর্গ অভিহিত হয়। পদে তাৎপর্য নামে আর একটি শক্তি থাকে। সেই তাৎপর্য শক্তি হইতে অন্বিত অর্থের প্রতীতি হয়। এই মতে অন্বিতাভিধানমতও স্বীকৃত নয় আবার অভিহিতান্বয়বাদও স্বীকৃত নয়। অন্বিতাভিধান নয় এইজন্য যে, পদ অভিধা-শক্তির দ্বারা অন্বিত অর্থকে বুঝায় না। কিন্তু অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বারা পদ তাহার নিষ্কৃষ্ট অর্থকে বুঝাইয়া থাকে। আবার বাক্য হইতে অন্বিত অর্থের বোধ হয়, তাহা কিন্তু তাৎপর্য শক্তি বলে হইয়া থাকে। কারণ অন্বিত অর্থ

না বুঝাইলে বাক্যের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। এইজন্য নিরাকাঙ্ক্ষ জ্ঞানোৎপাদনের জন্য তাৎপর্য শক্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর এই মত অভিহিতান্বয়বাদও নয়। কারণ পদ সকল সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ অপর পদ নিরপেক্ষ হইয়া নিজ নিজ অর্থকে বুঝায় না। অভিহিতান্বয়বাদে প্রত্যেক পদ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিজের অর্থকে বুঝায়। নৈয়ায়িকেরা তাহা স্বীকার করেন না। কারণ পদগুলি সংহত হইয়াই স্বার্থকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং ন্যায়মতকে যাঁহারা অভিহিতান্বয়বাদ বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। বস্তুতঃ এই ন্যায়মত অন্বিতাভিধানবাদ নয়, নয় অভিহিতান্বয়বাদও। কিন্তু ইহাকে অন্বিতপ্রতিপত্তি বা সংসর্গ মর্যাদায় ভান বলা যায়। "ন্যায়মঞ্জরী"কার স্পষ্টই বলিয়াছেন ঃ

অভিধাত্রী মতা শক্তিঃ পদানাং স্বার্থনিষ্ঠতা।
তেষাং তাৎপর্যশক্তিস্তু সংসর্গাবগমাবধিঃ॥
তেনান্বিতাভিধানং হি নাম্মাভিরিহ মৃশ্যতে।
অন্বিতপ্রতিপত্তিস্তু বাঢ়মভ্যুপগম্যতে॥

ন্যায়মঞ্জরী। পৃ ৩৭২

এবং

মতদ্বয়মপীদন্তু নাম্মভ্যং রোচতেতরাম্।
কুতোঽন্বিতাভিধানং বা কুতো বাভিহিতান্বয়ঃ॥

ন্যায়মঞ্জরী। পৃ ৩৭০

পরবর্তী অধ্যায়ে এই মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিহিতান্বয়বাদ

শাব্দবোধবিষয়ে—অন্বিতাভিধানবাদী, কার্যান্বিতাভিধানবাদী এবং অন্বিত-প্রতিপত্তিবাদীর প্রক্রিয়া আলোচিত হইয়াছে। এখন আমরা অবশিষ্ট অভি-হিতান্বয়বাদের আলোচনা করিব।

এই অভিহিতান্বয়বাদ ভট্টমত সিদ্ধান্ত এবং ইহা কোনও কোনও অদ্বৈত বেদান্তীরও সিদ্ধান্ত। ইহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইব। শাব্দবোধের প্রক্রিয়াই অভিহিতান্বয়,—এই শব্দের সংক্ষেপে অর্থ এইরূপ :

পদের দ্বারা অভিহিত যে পদার্থ, সেই পদার্থ সকলের অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ। এই অভিহিতান্বয়মতে শব্দের স্বরূপ কি, বর্ণ, পদ ও বাক্যের মধ্যে প্রভেদই বা কি এবং কী রূপ প্রক্রিয়ায় শব্দ হইতে শাব্দবোধ হয়, তাহা দেখাইয়া এই মতের যুক্তত্বাযুক্তত্ব সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে ব্যবস্থাপিত করা হইবে।

অভিহিতান্বয়মতে শব্দ দুই প্রকার। ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। বায়বীয় সংযোগ বা সংযোগবিশিষ্ট বায়ুকে ধ্বনি বলা হয়। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিনাশশীল। বর্ণাত্মক শব্দ কিন্তু ভট্টমতে নিত্য। বৈদান্তিক মতে ইহা অনিত্য হইলেও নৈয়ায়িকদের মতো দুইক্ষণ স্থায়ী নয়; কিন্তু কল্পের প্রথমে উৎপন্ন হইয়া কল্পান্তকাল পর্যন্ত থাকে। বেদান্তপরিভাষার আগম প্রকারণও এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য।[১]

মীমাংসক মতে বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য, বিভু এবং নৈয়ায়িক বৈশেষিকদের মতানুসারে গুণ নয় কিন্তু দ্রব্য। একার্থবোধকতারূপ উপাধিঅবলম্বনে বর্ণ-সমুদায়কে পদ বলা হয়। অর্থাৎ যতগুলি বর্ণ যেই ক্রমে যাদৃশ অর্থের বোধক

---

১ অস্মাকন্তু মতে বেদো ন নিত্য উৎপত্তিমত্ত্বাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বঞ্চ অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশেসিতমেতদ্ যৎ ঋগ্বেদো (বৃ. উ. ২।৪।১০) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। নাপি বেদানাং ত্রিক্ষণাবস্থায়িত্বম্ ।···তথাচ বর্ণপদবাক্যসমুদায়স্য বেদস্য বিয়দাদিবৎ সৃষ্টিকালীনোৎ-পত্তিমত্ত্বম্। প্রলয়কালীনধ্বংসপ্রতিযোগিত্বঞ্চ। বেদান্ত পরিভাষা। আগম প্রকরণ। পৃ ১৩৩ ; (সুদামাশাস্ত্রিসম্পাদিত প্রথম সংস্করণ)

হয়, সেই ক্রমবিশিষ্ট ততগুলি বর্ণের সমুদায়কে বা সমুদয় বিশিষ্ট বর্ণকে পদ বলে। যেমন ভট্টপাদ বলিয়াছেন ঃ

যাবন্তো যাদৃশা যে চ যদর্থ প্রতিপাদনে।
বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যাস্তে তথৈবাববোধকাঃ ॥

শ্লোকবার্তিক। সম্বন্ধাক্ষেপ। ১-১-৫।৬৯

(আর এইরূপ) আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিযুক্ত পদ সমুদায়কে বাক্য বলে। সূত্রকার জৈমিনিও বলিয়াছেন ঃ

"অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্বিভাগে স্যাৎ।"

(জৈ, সূ, ৩।১।৩২)

অর্থাৎ যতগুলি পদ সাকাঙ্ক্ষ হইয়া প্রয়োজন বিশিষ্ট একটি অর্থকে বুঝায়, ততগুলি পদ সমুদায়কে বাক্য বলে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, বর্ণ যখন নিত্য ও বিভু, তখন তাহার ক্রম বা সমুদায় কীরূপে হইতে পারে ? পরিচ্ছিন্ন অনিত্য বস্তুরই ক্রম সম্ভব হয়। অপরিচ্ছিন্ন নিত্য বস্তুর সমুদায় সম্ভব হইলেও সেই সমুদায়ের জ্ঞান কীরূপে সম্ভব হইতে পারে ? বর্ণের সমুদায়ই যদি পদ হয়, তবে সেই পদের জ্ঞান ব্যতিরেকে পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। আবার সেই বর্ণ সমুদায়ের জ্ঞান প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। কারণ বর্ণ বিভু, অমূর্ত বলিয়া তাহার ভ্রমশূন্য লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। বহির্বিষয়ে মনের স্বাতন্ত্র্য না থাকায় বর্ণের মানস প্রত্যক্ষও সম্ভব নয়। এইভাবে বর্ণের লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভব না হওয়ায় অলৌকিক প্রত্যক্ষেরও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বর্ণেরই যখন প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা নাই, তখন বর্ণ-সমুদায়রূপ পদেরই বা প্রত্যক্ষ হইবে কীরূপে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে বর্ণ নিত্য ও বিভু বলিয়া তাহার ক্রম সম্ভব না হইলেও বর্ণের অভিব্যঞ্জক ধ্বনির ক্রম বর্ণে আরোপিত হইয়া তাদৃশ ক্রম-বিশিষ্ট বর্ণসমুদায়ের পদত্ব সম্ভব হয়। অপরে বলেন ধ্বনির দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সংস্কার উৎপন্ন হওয়ায় সেই সংস্কৃত শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা বর্ণের প্রত্যক্ষ সম্ভবপর হয়। এইভাবে তাদৃশ বর্ণসমুদায়রূপ পদেরও প্রত্যক্ষ সম্ভব। অথবা শ্রোত্রেন্দ্রিয়দ্বারা ধ্বনির প্রত্যক্ষে অভিব্যক্ত বর্ণের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়।

আশঙ্কা হইতে পারে যে বর্ণ নিত্য হইলেও যে-ধ্বনির ক্রম বর্ণে আরোপিত হয়, সেই ক্রম অনিত্য বলিয়া তাদৃশ বর্ণপৌর্বাপৌর্যরূপ ক্রমও অনিত্য হওয়ায় তাদৃশ বর্ণসমুদায়রূপ পদও অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পদ যদি

অনিত্য হয়, তাহা হইলে "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ—"[১] ইত্যাদ্যধিকরণে শব্দ, অর্থ এবং তাহাদের সম্বন্ধকে যে নিত্য বলা হইয়াছে, তাহা অনুপপন্ন হইয়া যায়।

তাহা ছাড়া পদ অনিত্য হইলে পদ হইতে পদার্থের জ্ঞানকালে পদের অসত্তানিবন্ধন অর্থজ্ঞানের প্রতি পদের কারণতা অসিদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে বাক্যার্থজ্ঞানের পূর্বে পদের অসত্তা নিবন্ধন বাক্যার্থ জ্ঞানের প্রতি পদের কারণতাও অসিদ্ধ হইয়া যায়। শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বাক্যার্থজ্ঞানের নাম যে শাব্দবোধ, তাহাও অনুপপন্ন হইয়া যায়। কারণ শাব্দবোধের পূর্বে অন্ততঃ বাক্যের ঘটক অন্ত্যবর্ণ বিদ্যমান থাকিলেও বা অন্ত্যপদ কোনরূপে বিদ্যমান থাকিলেও অন্যান্য পদের (বর্ণ সমূহ বা বর্ণের ক্রম রূপ পদের) অনিত্যত্ব বশতঃ অসত্তানিবন্ধন শাব্দবোধের অনুপপত্তি হইয়া যাইবে।

এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে বর্ণের ক্রম অনিত্য হইলেও বর্ণের ক্রমকে কেহ পদ বলে না। কিন্তু তত্তৎ ক্রমবিশিষ্ট বর্ণকেই পদ বলা হয়। বর্ণ নিত্য হওয়ায় পদের নিত্যতাও সিদ্ধ হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত দোষের প্রসক্তি হয় না। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যদি কেহ পুনরায় আশঙ্কা করেন যে নৈয়ায়িক বৈশেষিক মতে সমবায় নিত্য হইলেও সমবায়ের বহু প্রতিযোগী ও অনুযোগী অনিত্য হওয়ায় তৎ তৎ প্রতিযোগিকত্ব ও অনুযোগিকত্ব বিশিষ্ট সমবায়ও অনিত্য বলা যায়। গোপদার্থের বিনাশ হইলে গবানুযোগিকত্ব বিশিষ্ট সমবায়ের যেমন বিনাশ স্বীকার করা হয় অথবা যেমন তৎ তৎ কর্ণশষ্কুলির বিনাশে কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন আকাশরূপ শ্রোত্রেরও বিনাশ স্বীকার করা হয় সেইরূপ তৎ তৎ ক্রমের বিনাশ হেতু বর্ণ নিত্য হইলেও তৎ তৎ ক্রমবিশিষ্ট বর্ণের অনিত্যতা সিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাদৃশ ক্রমবিশিষ্ট বর্ণরূপ পদেরও অনিত্যতার আপত্তি পূর্বের ন্যায় হয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে তৎ তৎ ক্রমোপলক্ষিত বর্ণ ই পদ। বিশেষণের অনিত্যতাবশতঃ বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যের অনিত্যতা সিদ্ধ হইলেও উপলক্ষণের অনিত্যতা হেতু উপলক্ষিতের অনিত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ যাহা ব্যাবর্তক হইয়া বিশেষ্যেতে বর্তমান, তাহাকে বিশেষণ বলে। আর যাহা অবর্তমান হইয়া ব্যাবর্তক হয়, তাহাকে উপলক্ষণ বলে। উপলক্ষণের ধর্ম উপলক্ষিতে সম্বদ্ধ হয় না। সুতরাং ক্রমরূপ উপলক্ষণের অনিত্যতা বর্ণরূপ

---

১ জৈমিনি সূত্র ১।১।৫

উপলক্ষিতে আরোপিত না হওয়ায় ক্রমোপলক্ষিত বর্ণরূপ পদের অনিত্যতার আপত্তি হইতে পারে না। এইভাবে পদ বর্ণাত্মক— ইহা অভিহিতান্বয়বাদীর মতে দেখান হইল।

স্ফোটবাদী বৈয়াকরণ কিন্তু পদকে বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটাত্মক শব্দ বলিয়া প্রতিপাদন করেন। মীমাংসাদর্শনের শাবরভাষ্যে "অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দঃ" ইত্যাদি রূপে শব্দের স্বরূপ নির্ধারণ করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন "গকারৌকারবিসর্জনীয়া ইতি ভগবানুপবর্ষঃ" (শাবরভাষ্য। পৃষ্ঠা ১৩, পঙ্‌ক্তি ৭)। উপবর্ষের কথা বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্করও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পূর্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা, এই উভয় মতে বর্ণকেই শব্দ বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার শ্লোকবার্ত্তিকে এই স্ফোটবাদ বিস্তৃতভাবে খণ্ডন করিয়া বর্ণাত্মক শব্দবাদ স্থাপন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে বক্তব্য এই যে প্রত্যক্ষতঃ সকল লোকে বর্ণকেই শব্দ বলিয়া বুঝেন। এই সর্বজনসিদ্ধ প্রত্যক্ষকে অপলাপ করিয়া বর্ণাতিরিক্ত শব্দের ব্যবস্থা করা সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, প্রাভাকর প্রভৃতি সকলেই স্ফোটবাদ খণ্ডন পূর্বক বর্ণকে শব্দ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বর্ণাতিরিক্ত স্ফোটবিষয়ে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য যে নাই, তাহাও দেখানো হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে মীমাংসকের মতে বর্ণকে শব্দ বলিলেও বর্ণের অভিব্যঞ্জকরূপে ধ্বনি অবশ্য স্বীকার্য। সেই ধ্বনির স্থলে স্ফোটবাদীরা বর্ণকে বসাইয়া বর্ণের স্ফোটাভিব্যঞ্জকত্ব স্বীকার করতে পারেন। ইহাতে কোনও দোষের আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এই প্রশ্নে বক্তব্য এই যে স্ফোটকে শব্দ বলিয়া স্বীকার করিলে অতিরিক্ত সংস্কার স্বীকার করিতে হয়। যেমন স্ফোটের অভিব্যঞ্জক বর্ণের বিনাশ হইয়া যাওয়ায় স্ফোটেরও অনুভব বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য স্ফোটের স্মৃতির জন্য স্ফোটানুভবজনিত একটি সংস্কার কল্পনা করিতে হইবে। অথবা স্ফোটের স্মৃতির জন্য সেই স্ফোটাভিব্যক্তির সামর্থ্যরূপে একটি অদৃষ্ট কল্পনা করিতে হইবে। আর স্ফোট হইতে অর্থজ্ঞানের জন্য অন্য আর একটি সংস্কার কল্পনা করিতে হইবে। অন্যথা স্ফোটের স্মৃতি হইলেও তাহার অর্থজ্ঞানজনক সামর্থ্যাভাবে তাহা হইতে জ্ঞান হইবে না। এইজন্য অর্থজ্ঞানের সামর্থ্যরূপ একটি সংস্কার অবশ্য স্বীকার্য।[১]

১ ত্বয়াপি হি শব্দতত্ত্বং কল্পয়িত্বা পুনঃ সংস্কারকল্পনা অবশ্যং কর্তব্যা। …সত্ত্বয়া হি তে

তাহা হইলে দেখা গেল যে স্ফোটবাদীর মতে অর্থজ্ঞানের সামর্থ্যরূপে একটি সংস্কার আর স্ফোটের অভিব্যঞ্জকরূপে আর একটি সংস্কার স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদী মতে অর্থজ্ঞানের সামর্থ্যরূপেই একটি সংস্কার স্বীকার করা হয়। বর্ণের অভিব্যঞ্জকরূপে সংস্কার অস্বীকার করিয়া তৎস্থলে ধ্বনিকে অভিব্যঞ্জক স্বীকার করা হয়। এইভাবে কল্পনার লাঘববশতই স্ফোট কল্পনার প্রয়োজন থাকিতে পারে না।

যদি বলা যায় অভিহিতান্বয়বাদিরা স্ফোটের অভিব্যঞ্জকস্থানীয় সংস্কারের দ্বারা অর্থজ্ঞান স্বীকার করিয়া যেমন স্ফোটের খণ্ডন করেন, সেইরূপ বর্ণের অভিব্যঞ্জক ধ্বনির দ্বারাই শব্দের অর্থজ্ঞান হইয়া যাওয়ায়, বর্ণাত্মক শব্দস্বীকারের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে স্ফোটের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু শব্দার্থজ্ঞানরূপ কার্য দেখিয়া স্ফোটের অনুমান অথবা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা স্ফোটের কল্পনা করিতে হয়। সেই অর্থাপত্তি এইরূপ শব্দার্থজ্ঞানরূপ কার্য, তাহার পূর্ববর্তী শব্দরূপ কারণ ব্যতিরেকে অনুপপন্ন। এই অনুপপত্তিবশতঃ নিত্যশব্দ কল্পনা করা হয়। এইভাবে স্ফোটের সাধন করিয়া তাহার অভিব্যঞ্জকরূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বর্ণ স্বীকার করা হয়। কিন্তু সেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ বর্ণকে পরিত্যাগ করিবার উপদেশ স্ফোটবাদীর মূর্খতার কার্য ছাড়া আর কি হইতে পারে? প্রত্যক্ষ বর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া ধ্বনির দ্বারা অর্থজ্ঞান সম্ভপর নয়। কারণ ধ্বনি বায়বীয় সংযোগ বা সংযোগবিশিষ্ট বায়ু। উহা অপ্রত্যক্ষ। সুতরাং বর্ণ পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নয়। ভট্টপাদও এই কথা বলিয়াছেন:

> ধ্বনিভ্যোঽপ্যপরস্তাবন্নেষ্যোতার্থমতিং প্রতি।
> তে বা যদ্যুপলভ্যেরন্ বর্ণাঃ প্রত্যক্ষতো ন চ।
> বর্ণানাং যৌগপদ্যেন যদি চাবশ্যমর্থিতা।
> নিত্যত্বাৎ সর্বদা তৎ স্যান্ন তু কারণতা তথা॥

শ্লোকবার্ত্তিক। স্ফোটবাদ। পৃঃ ১০৬-১০৭

অর্থাৎ বর্ণ নিত্য হইলেও স্বরূপতঃ বর্ণ হইতে অর্থজ্ঞান হয় না। বর্ণের জ্ঞান ব্যতিরেকে অর্থজ্ঞান সম্ভব নয়। যাহা হউক, প্রসঙ্গক্রমে আমরা বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্ব দেখাইলাম। এখন প্রকৃত বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

পদসমূহরূপ বাক্য হইতে যে বাক্যার্থজ্ঞান বা শাব্দবোধ হয়, তাহা পদের

শ্রোত্রসংস্কারং কুর্বন্তঃ শব্দং ব্যঞ্জয়ন্তি। ন চ যুগপৎ সন্ত্যান্তি ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ। অতঃ সংস্কারং দ্বারমেব সাহিত্যম্ ইতি অবর্জনীয়ং সংস্কারান্তরকল্পনম্। শাস্ত্রদীপিকা। স্ফোটবাদ। পৃ ৯৫-৯৬

স্ব স্ব অর্থে শক্তি অথবা অন্বিত অর্থে শক্তিজ্ঞান হইতে হয়—তাহাই এখন বিচার্য। পদের যদি অন্বিত অর্থে শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, পদ, যে অর্থটি নিজের দ্বারা অভিহিত নয়, সেইরূপ অর্থের দ্বারা অন্বিত নিজের অর্থকে বুঝায় অথবা নিজের দ্বারা অভিহিত অর্থান্তরের সহিত স্বার্থকে বুঝায়? যদি পদ নিজের দ্বারা অনভিহিত অর্থান্তরের সহিত অন্বিত নিজ অর্থকে বুঝাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে একটি পদ হইতে বিবক্ষিত সমস্ত অর্থের জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া অন্যান্য পদ ব্যর্থ হইয়া যায়।

আর যদি বলা যায়, পদ অভিহিত অর্থের সহিত অন্বিত অর্থকে বুঝায় তাহা হইলে 'পচেৎ' এই পদ হইতে যতক্ষণ অন্বিত অর্থ বুঝান না যাইতেছে, ততক্ষণ 'উখায়াম্' এই পদের দ্বারা অধিকরণীভূত উনুনরূপ অর্থ অভিহিত হইতে পারে না। এইরূপ 'উখায়াম্' এই পদের দ্বারা যতক্ষণ অধিকরণীভূত চুল্লীরূপ অর্থ অভিহিত না হইতেছে, ততক্ষণ—'পচেৎ' এই পদের দ্বারা স্বার্থ অভিহিত হইতে পারে না। এই ভাবে পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করিয়া পদের অর্থাভিধায়কত্বের প্রসঙ্গ হওয়ায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া যায়।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী যদি বলেন, পদগুলি প্রথমে নিজ নিজ অর্থকে স্বতন্ত্রভাবে অভিহিত করিয়া পশ্চাৎ সেই অর্থান্তরান্বিত অর্থকে বুঝাইবে এবং ইহাতে আর অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গে হইবে না, তবে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এইভাবে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গ বারণ করিলেও পদের দুইবার অভিধান স্বীকার করিতে হয়। অথচ এই দুইবার অভিধান কোনও প্রমাণ-সিদ্ধ না হওয়ায় এইরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এবং এই অন্বিতা-ভিধানবাদির উপর যে দোষ দেখান হইল তাহা মহামতি বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার 'তত্ত্ববিন্দু' গ্রন্থে বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছেন (৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আরও কথা এই যে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, সন্নিহিত ও যোগ্য অর্থান্তরের সহিত অন্বিত স্বার্থকে পদ সকল অভিহিত করে। এই রকম পদ সকলই বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু। কিন্তু তাহাতে বক্তব্য এই যে—পদই যদি বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ হয়, তাহা হইলে কোনও বাক্যে কতগুলি পদ বিস্মৃত হইলে বাক্যার্থজ্ঞান না হউক? অথচ লোকে দেখা যায়—কতগুলি পদ বিস্মৃত হইলেও বাক্যার্থজ্ঞান হইয়া থাকে। আরও অন্বিতাভিধানবাদিমতে দোষ এই যে এতন্মতে প্রত্যেক পদ ভেদে বাক্যের ভেদ হইয়া যায়। ফলে কোনও স্থলে একবাক্যতা সিদ্ধ হইবে না।[১] যেমন 'গামানয়' এই বাক্যে গো

১ যেঽপি আকাঙ্ক্ষাসন্নিহিতযোগ্যার্থান্তরান্বিতস্বার্থাভিধায়ীনি পদান্যেব বাক্যার্থ-

পদ আনয়নকর্মান্বিত গরুরূপ অর্থকে বুঝায় আর আনয়পদ গোকর্মান্বিত আনয়নরূপ অর্থকে বুঝায়। এস্থলে আনয়নকর্মান্বিত গোপদার্থ এবং গোকর্মক আনয়নপদার্থ ভিন্ন হওয়ায় দুইটি বাক্য হইয়া যাইবে।. এইভাবে কোনও স্থলে এক বাক্যতা সিদ্ধ হইবে না।

যদি বলা যায় অন্বিত অর্থদ্বয়ের ভেদ থাকিলেও একটি অন্বিত অর্থ প্রধান এবং সেই প্রধানীভূত অর্থে একটি প্রয়োজন থাকায় এক বাক্যতা সিদ্ধ হইবে, যেমন 'গামানয়' এই স্থলে গোকর্মান্বিত আনয়ন অর্থ প্রধান হওয়ায় প্রয়োজনের একত্ববশতঃ একবাক্যতা সিদ্ধ ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইবে যে ইহা ঠিক কথা নয়। বাক্য যদি অনেক বিশিষ্ট অর্থকে বুঝায়, তাহা হইলে কেবলমাত্র প্রয়োজনের একত্ব নিবন্ধন একবাক্যতা সিদ্ধ হইবে, এই কথা বলা যায় না। যদি কেবল প্রয়োজনের একত্ববশতঃ একবাক্যতা সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে "হরি কর্ম অন্নং ভক্ষণম্" এইরূপ স্থলেও একই হরির অন্নভক্ষণরূপ প্রয়োজন বশতঃ একবাক্যতা সিদ্ধ হউক ? এবং 'দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত' ; "সমিধো যজতি" ইত্যাদি স্থলে একটি প্রয়োজন থাকায় এই দুইটি বাক্যের একবাক্যতা সিদ্ধ হউক ?

যদি বলা যায় উক্তস্থলে একবাক্যতা ইষ্টই, তবে তাহার উত্তরে বলা হইবে যে একবাক্যতা ইষ্ট বটে কিন্তু প্রকরণের দ্বারা একবাক্যতার অনুমান হয়। তবে প্রত্যক্ষের দ্বারা এই একবাক্যতা সিদ্ধ হয় না। যদি প্রত্যক্ষের দ্বারা "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত" এবং "সমিধো যজতি" ইত্যাদি বাক্যের একবাক্যতা সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সমিধযাগের দর্শপৌর্ণমাস যাগাঙ্গত্ব বিষয়ে বাক্যই বিনিযোজক প্রমাণ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় না কিন্তু সমিধাদিযাগের দর্শপৌর্ণমাস যাগাঙ্গত্ববিষয়ে প্রকরণই বিনিযোজক প্রমাণ। সুতরাং কেবল একপ্রয়োজনত্ব হেতুদ্বারা একবাক্যতা সিদ্ধ হয় না।

অতএব বলিতে হইবে যে পদগুলি নিজ নিজ অর্থকে বুঝাইলেও তাহাদের ব্যাপার সমাপ্ত হইয়া যায় না। কিন্তু যেখানে এক অর্থে তাহাদের পর্যবসান হয়, সেখানেই একবাক্যতা সিদ্ধ হয়। যেমন 'গামানয়' এই স্থলে 'গাম্' এই পদ গোকর্মকে এবং 'আনয়' এই পদ আনয়নভাবকে অভিহিত করিলেও

প্রতীনিমিত্তমিতি ব্রুবতে তেষামপি বিশ্বতেষু কেষুচিৎপদেষু বাক্যাবগতি র্ন স্যাদিতি তুল্যমেব দূষণম্। কিঞ্চ এবংবাদিনাং প্রতিপদং বাক্যভেদঃ স্যাৎ। ন কচিদেকবাক্যতা সিধ্যেৎ। শাস্ত্রদীপিকা। বাক্যাধিকরণ। পৃ ১৫৩

পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা থাকায় তাহাদের ব্যাপার সমাপ্ত হইয়া যায় না। কিন্তু গোকর্মক আনয়নভাবনারূপ এই একটি অর্থে পদগুলির পর্যবসান হওয়ায় একবাক্যতা সিদ্ধ হয়। কিন্তু অন্বিতাভিধানমতে ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ 'গাম্' এই পদ কর্মত্বান্বিত গোরূপ অর্থকে বুঝাইয়া পর্যবসিত হইয়া যায়। 'আনয়' এই পদ গবান্বিত আনয়নকে বুঝাইয়া পর্যবসিত হইয়া যায়।

যদি বলা যায় গোপদ গবান্বিত আনয়নরূপ অর্থকেও বুঝায় এবং 'আনয়' পদও আনয়ন অর্থকে বুঝায়। সুতরাং একার্থবোধকত্ববশতঃ একবাক্যতা সিদ্ধ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে ঐরূপ স্বীকার করিলে এক এক পদে অনেকার্থবোধকত্বের প্রসঙ্গ হয়। যেমন গোপদের আনয়নান্বিত গোরূপ একটি অর্থ আর গবান্বিত আনয়ন আর একটি অর্থ।

আরও দ্রষ্টব্য এই যে অন্বিতাভিধান মতে সর্বত্র বাক্যার্থজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ তাঁহাদের মতে পদ হইতে অন্বিত অর্থের বোধ হয়। অন্বিত অর্থের সহিত আর একটি অন্বিত অর্থের বোধ হওয়ার সামর্থ্য নাই। যেমন "অতিশোভনঃ রাজপুরুষঃ", এই স্থলে অতিশয়ান্বিত শোভনগুণ, ইহা অতি শোভন পদের অর্থ আর রাজান্বিতপুরুষ রাজপুরুষ পদের অর্থ। আবার এই বাক্য হইতে রাজান্বিত পুরুষের সহিত অতিশয়ান্বিত শোভনগুণের অন্বয় হইয়া থাকে। কিন্তু অন্বিতাভিধানমতে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ সেই মতে শোভন শব্দটি অতিশয়ান্বিত শোভন অর্থকে বুঝাইয়া পর্যবসিত হইয়া যায়। আর পুরুষ শব্দটি রাজান্বিত পুরুষকে বুঝাইয়া পর্যবসিত হইয়া যায়। তাহার পর আর অতিশয়ান্বিত শোভনগুণের সহিত রাজান্বিত পুরুষের অন্বয়বোধক কোনও পদ না থাকায় এই অন্বিতের অন্বয়বোধ হইতে পারে না। কিন্তু অভিহিতান্বয় মতে এই স্থলে উপপত্তি হইয়া যায়। কারণ অভিহিতান্বয়বাদিদের মতে অতি শোভন পদের দ্বারা অতিশয়ান্বিত শোভনগুণরূপ অর্থ অভিহিত হয়। আর রাজপুরুষ পদের দ্বারা রাজান্বিত পুরুষরূপ অর্থ অভিহিত হয়। তাহার পর অভিহিত পদার্থদ্বয় আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিবশতঃ লক্ষণাদ্বারা পরস্পরের অন্বয়কে বুঝাইয়া দেয়।

আরও কথা এই যে শব্দের রূঢ়ি অর্থ, যৌগিক অর্থ অপেক্ষা বলবত্তর। কারণ যৌগিক অর্থ অপেক্ষা রূঢ়ি অর্থ শীঘ্রই বুঝা যায়। যেমন মণ্ডপ শব্দের মণ্ড ও পা ধাতুরূপ অবয়বদ্বয়ের অর্থকে অপেক্ষা করিয়া মণ্ডপানকর্তারূপ অর্থজ্ঞান যতক্ষণে হয়, তাহার পূর্বেই লোকের মণ্ডপ শব্দ শ্রবণে সমুদায় শক্তিরূপ রূঢ়ি বলে ঝটিতি মন্দিররূপ অর্থের বোধ হইয়া যায়। এইজন্য মণ্ডপাদি স্থলে

ঐ সকল শব্দের রূঢ়ি অর্থই গ্রহণীয় হয়। “রূঢ়িঃ যোগমপহরতি”—এইরূপ ন্যায় রহিয়াছে। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদ মতে ইহার বিপরীত প্রসঙ্গ হইয়া যায়। কারণ মণ্ডপ শব্দ হইতে সমুদায় শক্তি বলে যতক্ষণে মন্দিররূপ অর্থের স্মরণ হয়, ততক্ষণেই অন্বিতাভিধানমতে মণ্ড শব্দ হইতে মণ্ডরূপ অর্থ এবং পা ধাতু হইতে পানক্রিয়ারূপ অর্থের স্মরণ হইয়া যায়। বেশীক্ষণ সময় লাগে না। আর অন্বিতাভিধান মতে মণ্ডপ শব্দটি পদান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া মণ্ড-কর্মকান্বিতপানকর্তৃত্বরূপ অর্থকে অবয়ব শক্তির দ্বারা শীঘ্রই অভিহিত করিয়া দেয়। আর রূঢ়িশক্তিদ্বারা অর্থ বুঝাইতে হইলে পদান্তরকে অপেক্ষা করিয়া মণ্ডপরূপ অর্থকে অভিহিত করিতে বিলম্ব হইয়া যায়। সুতরাং অন্বিতাভিধান মতে এইভাবে সর্বজন সিদ্ধ রূঢ়ির বলবত্তরত্ব অসিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব পদের অন্বিত অর্থে শক্তি স্বীকারে নানা দোষের প্রসক্তি হওয়ায় শাব্দবোধ স্থলে অভিহিতান্বয়বাদই স্বীকার করিতে হইবে। [শাস্ত্রদীপিকা। পৃঃ ১৫৩-১৫৪]

এই অভিহিতান্বয়বাদের পরিচয় দেখাইতে এখন আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। একটি বাক্যে যে কয়েকটি পদ থাকে, সেই পদের জ্ঞান হইতে প্রথমে পদার্থের জ্ঞান হয়। এই পদার্থের জ্ঞান কিন্তু স্মরণাত্মক নহে এবং উহা অনুভবাত্মকও নহে। উহাকে স্মৃতিসদৃশ একপ্রকার পৃথক্ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। পদার্থজ্ঞান যে স্মৃতিও নহে এবং প্রত্যক্ষাদি অনুভব স্বরূপও নহে, তাহা আমরা একটু পরেই দেখাইব। এইভাবে পদার্থ জ্ঞাত হইয়া পরে সেই পদার্থগুলি লক্ষণাদ্বারা আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি সহকারে পদার্থের সংসর্গরূপ বাক্যার্থকে বুঝাইয়া দেয়। যেমন ‘গামানয়’ এই বাক্যে “গাম্” এই কথাটি বিভক্ত্যন্ত পদ এবং “আনয়” একটি তিঙন্ত পদ। “গাম্” এই পদটি গোত্বান্বিত কর্মত্বকে অভিহিত করে আর “আনয়” পদটি আনয়নান্বিত ভাবনা রূপ অর্থকে অভিহিত করে। পরে এই দুইটি পদার্থ লক্ষণাদ্বারা গোকর্মক আনয়ন রূপ বাক্যার্থকে বুঝাইয়া দেয়। অথবা এই গোত্বান্বিত কর্মত্বের অনুভব এবং আনয়নান্বিত ভাবনার অনুভবদ্বয় হইতে সংসর্গরূপ বাক্যার্থের অনুভব হয়। কিন্তু পদের দ্বারা বাক্যার্থের অনুভব হয় না।

এখানে একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে “গামানয়” এই বাক্যে “গাম্” এই বিভক্ত্যন্ত পদটি যদি গোত্বান্বিত কর্মত্ব অর্থকে বুঝায় এবং “আনয়” পদটি যদি বুঝায় আনয়নান্বিত ভাবনারূপ অর্থকে, তাহা হইলে তো অন্বিতাভিধানবাদই স্বীকৃত হইল। কারণ পদ অন্বিত অর্থকেই বুঝাইল। ইহার উত্তরে বলা যায় যে এইরূপ আশঙ্কা বুদ্ধিমানের আশঙ্কা নহে। কারণ অন্বিতাভিধান মতে

ইতর পদের অর্থের সহিত অন্বিত নিজ অর্থকে পদ বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু অভিহিতান্বয়মতে পদ নিজের অর্থের সহিত অন্বিত নিজ অর্থকে বুঝাইয়া থাকে।

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে অভিহিতান্বয়মতে যেমন শক্তি বিশিষ্ট বা শক্তকে পদ বলা হয়, সেইরূপ বৈয়াকরণ মতানুসারে সুপ্ বা তিঙ্ বিভক্ত্যন্তকেও পদ বলা হয়। তবে প্রভেদ এই যে "শক্তং পদম্" এইরূপ নৈয়ায়িক বৈশেষিক মতানুসারে যে শক্তিবিশিষ্টকে পদ বলা হয়, সেই পদ অর্থের স্মারক হয় অর্থাৎ সেই পদ হইতে বা শব্দজ্ঞান হইতে এক একটি পদার্থের স্মরণ হয়। আর বিভক্ত্যন্ত যে পদ, তাহা হইতে বা তাহার জ্ঞান হইতে কিন্তু পদার্থের স্মৃতি হয় না তবে স্মৃতি সদৃশ পদার্থের অনুভব হয়। যেমন "গামানয়" এই বাক্যে গো, অম্, আ-নী ও হি, এই চারিটি পদ শক্ত হিসাবে পদ অর্থাৎ এই গুলির প্রত্যেকটিতে এক একটি শক্তি আছে। যেমন নৈয়ায়িক মতে প্রকৃতি একটি পদ, প্রত্যয় একটি পদ, সেইরূপ এইখানেও অভিহিতান্বয় মতে গো এই অংশের গোত্বে শক্তি আছে বলিয়া গো একটি পদ। "অম্" এই শব্দে (বিভক্তি) কর্মত্বে শক্তি আছে বলিয়া উহাও একটি পদ। এই রূপ আ—নী ইহার শক্তি আনয়ন ক্রিয়ায়। "হি" এই শব্দের শক্তি ভাবনায়। এইজন্য এই গুলিকেও এক প্রকার পদ বলা হয়। আর "গাম্" এই বিভক্ত্যন্তকেও পদ বলা হয়। "আনয়" এই তিঙন্তকেও পদ বলা হয়। এইখানে দ্রষ্টব্য এই যে গাম্ বা আনয় এই সুবন্ত বা তিঙন্তকে নৈয়ায়িকেরা পদ বলেন না, উহারা এক একটি খণ্ড বাক্য। তন্মতে পদ সমূহ বাক্য। (সুপ্ এবং তিঙ্ অনেক স্থলেই কেবল প্রত্যয় নামে ব্যবহৃত হইয়াছে)।

যাহা হউক, অভিহিতান্বয় মতে যে শক্তি বিশিষ্টকে পদ বলা হয়, সেই পদ গুলি হইতে যথাক্রমে গোত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতির স্মরণ হয়। পরে বিভক্ত্যন্ত 'গাম্' এই পদ হইতে এবং 'আনয়' এই পদ হইতে যথাক্রমে গোত্বান্বিত কর্মত্ব এবং আনয়নান্বিত ভাবনা—এই পদার্থদ্বয়ের স্মৃতি সদৃশ অনুভব হইয়া সেই অনুভবের দ্বারা পদার্থদ্বয়ের সংসর্গ বোধ অথবা অভিহিত পদার্থদ্বয়ের লক্ষণাদ্বারা সংসর্গ বোধরূপ বাক্যার্থবোধ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে 'সিদ্ধান্ত বিন্দু'কার বলেন[১] :

---

১ অভিহিতান্বয় ইত্যস্য হি অয়মর্থঃ বিভক্ত্যন্তপদাভ্যাং স্বার্থানুভবৌ জন্যেতে। তাদৃশানুভববিষয়ত্বমেব পদার্থস্যাভিহিতত্বং তদুত্তরন্তু তাদৃশানুভবাভ্যামেব বিভক্ত্যন্তপদার্থয়োঃ সংসর্গানুভবো ন তু পদেন। তথা চ পদাভিহিতয়োরর্থয়োরন্বয়ধীঃ ন তু বিভক্ত্যন্তপদার্থয়োর্মধ্যে একপদার্থান্বিতস্যাপরপদার্থস্য পদজন্যানুভব ইতি। সিদ্ধান্তবিন্দু ন্যায়রত্নাবলী টীকা। রাজেন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ। পৃ ৩২৩

অভিহিতান্বয় বলিতে বুঝায় এই যে বিভক্ত্যন্ত পদ সকল হইতে নিজ নিজ অর্থের অনুভব হয়। ঐরূপ অনুভবের বিষয় হয় বলিয়া পদার্থকে অভিহিত বলে। এইভাবে এক একটি পদার্থ অভিহিত হওয়ার পর ঐ পদার্থ সকলের অনুভব হইতে বিভক্ত্যন্ত পদার্থ সকলের সংসর্গ বিষয়ক অনুভব হয় কিন্তু পদের দ্বারা সংসর্গ বিষয়ক অনুভব হয় না।

যদিও অভিহিতান্বয়মতে অভিহিত পদার্থের অন্বয় স্বীকৃত, তথাপি প্রকৃতির অর্থ ও প্রত্যয়ের অর্থ কিন্তু অন্বিত রূপে অনুভূত হয়। যেমন পূর্বেই বলা হইয়াছে, 'গাম্' এই পদটি 'অম্' অন্বিত গোপ্রকৃতি হইতে গোত্বান্বিত কর্মত্বের অনুভব হয়। কিন্তু 'গাম্' এই শব্দের অর্থ এবং 'আনয়' পদের অর্থ অন্বিত হইয়া পদ হইতে অনুভূত হয় না। কিন্তু পদার্থদ্বয়ের অনুভব হইতে অথবা পদার্থের লক্ষণাদ্বারা পদার্থদ্বয়ের সংসর্গ বোধ হয়। যেমন এই বিষয়ে 'সংক্ষেপশারীরক'কার বলিয়াছেন :

প্রত্যয় প্রকৃতি শব্দতো বহির্বিষ্যতেঽভিহিতসঙ্গতিশ্চ নঃ।
প্রত্যয়প্রকৃতিশব্দয়োঃ পুনর্নিত্যমন্বিতধিয়ো নিমিত্ততা॥

সংক্ষেপশারীরক ১।১৯৩

অর্থাৎ লিঙ্, লোট্ প্রভৃতি প্রত্যয় ধাতু প্রভৃতি প্রকৃতিরূপ শব্দ হইতে বাহিরে প্রকৃতিপ্রত্যয়াতিরিক্ত "গাম্" ও "আনেয়" পদদ্বয়ের অর্থ নিরপেক্ষভাবে অভিহিত হয়। সেই অর্থগুলির আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধি অনুসারে অন্বয় বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতি ও প্রত্যয় পরস্পর নিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা যায় না বলিয়া সেই প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অংশদ্বয় অন্বিত রূপেই অভিহিত হয়।

অতএব দাঁড়াইল এই যে 'অভিহিতান্বয়' মতে প্রকৃতি হইতে ও প্রত্যয় হইতে প্রথম এক একটি অর্থের অনুভব হয়। তারপর প্রত্যয়ান্ত পদ হইতে অন্বিত অর্থের প্রথমে অভিধান হয়। পরে প্রত্যয়ান্ত পদার্থগুলির অনুভব সকল হইতে অথবা পদার্থের লক্ষণা হইতে অকাঙ্ক্ষাদিবশতঃ অন্বয় বোধরূপ শাব্দবোধ হয়।

অন্বিতাভিধানমতে কিন্তু প্রথমে প্রকৃতি হইতে একটি অর্থের স্মরণ আর প্রত্যয় হইতে আর একটি অর্থের স্মরণ। তারপর প্রকৃত্যর্থান্বিত প্রত্যয়ার্থের অনুভব কেবল মাত্র হয় না। কিন্তু অপর প্রত্যয়ান্ত পদের অর্থের সহিত অন্বিত অপর প্রত্যয়ান্ত পদের অর্থের অনুভব পদ হইতেই হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে ইতরান্বিতাভিধান বলে। এই বিষয়েও 'সংক্ষেপশারীরক'কার বলিয়াছেন :

অভিহিতঘটনা যদা তদানীং স্মৃতিসম্বুদ্ধিযুগং পদে বিধত্তঃ।
পরদৃশী পুনরন্বিতাভিধানে পদযুগলাৎ স্মৃতিযুগমেব পূর্বম্॥

সংক্ষেপশারীরক। ১৷৩৮৪

অর্থাৎ অভিহিতান্বয় মতে প্রত্যয়ান্তপদ সকল স্মৃতি সদৃশ অর্থের অনুভব পদের শক্তির দ্বারা জানাইয়া থাকে। প্রত্যয়ান্ত পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা প্রমা নহে। কারণ পদপদার্থ সম্বন্ধজ্ঞানকালে অর্থের জ্ঞান পূর্বে হইয়াছিল বলিয়া পরে পদ শ্রবণ করিয়া সেই অর্থের জ্ঞান প্রমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ অনুবাদ স্বরূপ বলিয়া তাহা প্রমা নহে। আবার তাহা স্মৃতিও নহে কিন্তু স্মৃতিসদৃশ। কারণ পদের শক্তির দ্বারা পদ হইতেই সেই জ্ঞান হয়। অতএব সেই অর্থজ্ঞানের প্রতি পদই করণ আর স্মৃতির প্রতি সংস্কারই করণ। সুতরাং পদার্থজ্ঞান স্মৃতি নহে। এই কথাই "স্মৃতি সম্বুদ্ধি যুগম্" কথার দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আর অন্বিতাভিধানমতে কিন্তু পদ শক্তির দ্বারা অন্বয়কে বুঝায় বলিয়া (কারণ অন্বিতাভিধানমতে ইতরপদার্থান্বিত স্বার্থের বোধ পদ হইতে হওয়ায় অন্বয় পদের প্রতিপাদ্য হইল) পদার্থজ্ঞান, সম্বন্ধিরূপে অর্থাৎ এক সম্বন্ধিজ্ঞান অপর সম্বন্ধির স্মারক—এই হিসাবে এক একটি পদার্থজ্ঞান পদজন্য হইলেও স্মৃতি স্বরূপ। কারণ পদ তাহার করণ নয় কিন্তু অন্যান্য স্থলে যেমন সংস্কার স্মৃতির প্রতি কারণ, সেইরূপ পদার্থজ্ঞান হইতে সংস্কারবশতঃ এক একটি পদার্থের স্মরণ হয়। কেবল অন্বিত পদার্থের জ্ঞান অনুভব স্বরূপ।

তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে অন্বিতাভিধানমতে এক একটি পদার্থজ্ঞান অর্থাৎ গোপদের অর্থ গোত্বের জ্ঞান 'অম্' পদের অর্থ কর্মত্বের জ্ঞান স্মরণাত্মক। আর কর্মান্বিত গোত্বরূপ অর্থের জ্ঞান অনুভাবাত্মক। ইহাই প্রভেদ। অন্বিতাভিধানমতে শক্তি বিশিষ্টই পদ।

আশঙ্কা হইতে পারে যে অভিহিতান্বয়মতে কেবল প্রকৃতি পদ হইতে গোত্বাদির অনুভব হয় এবং কেবল প্রত্যয়পদ হইতে কর্মত্বাদির অনুভব হয়, স্মৃতি হয় না। ইহাই যদি হইল, তাহা হইলে গোত্বাদি অর্থ যে প্রকৃতিভাগ হইতে অভিহিত হইল এবং কর্মত্বাদি অর্থ যে প্রত্যয়ভাগ হইতে অভিহিত হইল, সেই প্রকৃতি, প্রত্যয়—এই গুলিই তন্মতে পদ। তন্মতে প্রত্যয়ান্ত যে পদ, এ বিষয়ে প্রমাণ কি? তাহার উত্তরে "সংক্ষেপশারীরক"কার "প্রত্যয়প্রকৃতিশব্দতো—" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন যে অভিহিতান্বয়মতে কেবল প্রকৃতির অর্থ এবং প্রত্যয়ের অর্থের যে সম্বন্ধ, তদ্ ভিন্ন পদার্থ সকলের যে সম্বন্ধ, তাহাই অভিহিত-

সঙ্গতি অর্থাৎ পদাভিহিত অর্থের অনুভব বিষয়তা। কিন্তু প্রকৃতি শব্দ ও প্রত্যয় শব্দের অর্থদ্বয়ের নিত্যই অন্বিত জ্ঞান হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রকৃত্যর্থান্বিত প্রত্যয়ার্থের যে অনুভব, এই অংশে অন্বিত জ্ঞান স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে উক্ত শ্লোকে "বহি র্বিদ্যতে" এই কথার দ্বারা কেবল প্রকৃতি কিংবা কেবল প্রত্যয় হইতে ভিন্ন যে প্রত্যয়ান্তরের অর্থ, তাহাও পদার্থ বলিয়া অভিহিত হওয়ায় প্রত্যয়ান্তকেও অভিহিতান্বয়মতে পদ বলিয়া বলা হয়, ইহা বুঝিতে হইবে।[১] সুতরাং ফলে দাঁড়াইল এই যে "দণ্ডেন গামানয়" এই বাক্যে গো প্রকৃতি ও অম্ প্রত্যয়ের, দণ্ড প্রকৃতি ও টা প্রত্যয়ের এবং নী প্রকৃতি ও লোট্ প্রত্যয়ের অর্থগুলি অন্বিত রূপে অভিহিত হয় অর্থাৎ 'গাম্' এই অংশ হইতে গোত্বান্বিত কর্মত্বে, 'দণ্ডেন' অংশ হইতে দণ্ডান্বিত করণত্বের এবং 'আনয়' হইতে আনয়নান্বিত ভাবনার অভিধান হয়। পরে এই অর্থগুলির সংসর্গবোধ পদার্থের লক্ষণা হইতে কিংবা পদার্থের অনুভব হইতে হইয়া থাকে।

অভিহিতান্বয়বাদ দুই প্রকার। এক প্রকার হইতেছে পদ হইতে যে পদার্থের অনুভব হয়, সেই অনুভব সকল হইতে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধি বশতঃ বিভক্ত্যন্ত পদার্থ সকলের সংসর্গবিষয়ক অনুভব। আর এক প্রকার হইতেছে পদ হইতে যে পদার্থের অনুভব হয়, সেই অনুভূত পদার্থ সকলের লক্ষণাদ্বারা সংসর্গরূপ বাক্যার্থের অনুভব হয়। এই বিষয়ে প্রথমপক্ষে প্রমাণ 'সিদ্ধান্তবিন্দু' যথা:

"বিভক্ত্যন্তপদাভ্যাং স্বার্থানুভবৌ জন্যেতে।...তদুত্তরন্ত তাদৃশানুভবাভ্যামেব বিভক্ত্যন্তপদার্থয়োঃ সংসর্গানুভবঃ।" (ন্যায় রত্নাবলী টীকা)

দ্বিতীয় পক্ষে প্রমাণ অদ্বৈত সিদ্ধি—যথা:

"অভিহিতান্বয়বাদিমতে চ লক্ষণয়া বাক্যার্থসংসর্গভূতস্য বৃত্তিজ্ঞাপ্যত্বাৎ। ইত্যাদি। (অদ্বৈত সিদ্ধি। ২য় পরিচ্ছেদ।)

প্রথমোক্ত মতটি মীমাংসার একদেশী এবং বেদান্তের একদেশীর বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয়োক্ত মতটি ভট্ট এবং বেদান্তের কোনও একদেশীর মত। কারণ দ্বিতীয়োক্ত মতটি শ্লোকবার্ত্তিক, শাস্ত্রদীপিকা, ন্যায়রত্নমালা প্রভৃতিতে

---

১ ননু ঘটাদিপদেষু ঘটত্বাদি স্মারকত্বস্যাভিহিতান্বয়পক্ষে স্বীকার...ইতি সংক্ষেপশারীরকোক্তি বিরোধ...ইতিচেন্ন। পদপদস্য প্রত্যয়ান্তপ্রকৃতিপরত্বাৎ।...ননু কেবলেনাপি প্রকৃতিপদেন প্রত্যয়পদেন চ ঘটত্বাদেঃ কর্মত্বাদেরনুভব এবাভিহিতান্বয়পক্ষে উৎপদ্যতে। (সিদ্ধান্ত বিন্দু। ন্যায়রত্নাবলী টীকা। রাজেন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত। পৃ ৩২৩-৩২৪)

স্পষ্টই বর্ণিত আছে এবং এই মত চিৎসুখী, অদ্বৈতসিদ্ধি, সিদ্ধান্তবিন্দু, সংক্ষেপ-শারীরক প্রভৃতি গ্রন্থেও দেখা যায়।

লক্ষণা এক প্রকার বৃত্তি। শক্তিও যেমন বৃত্তি, তদ্রূপ লক্ষণাও বৃত্তি। অন্বিতাভিধানমতে সংসর্গটি পদের শক্তির দ্বারা জ্ঞাপ্য। আবার এই অভি-হিতান্বয় মতে উহা লক্ষণাদ্বারা জ্ঞাপ্য। আর এই অভিহিতান্বয়মতে তিনটি পক্ষ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই তিনটি পক্ষ যথা (১) ভাবনাই সর্বত্র বাক্যার্থ (২) ধাত্বর্থই বাক্যার্থ এবং (৩) অপর মতে সমুদায়ার্থই বাক্যার্থ। এই বিষয়ে 'তন্ত্রবার্তিক' এ কথিত হইয়াছে ঃ

ভাবনৈব হি ৰাক্যার্থঃ সর্বত্রাখ্যাতবত্তয়া।
অনেকগুণ জাত্যাদি কারকার্থানুরঞ্জিতা॥
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রত্যায়ার্থস্তু সেষ্যতে।
কৈশ্চিদন্যৈস্তু ধাত্বর্থঃ সামীপ্যেনোপকারতঃ॥
অপরৈঃ সমুদায়ার্থস্তত এব হি গম্যতে।
পাকাদৌ যত্র দৃষ্টা সা ভবত্যাদৌ তথৈবচ॥

অর্থাৎ অনেক গুণ, জাতি ও কারকার্থের দ্বারা সম্বন্ধভাবনাই শাব্দবোধের মুখ্য বিশেষ্য। যেহেতু ভাবনা আখ্যাতসামান্যের দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন "যজেত স্বর্গকামঃ" এই বাক্য হইতে স্বর্গকামাধিকারী প্রযোজ্য যাগ-করণিকা স্বর্গভাবনা—এই রূপই বাক্যার্থ বোধ হয়। এইখানে ভাবনাকে যে শাব্দবোধের মুখ্য বিশেষ্য বলা হইয়াছে, সেই ভাবনা কর্মত্বাদির উপলক্ষণ। ফলে দাঁড়ায় এই যে প্রত্যয়ের অর্থ কর্মত্ব প্রভৃতি শাব্দ বোধের মুখ্য বিশেষ্য রূপে অনুভূত হয়। অর্থাৎ এই মতে "ঘটম্" ইত্যাদি স্থলে ঘটত্বান্বিত কর্মত্বই মুখ্য বিশেষ্য রূপে শাব্দবোধে অনুভূত হয়। ইহাই প্রথম পক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষে "কৈশ্চিৎ ধাত্বর্থ—"ইত্যাদি স্থলে ধাতু শব্দটি প্রকৃতি মাত্রের উপলক্ষণ। তাহা হইলে দ্বিতীয় পক্ষে ইহাই দাঁড়ায় যে প্রকৃতির অর্থ শাব্দবোধে মুখ্য বিশেষ্য রূপে অনুভূত হয়। আর প্রত্যয়ের অর্থ তাহাতে অপ্রধানভাবে অন্বিত হয়। তাই গৌড় ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন প্রত্যয় প্রকৃতিনিষ্ঠ শাব্দবোধের কারণতাতে পূর্ববৃত্তিতারূপ সামান্য সম্বন্ধে অবচ্ছিন্নরূপে অবচ্ছেদক হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রকৃতি পূর্ববৃত্তিতা সম্বন্ধে প্রত্যয়াবচ্ছিন্ন হইয়া শাব্দবোধের প্রতি কারণ হয়। সুতরাং এই মতে "যজেত স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বাক্যে স্বর্গকামাধিকারী প্রযোজ্য, ভাবনা করণ, যাগ ক্রিয়া—এইরূপ বাক্যার্থ বোধ হইবে।

তৃতীয় পক্ষে প্রকৃতি ও প্রত্যয় সমুদায়ের অর্থ শাব্দবোধে অনুভূত হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রত্যয়ার্থই শাব্দবোধে বিশেষ্য রূপে অনুভূত হয়। এখানে ইহাই বুঝিতে হইবে যে প্রকৃত্যর্থান্বিত প্রত্যায়ার্থবিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি উত্তর বৃত্তিতা সম্বন্ধে প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রত্যয় কারণ হইয়া থাকে। প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রত্যয়ের কারণতা স্বীকার করায় বিশেষণরূপ প্রকৃতিরও শাব্দবোধের প্রতি কারণতা সিদ্ধ হয়। আর এখানে কার্যকারণভাবে কার্যতাবচ্ছেদক হইতেছে যাগাদ্যন্বিত ভাবনাশাব্দত্ব অথবা যাগান্বিত শাব্দত্ব। অর্থাৎ ক্রিয়াদ্যন্বিত ভাবনা-শাব্দত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি বা ক্রিয়াদ্যন্বিত শাব্দত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি উত্তর বৃত্তিতা সম্বন্ধে প্রকৃতি বিশিষ্ট প্রত্যয়ই কারণ—ইহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ 'ঘটম্' ইত্যাদি স্থলে ঘটত্বান্বিত কর্মত্ববিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি উত্তরবৃত্তিতাসম্বন্ধে ঘটান্বিত 'অম্' বিভক্তি কারণ।

তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে ভাবনা ইত্যাদি প্রত্যয়মাত্রের বাচ্য। অমাদি পদে সংখ্যা, কর্মত্ব, করণত্ব ইত্যাদি। আর তাহার বাচক হইতেছে তদ্বিষয়ক শাব্দবোধানুকুল শক্তি। কারণ তদ্বিষয়ক শাব্দবোধানুকুল শক্তিকেই তদ্বাচক বলা হয়। এই রীতি অনুসারে ভাবনাদি বিষয়ক শাব্দবোধানুকুল শক্তিই প্রত্যয়নিষ্ঠ তদ্বাচকত্ব। অবশ্য ইহা দ্বারা কর্মত্ব প্রভৃতি সুবর্থ, নামার্থ এবং উভয়ার্থ—এইগুলিও তৎ তৎ শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। যেমন কর্মত্ব প্রভৃতি সুপ্ বিভক্তির অর্থ। ঘটত্ব প্রভৃতি ঘটাদিনামের অর্থ।

পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা স্মৃতি নয়, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এবং স্মৃতিকে ব্যাপার করিয়া যে পদার্থের জ্ঞান হয় তাহাও নয়। কিন্তু এই অভিহিতান্বয়মতে পদার্থের সংস্কার সহিত পদজ্ঞান হইতে স্বার্থ বিষয়ক অনুভব হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে স্বার্থ ঘটত্বাদিমাত্রবিষয়ক এবং প্রত্যয় হইতে স্বার্থ কর্মত্বাদিবিষয়ক অনুভব প্রথমে হইয়া থাকে। সেই প্রকৃতিজন্য অনুভব এবং প্রত্যয়জন্য অনুভব হইতে প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের সংসর্গবিষয়ক শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। প্রকৃতি বা প্রত্যয় হইতেই সংসর্গ বিষয়ক শাব্দবোধ হয় না।

যেই মতে ভাবনারূপ প্রধান ক্রিয়াই আখ্যাত সামান্যের প্রতিপাদ্য বলিয়া বাক্যার্থ হইয়া থাকে, প্রথমপক্ষে প্রকৃত্যর্থ যে ঘটাদি, তদন্বিত প্রত্যয়ার্থ যে কর্মত্বাদি, তাহার ক্রিয়াতে সংসর্গ বিষয়ক শাব্দবোধ হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পক্ষ হইতেছে প্রত্যয়পূর্ববৃত্তিত্ববিশিষ্ট প্রকৃতিরূপ পদ কর্মত্বাদি বিশিষ্ট ঘটত্বাদিবিষয়ক অনুভবের জনক হয়। আর তৃতীয় পক্ষ হইতেছে

প্রকৃত্যুত্তর প্রত্যয় রূপ শব্দ ঘটত্বাদিবিশিষ্ট কর্মত্বাদিবিষয়ক অনুভবের জনক।[১]

প্রথম পক্ষে "দধ্না জুহোতি" ইত্যাদি স্থলে দধ্যন্বিত করণত্বের সংসর্গ হোমভাবনায় অনুভব হওয়ায় "দধিকরণত্বেন হোমং ভাবয়েৎ"—এইরূপ শাব্দবোধ হয়। আর দ্বিতীয় পক্ষে করণত্ব বিশিষ্ট দধির বিধান হয়। আর তৃতীয় পক্ষে দধি বিশিষ্ট করণত্বেরই বিধান হয়।

তবে কর্মত্ব প্রভৃতি কারকের বিশেষ্যতাই যুক্তিযুক্ত। কারণ নিরুক্তকার বলিয়াছেন: "প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ সহার্থং ব্রূতঃ তয়োস্তু প্রত্যয়ার্থপ্রাধান্যেন।" অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রত্যয় এক সঙ্গেই অর্থের অভিধান করে। তাহাদের মধ্যে প্রত্যয়ের অর্থ প্রধানভাবে অনুভূত হয়। আর "ভাবার্থাঃ কর্মশব্দাস্তেভ্যঃ ক্রিয়া প্রতীয়তে হ্যেষোঽর্থো বিধীয়তে"—এই ভাবাধিকরণেও প্রত্যয়ের অর্থেরই প্রাধান্য বলা হইয়াছে।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে ঘটাদি পদকেই ঘটত্বাদ্যন্বিত কর্মত্বাদির বাচক বলা যুক্তি যুক্ত। কারণ প্রত্যয় অপেক্ষা প্রকৃতিই মুখ্য। ঘটাদি পদের উত্তর অমাদি প্রত্যয় অপ্রধান বলিয়া তাহা ঘটত্বাদ্যন্বিত কর্মত্বাদির বাচক হইতে পারে না। প্রত্যয় কেবল মাত্র ঘটত্বাদ্যন্বিত কর্মত্বরূপ অর্থের দ্যোতক হইবে। এইভাবে প্রত্যয়ার্থের অনুভাবে প্রাধান্যও সিদ্ধ হইয়া যায়। ইহার উত্তরে বলা যায়, না, এইরূপ অনুভবের বাচকত্ব কেবল প্রকৃতিভাগে স্বীকার করা যায় না। কারণ এইরূপ করিলে নিরুক্তকার যে প্রত্যয়ের অর্থকে প্রধান বলিয়াছেন, তাহা অনুপপন্ন হইয়া যায়। কারণ প্রত্যয় আদৌ বাচক না হওয়ায় তাহার অর্থই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

আর যদি বলা যায়, নিরুক্তকার যে প্রত্যয়ের অর্থকে প্রধান বলিয়াছেন, তাহার অর্থ প্রত্যয়ের বাচ্যার্থের প্রাধান্য, এইরূপ নহে। কিন্তু প্রত্যয়ের অর্থের

---

১ অভিহিতান্বয়মতে হি পক্ষত্রয়ং বার্তিকাদাবুক্তম্।…এবঞ্চ প্রথমপক্ষে কর্মত্বাদিকম্ অমাদ্যর্থৈব ঘটত্বাদিকং ঘটাদি নামার্থম্। তথাচ প্রকৃত্যা প্রত্যয়েন চ স্বার্থ-ঘটত্বাদিমাত্রং প্রথমতোঽনুভাব্যতে।…ন তু তদর্থস্মৃতিদ্বারং তত্র স্বীক্রিয়তে।…প্রকৃত্যর্থান্বিত কর্মত্বাদি সংসর্গস্য ক্রিয়ায়াঃ শাব্দধীরিতি আদ্যপক্ষঃ। প্রত্যয়পূর্ববৃত্তিত্ববিশিষ্টপ্রকৃতেঃ কর্মত্বাদি বিশিষ্টঘটত্বাদাবনুভাবকত্বম্। প্রকৃত্যুত্তরপ্রত্যয়স্য ঘটত্বাদি বিশিষ্ট কর্মত্বাদৌ ইতি অপরং পক্ষদ্বয়ম্। অদ্বৈতসিদ্ধি ॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। গৌড়ব্রহ্মানন্দ টীকা ॥ অনন্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃ ৬৬৫-৬৬৬

প্রাধান্য। তাহা হইলে প্রত্যয়ের দ্বারা দ্যোতিত অর্থের প্রাধান্য হইলেও নিরুক্ত-কারের নিয়ম অনুপপন্ন হয় না। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে শব্দের বাচ্যার্থের সাধুতা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে পদের সাধুতা স্বীকার করিয়া পদের দ্যোতকত্ব মাত্র স্বীকার করা উচিত নয়।

আরও কথা এই যে ঘটপদরূপ প্রকৃতির তুলনায় অম্ ঔট্ প্রভৃতির বাহুল্য বশতঃ প্রত্যয়কেই মুখ্য বলা উচিত। প্রকৃতিতে সেই মুখ্যার্থ থাকিতে পারে না। কারণ একটি ন্যায় আছে যে 'প্রতিসিদ্ধধর্মসমবায়ভূয়সাং স্বধর্মত্বম্' অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্মের সমবায় হইলে যাহারা বহু তাহাদেরই স্বধর্মত্ব থাকে, তাহাদের ধর্ম বাধিত হইতে পারে না। যেমন ধর্মত্ব বুঝাইতে অম্, ঔট্, শস্ এই তিনটির বিধান থাকায় অমাদির কর্মত্বের বাচকত্ব বাধিত হইতে পারে না। কিন্তু ঘটপদ একটি বলিয়া তাহা মুখ্যত ন্যায়সিদ্ধ কর্মত্ববাচকত্বই বাধিত হয়। আর এই যুক্তিতে একত্ব প্রভৃতি সংখ্যাও অমাদি বিভক্তির অর্থ হইবে। নামের অর্থ হইবে না। নামের অর্থ হয় জাতি। যদি বলা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তির বোধ কোন পদ হইতে হয়, তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে নামরূপ পদের লক্ষণ দ্বারাই ব্যক্তির বোধ হয়। আর এই যুক্তিতে যাঁহারা প্রত্যয়ের দ্যোতকত্ব স্বীকার করিয়া স্বার্থ, দ্রব্য, লিঙ্গ, সংখ্যা ও কর্মত্বাদিরূপ পাঁচটিকে প্রাতিপদিকের অর্থ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতও খণ্ডিত হইল। আর নিপাতের যে দ্যোতকত্ব, তাহাও ভট্টপাদ তাঁহার বার্তিকে খণ্ডন করিয়াছেন।

আরও কথা এই যে ঘটাদি পদের ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতিতে শক্তি এবং কর্মত্ব, করণত্ব প্রভৃতিতে শক্তি—এইরূপ অনন্ত শক্তি কল্পনা করিলে শক্যতাবচ্ছেদকের গৌরব হইয়া যায়। যেমন 'ঘটম্' ইত্যাদি স্থলে ঘটপদের শক্তি ঘটত্বান্বিত কর্মত্বে আবার 'ঘটেন' এই স্থলে ঘটপদের শক্তি ঘটত্বান্বিত করণত্বে ইত্যাদিরূপে বিশিষ্ট কর্মত্ব এবং বিশিষ্ট করণত্ব শক্যতাবচ্ছেদক হওয়ায় মহৎ গৌরব হয়। এইজন্য প্রকৃত্যন্তর প্রত্যয়ই ঘটত্বাদি বিশিষ্ট কর্মত্বাদির অনুভাবক হয়। এইরূপ তৃতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায়।

তাহা হইলে মোটামুটিভাবে দাঁড়াইল এই যে প্রথম পক্ষে প্রত্যয় মাত্রই কর্মত্বাদিমাত্রের বাচক হয়। দ্বিতীয় পক্ষে প্রত্যয়পূর্ববৃত্তিত্ব বিশিষ্ট প্রকৃতি কর্মত্বাদ্যন্বিত ঘটত্বাদির অনুভাবক হয়। আর তৃতীয় পক্ষে প্রকৃত্যন্তর প্রত্যয় ঘটত্বাদ্যন্বিত কর্মত্বাদির অনুভাবক হয়। প্রথম পক্ষে কেবল ঘটত্বাদির শাব্দানুভব লোকের অনুভবসিদ্ধ নহে বলিয়া দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পক্ষ স্বীকার করা হইয়াছে।

'ঘটম্' এই পদজ্ঞান হইতেই প্রকৃতির অর্থ এবং প্রত্যয়ার্থের অন্বয়বোধ হয় ; সেই অন্বয়বোধটি ক্রিয়াকারকের অন্বয় বোধের প্রতি হেতু, তাহা দ্বার নহে। আবার সেই প্রকৃতি ও প্রত্যয়ার্থের অন্বয়বোধকে দ্বার স্বীকার করিলে গৌরব হয়। এইজন্য দ্বিতীয়, তৃতীয়পক্ষে "ঘটম্" এই পদের জ্ঞান, পদার্থ স্মৃতির দ্বারা প্রকৃতি ও প্রত্যয়ার্থের অন্বয়বোধের প্রতি হেতু বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয়পক্ষে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ার্থের অন্বয়বোধের প্রতি পদার্থস্মৃতিদ্বারা পদজ্ঞানকে হেতু স্বীকার করিলে গৌরব হয় বলিয়া পদজ্ঞানকে সাক্ষাৎ পদার্থমাত্রবিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি হেতু স্বীকার করা হয়। এই পদার্থ মাত্র বিষয়ক শাব্দবোধরূপ কথাটির অর্থ "সাংসর্গিক বিষয়ত্বানিরূপিত তদ্বিষয়তা-শালিত্বম্।" যেমন দ্বিতীয়, তৃতীয়পক্ষে "ঘটম্" ইত্যাদি পদজ্ঞান হইতে ঘটত্বান্বিত কর্মত্বাদি বিষয়ক শাব্দবোধ হয়। ঐ শাব্দবোধে ঘটত্বের সহিত কর্মত্বের অন্বয় অর্থাৎ সংসর্গ ও শাব্দবোধে ভান হয়। সেই সংসর্গ ঐ স্থলে নিষ্ঠত্ব অথবা নিরূপিতত্ব বুঝিতে হইবে। ঐ নিষ্ঠত্বাদিসংসর্গে যে বিষয়তা আছে, তাহাকে সাংসর্গিক বিষয়তা বলে। সেই সাংসর্গিক বিষয়তার দ্বারা ঘটত্বাদি নিষ্ঠপ্রকারতা বা বিশেষ্যতা নিরূপিত হয় বলিয়া উক্ত জ্ঞানে নিষ্ঠত্বরূপ সাংসর্গিক বিষয়তানিরূপিত ঘটত্বাদি বিষয়তাশালিত্ব থাকায় ঐ শাব্দ বোধটি পদার্থ মাত্র বিষয়ক শাব্দবোধ হয় না। কিন্তু উহা অন্বিত বিষয়ক শাব্দবোধ হয়। আর প্রথম পক্ষে "ঘটম্" ইত্যাদি পদজ্ঞান হইতে 'ঘটম্' এই অংশের ঘটপদ হইতে কেবল ঘটত্ব বিষয়ক শাব্দবোধ, 'অম্'পদ হইতে কেবল কর্মত্ববিষয়ক শাব্দবোধ হওয়ায় ঐ শাব্দবোধে সাংসর্গিক বিষয়ত্বানিরূপিত ঘটত্ববিষয়তাশালিত্ব বা কর্মত্ববিষয়িতাশালিত্ব থাকায় ঐ শাব্দবোধ পদার্থমাত্র বিষয়ক শাব্দবোধ হইল। যদিও বা 'ঘটম্' ইত্যাদি পদ হইতে ঘটত্ব কর্মত্বাদি বিষয়ক সমূহালম্বন বোধ হয়, তাহা হইলেও পদার্থমাত্রবিষয়কত্ব থাকায় কোনও অনুপপত্তি হয় না। যাহা হউক প্রথম পক্ষে 'ঘটম্' ইত্যাদি পদজ্ঞান হইতে কেবল ঘটত্ব বিষয়ক বা ঘটত্ব কর্মত্ব সমূহালম্বন বিষয়ক শাব্দবোধ স্বীকার করিলে লাঘব হয়।[১] কিন্তু ঐ 'ঘটম্' পদ হইতে ঘটত্ববিশিষ্ট কর্মত্বাদি শাব্দবোধ স্বীকার করিলে কার্যতা-বচ্ছেদকের গৌরব হইয়া যায়।

---

১ তেন ঘটমিত্যাদিপদস্য ঘটত্বকর্মত্বসমূহালম্বন জনকত্বেঽপি তৎসংগ্রহঃ। ঘটত্ববিশিষ্ট কর্মত্বাদিশাব্দধীত্বং নোক্তপদধীজন্যতাবচ্ছেকম্। তৎ স্বীকারে তু তদপেক্ষয়া গৌরবম্।
অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৬৬

প্রশ্ন হইতে পারে যে ভট্টপাদ শ্লোক বার্ত্তিকে বলিয়াছেন যে দূর হইতে হ্রেষাশব্দ, ক্ষুরের শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং শ্বেত বর্ণ দর্শন করিয়া শ্বেত অশ্ব ধাবিত হইতেছে এইরূপ বাক্যজন্য বিশিষ্ট বোধ হয়। সেই অনুসারে ভট্টমতে কেবল ঘটপদ হইতে ঘটত্ববিশিষ্ট কর্মত্বাদিবিষয়ক শাব্দবোধ হইবে। সুতরাং পদ কেবল পদার্থ মাত্র বিষয়ক শাব্দবোধের জনক, ইহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ঘটত্ববিশিষ্ট কর্মত্বাদি বিষয়ক শাব্দবোধ বাক্য হইতে হইয়া থাকে; আর স্থলবিশেষে যদি 'ঘটম্' ইত্যাদি বাক্য ব্যতিরেকে ঘটত্ববিশিষ্ট কর্মত্বাদিবিষয়ক শাব্দবোধ হয়, তাহা হইলে ঐ স্থলে বাক্যরূপ কারণ নাই অথচ তাদৃশ বিশিষ্ট শাব্দবোধরূপ কার্য হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যভিচার হয়; সেই ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য যদি 'ঘটম্' ইত্যাদি পদজ্ঞানোত্তর ঘটত্ববিশিষ্ট কর্মত্বাদি বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি 'ঘটম্' ইত্যাদি পদজ্ঞান অর্থাৎ বাক্যজ্ঞান কারণ, ইহাই বলা যায়, তাহা হইলে কার্যতাবচ্ছেদকে তাদৃশ উত্তরত্ব নিবেশ করায় অত্যন্ত গৌরব হইয়া যায়। কিন্তু পদার্থমাত্রবিষয়ক শাব্দবোধ স্বীকার করিলে এই দোষ হয় না। কারণ পদ ব্যতিরেকে কোনও স্থলে পদার্থমাত্রবিষয়ক শাব্দবোধ হয় না। অতএব পদার্থমাত্রবিষয়ক শাব্দ-বোধনিষ্ঠ কার্যতাবচ্ছেদক কুক্ষিতে উত্তরত্বাদি নিবেশের আবশ্যকতা না থাকায় গৌরব দোষ হইবে না।

এখানে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে এই প্রথম পক্ষে অর্থাৎ পদ পদার্থ মাত্র বিষয়ক শাব্দ বোধের প্রতি কারণ, এই পক্ষেও গৌরব দোষ আছে। যেমন এতন্মতে ঘটপদ হইতে ঘটত্বমাত্রবিষয়ক, অম্‌পদ হইতে কর্মত্ব মাত্রবিষয়ক শাব্দবোধ হইলেও সেই বোধ হইতে ঘটত্বীয় কর্মতা, এইরূপ শাব্দবোধ তাঁহারা স্বীকার করেন। তাহা হইলে প্রথম পক্ষেও পদ জন্য শাব্দবোধ ঘটত্বীয় কর্মতা ইত্যাদি শাব্দবোধের প্রতি কারণ, ইহা সিদ্ধ হয়। ভট্টপাদ যে দূর হইতে হ্রেষা শব্দাদির শ্রবণাদি করিয়া "শ্বেতোঽশ্বো ধাবতি" এইরূপ বিশিষ্ট বোধ হয় বলিয়াছেন, তাহা পদ জন্য যে পদার্থ মাত্র বিষয়ক শাব্দবোধ তজ্জন্য নহে—ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ঐরূপ পদজন্য বোধ হইতে উৎপন্ন না হইয়া কোনও স্থলে ঘটত্বীয় কর্মতা ইত্যাদি শাব্দবোধ হইতে পারে। ঐ শাব্দবোধের প্রতি প্রথম পক্ষের ব্যভিচার হইয়া যায়। কারণ প্রথম পক্ষের মতে ঘটত্বীয় কর্মতা—এইরূপ শাব্দবোধে আছে। কিন্তু সেই স্থলে তাহার কারণরূপে স্বীকৃত পদজন্য বোধরূপ কারণ নাই। সুতরাং ব্যতিরেক ব্যভিচার হইয়া যাওয়ায় প্রথম পক্ষেও বলিতে হইবে যে পদজন্য বোধোত্তর ঘটত্বীয় কর্মতাবিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি পদ-

জন্য বোধটি কারণ। এইভাবে কার্যতাবচ্ছেদকে কারণের বৈশিষ্ট্য নিবেশ করায় গৌরব অবশ্যম্ভাবী। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে, না, এই স্থলে প্রথম পক্ষের গৌরব দোষ নাই। যেহেতু ঘটত্বীয় কর্মতা ইত্যাদি শাব্দবোধের প্রতি 'ঘটম্' ইত্যাদি পদজন্য ঘটত্বজ্ঞান, কর্মত্ব জ্ঞান প্রভৃতিরূপ আসত্তিকে কারণ স্বীকার করিতে হইবে।[১] এবং এইরূপ কারণতা স্বীকার তিনটি মতেই অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং উক্ত স্থলে ব্যভিচার বারণের জন্য মতত্রয়েই উক্ত কার্যতাবচ্ছেদকে পদজন্য বোধ বৈশিষ্ট্যের নিবেশ আবশ্যক।

অধিকন্তু দ্বিতীয়, তৃতীয়পক্ষে পূর্বোক্ত প্রকারে কার্যতাবচ্ছেদকে 'ঘটম্' ইত্যাদি পদজ্ঞানবিশিষ্টত্বের নিবেশ থাকায় প্রথম পক্ষ অপেক্ষা অধিক গৌরব হয়। তবে এইখানে প্রভেদ এই যে ঘটত্বীয় কর্মতা ইত্যাদি শাব্দবোধের প্রতি পদজন্য বোধকে যে কারণ বলা হইয়াছে, প্রথমপক্ষে তাহা (সেই পদ জন্য বোধটি) পদ জন্য পদার্থ বিষয়ক শাব্দবোধ স্বরূপ ; তাহাই আসত্তি। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়পক্ষে ঘটত্ব কর্মত্ব বিষয়ক যে পদ জন্য বোধ, তাহা (পদজন্য পদার্থ) স্মৃতি স্বরূপ।[২] তাহাই আসত্তি।

কার্য কারণভাবে মতত্রয়েই সমান। যথা স্ববিশিষ্ট শাব্দবোধের প্রতি বৃত্তি দ্বারা পদজন্য পদার্থজ্ঞান কারণ। এই স্থলে স্ববিশিষ্টশাব্দত্ব কার্যতাবচ্ছেদক। আর কারণতাবচ্ছেদক বৃত্তিপদজন্য পদার্থ জ্ঞানত্ব।[৩]

প্রথম পক্ষে 'ঘটম্' পদ হইতে কেবল ঘটত্ববিষয়ক শাব্দবোধ, অম্ পদ হইতে কেবল কর্মত্ববিষয়ক শাব্দবোধ হয়। ঐ যে ঘটত্ববিষয়ক শাব্দবোধ বা কর্মত্ব বিষয়ক শাব্দবোধ, তাহা পদার্থ মাত্র বিষয়ক হওয়ায় বৃত্তিপদজন্য পদার্থ-জ্ঞান স্বরূপ হইল। তারপর ঐ জ্ঞান হইতে স্ব অর্থাৎ ঘটত্ববিশিষ্ট কর্মত্ব বিষয়ক ঘটত্বীয় কর্মতা।—এইরূপ শাব্দবোধ হয়।

আর দ্বিতীয়, তৃতীয় পক্ষে 'ঘটম্' ইত্যাদি স্থলে কেবল ঘটপদ হইতে ঘটত্ব

---

১ ঘটত্বীয়া কর্মতেত্যাদিবোধে ঘটমিত্যাদিপদজন্য ঘটত্বকর্মত্বধীরূপায়া আসত্তেঃ কারণতয়াঃ পক্ষত্রয়েঽপি স্বীকারাৎ। তত্র ব্যভিচারবারণস্য পক্ষত্রয়েঽপি কর্তব্যত্বাৎ।
অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী, পৃ ৬৬৬

২ যথাদ্যপক্ষে পদজন্যশাব্দধীরেব তাদৃশী আসত্তিঃ, ইতরপক্ষয়োস্তু পদজন্যাস্মৃতিরিতি।
অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী, পৃ ৬৬৬

৩ বৃত্ত্যা পদজন্যপদার্থজ্ঞানস্য স্ববিশিষ্টশাব্দত্বং জন্যতাবচ্ছেদকমিতি তু পক্ষত্রয়মপি বোদ্ধব্যম্।
অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী, পৃ ৬৬৬

অর্থের স্মরণ এবং অম্‌পদ হইতে কর্মত্ব অর্থের স্মরণ হইয়া পরে তাদৃশ অর্থদ্বয়ের অন্বিত বোধ অর্থাৎ ঘটত্বীয় কর্মতা এইরূপ ঘটত্ব'বিশিষ্টকর্মত্ব বিষয়ক শাব্দবোধ হইয়া থাকে। ইহাই বুঝিতে হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে ঘটপদ হইতে ঘটত্ব এবং অম্ পদ হইতে কর্মত্ব অর্থের অনুভব বা স্মরণ হইয়া যদি ঘটত্বীয় কর্মতা বিষয়ক শাব্দ বোধ হয়, তাহা হইলে ঘট, কর্মত্বম্ এইরূপ নিরাকাঙ্ক্ষ পদজন্য ঘটত্ব ও কর্মত্বরূপ পদার্থের উপস্থিতি হইয়া নামার্থ ও বিভক্ত্যর্থের সংসর্গ বিষয়ক শাব্দবোধ হউক ? এই আপত্তির উত্তরে বলিতে হইবে যে ঘটত্বীয় কর্মতা বা ঘটনিষ্ঠ কর্মতা ইত্যাকার শাব্দ-বোধের প্রতি 'ঘটম্' ইত্যাদি বাক্যের ঘটক যে পদ, সেই পদ জন্য পদার্থের উপস্থিতিই কারণ। ঘট কর্মত্বম্ এই স্থলে যে পদার্থের উপস্থিতি হয়, তাহা 'ঘটম্' এই বাক্য ঘটক পদ জন্য পদার্থের উপস্থিতি নয়। এইজন্য পূর্বোক্ত আসত্তিকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

অবশ্য এইরূপ স্থলে নৈয়ায়িকগণ আকাঙ্ক্ষাকে কারণ বলিয়া থাকেন। আর এই যে পদজন্য পদার্থের উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা পদের বৃত্তি অর্থাৎ শক্তি বা লক্ষণা এতদন্যতর সম্বন্ধে পদজন্য পদার্থের উপস্থিতি বুঝিতে হইবে। এইজন্য "আকাশম্" এইরূপ পদ হইতে আশ্রয়াশ্রয়িভাব সম্বন্ধে আকাশ-সম্বন্ধিরূপে একত্ব ও আকাশের উপস্থিতি হইলেও "এক আকাশ" এইরূপ শাব্দ-বোধ হয় না। এইভাবে পদের বৃত্তিজন্য পদার্থের উপস্থিতিকে শাব্দবোধের প্রতি কারণ বলায় সেখানে 'আকাশ' এইরূপ পদমাত্রের স্মরণ হয়।

আর পদ হইতে উৎপন্ন না হইয়া ঘটকর্মত্বের অন্য প্রকারে উপস্থিতি হয়, সেইখানে ভট্টমতে ক্রিয়া ও কারকের সংসর্গাবগাহী জ্ঞান হয় না। কারণ বলা হইয়াছে "শাব্দী হি আকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব প্রপূর্যতে।" অর্থাৎ শব্দের দ্বারা শাব্দবোধ উৎপাদন করিতে হইলে যে আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা শব্দের দ্বারাই নিবৃত্ত হয়। সুতরাং 'আনয়' এই পদের স্মরণ হইতে আনয়ন ক্রিয়ার উপস্থিতি হইলেও ঘটকর্মত্বরূপ অর্থটি শব্দজন্য না হওয়ায় ঐখানে ক্রিয়া ও কারকের অন্বয়বোধ হইতে পারে না। যেখানে কোনও শব্দ শুনা যায় না, সেখানে শব্দ আকাঙ্ক্ষার নিবর্তক হয় না। যেমন "পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং হ্রেষাশব্দঞ্চ শৃণ্বতঃ" ইত্যাদি স্থলে শাব্দবোধের ইচ্ছারূপ আকাঙ্ক্ষা পদাদিদ্বারা ঘটিত নয়। আর এখানে একটি কথা বুঝিতে হইবে যে "ঘটম্" ইত্যাদি বাক্যের ঘটক যে পদ, সেই পদ জ্ঞান জন্য পদার্থের উপস্থিতি শাব্দবোধের প্রতি কারণ নয়। কিন্তু তাদৃশ পদ জন্য পদার্থের উপস্থিতিই শাব্দবোধের কারণ। যেহেতু

'ঘটম্' ইত্যাদি স্থলীয় ঘট পদ ও অম্ পদের বিস্মরণ হইলেও ঘটপদের অর্থজ্ঞান ও অম্ পদের অর্থজ্ঞান হইতে ঘটত্বীয় কর্মতা বিষয়ক শাব্দবোধ হইতে দেখা যায়।

কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে যদি পদের বিস্মরণ হইলেও পদার্থের জ্ঞান হইতে সংসর্গবিষয়ক শাব্দবোধ হইতে পারে, তাহা হইলে ঘটপদটি অম্পদের পূর্ববৃত্তি, উহা বিস্মৃত হইলেও 'ঘটম্' এইরূপ সাকাঙ্ক্ষ পদজ্ঞান হইতে নির্বিকল্প পদার্থমাত্রবিষয়ক শাব্দবোধ হউক? তাহার উত্তরে বলা যায় যে নির্বিকল্প পদার্থমাত্রবিষয়ক শাব্দবোধটি সাকাঙ্ক্ষ পদজ্ঞান জন্য পদার্থের স্মৃতিস্থানীয় বলিয়া ঘটাদি পদের অম্পদপূর্ববৃত্তিত্বরূপ আকাঙ্ক্ষার বিস্মরণ হইলে সেই নির্বিকল্প পদার্থমাত্রবিষয়ক শাব্দবোধ উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ ঘট পদটি অম্পদের পূর্ববৃত্তি, ইহা বিস্মৃত হইলে ঘটাদি পদমাত্রজন্য স্মৃতি সাকাঙ্ক্ষ পদ হইতে উৎপন্ন হয় না। অতএব ঘটপদমাত্রজন্য স্মৃতি ঘটত্বীয় কর্মতা বিষয়ক শাব্দবোধের কারণ হয় না। এইজন্য পদজন্য পদার্থের উপস্থিতি হইতে পদার্থ সংসর্গ বিষয়ক যে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়, তাহাতে পূর্বোক্ত আসত্তি (ঘটম্ ইত্যাদি পদজন্য ঘটত্ব কর্মত্ব জ্ঞান রূপ আসত্তি) কারণ বলিয়া পদার্থমাত্রবিষয়ক শাব্দবোধটি ঘটত্বীয় কর্মতা ইত্যাদি সংসর্গ বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি হেতু হইয়া থাকে। যাঁহারা ভাবনা অর্থাৎ ক্রিয়াকে শাব্দবোধের মুখ্য বিশেষ্য বলিয়া থাকেন, সেই মতে পদজন্য পদার্থের স্মৃতিকে তাঁহারা অসত্তি বলেন না। লাঘববশতঃ ইঁহারা পদ পদার্থমাত্রের অনুভবের জনক, ইহাই বলিয়া থাকেন। পদ হইতে যদি পদার্থমাত্রবিষয়কশাব্দানুভব হয়, তাহা হইলে পদার্থের স্মৃতি কল্পনা করা ব্যর্থ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে পদ পদার্থমাত্রের স্মারক হয়, অনুভবের জনক হয় না। এইরূপ স্বীকার করাই কি যুক্তিযুক্ত নয়? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন পদার্থমাত্রের প্রতি যদি পদই স্মারক হয়, তাহা হইলে হস্তিপককে দেখিয়া লোকের যে হস্তি বিষয়ক স্মরণ বা হস্তিকে দেখিয়া হস্তিপকের স্মরণ হয়, তাহা অনুপপন্ন হইয়া যায়। এইজন্য বলিতে হইবে যে এক সম্বন্ধিজ্ঞান অপর সম্বন্ধের স্মারক হয়। আরও কথা এই যে পদ তাহার স্বার্থ বিষয়ক অনুভবের প্রতি কারণ নয়—এইরূপ কল্পনা করিলে পদ, পদার্থসংসর্গবিষয়ক অনুভবের জনক[১]—এইরূপ বলিলে গৌরব হয় বলিয়া পদের পদার্থসংসর্গবিষয়ক

---

১ ন চ পদার্থমাত্রং প্রতি স্মারকত্বমেব পদস্য কল্প্যতে নানুভাবকত্বমিতি বাচ্যম্। হস্তিহস্তিপকয়োর্হি সংযোগাদিসম্বন্ধেন মিথঃ সম্বন্ধিতয়া গৃহীতত্বাৎ তয়োরেকজ্ঞানস্যাপর-

অনুভবজনকতা না থাকায় আর পদের সহিত পদার্থের অন্যরূপ সম্বন্ধ না থাকায় পদের অর্থস্মারকত্ব অসম্ভব হইয়া যায়।

আর এমন কথাও বলা যায় না যে স্মৃতির প্রতি যাহা শক্তি তাহাই স্মারক এবং ঐ স্মারকত্বই স্মৃতির প্রয়োজক সম্বন্ধ। যেমন হস্তী হস্তিপকের স্মারক হয় বা হস্তিপক হস্তির স্মারক হয়। কিন্তু তাহাতে স্মৃতি শক্যত্বরূপ স্মারকত্ব নাই।[১] সেইজন্য পদ হইতে পদার্থের স্মরণকে শাব্দবোধের প্রতি কারণ না বলিয়া প্রথমে পদ হইতে যে পদার্থের অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহাই বিশেষণ জ্ঞান রূপে পদার্থসংসর্গবিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি হেতু হয়, ইহাই বলা উচিত। আশঙ্কা হইতে পারে যে পদ হইতে প্রথমে যে পদার্থের অনুভব হয়, তাহা বিশেষণ জ্ঞান রূপে পদার্থ সংসর্গ বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি হেতু হইতে পারে না। কারণ যেখানে কর্মত্ব ঘটত্বীয় এইরূপ শাব্দবোধ হয়, সেখানে কর্মত্বটি বিশেষণ হয় না। উক্ত আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে কর্মত্ব ঘটত্বীয় এইরূপ বোধে কর্মত্বটি বিশেষণ রূপে জ্ঞাত না হইলেও বিশেষ্যতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান রূপে কর্মত্ব জ্ঞানটি হেতু হইয়া থাকে। আর তাছাড়া, 'ঘটমানয়' ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়া ও কারকের সংসর্গবোধের প্রতি কর্মত্বের জ্ঞান বিশেষণজ্ঞানরূপে হেতু হইয়া পড়ে।

এখানে আর একটি আশঙ্কা এইরূপ হয়—এই পূর্বোক্ত মতে পদ হইতে যে পদার্থের অনুভব হয়, তাহা পূর্বে জ্ঞাত থাকে। কারণ স্মৃতি জ্ঞান কালেই যে পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, পরে পদ হইতে সেই পদার্থের অনুভব হয়। অতএব পদ হইতে পদার্থের অনুভব জ্ঞাত বিষয়ক। সুতরাং যেখানে পদ হইতে পদার্থ মাত্রের অনুভব হয়, সেই স্থলে ঐ অনুভব জ্ঞাত বিষয়ক হওয়ায় অজ্ঞাত বিষয়কত্বরূপ প্রমাত্ব তাহাতে না থাকায় তজ্জনক শব্দের প্রমাণত্ব থাকিতে পারে না। তাহা হইলে শব্দ অপ্রমাণ হইয়া যায়।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে যেখানে পদ হইতে পদার্থ মাত্রের অনুভব হয়, সেখানে পদে প্রমাকরণত্বরূপ প্রমাণত্ব না থাকিলেও প্রমা-

---

স্মারকত্বং যুক্তম্। পদস্য তু স্বার্থং প্রত্যনুভাববত্ত্বস্য কল্পনাৎ পদার্থসংসর্গানুভাববত্ত্বস্য গৌরবেণাভাবাৎ সম্বন্ধান্তরস্য চ তত্র তস্যাভাবাৎ স্মারকত্বাসম্ভবাৎ।

অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৬৭

১ ন হি স্মৃতিশক্যত্বরূপং স্মারকত্বমেব স্মৃতিপ্রয়োজকসম্বন্ধঃ, হস্তিহস্তিপকাদিস্থলে তদ্দর্শনাৎ তথাননুভবাচ্চ। অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৬৭

প্রয়োজকত্বরূপ প্রমাণত্ব শব্দে থাকিতে বাধা নাই।[১] কারণ সেখানে পদ হইতে যে পদার্থমাত্রের অনুভব হয়, তাহা জ্ঞাত বিষয়ক, কিন্তু সেই পদার্থের অনুভব হইতে যে পদার্থের সংসর্গ বিষয়ক শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়, উহাতে সংসর্গটি অজ্ঞাত বলিয়া ঐ অজ্ঞাত বিষয়কত্ব রূপ প্রমাত্ব শাব্দবোধে থাকে। সেই শাব্দ-বোধরূপ প্রমার প্রতি পদার্থমাত্রের অনুভব কারণ হয়। আর সেই পদার্থ-মাত্রের অনুভবের প্রতি পদ কারণ হয়। সুতরাং পদ শাব্দবোধরূপ প্রমার কারণের কারণ হওয়ায় প্রয়োজক হইল। কারণতাবচ্ছেদক কারণ বা কারণের কারণকেও প্রয়োজক বলা হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষকে প্রমার প্রতি ইন্দ্রিয় প্রয়োজক বলিয়া ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলা হয়। বিষয়তা সম্বন্ধে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের প্রতি লাঘববশতঃ সংযোগাদি সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়কে কারণ স্বীকার করা হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্য থাকিল।[২]

প্রশ্ন হইতে পারে যে ইন্দ্রিয়কে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষের প্রতি প্রযোজক বলা হইয়াছে। অবশ্য মনও ইন্দ্রিয়। কিন্তু নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় বলিয়া সেই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করিয়া "আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি"—এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ না হউক? যেহেতু উহা নির্বিকল্প অতীন্দ্রিয়। তাহার উত্তরে ভট্টমতাবলম্বিগণ বলেন, জ্ঞান মাত্রই অতীন্দ্রিয়। কিন্তু জ্ঞানজন্য বিষয়ে প্রাকট্য নামক জ্ঞাততা উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞাততা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞাততাকে অবলম্বন করিয়া নির্বিকল্প জ্ঞানেরও সাক্ষাৎ করিতেছি, এইরূপ মানসজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে। সাক্ষাৎ শব্দ হইতে অনুৎপন্ন কিন্তু শব্দ প্রযোজ্য জ্ঞানে যেমন শাব্দত্ব থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন না হইলেও ইন্দ্রিয় প্রযোজ্য স্বপ্রকারক জ্ঞানে সাক্ষাৎকারত্ব থাকিতে পারে। ইন্দ্রিয় প্রযোজ্য স্বপ্রকারক জ্ঞানে সাক্ষাৎকারত্ব জাতি স্বীকার করা হয় বলিয়া শব্দজন্য যে বোধ, তাহাতে জাতি রূপ পদার্থস্থিত তুরীয় বিষয়তাশালী শাব্দত্ব থাকে, ইহা বলা যায়। মীমাংসক মতে জাতিতে শব্দের শক্তি। শব্দজন্য যে শাব্দবোধ, তাহাতে শাব্দত্ব রূপে স্বীকার না করিয়া সাংসর্গিক বিষয়তা অনিরূপিত বিষয়তা-

---

১ প্রমাকরণত্বাভাবেঽপি প্রমাপ্রয়োজকত্বরূপস্যৈব প্রমাণত্বস্য শব্দে প্রথমপক্ষে স্বীকারাৎ উক্তলাঘবানুরোধাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৬৬

২ তথেন্দ্রিয়াদীনামপি প্রত্যক্ষমপি প্রমায়াং প্রয়োজকত্বমেব স্যাৎ, ন তু কারণত্ব-বিশেষরূপং করণত্বম্ নির্বিকল্পকীয় তুরীয় বিষয়তাসম্বন্ধেনৈব প্রত্যক্ষং প্রত্যপি লাঘবেনেন্দ্রিয়স্য সংযোগাদি সম্বন্ধেন হেতুতাস্বীকারসম্ভবাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৬৭

শালী শাব্দত্বরূপে শাব্দবোধ স্বীকার করিলে গৌরব দোষ হয়। যদিও পদার্থ সংসর্গবোধে বিষয়তা নিরূপিত বিষয়তাশালিবোধত্ব থাকে, তথাপি তত্ত্ব-মস্যাদিবাক্য জনিত তুরীয় বিষয়তাটি বিষয়তান্তরের দ্বারা অনিরূপিত হইলেও দোষ হয় না।[১]

তাহা হইলে প্রথমপক্ষে অর্থাৎ এক একটি পদ হইতে পদার্থের অনুভব হয়, এইপক্ষে শব্দ হইতে এবং ইন্দ্রিয় হইতে নির্বিকল্প জ্ঞানই উৎপন্ন হয়। আর সেই নির্বিকল্প জ্ঞানই পদার্থ সংসর্গবিষয়ক প্রমার প্রতি করণ। এখানে করণ বলিতে ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন কারণ বুঝিতে হইবে। যে হেতু পদজন্য যে নির্বিকল্প জ্ঞান, তাহা উৎপন্ন হইলে পদার্থের সংসর্গ বিষয়ক প্রমা হইয়া থাকে। যেমন 'ঘটমানয়' স্থলে ঘটপদ, অম্‌পদ প্রভৃতি হইতে ঘটত্ব কর্মত্ব বিষয়ক নির্বিকল্প বোধ হইলে, তাহা হইতে ঘটত্বীয় কর্মতা ইত্যাকারক পদার্থসংসর্গ বিষয়ক প্রমা উৎপন্ন হয়। এইরূপ অনুমিতিস্থলেও কেহ কেহ বলেন প্রথমে নির্বিকল্প অনুমিতি, তারপর সবিকল্প অনুমিতি। কেহ কেহ বলেন অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞানে ও পক্ষতাজ্ঞানে ব্যাপ্তি ব্যাপক ধর্মতার ঘটকরূপে সাধ্য প্রভৃতির জ্ঞান পূর্বে থাকায় প্রথমে বিশিষ্ট বিষয়ক অনুমিতি উৎপন্ন হয়। নির্বিকল্প অনুমিতি স্বীকার করার কোনও প্রয়োজন নাই। এইজন্য অনুমিতি মাত্রই সবিকল্পক হইয়া থাকে। আর এইজন্যই ভট্টমতকে অভিহিতান্বয়বাদ বলে যেহেতু ভট্টমতে পদাভিহিত পদার্থরূপ করণের দ্বারা অন্বয় অর্থাৎ পদার্থ সংসর্গ বিষয়ক শাব্দবোধ হইয়া থাকে।

প্রথমপক্ষে, পদ হইতে পদার্থ অভিহিত হয়। এইজন্য পূর্বোক্তরূপে অভিহিতান্বয়বাদ সিদ্ধ হইলেও দ্বিতীয় পক্ষে বা তৃতীয় পক্ষে প্রকৃতির অর্থ ও প্রত্যয়ার্থের সংসর্গ অভিহিত হয় বলিয়া সেই সংসর্গরূপ করণের দ্বারা ক্রিয়া ও কারকের সংসর্গ বিষয়ক শাব্দবোধ হয়। অবশ্য তিন পক্ষেই পদজন্য

---

১ ন চ নির্বিকল্পকস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তদাদায় সাক্ষাৎ করোমী'তি মানসং ন স্যাদিতি বাচ্যম্। ভট্টমতে জ্ঞানমাত্রস্যাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রাকট্যরূপজ্ঞাততামাদায়ৈব সাক্ষাৎ করোমীতি মানসধীনির্বাহাৎ, শব্দপ্রয়োজ্যে শব্দাজন্যে শাব্দত্বস্যেব ইন্দ্রিয়প্রয়োজ্যে ইন্দ্রিয়াজন্যেঽপি স্বপ্রকারকবোধে সাক্ষাৎকারস্য সম্ভবাৎ। অতএব শব্দজন্যতাপি জাতিরূপপদার্থনিষ্ঠতুরীয়-বিষয়তাশালি শাব্দত্বেনৈবং সাংসর্গিকবিষয়ত্বানিরূপিতত্বাদিনিবেশে গৌরবাৎ। তুরীয় বিষয়তায়া বিষয়ত্বান্তরানিরূপিতত্বেন পদার্থসংসর্গবোধে ব্যভিচারাভাবাৎ।

অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৬৭

অনুভবকেই অভিধান বলা হয়।[১] সেই পদজন্য অনুভব করণ বলিয়া সেই অনুভব বিষয়ত্ববিশিষ্ট পদার্থ বা সংসর্গকেও করণ বলিয়া ব্যবহার করা হয়।

পূর্বে যে শব্দপ্রমাণজন্য নির্বিকল্প জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, উহা প্রথম পক্ষে অর্থাৎ প্রকৃত্যর্থের সহিত অন্বিত কর্মত্বাদি সংসর্গ ক্রিয়াতে অন্বিত হইয়া শাব্দবোধ হয়, এই পক্ষেই বলা হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষে অর্থাৎ প্রত্যয়পূর্ববৃত্তিত্ববিশিষ্ট প্রকৃতি অনুভাবক এবং প্রকৃত্যুত্তর প্রত্যয় অনুভাবক, এই মতদ্বয়ে নির্বিকল্প জ্ঞান শব্দপ্রমাণজন্য নহে। কারণ প্রমাণত্বাবচ্ছেদে অজ্ঞাতজ্ঞাপক জ্ঞান জনকতাই নিয়ম অর্থাৎ প্রমাণমাত্র অগৃহীতগ্রাহী জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। পদ হইতে যে পদার্থের অনুভব হয়, শব্দ প্রমাণ জন্য নির্বিকল্প জ্ঞানে সেই পদার্থের অনুভব হওয়ায় শব্দরূপ প্রমাণ গৃহীতগ্রাহী জ্ঞানজনক হইয়া পড়ে, যদি নির্বিকল্প শাব্দবোধ স্বীকার করা হয়। কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে প্রমাণ অগৃহীতগ্রাহী জ্ঞানের প্রযোজক হয়, জনক নহে। তাহাতে শব্দপ্রমাণ হইতে নির্বিকল্প জ্ঞান, পরে সবিকল্প জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় শব্দরূপ প্রমাণ অগৃহীতগ্রাহী জ্ঞানের প্রযোজক হইল। কারণ সবিকল্প জ্ঞানে, নির্বিকল্প জ্ঞানে, অগৃহীত বিষয়ও (সংসর্গাদি) প্রকাশিত হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে প্রমাণ সাক্ষাৎ অগৃহীতগ্রাহী জ্ঞানের জনক, ইহা সম্ভব হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে তাহাকে উক্ত অগৃহীতগ্রাহী জ্ঞানের জনক কল্পনা করা সম্ভব নয়। আর ইহাও বলা যায় না যে নির্বিকল্প বিষয়তাকে শব্দের কার্যতাবচ্ছেদক স্বীকাররূপ কল্পনা করা হয়। যেহেতু স্মৃতিতেই শব্দজন্যত্ব ও তুরীয় বিষয়ত্ব সম্ভব হওয়ায় শব্দজন্য নির্বিকল্পকে শাব্দ বলার কোনও প্রমাণ নাই। আর শব্দজন্য নির্বিকল্প বিষয়ক স্মৃতির মানস প্রত্যক্ষও "স্মরামি" এই আকারের হইয়া থাকে। সেখানে স্মৃতিজন্য বিষয়ে জ্ঞাততা উৎপন্ন হওয়ায় 'শাব্দয়ামি', এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ হয় না।

যদি বলা যায় পদের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ না থাকায় পদ কী করিয়া নির্বিকল্প বিষয়ের স্মারক হয়? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পদের যে পদার্থ-সংসর্গানুভাবকত্ব, তাহাই পদের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রমাণজন্য জ্ঞানে অগৃহীতগ্রাহিত্ব থাকিবে, এইরূপ

---

১ ভট্টমতে অভিহিতেন পদার্থেন করণেন পদার্থসংসর্গশাব্দধীর্জায়তে। তথা চ ব্যবহারঃ দ্বিতীয়তৃতীয়পক্ষয়োরপ্যভিহিতেন প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থয়োঃ সংসর্গেণ করণেন ক্রিয়া কারকয়োঃ সংসর্গশাব্দধীঃ।　　অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৬৭

নিয়মে প্রমাণ কি ? তাহার উত্তরে বলা যায় যে প্রমাণ জন্য জ্ঞানে যে বিষয়ের ব্যবস্থাপকত্ব আছে, তাহাই প্রমাণ জন্য জ্ঞানে অগৃহীতগ্রাহিত্বের নিয়মে প্রমাণ। তবে এখানে বিষয় ব্যবস্থাপিত হইতেছে, সেই জ্ঞানে যাহা বিশেষ্য এবং যাহা বিশেষণ হয়, সেই বিশেষণটি সেই বিশেষ্যে কোনও বিপরীত জ্ঞান উৎপাদন করে না। বিপরীত জ্ঞানাভাবের যে প্রযোজকত্ব, তাহাই বিষয় ব্যবস্থাপকত্ব।[১] যেমন "ঘটবৎ ভূতলম্" এই জ্ঞানে 'ভূতল' বিশেষ্য, 'ঘট' বিশেষণ। এই ঘটরূপ বিশেষণটি ভূতলে বিপরীত জ্ঞান অর্থাৎ ঘটাভাবের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের অভাবের প্রয়োজক হইয়া থাকে। অর্থাৎ সেখানে ভূতলে যদি ঘট থাকে, আর যদি সেখানে "ঘটাভাববৎ ভূতলম্" এই জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে ঐ "ঘটবৎ ভূতলম্" এই জ্ঞানটি অগৃহীতগ্রাহী হয়। আর যদি সেখানে পরে "ঘটাভাববৎ ভূতলম্" এই জ্ঞানটি হয়, তাহা হইলে ঐ ঘটাভাবের অন্তর্গত ঘটরূপ বিষয়টি পূর্বে জ্ঞাত হইয়াছিল, এখন আবার অভাবের প্রতিযোগিরূপে জ্ঞাত হওয়ায় উহা গৃহীতগ্রাহী হইয়া পড়ে।

যদি বলা হয়, যেখানে "ঘটবৎ ভূতলম্" এই জ্ঞানের দ্বারা ঘটবদ্ভূতলের প্রকাশ হইল, পরে আবার আর একটি প্রমাণজন্য জ্ঞানের দ্বারা ঐ ঘটবদ্ভূতলের প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ঐ প্রমাণ জন্য জ্ঞান গৃহীতগ্রাহী হইয়া গেল। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, না, ঐ দ্বিতীয় জ্ঞানটি ঐ প্রথম জ্ঞানের যে বিশেষ্য তাহাতে বিশেষণের যে বিপরীত জ্ঞান, তাহার অভাবেরই প্রযোজক হয় বলিয়া তাহাকে গৃহীতগ্রাহী এইরূপ কল্পনা করিবার প্রমাণ নাই। অর্থাৎ ঐ স্থলে দ্বিতীয় জ্ঞানটি প্রথম জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান হইতে দেয় না। ইহাই সিদ্ধ হওয়ায় গৃহীতগ্রাহী এইরূপ স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। মোট কথা এই যে শব্দ প্রমাণজন্য নির্বিকল্প জ্ঞান স্বীকার করিলে তাহা গৃহীতগ্রাহী হইয়া যায়। কারণ পদ হইতে যে পদার্থের অনুভব হয়, পদ সমূহরূপ বাক্যাত্মক শব্দ প্রমাণ হইতে ঐ পদার্থাতিরিক্ত পদার্থসংসর্গবিষয়ক যে শাব্দবোধ, তাহা সবিকল্প বোধ আর অখণ্ড পদার্থ বিষয়ক যে যে শাব্দবোধ, তাহাকে নির্বিকল্প বোধ স্বীকার করিতে হইবে। ঐ রূপ নির্বিকল্প বোধটি পদজন্য পদার্থানুভব বিষয়বিষয়ক হওয়ায় ঐ সবিকল্প জ্ঞান গৃহীতগ্রাহ্য হইয়া যায়। অথচ প্রমাণ জন্য জ্ঞান মাত্রই অগৃহীতগ্রাহী হইয়া থাকে।

---

১ বিষয়ব্যবস্থাপকত্বস্যৈব তত্র মানত্বাৎ। তচ্চ স্ববিশেষ্য-স্ববিশেষণস্য বিপরীতজ্ঞানাভাব-প্রযোজকত্বম্। অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী, পৃ, ৬৬৮

এইজন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষমতবাদিরা শব্দ প্রমাণ জন্য নির্বিকল্প বোধ স্বীকার করেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা আরও বলেন যে শব্দ প্রমাণের কার্যতা-বচ্ছেদক যদি তুরীয় বিষয়তাশালী শাব্দত্ব—এইরূপ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে যেখানে 'অশ্বত্ব' প্রভৃতি অংশে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষাত্মক "শ্বেতোঽশ্বো ধাবতি", এইরূপ বাক্যাজন্য শাব্দবোধ হয়, সেই স্থলে শব্দ-প্রমাণ রূপ কারণ না থাকায় ব্যভিচার হইয়া যায় বলিয়া তুরীয় বিষয়তাবচ্ছিন্ন শাব্দত্বকেই শব্দ প্রমাণের কার্যতা-বচ্ছেদক বলিতে হইবে। এইরূপ বলায় অশ্বত্বাদি অংশে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষাত্মক 'শ্বেতোঽশ্বো ধাবতি' ইত্যাকারক বাক্যাজন্য শাব্দবোধে তুরীয় বিষয়তাশালী শাব্দত্ব থাকিলেও তুরীয় বিষয়তাবচ্ছিন্ন শাব্দত্ব থাকে না। কারণ "শ্বেতোঽশ্বো ধাবতি" ইত্যাকার জ্ঞানে তুরীয় বিষয়তা ভিন্ন শ্বেত, অশ্ব ও ধাবন ক্রিয়া প্রভৃতিই সংসর্গ বিষয় হইয়া থাকে। কাজেই ঐ স্থলে ব্যভিচার বারণ হইলেও অপ্রসিদ্ধিদোষ হইয়া যাইবে। শব্দপ্রমাণ জন্য শাব্দবোধরূপ যে কার্যতা, সেই কার্যতার অবচ্ছেদকত্বটি পদার্থদ্বয়ের সংসর্গের বিষয়তাতেই স্বীকার করা হয়।

তুরীয় বিষয়তা কোথায়ও শাব্দত্বের অবচ্ছেদক হয় না। সুতরাং তুরীয় বিষয়তাবচ্ছিন্ন শাব্দত্বকে শব্দপ্রমাণের কার্যতাবচ্ছেদক স্বীকার করিলে অপ্রসিদ্ধি দোষ হইয়া যায়। শাব্দবোধে যে পদার্থদ্বয়ের বা পদার্থ সমূহের সংসর্গ বিষয়তার অবগাহন হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের অনুভবই প্রমাণ। কেন না আমাদের সকলের এইরূপ অনুভবই হইয়া থাকে যে কর্মত্বে ঘটত্বের সম্বন্ধ শুনিতেছি, ঘটত্বীয় কর্মতা শুনিতেছি, ঘটত্বকে কর্মতাবিশিষ্ট রূপে শুনিতেছি, ঘটত্বীয় কর্মতাকে শাব্দবোধের বিষয় করিতেছি।

এইরূপ অনুভবের দ্বারা বোঝা যায় যে পদ হইতে শুদ্ধ ঘটত্বাদিপদার্থের স্মরণ হয়। আর শাব্দবোধে পদার্থসকলের সংসর্গের অনুভব হয়। আর এইজন্য অনুমিতি স্থলেও "পর্বতে বহ্নির সম্বন্ধ করিতেছি"—এইরূপই লোকের অনুভব হয়। কেবল পর্বতকে অনুমান করিতেছি, বহ্নির সম্বন্ধের অনুমান করিতেছি—এইরূপ অনুব্যবসায় কাহারও হয় না। সুতরাং অনুমিতির অনুব্যবসায় হইতেও বোঝা যাইতেছে যে অনুমিতিতে অনুমান প্রমাণের যে কার্যতা আছে, তাহার অবচ্ছেদক হইতেছে পক্ষ ও সাধ্যের সংসর্গবিষয়তাবচ্ছিন্ন অনুমিতিত্ব।[১]

---

১ অতএব পর্বতে বহ্নি সম্বন্ধমনুমিনোমি ন তু কেবলং বহ্নিসংযোগং বেতি প্রত্যয়ঃ পক্ষসাধ্য সংসর্গবিষয়তাবচ্ছিন্নমনুমিতিত্বমবগাহতে।

অদ্বৈত সিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃঃ ৬৬৮

সুতরাং প্রমাণ প্রযুক্ত প্রমাতে যে বিষয়তার অবগাহন হয়, তাহা অজ্ঞাত বিশেষ্য ও বিশেষণের সংসর্গনিষ্ঠ বিষয়তা। অতএব পদার্থ মাত্র বিষয়ক শব্দজন্য নির্বিকল্পবোধ হইতে পারে না।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের উপর আশঙ্কা হয় এই যে অনুভব মাত্র অগৃহীতগ্রাহী ইহা ঠিক কথা, কিন্তু শব্দজন্য শাব্দবোধটি অনুভব হইতে ভিন্ন। কারণ পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা স্মৃতি হইতে পারে না। যেহেতু পদের সহিত পদার্থের স্মৃতি প্রযোজক কোনও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান, তাহা স্মৃতি হইতে ভিন্ন। আবার পদ, পদার্থ সংসর্গের অনুভাবক, ইহা স্বীকার করিলে গৌরব হয়। আর পদার্থমাত্রই যদি পদজন্য অনুভবের বিষয় হয়, তাহা হইলে পদের যে পদার্থস্মারকত্ব কল্পনা, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। এইজন্য বলিতে হইবে পদ পদার্থের অভিধায়ক হয়। অর্থাৎ পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা স্মৃতিও নয়, অনুভবও নয়। কিন্তু তদতিরিক্ত জ্ঞান বিশেষ।

আর পদ হইতে পদার্থের স্মরণ স্বীকার করিলে দোষ হয় এই যে পদের সহিত পদার্থের স্মৃতি প্রযোজক কোনও সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। স্মৃতিশক্তত্বকে স্মৃতিপ্রযোজক সম্বন্ধ বলা যায় না। কারণ এইরূপ স্মৃতিশক্তত্বরূপ সম্বন্ধ কোথায়ও অনুভূত হয় না। সুতরাং পদের যে পদার্থ স্মারকত্ব কল্পনা, তাহা পদের সহিত পদার্থের অন্যপ্রকার সম্বন্ধ। অথচ এক সম্বন্ধীর জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক ; এই সম্বন্ধিজ্ঞান হিসাবে স্মারকত্ব কল্পনা করা হয়।

সুতরাং পদ সমূহাত্মক শব্দপ্রমাণ হইতে শাব্দবোধটি স্মৃত্যাত্মকও হইতে পারে না, অনুভবাত্মকও হইতে পারে না বলিয়া শাব্দবোধ গৃহীতগ্রাহী হউক, ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে নির্বিকল্প শাব্দবোধ যে হয় না, তাহা আমরা দেখাইয়া আসিয়াছি। এইজন্য বলিতে হইবে যে পদ পদার্থসংসর্গানুভবেরই জনক হইয়া থাকে। সুতরাং পদ হইতে পদার্থের স্মরণ হয়, সেই পদার্থের স্মৃতির দ্বারা পদ পদার্থসংসর্গানুভবের কারণ স্বীকার করিলে লাঘব হয়। অন্যথা পদ হইতে স্মৃতি ও অনুভব ভিন্ন অন্যপ্রকার বোধ স্বীকার করিলে অনন্তবোধ স্বীকার করিতে হয় বলিয়া মহৎ গৌরব হয়। অনন্তবোধ স্বীকার করিতে হয় এইজন্য যে ঐ বোধের অনুগতভাবে সমস্ত বোধকে সংগ্রহ করা না যাওয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন কার্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

ইহা ছাড়া যাঁহারা পদ হইতে স্মৃতি এবং অনুভবভিন্ন পৃথক্ বোধ স্বীকার করেন, তাঁহারা বিভক্তিশূন্য ঘটাদি পদ হইতে ঘটত্ব প্রভৃতি স্মৃতি স্বীকার করেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ঘটাদিপদ ঘটাদিপদত্বরূপে ঘটত্ব অর্থের স্মারক হয়, ইহা শাব্দনির্বিকল্পবাদিমতে স্বীকৃত হওয়ায় শাব্দনির্বিকল্প জ্ঞানটি স্মৃতি স্বরূপই হইবে।

সুতরাং অখণ্ড বিষয়তাবচ্ছিন্ন শাব্দত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি শব্দ পৃথক ভাবে করণ হয়, এই কথা বলা যাইবে না। পদার্থদ্বয় বিষয়তানিরূপিত সাংসর্গিক বিষয়তাবচ্ছিন্ন শাব্দত্বরূপে শাব্দবোধের প্রতি শব্দ করণ হইয়া থাকে। ইহাই সিদ্ধ হইবে।[১] যেমন 'ঘটম্' ইত্যাদি স্থলে ঘটত্ব ও কর্মত্ব বিষয়তাদ্বয় নিরূপিত নিষ্ঠত্ব সংসর্গ বিষয়তাবচ্ছিন্ন শাব্দবোধের প্রতি 'ঘটম্' এই শব্দই হেতু।

আরও কথা এই যে প্রযোজক বৃদ্ধ ও প্রযোজ্যবৃদ্ধের ব্যবহার দেখিয়া বালকের শক্তিজ্ঞান হয়। প্রথমে সুবন্ত, তিঙন্তপদ সমুদায়কে একবাক্য বলিয়া বুঝিয়া এই বাক্যটি একটি বিশিষ্ট বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু, ইহা বুঝিয়া থাকে। কিন্তু সেই বাক্যের ঘটক পদ সকল হইতে প্রকৃতির অর্থও প্রত্যয়ার্থের সংসর্গবোধ ব্যতিরেকে মহাবাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারে না। এইরূপ বুঝিয়া বালক মহাবাক্যার্থ-বোধের প্রতি প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের সংসর্গবোধ শাব্দবোধের প্রতি পদের ব্যাপার হিসাবে বুঝিতে পারে। আবার সেই প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের সংসর্গ-বোধ সোজাসুজি সুবন্ত ও তিঙন্ত পদ হইতে জন্মিতে পারে না, ইহা জানিয়া বিভক্ত্যন্ত পদের ঘটক নামাদি পদ হইতে যে পদার্থমাত্রের জ্ঞান, তাহা ঐ সংসর্গজ্ঞানের প্রতি কারণ বলিয়া কল্পনা করে।

সুতরাং নামাদি পদ পদার্থমাত্রজ্ঞানের জনক, ইহা বুঝিলেও নামাদিপদ প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের সংসর্গ বিষয়ক শাব্দবোধের কারণ নয়, এইরূপ বলিলে বিরোধের আপত্তি হয়। যেহেতু সুবন্ত, তিঙন্ত পদ প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের সংসর্গবিষয়ক শাব্দধীজনক, ইহা বুঝিয়াই এবং তাদৃশ সংসর্গবোধের প্রতি সুবন্তাদি পদের সাক্ষাৎ কারণতা নাই জানিয়া বিভক্ত্যন্ত পদের ঘটক নামাদি পদ হইতে পদার্থমাত্রের জ্ঞানকে দ্বারহিসাবে কল্পনা করা হয়।[২]

---

১ তথাচ ঘটাদিপদত্বেনৈব স্মারকত্বস্য ত্বয়াপি স্বীকারাৎ শাব্দনির্বিকল্পকে স্মৃতিত্বস্য দুর্বারত্বেন তুরীয় বিষয়ত্বাবচ্ছিন্ন শাব্দতাবচ্ছিন্নং প্রতি শব্দস্য হেতুতান্তর কল্পস্য বৈয়র্থেন পদার্থ-দ্বয়বিষয়তানিরূপিত সাংসর্গিক বিষয়তাবচ্ছিন্নশাব্দত্বেনৈব শব্দকার্যত্বং যুক্তমিতি।

অদ্বৈতসিদ্ধি। গোড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৬৮

২ অপি চ বৃদ্ধয়ো র্ব্যবহারং দৃষ্ট্বা যথা বালস্য শক্তিগ্রহস্তথা বা প্রথমতঃ সুবন্ততিঙন্ত-সমুদায়রূপে মহাবাক্যে একবাক্যপ্রকারকজ্ঞানস্য বিশিষ্টৈকবাক্যার্থ শাব্দবোধহেতুতাং

এখন যদি নামাদিপদের প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থসংসর্গবিষয়ক শাব্দবোধের জনকত্ব পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে আশ্রয়কেই পরিত্যাগ করা রূপ দোষের আপত্তি হইয়া যায়। অর্থাৎ যাহাকে অর্থাৎ প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের সংসর্গ বিষয়ক শাব্দবোধকে আশ্রয় করিয়া নামাদি পদের পদার্থমাত্র জ্ঞান জনকত্ব স্বীকার করা হইল। এখন নামাদিপদজন্য প্রকৃত্যর্থাদির সংসর্গবিষয়ক শাব্দ বোধকে পরিত্যাগ করিলে স্বাশ্রয়কেই পরিত্যাগ করা রূপ দোষ হইয়া যায়।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে নামাদি পদ হইতে পদার্থমাত্রের স্মরণ, তাহার পর সুবন্তাদি পদ হইতে প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের সংসর্গ বিষয়ক খণ্ড বাক্যার্থ বোধ, তারপর প্রকৃত্যর্থান্বিত প্রত্যয়ার্থ বা প্রত্যয়ার্থান্বিত প্রকৃত্যর্থ পদার্থসমূহের সংসর্গবিষয়ক মহাবাক্যবোধ হয়। সুতরাং নির্বিকল্প শাব্দবোধ অথবা স্মৃতি ও অনুভব ভিন্ন শাব্দবোধ প্রামাণিক নয়। এখন যে ভাবে শাব্দ-বোধের কথা বলা হইল তাহাতে আপত্তি হয় এই যে—

অভিহিত ঘটনা যদা তদানীং স্মৃতিসমবুদ্ধিযুগং পদে বিধত্তঃ।
পরদৃশি পুনরন্বিতাভিধানে পদযুগলাৎ স্মৃতি যুগ্মমেব পূর্বম্॥

সংক্ষেপশারীরক। ১।১৮৩

এইরূপ সংক্ষেপশারীরককারের বচনের সহিত বিরোধ হইয়া যায়। কারণ তিনি বলিতেছেন অভিহিতান্বয়বাদে পদদ্বয় স্মৃতির সমান জ্ঞানদ্বয় উৎপাদন করে, স্মৃতি নয়। আর অন্বিতাভিধানমতে পদদ্বয় হইতে পূর্বে স্মৃতিই উৎপন্ন হয়। অথচ পূর্বে যেরূপ শাব্দবোধের প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে দেখান হইয়াছে যে প্রকৃতি বা প্রত্যয়রূপ পদ হইতে প্রথমে পদার্থের স্মৃতি হয়। কিন্তু সংক্ষেপ-শারীরককার বলিলেন স্মৃতিসদৃশ জ্ঞান হয়। অতএব তাঁহার বাক্যের সহিত বিরোধ হইল। আর তাহা ছাড়া অন্বিতাভিধান মতেও যদি প্রথমে প্রকৃতি বা প্রত্যয় হইতে পদার্থের স্মরণ হয়, তাহা হইলে অন্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয়ের মধ্যে কী প্রভেদ থাকিল ?

আর যদি বলা যায় অভিহিতান্বয়মতে প্রকৃতি পদ বা প্রত্যয় পদ হইতে পদার্থের স্মরণ প্রথমে হয়, তারপর স্মৃতিসদৃশ আর একটি বোধ হয়, তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, না, এই কথাটি ঠিক নয়। যেহেতু প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের সংসর্গটি অজ্ঞাত থাকায় সেই সংসর্গ বিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না।

গৃহীত্বা তদন্যথানুপপত্ত্যা সুবন্ততিঙন্তপদানাং সমুদায়ঘটকানাং কার্যং প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থ-সংসর্গবোধং তাদৃশ হেতুতায়াং বালো দ্বারতয়া কল্পয়তি।

অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৬৮

এই আপত্তির উত্তরে বলা হয় এই যে, "অভিহিতঘটনা—"ইত্যাদি সংক্ষেপশারীরককারের শ্লোকে যে 'পদ' শব্দ আছে, তাহা সুবন্তপদকে অভিপ্রায় করিয়া বলা হইয়াছে। তাহাতে অর্থ এই দাঁড়ায় যে প্রকৃতি ও প্রত্যয়রূপ পদ প্রথমে পদার্থের স্মৃতি জন্মাইলেও সুবন্ত পদ কিন্তু পরে স্মৃতি সদৃশ পদ জন্মায়।

তাহা হইলে পূর্বোক্ত দুই পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষে পদ হইতে শাব্দানুভব জন্মায়, ইহা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষে নাম বা সুপ্ বিভক্তি হইতে নিজ নিজ অর্থের স্মৃতি জন্মে। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে স্মৃতি জন্মিলেও 'তত্ত্বমসি' বাক্যস্থলে 'তৎ' এবং 'ত্বম্' এই দুইটি সুবন্ত পদ হইতে অখণ্ডার্থবিষয়ক জ্ঞানই উৎপন্ন হয়। অখণ্ড চৈতন্যবস্তু পূর্বে অন্যান্য শ্রুতি বাক্য হইতে জ্ঞাত হওয়ায় 'তৎ' 'ত্বম্' ইত্যাদি প্রত্যেক পদ হইতে অখণ্ড বিষয়ক বোধ উৎপন্ন হওয়ায় তৎ, ত্বম্ পদদ্বয় স্মৃতি সদৃশ জ্ঞানদ্বয় উৎপাদন করে। "ঘটনাময়" পদদ্বয়ের মধ্যে যেমন প্রত্যেকপদ অজ্ঞাত বিষয়ক অনুভব জন্মায় "তত্ত্বমসি" স্থলে সেইরূপ অজ্ঞাত বিষয়ক জ্ঞান জন্মায় না বলিয়া স্মৃতিসদৃশ জ্ঞানের কথাই ঐ তত্ত্বমস্যাদিস্থলে সংক্ষেপশারীরককার বলিয়াছেন। কাজেই তাঁহার এই উক্তির সহিত পূর্বে কথিত অভিহিতান্বয়বাদের বিরোধ হয় না।

আর অন্বিতাভিধানমতে কিন্তু স্মৃতিসদৃশ বোধ স্বীকার করা হয় না। তাঁহাদের মতে মহাবাক্যার্থবোধকেই শাব্দবোধ বলা হয়।[১] যদি অন্বিতাভিধানমতে অবান্তর বাক্যার্থবোধকে শাব্দবোধ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে শাব্দবোধ মাত্রে তাঁহাদের অভ্যুপগত কার্যান্বিত বিষয়ত্বের ভঙ্গ হইয়া পড়ে। অতএব তাঁহাদের মতে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য স্থলে সুবন্তপদদ্বয় হইতে একটি একটি করিয়া দুইটি স্মৃতি উৎপন্ন হয়। মিলিত সুবন্তপদদ্বয় হইতে ক্রিয়া কারকের অন্বয়বিষয়ক মহাবাক্যার্থ শাব্দবোধ হয়। অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যটি জ্ঞান বিধির সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া মহাবাক্যার্থ বোধ জন্মায়। কেবল 'তত্ত্বমসি' বাক্যটি মহাবাক্যার্থবোধ জন্মায় না। কারণ তন্মতে কর্মত্বকে বিষয় না করিয়া শাব্দবোধ হয় না। 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যে কর্মত্বের বোধক কোনও পদ নাই। আর অভিহিতান্বয়মতে "তত্ত্বমসি" স্থলে 'তৎ' পদ এবং "ত্বম্" পদ প্রত্যেকেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি হেতু হইয়া থাকে। "তত্ত্বমসি" স্থলে যে শাব্দবোধ হয়, তাহা

১ অন্বিতাভিধানমতে তু স্মৃতিসমা তাদৃশধীর্ন স্বীক্রিয়তে মহাবাক্যার্থবোধস্যৈব শাব্দত্বস্বীকারাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৬৮

নিষ্প্রকারক বোধ। ঐ নিষ্প্রকারক বোধই "তত্ত্বমসি" বাক্যের তাৎপর্য। যদিও তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে কোনও ক্রিয়ার বোধ হয় না, সিদ্ধার্থমাত্রের বোধ হয়, তাহা হইলেও সিদ্ধ অর্থে যে বাক্যের তাৎপর্য থাকিতে পারে, তাহা অভিহিতান্বয় মতে স্বীকৃত। কারণ জৈমিনি সূত্রে আছে

"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধেস্তৎ প্রমাণম্"

এই সূত্রের অর্থে "অনুপলব্ধেঃ তৎ প্রমাণম্"—এই অংশের দ্বারা অজ্ঞাত বা সিদ্ধ বা ক্রিয়ারূপ যে কোনও অর্থে যে বাক্যের তাৎপর্য থাকিতে পারে, তাহা বলা হইয়াছে।[১] সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদ হইতে অন্বিতাভিধান মতের পার্থক্য থাকিল।

অভিহিতান্বয় মতে পদমাত্রই নিজের দ্বারা ঘটিত বাক্যের তাৎপর্য বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি হেতু হইয়া থাকে। কিন্তু সামান্য ভাবে হেতু হইলেও বিশেষ বিশেষ কার্যকারণভাব অভিহিতান্বয়মতে যেরূপ দেখানো হইয়াছে, তাহাই এখানে সংক্ষেপে দেখানো হইতেছে। ইহা দেখাইবার সুবিধার জন্য পূর্বে যে অভিহিতান্বয়মতে তিন প্রকারভেদ দেখানো হইয়াছিল, তাহা আর একবার আবৃত্তি করিয়া লওয়া হইতেছে।

প্রথম পক্ষ হইতেছে প্রকৃতি বা প্রত্যয় হইতে প্রথমে প্রকৃত্যর্থও প্রত্যয়ার্থ-বিষয়ক অনুভব জন্মে। তারপর সেই অনুভবদ্বয় হইতে প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের সংসর্গ বিষয়ক শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। পরে প্রকৃত্যর্থান্বিত কর্মত্বাদির সংসর্গ ক্রিয়াতে বিষয় হইয়া শাব্দবোধ জন্মায়। দ্বিতীয় পক্ষ হইতেছে প্রত্যয় পূর্ববৃত্তিত্ব বিশিষ্ট প্রকৃতিভাগ কর্মত্বাদিবিশিষ্ট ঘটত্বাদিবিষয়ক অনুভবজনক হইয়া থাকে। তৃতীয়পক্ষ হইতেছে প্রকৃতির উত্তর প্রত্যয়ই ঘটত্বাদি বিশিষ্ট কর্মত্বাদি বিষয়ক অনুভব জন্মায়। মোট কথা, দ্বিতীয়পক্ষে প্রকৃতি প্রত্যয়ার্থবিশিষ্ট প্রকৃত্যর্থের বাচক। আর তৃতীয়পক্ষে প্রত্যয় প্রকৃত্যর্থবিশিষ্ট প্রত্যয়ার্থের বাচক হয়। প্রথমপক্ষে প্রকৃতি বা প্রত্যয় প্রত্যেকে কেবল নিজ নিজ প্রকৃত্যর্থ বা প্রত্যয়ার্থকে

---

১ অভিহিতান্বয়মতে তদাদিপদস্য সংঘটিতবাক্যতাৎপর্যবিষয়কশাব্দবোধং প্রতি প্রথমান্ত্যপক্ষয়ো র্হেতুত্বম্। ন চ বোধো নিষ্প্রকারক এব। অর্থেঽনুপলব্ধস্তৎপ্রমাণমিতি জৈমিনিসূত্রেণাজ্ঞাতে সিদ্ধার্থেঽপি তাৎপর্যস্যোক্তত্বাৎ।

অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৬৮

বুঝাইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়পক্ষে প্রকৃতি বা প্রত্যয় কেবল শুদ্ধ অর্থের বাচক নহে কিন্তু বিশিষ্টার্থের বাচক।

পার্থসারথি মিশ্র প্রভৃতি প্রথমপক্ষ স্বীকার করিয়া শাব্দবোধের উপপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহার মতে প্রথমপক্ষই যুক্তিযুক্ত। কারণ তিনি বলেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয়পক্ষে শক্তির সমুচ্চয় স্বীকার করিলে অর্থাৎ প্রকৃত্যর্থান্বিত প্রত্যয়ার্থবিষয়ক বোধের প্রতি ঘট ইত্যাদি প্রকৃত্যুত্তর প্রত্যয় অমাদি পদের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি এবং কর্মত্বাদ্যন্বিত ঘটত্বাদি বিষয়ক বোধের প্রতি প্রত্যয় পূর্ববৃত্তিত্ববিশিষ্ট ঘটাদি পদের শক্তি—এই দুই পক্ষের সমুচ্চয় স্বীকারে 'ঘটম্' এই বাক্য হইতে যুগপৎ ঘটত্বান্বিত কর্মত্ব এবং কর্মত্বান্বিত ঘটত্ব, এই দুই প্রকার শাব্দবোধের আপত্তি হওয়ায় বাক্য ভেদ হইয়া যায়। আর যদি প্রকৃতির উত্তর প্রত্যয় প্রকৃত্যর্থান্বিত কর্মত্বাদি বিষয়ক অনুভবের জনক, এই একটি বাক্য স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি অবাচক হইয়া পড়ে। আর যদি প্রত্যয় পূর্ববৃত্তিত্ববিশিষ্ট প্রকৃতিই কর্মত্বাদ্যন্বিত ঘটত্বাদ্যনুভবজনক, এই পক্ষ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রত্যয়ের বাচকত্বাভাবের আপত্তি হয়। আর প্রকৃতি এবং প্রত্যয় প্রত্যেকেই বিশিষ্টার্থানুভবজনক, এই কথা স্বীকার করিলে কেবল প্রকৃতি পদ বা কেবল প্রত্যয় পদ, উভয়েই বাচক হইয়া পড়ে। আর যদি প্রকৃতি প্রকৃত্যর্থের, প্রত্যয় প্রত্যয়ার্থের অনুভাবক, ইহা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ঐ তিনটি পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষই স্বীকৃত হইয়া গেল।

আরও কথা এই যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষটি অন্বিতার্থবোধক, ইহা দেখানো হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যস্থিত পদগুলি অখণ্ডার্থ বিষয়ক জ্ঞানের প্রতি কারণ, ইহা বলিতে হইবে। অথচ সেই স্থলে অন্বিত অর্থের বোধই হয় না। সুতরাং সমস্ত পদ অন্বিতার্থের বোধক হয়, ইহা সিদ্ধ হয় না। অতএব অন্বিত অর্থে পদের শক্তি নাই। কিন্তু অনন্বিত ঘটত্বাদি অর্থে পদের শক্তি। সেই এক একটি পদজন্য ঘটত্বাদি অর্থের অনুভব হইতে পরে অন্বিতের অনুভব হয়। অতএব প্রথম পক্ষই যুক্তি সঙ্গত।

পার্থসারথি মিশ্র প্রভৃতির এই মত লঘুচন্দ্রিকাকার প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন পার্থসারথি মিশ্র প্রভৃতি অন্বিত অর্থে প্রত্যয়ের বা প্রকৃতির যে শক্তি তাহা তাঁহারা না বুঝিয়াই পূর্বোক্ত রূপে মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—আকৃত্যধিকরণন্যায় অনুসারে কি অন্বিতাভিধান মত কি অভিহিতান্বয় মত, এই উভয় মতেই পদের শক্তি জাতিতে অর্থাৎ পদ

জাতির অনুভাবক হয়। ঘটাদি পদ হইতে ঘটত্বাদিই অনুভূত হয়। এইরূপ অভিহিতান্বয় মতে জাতিতেই শক্তি, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।[১]

কিন্তু অন্বিতাভিধানমতে যদিও অন্বিত অর্থেরই অভিধান হয়, তথাপি ঘটাদিপদ যৎসম্বন্ধিরূপে শক্তিমান্, এইরূপ জ্ঞান শাব্দবোধের প্রতি প্রযোজক হয়। সেই অর্থ ঘটাদি পদের বাচ্যার্থ বলিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন অন্বিতাভিধানমতে "ঘটমানয়" ইত্যাদি স্থলে যদিও ঘটপদের শক্তি ইতরান্বিত ঘটত্বে, তথাপি ঘটপদটি ঘটত্ব বিষয়ক শক্তিমান্, এইরূপ জ্ঞান হইতে ঘটত্বাদি বিষয়ক শাব্দবোধ হয় বলিয়া ঘটত্বকে ঘটপদের বাচ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং অন্বিতাভিধানমতেও ঘটাদিপদের ঘটত্বাদি জাতিতেই বাচকত্ব আছে, এইরূপ ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু ঘটপদের বাচকত্ব ঘটত্বান্বিত অপর পদার্থে অথবা ইতরান্বিত ঘটত্বে, এইরূপ বলা যায় না। এইজন্য পদের নানার্থতার আপত্তি হয় না। যেখানে নানা পদার্থের মধ্যে প্রত্যেক পদার্থ নিরূপিত পদনিষ্ঠ শক্তিজ্ঞানগুলি নানা পদার্থবিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি কারণ হয়, সেইখানেই সেই পদকে নানার্থক বলিয়া স্বীকার করা হয়। যেমন সৈন্ধবপদের অশ্বত্ব নিরূপিত শক্তিজ্ঞান "সৈন্ধবং নয়" এই শাব্দবোধের প্রতি এবং লবণত্বনিরূপিত শক্তিজ্ঞান "সৈন্ধবং ভক্ষয়" এই শাব্দবোধের প্রতি কারণ হয় বলিয়া সৈন্ধব পদটি নানার্থক হইয়া থাকে। এইরূপ হরি প্রভৃতি পদের বেলায়ও বুঝিতে হইবে। ঘটপদের কিন্তু ঘটত্বশক্তিত্ব রূপেই শক্তিজ্ঞানটি কারণ বলিয়া ঘটপদ নানার্থক হয় না। আশঙ্কা হইতে পারে যে বিবরণ-কার বলিয়াছেন—ইতরান্বিত ঘটত্ব ঘটপদের শক্য, ইতরান্বিত কর্মত্ব 'অম্' পদের শক্য। যদি ঘটাদিপদের শক্য কেবল ঘটত্ব প্রভৃতি জাতিই হয়, তাহা হইলে "বিবরণে"র উক্ত বাক্য অসঙ্গত হইয়া যায়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে শাব্দত্বের অবচ্ছেদক যে বিশেষ্যতা, সেই বিশেষ্যতানিরূপিত যে সংসর্গতা, সেই সংসর্গনিরূপিত যে ঘটত্বাদি প্রকারতাশালিত্ব, তাহাই ঘটপদ জ্ঞানের কার্যতাবচ্ছেদক। "ঘটমানয়" ইত্যাদি বাক্যে যে ঘটপদ আছে, সেই ঘটপদের জ্ঞান হইতে ঘটত্বীয় কর্মতাবিষয়ক শাব্দবোধ হয়। ঐ শাব্দবোধে

---

১ তদসৎ, অন্বিতশক্তিবাদস্যাশয়ানববোধাৎ। অভিহিতান্বয়মতে অন্বিতাভিধানমতে চাকৃত্যধিকরণন্যায়েন জাতাবেবানুভাবকত্বরূপা পদানাং শক্তিরিত্যুচ্যতে। তস্য চ ঘটত্বাদিকমেব ঘটাদিপদানুভাব্যমিতি যথাশ্রুত এবার্থঃ।

অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃঃ ৬৬৭

শাব্দত্ব থাকে। আর ঐ শাব্দবোধটি ঘটত্বপ্রকারতানিরূপিত স্বাশ্রয়নিষ্ঠত্বরূপ সংসর্গতানিরূপিত কর্মত্ব বিশেষ্যতাশালী শাব্দবোধ বলা যায়। অথবা কর্মত্বনিষ্ঠ বিশেষ্যতানিরূপিত স্বাশ্রয়নিষ্ঠত্বনিষ্ঠ সংসর্গতানিরূপিত ঘটত্বনিষ্ঠ প্রকারতা-শালী শাব্দবোধ। সুতরাং ঐ শাব্দত্বের অবচ্ছেদক হইতে তাদৃশ ঘটত্ব প্রকারতানিরূপিত সংসর্গনিরূপিত ঘটত্ব বিশেষ্যতা নিরূপিত শাব্দত্ব যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্মত্ব বিশেষ্যতা নিরূপিত উক্ত সংসর্গতানিরূপিতঘটত্ব প্রকারতাশালিত্বও হইয়া থাকে। অতএব ঘটপদজ্ঞানের কার্যতাবচ্ছেদক উক্ত বিশেষ্যতানিরূপিত সংসর্গতানিরূপিত প্রকারতাশালিত্বও হইতে পারিল। এই হিসাবে বিবরণ-কার ইতরান্বিত ঘটত্বকে ঘটপদের শক্য বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ঘটপদের শক্য ঘটত্ব জাতিই। তবে আমরা এই অন্বিতাভিধানমতের যে দোষ আছে, তাহা পরে দেখাইব।

অভিহিতান্বয়বাদের উপর এইরূপ একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে ‘অম্’ ‘ঘট’ বা “টা ঘট” ইত্যাদি আনুপূর্বী বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে ঘটত্বীয় কর্মত্ব বা ঘটত্বীয় করণতা ইত্যাদি বিষয়ক শাব্দবোধ হয় না। এইজন্য বলিতে হইবে যে ঘটম্, ঘটেন ইত্যাদি আনুপূর্বী বিশিষ্ট জ্ঞানত্বরূপে ঘটপদের জ্ঞান, ঘটত্ব কর্মতা বা করণতাদি বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি কারণ। এইভাবে যখন কার্য কারণভাব স্বীকার করিতে হইল, তখন ঘটপদজ্ঞানত্বরূপে ঘটপদের জ্ঞান ঘটত্বান্বিত শাব্দত্ব-রূপে শাব্দবোধের প্রতি কারণ, এইরূপ কার্য কারণভাব কল্পনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

এই আশঙ্কার উত্তরে কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে ঘটম্, ঘটেন এইরূপ আনুপূর্বী বিশেষ সমূহের মধ্যে যদি একটি আনুপূর্বীরও জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে দেখা যায় ঘটত্বান্বিত কোনও শাব্দবোধই হয় না। এইজন্য ঘটত্বান্বিত শাব্দসামান্যাভাবের প্রতি ‘ঘটম্’ ইত্যাদি আনুপূর্বী বিশেষাভাবকূটই প্রযোজক বলিলে গৌরব হওয়ায় ঘটত্বান্বিত শাব্দবোধ সামান্যের প্রতি ঘটপদজ্ঞানত্বরূপে কারণতা স্বীকার করিলে লাঘব হয়। আর ঘটপদজ্ঞানের সামান্যাভাব যেখানে থাকে, সেখানে ঘটত্বকর্মতা বা কারণতাদি শাব্দসামান্যাভাব সিদ্ধ হয়। এইজন্য ঘটত্ব কর্মতা বা কারণতাদি শাব্দসামান্যাভাবের প্রতি ঘটপদজ্ঞান সামান্যাভাব প্রযোজক।—এইরূপ কল্পনা করাই উচিত।[১]

---

১ ঘটমিত্যাদ্যানুপূর্বী বিশেষাণামেকস্যাপ্যজ্ঞানদশায়াং ঘটান্বিত শাব্দসামান্যাভাব-স্যোপলভ্যমানস্য ঘটমিত্যাদ্যানুপূর্বী বিশেষ-ভাব কূটেন প্রযুক্তত্বকল্পনে গৌরবাৎ ঘটত্বান্বিতস্য

তাদৃশ শাব্দসামান্যাভাবের প্রতি 'ঘটম্' ইত্যাদি আনুপূর্বী বিশেষাভাবকুট প্রয়োজক, এইরূপ কল্পনা করা যায় না। যেহেতু কার্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অভাবটি কারণতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অভাব প্রযুক্ত, ইহাই নিয়ম। এ স্থলে ঘটত্বান্বিত শাব্দত্ব কার্যতার অবচ্ছেদক। ঘটপদজ্ঞানত্ব কারণতার অবচ্ছেদক সুতরাং ঘটত্বান্বিত শাব্দত্বাবচ্ছিন্নের অভাব ঘটপদজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নাভাব প্রযুক্ত।

ইহার উত্তরে কুট কারণবাদী বলেন, বিভক্তি রহিত ঘটাদিপদের জ্ঞান যে সময়ে থাকে, সেই সময় ঘটাদিপদের জ্ঞানের সামান্যাভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং সেই সময় যে ঘটত্বান্বিত শাব্দ সামান্যাভাব, তাহা ঘটাদিপদজ্ঞান সামান্যাভাব প্রযুক্ত হইতে পারে না। অতএব তাদৃশ শাব্দসামান্যাভাবের প্রতি ঘটম্, ঘটেন ইত্যাদি আনুপূর্বী বিশেষাভাবকুটকে প্রযোজক বলিতে হইবে। সুতরাং ঘটপদজ্ঞানসামান্যাভাবকালে উক্ত আনুপূর্বী বিশেষাভাব কুট তাদৃশ শাব্দসামান্যের প্রতি প্রযোজক হইতে পারে বলিয়া ঘটত্বান্বিত শাব্দসামান্যের প্রতি ঘটপদজ্ঞানত্বরূপে কারণতা কল্পনা করা ব্যর্থ।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যায়, বিভক্তি রহিত ঘটাদিপদের জ্ঞানকালে ঘটত্বান্বিত শাব্দসামান্যাভাব না থাকায় ঘটপদজ্ঞানসামান্যাভাব ঘটত্বান্বিত শাব্দসামান্যাভাবের প্রতি প্রযোজক না হইলেও যে কালে ঘটপদজ্ঞানের সামান্যাভাব আছে, তৎকালাবচ্ছিন্ন ঘটত্বান্বিত শাব্দ সামান্যাভাবের আশ্রয় যেই পুরুষ, সেই পুরুষনিষ্ঠঘটাদিপদের জ্ঞান সামান্যাভাবটি ঘটত্বান্বিত শাব্দসামান্যাভাবের অধিকরণতার প্রতি প্রযোজক, এইরূপ স্বীকার করা যায়। সুতরাং এতদনুরোধে ঘটত্বান্বিত শাব্দত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি ঘটপদজ্ঞানত্বরূপে কারণতা কল্পনা করা সম্ভব হয় অথবা বিভক্তিযুক্ত ঘটপদজ্ঞানত্বরূপে ঘটপদজ্ঞান ঘটত্বান্বিত শাব্দবোধের প্রতি কারণ, ইহাও কল্পনা করা যায়।[১]

প্রশ্ন হইতে পারে যে ঘটাদিপদের উত্তর পূর্বোক্তরূপে অমাদি পদের জ্ঞানত্ব

শাব্দসামান্যেন ঘটপদজ্ঞানত্বেন কার্যকারণত্বং প্রকল্প্য ঘটপদজ্ঞানং সামান্যাভাবপ্রযুক্তত্বমুক্ত-শাব্দসামান্যাভাবস্য কল্প্যতে। অদ্বৈত সিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃঃ ৬৬৯

১ নির্বিভক্তি ঘটাদি পদ জ্ঞানদশায়ামুক্ত সামান্যাভাবস্যাভাবেন তস্য তৎ প্রয়োজকত্বা-সম্ভবেঽপি ঘটাদিপদজ্ঞানসামান্যাভাবকালাবচ্ছিন্নস্য উক্ত শাব্দসামান্যাভাবাধিকরণত্বস্য তত্তৎ-পুরুষনিষ্ঠস্য ঘটাদিপদ জ্ঞান সামান্যাভাব প্রযুক্তত্বস্য লাঘবেন স্বীকারসম্ভবেন তদনুরোধেনোক্ত-কার্য কারণত্বকল্পনাৎ সবিভক্তিক ঘটাদি পদ জ্ঞানত্বেন বা কারণত্বমাস্তাম্।

অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃঃ ৬৭০

রূপে ঘটম্ ইত্যাদি আনুপূর্বী বিশেষের জ্ঞান ঘটত্বীয় কর্মতাদি বিষয়ক শাব্দ-বোধের প্রতি কারণ স্বীকার করিলে, ঘটাদিপদ জ্ঞানত্বরূপে উক্ত জ্ঞানে উক্ত শাব্দবোধের প্রতি কারণতা না থাকায় ঘটাদি পদে ঘটত্বাদিবিষয়ক শক্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং ঘটত্বাদিপদনিষ্ঠ ঘটত্বাদিবিষয়ক শক্তি জ্ঞান উক্ত শাব্দবোধের প্রতি কারণ হইতে পারে না। যেহেতু মীমাংসক মতে তৎ পদজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন কারণতাই শক্তি স্বরূপ।

এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে ঘটপদের উত্তর অম্ পদের জ্ঞানত্বরূপে যেমন শাব্দবোধীয় কারণতা আছে, সেইরূপ 'অম্' পদ পূর্ববর্তী ঘটপদ জ্ঞানত্বরূপেও কারণতা আছে—এ বিষয়ে কোনও বিনিগমনা নাই। সুতরাং শাব্দবোধনিষ্ঠ কার্যগতঘটত্বপ্রকারতানিরূপিত কর্মতাবিশেষ্যতাক শাব্দত্বরূপে অথবা কর্মত্ব বিশেষ্যতানিরূপিত ঘটত্ব প্রকারতাক শাব্দত্বরূপে স্বীকার করা যায়। সুতরাং ঘটপদের জ্ঞান যে ঘটত্বীয় অনুভাবকতা রূপ শক্তিত্বরূপে শাব্দবোধের প্রতি হেতু, ইহা বলা যায়। তৎ তৎ পদনিষ্ঠ তৎ তদর্থানুভাকত্বই মীমাংসকমতে পদের শক্তি। অতএব অম্‌পদপূর্ববৃত্তিত্বটি ঘটপদে নিবেশ করিলে অথবা শাব্দবোধে কর্মতা বিশেষ্যকত্ব নিবেশ করিলেও সর্বত্র ঘটপদে ঘটত্ব শক্তত্বটি অব্যাহতভাবে থাকে।

তাহা হইলে কার্যকারণভাব দাঁড়ায় এই যে ঘটত্বীয় কর্মতাদিবিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি ঘটম্ ইত্যাদি পদের জ্ঞান ঘটাদিপদ বিশেষ্যক ঘটত্বাদি শক্তিজ্ঞানজন্য (ঘটপদং ঘটত্বশক্তম্) সংস্কারের উদ্বোধের কারণ, ঘটাদি পদ জ্ঞান জন্য ঘটত্ব প্রভৃতি স্মৃতির দ্বারা হেতু হইয়া থাকে। ভাবার্থ এই যে 'ঘটম্' এইরূপ পদ শুনিলে যাহার "ঘটপদং ঘটত্বশক্তম্" এইরূপ শক্তিজ্ঞান পূর্ব হইতেই আছে, তাহার সেই শক্তিজ্ঞান জন্য সংস্কারের উদ্বোধ হয়। সংস্কারের উদ্বোধ হইলে ঘটাদিপদজ্ঞানজন্য ঘটত্বাদির স্মরণ হয়। সেই ঘটত্বাদির স্মরণের পর 'ঘটম্' ইত্যাদি পদজ্ঞান হইতে কর্মতা ঘটত্বীয় অর্থাৎ ঘটত্ব নিরূপিত ইত্যাদি শাব্দবোধ হইয়া থাকে। ঘট ; কর্মত্বম্ ইতাদি নিরাকাঙ্ক্ষ পদজন্য ঘটত্ব প্রভৃতি স্মৃতি হইতে ঘটত্বীয় কর্মতা এইরূপ শাব্দবোধ হয় না। এইজন্য ঘটাদি পদজ্ঞানজন্য ঘটত্বাদি স্মৃতিতে স্বঘটক ঘটাদিপদ এইরূপ একটি বিশেষণ পদ দিতে হইবে। অর্থাৎ ঘটাদিপদ বিশেষ্যক ঘটত্বাদিশক্তিজ্ঞানজন্য সংস্কারের উদ্বোধক স্ব ঘটক ঘটাদিপদজ্ঞান জনিত ঘটত্বাদি স্মৃতির দ্বারা ঘটম্ ইত্যাদি পদের জ্ঞানটি ঘটত্বীয় কর্মতাদি বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি কারণ হয়। এইরূপ কার্য কারণভাব স্বীকার করায় ঘটঃ কর্মত্বম্ ইত্যাদি স্থলে যে ঘটত্বের স্মৃতি হয়, তাহা ঘটম্ এইরূপ আনুপূর্বী বিশিষ্ট পদজ্ঞানের ঘটক ঘটাদিপদজন্য নহে বলিয়া ঘটঃ

কর্মত্বম্ ইত্যাদি নিরাকাঙ্ক্ষ পদ হইতে ঘটত্বীয় কর্মতাদি বিষয়ক শাব্দবোধ না হইলেও কোনও ক্ষতি হয় না।

এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে শব্দের অর্থ তিন প্রকার (১) পদের অর্থ (২) প্রত্যয়ান্ত পদের অর্থ এবং (৩) বাক্যার্থ। এখানে পদ বলিতে "শক্তং পদম্" অর্থাৎ কেবল প্রকৃতি কিংবা কেবল প্রত্যয়কে ধরা হইয়াছে। আর প্রত্যয়ান্ত পদ বলিতে সুপ্ বিভক্তি যুক্ত কিংবা তিঙ্ বিভক্তি যুক্ত প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে। পদের অর্থ যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদি স্থলে জলপ্রবাহ ইত্যাদি গঙ্গাপদাদির অর্থ; প্রত্যয়ান্ত পদের অর্থ যেমন "ঘটমানয়" ইত্যাদি স্থলে ঘটকর্মতাদি; বাক্যার্থ যেমন অনেকগুলি পদযুক্ত অর্থবাদাদি বাক্যের অর্থ। লক্ষণা, শব্দে মতান্তরে অর্থে থাকে। লক্ষ্য শাব্দবোধজনক জ্ঞানবিষয়ত্বকে লক্ষকত্ব বলে। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" ইত্যাদি স্থলে লক্ষ্য তীরাদিবিষয়ক যে শাব্দবোধ, তাহার জনক জ্ঞান গঙ্গা পদ, তীর লক্ষক অথবা জলপ্রবাহরূপ অর্থ তীর লক্ষক, এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ত্বরূপ লক্ষকত্ব গঙ্গাপদে অথবা গঙ্গাপদের অর্থ জলপ্রবাহে বর্তমান থাকায় শব্দ বা অর্থনিষ্ঠ লক্ষকত্ব সিদ্ধ হইল। এই লক্ষকত্ব লক্ষ্য স্মৃতির দ্বারা পদার্থে বিদ্যমান থাকে। আর স্বার্থসম্বন্ধ বিশিষ্ট অর্থ জ্ঞানদ্বারা পদে থাকে। "অদ্বৈতসিদ্ধি"কার বলিয়াছেন, অভিহিতান্বয়-বাদে পদার্থস্থিত অজ্ঞাত লক্ষণাকেও বৃত্তি স্বীকার করা হয় বলিয়া সংসর্গটি পদস্মারিত, এইরূপ নিয়ম নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে যে অভিহিতান্বয়বাদে কেবল প্রকৃতি পদে বা কেবল প্রত্যয় পদে ঘটত্ব প্রভৃতি বা কর্মত্ব প্রভৃতির অনুভবই হইয়া থাকে, স্মরণ নহে। সুতরাং এই মতে প্রত্যয়ান্তভাগকে কী রূপে পদ বলা যায়? এই মতে কেবল প্রকৃতি বা কেবল প্রত্যয়কেই পদ বলা উচিত। কারণ যাহা কোনও পদার্থের উপস্থাপক হয়, তাহাই পদ। কেবল প্রকৃতি, কেবল প্রত্যয় যখন বিশেষ বিশেষ অর্থের অনুভাবক হইতেছে, তখন তাহারাই পদ হইবে। প্রত্যয়ান্তভাগ কী রূপে পদ হইতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে প্রকৃতি এবং প্রত্যয় ঘটত্বাদি অন্বিত কর্মত্বাদির অনুভবজনক হইয়া থাকে। ইহা পূর্বে আমরা বলিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতির অর্থ এবং প্রত্যয়ের অর্থের যে সংসর্গ, তাহা প্রকৃতি ও প্রত্যয়ভাগ হইতে অনুভূত হইলেও প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থ ভিন্ন পদার্থদ্বয়ে সংসর্গ পদের দ্বারা অভিহিত অর্থ অন্য অনুভবের বিষয় হইয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে অভিহিতান্বয়বাদে কেবল প্রকৃতি ও প্রত্যয়ভাগ হইতে ঘটত্বাদি ও কর্মত্বাদির

অনুভব হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তাহা ক্রমানুভব স্বরূপ নয়। কারণ ঐ ঘটত্ব ও কর্মত্ব প্রভৃতি অর্থের জ্ঞান পূর্বে ছিল বলিয়া পরে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ভাগ হইতে 'ঘটত্বীয় কর্মতামনুভবামি, শৃণোমি" এইরূপ অনুভব হওয়ায় উহা প্রমানুভব নহে।

আর উহা স্মৃতিস্বরূপও নহে। কারণ প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইতে পূর্বোক্ত রূপে "অনুভবামি", স্মরামি" এই রূপ অনুভব হইয়া থাকে। তথাপি প্রত্যয়ান্ত ভাগকে পদ বলিতে কোনও বাধা নাই। কারণ স্মৃতিশক্তত্বভিন্ন স্মৃতি প্রয়োজক অনুভাবকত্বরূপ সম্বন্ধ যে পদে থাকে সেই পদকে বাচক এবং এই অনুভাবকত্বকে বাচ্য বলা যায়। প্রত্যয়ান্ত প্রকৃতি ভাগে "ঘটত্বীয় কর্মতামনুভবামি" এইরূপ অনুভাবকত্ব থাকায় উহা পদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিল। অভিহিতান্বয় মতে প্রত্যয় মাত্রই কর্মত্বাদির বাচক। আর বাচকত্ব বলিতে অনুভাবকত্ব বুঝিতে হইবে। শক্তি বিষয়ক সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে সেই উদ্বুদ্ধ সংস্কারের সহিত 'অম্' প্রভৃতি পদ হইতে প্রথমেই কর্মত্ব প্রভৃতির শাব্দানুভব হয়। কিন্তু কর্মত্বাদির স্মরণের পর যে শাব্দানুভব হয়, তাহা নহে। এইরূপ ঘটাদি পদ হইতে ঘটত্বাদির শাব্দানুভব হয়। অতএব এই পক্ষে কেবল ঘটত্ব প্রভৃতির বা কেবল কর্মত্ব প্রভৃতির শাব্দানুভব সিদ্ধ হইয়া যায়, ইহা প্রথম পক্ষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। দ্বিতীয় পক্ষে প্রত্যয়ার্থান্বিত প্রকৃত্যর্থানুভাবকত্বই প্রত্যয়ান্বিত প্রকৃতিভাগরূপ পদে স্বীকৃত হয়। আর তৃতীয় পক্ষে প্রকৃত্যর্থান্বিত প্রত্যয়ার্থানুভাবকত্ব প্রকৃতি যুক্ত প্রথম ভাগরূপ পদে সিদ্ধ হয়। এই মতে প্রাতিপদিকের পাঁচ প্রকার অর্থ। যথা—স্বার্থ, দ্রব্য, সিদ্ধ, সংখ্যা ও কর্মত্ব। এই জন্য ইহাকে পঞ্চক প্রাতিপদিকার্থবাদ বলা হইয়া থাকে। বৈয়াকরণেরাও বলেন ঃ

বাচিকা দ্যোতিকা বা স্যু র্দ্বিত্বাদীনাং বিভক্তয়ঃ।
স্যাদ্বা সংখ্যাবতোঽর্থস্য সমুদায়োঽভিধায়কঃ॥

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষে যথাক্রমে প্রত্যয়যুক্ত প্রকৃতিভাগ এবং প্রকৃতিযুক্ত প্রত্যয়ভাগকে যে পদ বলা হইয়াছে, তাহা এই হিসাবে সঙ্গত যে, যে পদে সেই মুখ্য বিশেষ্যক শাব্দবোধানুকুল শক্তি থাকে, সেই পদ সেই অর্থের বাচক হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পক্ষে কর্মত্বাদ্যন্বিত ঘটত্বাদি বিশেষ্যক শাব্দানুভবজনকতা প্রত্যয় যুক্ত প্রকৃতিতে থাকে বলিয়া ঐ রূপ প্রকৃতিভাগকে পদ বলা হয়। আর তৃতীয় পক্ষে প্রকৃতি যুক্ত প্রত্যয়ভাগে ঘটত্বাদ্যন্বিত কর্মতাদি বিশেষ্যক শাব্দবোধানুকুল শক্তি থাকে বলিয়া প্রকৃতিযুক্ত প্রত্যয়ভাগই বাচক হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষে ঘটত্ব প্রকৃতির বা কর্মত্ব প্রকৃতির যে জ্ঞান হয়, তাহা স্মৃতি। আর ঘটত্বান্বিত কর্মত্ব বা কর্মত্বাদ্যন্বিত ঘটত্বাদির যে জ্ঞান হয়, তাহা স্মৃতিও নহে

বা প্রমানুভবও নহে, কিন্তু তাহা স্মৃতিসদৃশ অনুভব। এই জন্য "ঘটমানয়" ইত্যাদি প্রত্যয়ান্ত দুইটি পদ হইতে স্মৃতি সদৃশ দুইটি অনুভব উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে অভিহিতান্বয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষে প্রথমে কেবল ঘটত্বাদি বা কেবল কর্মত্বাদির স্মৃতি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? প্রথমেই ঘটান্বয়িত কর্মত্বাদির স্মৃতি হউক? সেই স্মৃতি হইতে "ঘটং পশ্য" ইত্যাদি স্থলে শাব্দবোধ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পদে অন্বিত কর্মানুভাবকতাত্বরূপে উক্ত অনুভাবকতাত্বরূপ শক্তিজ্ঞানকে কর্মত্বাদি বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি হেতু স্বীকার করিলে গৌরব হয়। কিন্তু ঘটাত্বানু-ভাবকতাত্ব কর্মতানুভাবকতাত্বরূপে উক্ত অনুভাবকত্বরূপ শক্তিজ্ঞান কর্মতাদি শাব্দবোধের প্রতি হেতু, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্য "যে পদে যে অর্থবিষয়ক অনুভাবকত্বরূপ শক্তিজ্ঞান হইয়া থাকে, সেই পদ হইতে সেই অর্থের প্রথমে স্মরণ স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ স্মরণ স্বীকার করায় "ঘটমানয়" ইত্যাদি স্থলে প্রথম পক্ষে ঘটত্বের ও কর্মত্বের স্মৃতি হইয়া শাব্দবোধ হয়। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষে ঘটত্ব, কর্মত্ব ও ঘটত্বান্বিত কর্মত্ব, এইরূপ তিনটি স্মৃতি হইয়া শাব্দবোধ হয়। এইজন্য "ঘটমানয়" ইত্যাদি স্থলে যে ঘটাদি বিষয়ক শাব্দবোধ হয়, তাহা লক্ষণা দ্বারা হইয়া থাকে। কারণ এই শাব্দবোধ ঘটপদের শক্য যে ঘটত্ব, তদ্বিষয়ক স্মৃতি জন্য।

শক্য স্মৃতিকেই লক্ষণা বলা হইয়া থাকে। "ঘটেন জলমাহরেৎ" ইত্যাদি স্থলে কিন্তু জলাহরণাদিতে করণরূপে ঘটত্বাদিরই শাব্দবোধ হয়। যদিও জলাহরণাদিতে ঘটত্বের সাক্ষাৎ কারণতা নাই, কিন্তু ঘটাদি ব্যক্তিরই সাক্ষাৎ কারণতা আছে, তথাপি জাতি, গুণ প্রভৃতি করণ স্বরূপ ব্যক্তির পরিচ্ছেদ (ব্যাবৃত্তি) দ্বারা করণ হইয়া থাকে। এইজন্য "ব্রীহিভির্যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রীহিত্ব প্রভৃতি করণরূপে শাব্দবোধের বিষয় হয়। জাতি বা গুণ প্রভৃতি যে ব্যক্তির দ্বারা পরম্পরায় কারণ হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত লোকেও দেখা যায়। যেমন "গোময়ৈঃ পচতি," "কাষ্ঠৈঃ পচতি" ইত্যাদি স্থলে পরম্পরা সম্বন্ধে গোময় ও কাষ্ঠ প্রভৃতির করণত্বের ব্যবহার দেখা যায়। এইভাবে 'ঘটম্' ইত্যাদি পদজন্য যে জ্ঞান তাহা প্রথম পক্ষে ঘটত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি শাব্দবোধের জনক হয়। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষে 'ঘটম্' এই পদ ঘটত্বাদি শক্ত, ইহা বলা যায় না। কিন্তু 'ঘট' এইরূপ প্রকৃতিরূপ পদই কর্মত্ব, করণত্বাদ্যন্বিত ঘটত্বাদিমাত্রের অনুভাবক হইয়া থাকে বলিয়া ঘটপদ ঘটত্বশক্ত, ইহাই বলিতে হইবে। যেহেতু পদজ্ঞানটি স্বজন্য স্মৃতিতে উদ্বোধকরূপে ব্যাপার করিয়া শাব্দবোধের প্রতি

কারণ হইয়া থাকে। সেই কারণত্বটি এইভাবে বলিতে হইবে, যাদৃশ রূপ বিশিষ্ট পদ বিশেষ্যক জাতিরূপ পদার্থ শক্তিজ্ঞানত্বরূপে শাব্দবোধের প্রতি কারণ হইয়া থাকে, তাদৃশ রূপ বিশিষ্ট পদ জ্ঞানত্ব রূপে পদজ্ঞান কারণ হইয়া থাকে। যেমন "ঘট ইতি পদম্ ঘটত্বরূপার্থে শক্তম্" এইরূপ শক্তিজ্ঞান ঘটত্বাদি বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি কারণ হইয়া থাকে বলিয়া ঘট এইরূপ পদত্ববিশিষ্ট ঘটপদ বিশেষ্যক ঘটত্ব-রূপার্থে শক্তিজ্ঞানত্বরূপে কারণতা থাকায় ঘট এইরূপ পদই ঘটত্ব বিষয়ে শক্ত। এইজন্য মীমাংসকদিগের এইরূপ ব্যবহার আছে: "ঘটপদং ঘটত্বশক্তম্" যে পদটি যচ্ছক্তজ্ঞানবিষয়কত্বরূপে কারণ হইয়া থাকে, সেই পদ সেই অর্থে শক্ত, এইরূপ অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি অভিহিতান্বয় মতে তচ্ছক্তজ্ঞানত্বরূপে তৎপদের শাব্দবোধহেতুতা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যস্থিত লাক্ষণিক পদগুলিও প্রত্যয়ান্ত পদের তাৎপর্য বিষয়ত্ব অনুভব জনক হওয়ায় ঐ সকল পদেও শক্তত্বের আপত্তি হইয়া যায়। তাহার ফলে পদের যে মুখ্য এবং অমুখ্য বিভাগ, তাহা অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যে স্থলে লক্ষ্য অর্থের শাব্দবোধ হয়, সেই স্থলে লক্ষক পদের জ্ঞান শাব্দবোধের প্রতি কারণ হয় না। কিন্তু লক্ষণাই লক্ষ্যার্থ শাব্দবোধের প্রতি কারণ।[১]

লক্ষণা শাব্দবোধের হেতু হইলে লক্ষণাটি শাব্দ স্বরূপ নহে বলিয়া তজ্জন্য বোধকে কী রূপে শাব্দবোধ বলা যায়,—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ লক্ষণাজন্য যে বোধ—তাহা শব্দজন্য না হইলেও শব্দ প্রযোজ্য হওয়ায় শাব্দবোধ নামে কীর্তিত হয়। ভট্ট মতে সর্বত্র মহাবাক্যার্থের জ্ঞান শব্দজন্য হইলেও তাহা শব্দ প্রযোজ্য বলিয়া শাব্দবোধ নামে স্বীকৃত হয়।

কেহ কেহ লক্ষণার জ্ঞানকে শাব্দবোধের প্রতি কারণ বলেন। তাঁহাদের মতে গঙ্গা পদ তীরসম্বন্ধী প্রবাহ শক্ত, এইরূপ গঙ্গাপদবিশেষ্যক তীর সম্বন্ধী প্রবাহশক্তত্ব প্রকারক জ্ঞান তীর বিষয়ক স্মৃতির কারণ হইয়া তীর স্মৃতির দ্বারা তীর বিষয়ক শাব্দবোধের প্রতি হেতু—এই কথা প্রাচীন নৈয়ায়িক ও মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন। তাঁহারা তীর বিষয়ক স্মৃতির প্রতি পদজ্ঞানের কারণতা স্বীকার করেন না।

এখানে একটি আশঙ্কা হয় এই যে, গঙ্গা প্রভৃতি পদ হইতে যে স্থলে

---

১ ন লক্ষ্যার্থ শাব্দধীস্থলে লক্ষণয়া এব তাদৃশধীহেতুত্বাৎ। লক্ষকপদজ্ঞানস্য হেতুত্বে মানাভাবঃ। সিদ্ধান্তবিন্দু। পঞ্চমপরিচ্ছেদ। পৃ, ৩৭৯

তীরাদি বিষয়ক শাব্দবোধ হয়, সেই স্থলে তীরাদিতে গঙ্গাদি পদের শক্য সম্বন্ধরূপ লক্ষণার জ্ঞান কারণ হইয়া থাকে। প্রাচীন মতে যেমন গঙ্গা পদ শক্যের উপস্থিতি জনিত তীরাদির উপস্থিতিরূপ লক্ষণা স্বরূপসৎ কারণ হইয়া থাকে, সেই রূপ 'ঘটমানয়' ইত্যাদি স্থলে ঘটত্বনিরূপকত্বরূপ সংসর্গে 'ঘটম্' ইত্যাদি পদের শক্য যে ঘটত্বীয় কর্মত্ব প্রভৃতি, তাহার প্রতিযোগিকত্বাদিরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান অনপেক্ষিত। এখন সেই প্রতিযোগিকত্বাদির জ্ঞান না হইলে ঘটত্বীয় কর্মত্ব প্রতিযোগিক নিরূপকত্ব সংসর্গক শাব্দবোধ হইতে পারে না।

এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যে স্থলে বোধ্যের প্রমার পূর্বে বোধ্যবিষয়ক উপস্থিতির অপেক্ষা থাকে, সেই স্থলে বোধ্য বোধকের সম্বন্ধজ্ঞান পূর্বে অপেক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন ঘটত্বাদ্যন্বিত কর্মত্বাদিবিষয়ক শাব্দ প্রমার পূর্বে ঘটাদি পদে ঘটত্বাদির অনুভাবকত্বরূপ শক্তিজ্ঞান যদি না থাকে, তাহা হইলে ঘটত্বাদির উপস্থিতিরূপ কারণ না থাকায় ঘটত্বাদ্যন্বিত কর্মত্বাদির প্রমা হইতে পারে না বলিয়া এই ঘটত্বাদির উপস্থিতির কারণরূপে ঘটাদিপদের ঘটত্বাদির অনুভাবকত্বরূপ শক্তিজ্ঞানের অপেক্ষা থাকে।[১] অথবা যেমন গঙ্গাদিপদ ও তীর প্রভৃতির সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতিরেকে কিংবা গঙ্গাদি পদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রবাহ প্রভৃতি এবং তীর প্রভৃতির সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতিরেকে তীরাদির উপস্থিতি হয় না বলিয়া তীরাদির উপস্থিতি জনিত তীরাদিবিষয়ক শাব্দপ্রমা হয় না। এইজন্য তীরাদির উপস্থিতির আবশ্যকতা আছে। কিন্তু যেখানে বোধ্য বিষয়ক প্রমার পূর্বে সেই বোধ্য বিষয়ের উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না, সেখানে তাহার অপেক্ষা থাকে না। যেমন রূপাদির চাক্ষুষাদি প্রমার পূর্বে রূপাদির উপস্থিতির অপেক্ষা হয় না বলিয়া রূপাদির উপস্থিতির কারণরূপে রূপাদির সহিত চক্ষুরাদির সম্বন্ধ জ্ঞানের অপেক্ষা হয় না। কিন্তু রূপাদিতে চক্ষু সংযুক্ত ঘটত্বসমবেতত্বটি স্বরূপসৎ-কারণরূপে অপেক্ষিত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে ক্রিয়া ও কারকের সংসর্গরূপ বাক্যার্থটি অপূর্ব বলিয়া সেই বাক্যার্থ শাব্দপ্রমাতে তাহার উপস্থিতির অপেক্ষা না থাকায় তাহার কারণরূপে ক্রিয়া ও কারকের সংসর্গরূপ বোধ্য বিষয়ে তাহার বোধক ঘটত্বীয় কর্মত্বাদিরূপ অর্থের সম্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঘটত্বীয় কর্মত্বাদিরূপ অর্থের

---

১ তত্রৈব হি বোধ্যবোধকসম্বন্ধজ্ঞানং পূর্বমপেক্ষতে যত্র বোধ্যপ্রমাপূর্বং বোধ্যোপস্থিতিরপেক্ষতে। যথা ঘটত্বাদ্যন্বিত শাব্দপ্রমাপূর্বং ঘটাদিপদে ঘটত্বাদেরনুভাবকত্বরূপশক্তিজ্ঞানং বিনা ঘটত্বাদ্যুপস্থিতিরূপকারণাভাবেনোক্তপ্রমাবিরহাৎ, উক্তোপস্থিতিহেতুতয়োক্তশক্তিজ্ঞানমপেক্ষতে। অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ, ৬৭০

আনয়নাদি ক্রিয়ানিষ্ঠ সংসর্গে সম্বন্ধের সত্তামাত্র অপেক্ষিত হয়। নচেৎ অর্থাৎ শাব্দবোধের পূর্বে যদি ক্রিয়া ও কারকের সংসর্গজ্ঞান অপেক্ষিত হইত, তাহা হইলে উক্ত ক্রিয়া কারকের সংসর্গ জ্ঞানের প্রমাণ সিদ্ধ হইত না।

আর এইরূপ প্রশ্ন করাও চলে না যে দর্শনাদি ক্রিয়ানিষ্ঠ সংসর্গে যে সংসর্গ, তাহাতে ঘটাদিপদের লক্ষণা নাই। কারণ ঘট পদের শক্য, ঘটত্বের সম্বন্ধিত্ব, তাহাতে নাই। আর কর্মত্বাদিও ঘটপদের শক্য নহে এবং ঘটপদের দ্বারা তাহা বোধ্যও হয় না। অতএব 'ঘটম্' ইত্যাদি পদেরও লক্ষণা নাই। কারণ তৎপদ বোধ্য প্রতিযোগিক তৎপদ বোধ্য নিষ্ঠ সম্বন্ধই তৎপদের লক্ষণা।[১] ঘটাদির নিরূপকত্বরূপ সংসর্গ 'ঘটম্' ইত্যাদি পদের দ্বারা বোধ্য নহে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ অস্তি" ইত্যাদি স্থলে লক্ষণাদ্বারা গঙ্গাদিপদের বোধ্য যে তীরাদি তাহাতে বর্তমান গঙ্গাদিপদের বোধ্য যে প্রবাহাদি, সেই প্রবাহাদি প্রতিযোগিক সম্বন্ধটি লক্ষণা রূপে দেখা যায়। অতএব "ঘটম্" ইত্যাদি বাক্যে ঘটত্বীয় কর্মত্বাদিরূপ সম্বন্ধ লক্ষ্য হইতে পারে না—এইরূপ বলা চলে না। যে হেতু লাক্ষণিক পদ লক্ষণার্থের বোধক হইয়া থাকে বলিয়া উক্ত রীতিতে গঙ্গাদিপদবোধ্য প্রবাহাদি প্রতিযোগিক সংসর্গক লক্ষণা বলিয়া নিরূপণ করা যায় না।

যদি বলা যায়, গঙ্গাদিপদ নিজ অর্থের জ্ঞানের দ্বারা তীরাদির বোধক হয়, তাহা হইলে বক্তব্য হইবে এই যে 'ঘটম্' ইত্যাদি পদও স্বার্থ জ্ঞানের দ্বারা ঘটত্বীয় কর্মতাদি সংসর্গের বোধক হয়। যেমন গঙ্গাপদের দ্বারা প্রথমে প্রবাহের উপস্থিতি হয়। সেই প্রবাহের উপস্থিতি দ্বারা তীরের উপস্থিতি হয়, তীরের উপস্থিতির দ্বারা তীর বিষয়ক শাব্দবোধ হয়। সেইরূপ 'ঘটম্' ইত্যাদি পদের দ্বারা প্রথমে ঘটত্ব কর্মত্বাদির উপস্থিতি, তারপর তাহাদের নিরূপকত্বরূপ সংসর্গের উপস্থিতি, তারপর তদ্বিষয়ক শাব্দবোধ। সুতরাং শব্দের অর্থের দ্বারা যাহা বোধ্য হয়, তন্নিষ্ঠ শব্দার্থ প্রতিযোগিক সংসর্গটি যে লক্ষণা হয়, তাহাতে কোনও বিবাদ নাই।

শব্দের অর্থ তিন প্রকার, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। আর লক্ষক তাহাকেই বলে যাহা লক্ষ্য শাব্দজ্ঞান জনক জ্ঞানের বিষয় অথচ শব্দার্থনিষ্ঠ হইয়া থাকে। পদ যেমন লক্ষণা হইয়া থাকে, সেইরূপ পদার্থও লক্ষক হয়। উহা লক্ষ্য স্মৃতি দ্বারা তাদৃশ শাব্দবোধের বিষয় হইয়া থাকে। এইজন্য অভিহিতান্বয়বাদের

---

১ অতএব ন ঘটমিত্যাদিপদস্য লক্ষণয়া তৎপদবোধ্যনিষ্ঠস্য তৎপদবোধ্য প্রতিযোগিক-সম্বন্ধস্যৈব তৎপদ লক্ষণাত্বাৎ। অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ, ৬৭০

দ্বিতীয় পক্ষে পদার্থনিষ্ঠ অজ্ঞাত লক্ষণাকে বৃত্তি স্বীকার করা হয়। কিন্তু সংসর্গটি পদস্মারিত নয়। যেমন 'ঘটম্' ইত্যাদি স্থলে ঘটত্বীয় কর্মত্বাদির রূপ প্রত্যায়ান্তপদার্থসম্বন্ধরূপই লক্ষণা বলিয়া স্বীকৃত। ক্রিয়া ও কারকের সম্বন্ধ লইয়া শাব্দবোধ নির্বাহ হইয়া যায় বলিয়া লক্ষণা অজ্ঞাতভাবেও উপযোগী হয়। অর্থাৎ অভিহিতান্বয়বাদে ঘটত্ব ও কর্মত্বাদির সংসর্গটি পদের শক্য নয় কিন্তু লক্ষণাদ্বারা শাব্দবোধের বিষয় হয়। তবে অন্বিতাভিধান মতে তাদৃশ সম্বন্ধটি পদের শক্য। এ মতে সম্বন্ধ বিষয়ক অনুভবের প্রতি পদ কারণ হয় বলিয়া সম্বন্ধানুকুল শক্তি পদে থাকে। কিন্তু প্রভেদ এই যে জাতি বিষয়ে জ্ঞাত শক্তি যেমন সেই জাতির স্মৃতির দ্বারা ক্রিয়াকারকের সম্বন্ধবিষয়ক শাব্দবোধ জন্মায়, সেইরূপ সম্বন্ধাংশে শক্তি জ্ঞাত হইয়া সম্বন্ধ বিষয়ক স্মৃতি উৎপাদনের দ্বারা তদ্বিষয়ক শাব্দবোধ জন্মায় না। কারণ সম্বন্ধটি বাক্যার্থ বলিয়া অপূর্ব হওয়ায় পূর্বে তদ্বিষয়ক স্মৃতি হইতে পারে না। যদিও সংসর্গ বিষয়ক অনুভব ও স্মৃতি পূর্বে থাকে না তথাপি তদ্বিষয়ক শাব্দবোধ হইয়া থাকে।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয় যদি তাহা দুইটি পদার্থের সম্বন্ধ স্বরূপ হয়, তাহা তদংশে (সম্বন্ধাংশে) অজ্ঞাত শক্তিই কারণ হইয়া থাকে। যেমন "ঘটেন আনয়" ইত্যাদিস্থলে ঘটত্ব, করণত্ব এবং আনয়ন কার্যত্বের সম্বন্ধাংশে শক্তি অজ্ঞাত হইয়াই কারণ হয়। যেহেতু সেই সম্বন্ধ বাক্যের অর্থ বলিয়া পূর্বে তাহার স্মরণের প্রয়োজন হয় না। আর যদি সেই প্রকৃতি প্রত্যয় হইতে যে অর্থের বোধ হয়, তাহা সম্বন্ধ স্বরূপ না হয়, তাহা হইলে তদংশে শক্তি জ্ঞাত হইয়াই শাব্দবোধের জনক হয়। যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদিস্থলে তদ্ এবং ইদম্ পদ হইতে শুদ্ধ দেবদত্ত জ্ঞাত শক্তির দ্বারাই বুঝা যায়। যদিও পদ বিশিষ্ট অর্থেই শক্ত, তাহা হইলেও তাহার একদেশ কেবল ব্যক্তিতে পদের শক্তি থাকা অসম্ভব নয়। এইজন্য "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি স্থলে প্রত্যেক পদ হইতে এক একটি করিয়া দুইটি পদার্থ স্মৃতি উৎপন্ন হয়। তাহার পর শাব্দবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পদ ও পদার্থের শক্তিরূপ সম্বন্ধ পূর্বে জ্ঞাত হওয়ায় পদরূপ সম্বন্ধীর জ্ঞানে পদার্থ স্মৃতি হইয়া যায়।

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে অভিহিতান্বয়ের তৃতীয় পক্ষে অর্থাৎ প্রকৃত্যন্তর প্রত্যয় ঘটত্বাদি বিশিষ্ট কর্মত্বাদির বোধক হয়, এই পক্ষে বিভক্ত্যন্ত প্রত্যেক পদ হইতে এক একটি করিয়া দুইটি স্মৃতি সদৃশ জ্ঞান হয়। আর অন্বিতাভিধানমতেও সেইরূপ 'সোঽয়ম্' পদদ্বয় হইতে দুইটি স্মৃতি হয়। অতএব পূর্বে যে ভেদ দেখানো হইয়াছে, তাহা কীরূপে যুক্তিযুক্ত হয় ? ইহার উত্তরে

বলা যায় যে অভিহিতান্বয়বাদে "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি স্থলে বিভক্ত্যন্ত প্রত্যেক পদ হইতে দুইটি স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া প্রথমে দুইটি শাব্দবোধ হয়। তারপর সেই দুইটি শাব্দবোধ হইতে মহাবাক্যার্থবোধ হয়। কিন্তু পদজ্ঞানের দ্বারা মহাবাক্যার্থবোধ হয় না। এইজন্য যেখানে পদজ্ঞান থাকে না, সেখানে অন্য প্রমাণ হইতে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতাদি সহিত দুইটি অর্থজ্ঞান হইতে মহাবাক্যার্থবোধ হয়। ইহা

পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং হ্রেষাশব্দঞ্চ শৃণ্বতঃ।
ক্ষুরনিক্ষেপশব্দঞ্চ শ্বেতোঽশ্বো ধাবতীতি ধীঃ॥

শ্লোকবার্তিক। বাক্যাধিকরণ।

ইত্যাদি বাক্যে বার্তিককার পদজ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও শাব্দবোধ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পদার্থজ্ঞান না থাকিলে কোনও স্থলে শাব্দবোধ হয় না। এইজন্য অভিহিতান্বয়বাদে মহাবাক্যার্থবোধের করণ রূপে খণ্ড শব্দবোধ আবশ্যক বলিয়া সেই খণ্ড শব্দবোধকে স্মৃতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। স্মৃতিসম বলিতে জ্ঞাত বিষয়কত্বই বুঝায় অথচ প্রমাণজন্য জ্ঞান অজ্ঞাত বিষয়ক হইয়া থাকে। অনুবাদ বাক্যাদি স্থলে বাক্যার্থের জ্ঞানটি স্মৃতিই। কারণ প্রমাণ হইতে অপ্রমা উৎপন্ন হইতে পারে না। প্রমাণ হইতে অপ্রমা হয় না বলিয়াই বাক্য হইতে ঘটত্বীয় কর্মত্বাদি প্রমোৎপত্তির প্রতি সেই ঘটত্বীয় কর্মত্বাদি বিষয়ক অজ্ঞানকে সহকারী কল্পনা করা হয়। মহাবাক্যস্থলে অবান্তর বাক্যার্থবিষয়কত্বের অবগাহন হওয়ায় অপ্রমাত্বের আপত্তি হইতে পারে বলিয়া মহাবাক্যাদিস্থলে পদজন্য বোধকে অগত্যা স্মৃতিসদৃশ কল্পনা করা হয়। পদজন্য বোধটি স্মৃতি ও প্রমা উভয় বিলক্ষণ অথচ প্রমাণজন্য, ইহা স্বীকার করা হয়। কারণ উহাকে অন্যপ্রকারে উৎপন্ন করা যায় না। এইজন্য "ঘটোঽস্তি" ইত্যাদি বাক্য হইতে যে অস্তিত্ব ঘটত্বীয় এইরূপ শাব্দবোধ হয়, তাহার কারণ রূপে ঘটত্বের নির্বিকল্প শাব্দবোধকে স্মৃতিসদৃশ বলা হয়। কারণ নির্ধর্মিকাবচ্ছেদক শাব্দবোধ সম্ভব নয়। সেইজন্য সেই স্থলে একত্ব প্রকারক ঘটত্ববিশেষ্যক শাব্দবোধ হইতে পারে না। শাব্দবোধীয় বিশেষ্যতা কোনও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, ইহা স্বীকার করা হয় না। অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলিয়া থাকেন, ক্রিয়া কারক সম্বন্ধাদিরূপ মহাবাক্যার্থের জ্ঞান পদজন্য হইয়া থাকে। এই বিষয়ে তাঁহারা প্রমাণ বলেন :

যদ্‌যদাকাঙ্ক্ষিতং যোগ্যং সন্নিধানং প্রপদ্যতে।
তেন তেনান্বিত স্বার্থপদৈরেবাবগম্যতে॥

অদ্বৈতসিদ্ধি। পৃঃ ৬৭৩

অর্থাৎ যে যে পদার্থ আকাঙ্ক্ষার বিষয়, যোগ্য এবং সন্নিধান প্রাপ্ত, পদ সেই সেই অর্থের সহিত অন্বিত নিজের অর্থকে বুঝাইয়া থাকে। এখানে সন্নিধান বলিতে পদজন্য স্মৃতির বিষয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্বিতাভিধান মতে সুতরাং দাঁড়াইল এই যে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধিসহকৃত পদ হইতে ক্রিয়াকারকের সম্বন্ধাদিরূপ বাক্যার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে প্রকৃতির অর্থ ও প্রত্যয়ার্থের সম্বন্ধাদিরূপ অবান্তর বাক্যার্থ বিষয়ক শাব্দবোধ হয় না। কারণ বিশেষ্যে বিশেষণ, সেই বিশেষণে অন্য বিশেষণ এই রীতিতে মহাবাক্যার্থবোধ সম্ভব বলিয়া স্মৃতি সদৃশ জ্ঞান স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।[১] যদি এই মতে কেবল ঘটত্বীয় কর্মত্বাদি বিষয়ক শাব্দবোধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রথম ব্যুৎপত্তিকালে যে শাব্দবোধে কার্যত্ব বিষয়কত্ব নিয়ম, তাহা ভঙ্গ হইয়া যায়। ভট্টমতে মহাবাক্যার্থবোধ যেমন নিয়মতঃ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য বিষয়ক হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রাভাকর মতেও সর্বত্র বিশেষ্যে বিশেষণ, তাহাতে বিশেষণান্তর, এইরূপ বোধই সর্বত্র সম্ভব হয়।[২] তাঁহাদের মতে যদি শাব্দবোধভিন্ন বিশেষণতাবচ্ছেক প্রকারক অন্যজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কোনও কোনও স্থলে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য বিষয়ক শাব্দবোধ হইয়া থাকে। সুতরাং অন্বিতাভিধানমতে অবান্তর বাক্যার্থ-জ্ঞানের অভাববশতঃ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য হইতে স্মৃতিসদৃশ জ্ঞান হয় না। কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদিমতে স্মৃতিসদৃশবোধ হইয়া থাকে। সেইজন্য—

অভিহিতঘটনা যদা তদানীং স্মৃতিসমুদ্ধিযুগং পদে বিধত্তঃ।
পরদৃশী পুনরন্বিতাভিধানে পদযুগস্য স্মৃতিযুগ্মমেব পূর্বম্॥

ইত্যাদি সংক্ষেপশারীরককারের যুক্তি সঙ্গত। অভিহিতান্বয়মতের প্রথম পক্ষে ঘটপদ ও অম্‌পদ প্রত্যেকেই অনুভাবক হয় বলিয়া ঘটম্ পদটিও অনুভাবক হওয়ায় ঘটপদ ও অম্‌পদের একবাক্যতা জ্ঞান অনুভাবক, ইহা স্বীকার করায় 'ঘটম্' ইত্যাদিস্থলে এক বিশিষ্টার্থবোধকত্বরূপে বিশেষ্য হিসাবে 'ঘটম্' এই পদটি

---

১ সন্নিধানং পদজন্যস্মৃতিবিষয়ত্বম্। তথা চাকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা সন্নিধিসহকৃতা পদৈরেব বাক্যার্থস্য ক্রিয়াকারকসম্বন্ধাদিরূপস্য শাব্দবোধোৎপত্তেরবান্তরবাক্যার্থস্য প্রকৃতি প্রত্যয়ার্থ-সম্বন্ধাদিরূপস্য শাব্দধীবিষয়ত্বে মানমস্তি। বিশেষ্যে বিশেষণং তত্র চ বিশেষণান্তরমিতি রীত্যা মহাবাক্যার্থধীসম্ভবাৎ কুতঃ স্মৃতিসম্বোধস্বীকারঃ ?

অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড় ব্রহ্মানন্দী। পৃ, ৬৭২

২ ভট্টমতে মহাবাক্যার্থবোধস্য নিয়মেন বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিত্ববৎ গুরুমতে বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি বিশেষণান্তরমিতি বোধস্যৈব সর্বত্র সম্ভবাৎ।

অদ্বৈত সিদ্ধি। গৌড় ব্রহ্মানন্দী। পৃ, ৬৭২

অনুভাবক হইয়া থাকে। অভিহিতান্বয় মতের প্রথম পক্ষে সম্বন্ধাংশে (ক্রিয়াকারকের সম্বন্ধাংশে) শক্তিজ্ঞান কারণ নয়। সুতরাং সংসর্গটি পদের দ্বারা স্মারিত হয় না। কিন্তু অজ্ঞাতশক্তি সংসর্গের অনুভাবক হইয়া থাকে, স্মারক নহে। এই আদ্য পক্ষকে কুব্জ শক্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয়, সেই অর্থটি যদি পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধরূপ হয়, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধাংশে অজ্ঞাতশক্তির জ্ঞানের কারণ হয়। যেমন "ঘটমানয়" ইত্যাদি স্থলে ঘটত্ব ও কর্মত্বের আনয়ন এবং কার্যত্বের সম্বন্ধাংশে শক্তি অজ্ঞাত থাকে। অজ্ঞাত থাকিয়াই সম্বন্ধ বোধের কারণ হয়। ঐ সম্বন্ধটাই বাক্যের অর্থ বলিয়া ঐ বিষয়ে স্মৃতির প্রয়োজক হয় না। আর প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইতে জ্ঞাত অর্থটি যদি সম্বন্ধস্বরূপ না হয়, তাহা হইলে ঐ অংশে জ্ঞাত শক্তি তদ্বিষয়ক শাব্দবোধের প্রয়োজক হইয়া থাকে।[১] যেমন "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যে তৎ এবং ত্বম্ পদের দ্বারা অনুভূত যে শুদ্ধ চৈতন্য, তাহা জ্ঞাত শক্তির দ্বারাই অনুভবের বিষয় হয়। কেবল শুদ্ধ চৈতন্যে তৎপদ এবং ত্বম্‌পদের শক্তি নাই, ইহা বলা যায় না। বিশিষ্ট চৈতন্যে শক্তি থাকায় তাহার একদেশ কেবল শুদ্ধ চৈতন্যে শক্তি থাকিতে পারে। এইজন্য "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি স্থলে প্রত্যেক পদ হইতে প্রথমে পদার্থদ্বয়ের স্মৃতি হয়। পরে সেই স্মৃতিকে ব্যাপার করিয়া শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। পদ ও পদার্থের শক্তিরূপ সম্বন্ধটি পূর্বে জ্ঞাত থাকায় পদরূপ সম্বন্ধীর জ্ঞানে পদার্থরূপ সম্বন্ধীর স্মৃতি হইয়া যায়।[২]

---

১ পদং তচ্ছক্তমুচ্যতে। তাদৃশশক্তেশ্চ ঘটত্বকর্মকং দর্শনং কার্যমিত্যাকারকশাব্দধী র্যদ্যপি নিরূপিকা, তথাপি তস্যাং ঘটত্ব শব্দধীত্বস্যাপি সত্বাৎ ঘটত্বধীনিরূপিত শক্তিত্বেনৈব শক্তেঃ ঘটাদিপদে জ্ঞানং কারণং, লাঘবাৎ, ন তু ক্রিয়া কারক সম্বন্ধাংশে কুব্জশক্তিবাদ ইত্যুচ্যতে। তদিদমুক্তমাদ্যপক্ষে কুব্জশক্ত্যঙ্গীকারাদিতি। অঙ্গীকারান্ন সংসর্গস্য পদস্মারিতত্বমিতি যোজনা। অজ্ঞাতায়া এব শক্তেঃ সম্বন্ধাংশে অনুভাবিকত্বেন ন সম্বন্ধস্মারকত্বমিত্যর্থঃ। সম্বন্ধাংশে অনুভবং প্রতি, পদস্য কারণত্বেন তত্র তদনুকুলা শক্তিরস্ত্যেব। পরন্তু যথা ঘটত্বাদিজাত্যংশে জ্ঞাতা সতী তৎ স্মৃতি দ্বারা ক্রিয়াকারক সম্বন্ধ শাব্দ বোধং জনয়তি, তথোক্ত সম্বন্ধাংশে জ্ঞাতা সতী তৎস্মৃতি দ্বারা তচ্ছাব্দবোধং ন জনয়তি তস্য বাক্যার্থত্বেনাপূর্বত্বাৎ তদনুভবস্মৃতিং বিনাপি তচ্ছাব্দবোধোৎপত্তেঃ। অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ, ৬৭১

২ অতএব তত্র প্রত্যেকং পদাভ্যাং স্মৃতিদ্বয়মুৎপাদ্য তদ্দ্বারা শাব্দধীর্জন্যতে। পদতদর্থয়োঃ শক্তিরূপসম্বন্ধস্য গৃহীতত্বেন পদরূপসম্বন্ধিগ্রহণে সত্যর্থ স্মৃতি সম্ভবাৎ।
অদ্বৈতসিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৬৭১

অভিহিতান্বয়বাদিদের কেহ কেহ জাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিতে প্রাতিপদিকের শক্তি স্বীকার করেন। আর অধিকাংশই জাতিতে শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। ব্যক্তি আক্ষেপলভ্য। আক্ষেপ বলিতে অর্থাপত্তি বা অনুমান বুঝিতে হইবে।[১]

প্রশ্ন হইতে পারে যে, যাঁহারা জাতিতে শক্তি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে "প্রকৃষ্টপ্রকাশময়শ্চন্দ্রঃ" ইত্যাদি স্বরূপ লক্ষণ বোধক বাক্যের ঘটক চন্দ্রপদ হইতে চন্দ্রাদি ব্যক্তির বোধ না হউক? আর জাতি বিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি— এই মতানুসারে প্রথম পদ হইতে বিশিষ্টার্থের বোধ হউক? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মপ্রাতিপদিকের বিশিষ্ট অর্থে শক্তি হইলেও বিশেষ্য অংশমাত্রে তাৎপর্য থাকায় ব্রহ্মপ্রাতিপাদিক হইতে অখণ্ডার্থের বোধ হইতে পরে। আর "প্রকৃষ্টপ্রকাশময়শ্চন্দ্রঃ" ইত্যাদি স্থলেও চন্দ্রব্যক্তিতে তাৎপর্য থাকায় ঐ চন্দ্রাদি ব্যক্তি আক্ষেপলভ্য হইয়া যায়। অথবা লক্ষণা দ্বারা চন্দ্রব্যক্তির বোধ হয়। ভট্টমতে সর্বত্র বাক্যার্থানুভব যে লাক্ষণিক, তাহা শ্লোক বার্তিক, শাস্ত্রদীপিকা প্রভৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শাস্ত্রদীপিকায় বলা হইয়াছে 'গামানয়' ইত্যাদি স্থলে আনয়ন পদ আনয়ন সামান্যকে অভিধান করিয়া আনয়ন ব্যক্তিকে লক্ষণাদ্বারা বুঝায়। গোপদও নিজের অর্থের দ্বারা গোকর্মকত্ব রূপে আনয়নকে লক্ষণাদ্বারা বুঝায়। এইভাবে যেখানে যেখানে যে যে অর্থ বাক্যের বিশেষ্যরূপে বিবক্ষিত সেই অর্থকে পদ অভিধায়ক সামান্য বাচক পদের লক্ষণার দ্বারা বুঝায় আর অন্যান্য পদ নিজ নিজ অর্থের অভিধান দ্বারা সেই বিশেষ্য সম্বন্ধিরূপ লক্ষণার সাহায্যে বুঝাইয়া থাকে।[২]

ইহার উপর একটি আশঙ্কা হয় যে লাক্ষণিক পদ অনুভাবক হয় না। এখন সমস্ত পদ যদি লাক্ষণিক হয়, তাহা হইলে বাক্যার্থের অনুভব হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে পদ লাক্ষণিক হইলেও অনুভাবক হইতে পারে। পদ সকল শক্তরূপেই অনুভাবক হয় কিন্তু তদ্বিষক শক্তরূপে অনুভাবক নয়। অভিপ্রায় এই যে "ঘটমানয়" ইত্যাদিস্থলে ঘটপদ লক্ষণার দ্বারা

---

১ অভিহিতান্বয়বাদিমতেঽপি জাতিবিশিষ্টয়োরেব ব্যক্তেঃ প্রাতিপদিকার্থত্বপক্ষে প্রাতিপদিকার্থস্যৈব বিশিষ্টত্বাৎ। জাতাবেব শক্তিঃ ব্যক্তিস্তু আক্ষেপলভ্যা ইতি মতে।

অদ্বৈত সিদ্ধি। পৃষ্ঠা, ৬৮৩

২ এবং যত্র যত্র বাক্যে যো যোঽর্থো বিশেষ্যত্বেন বিবক্ষিতস্তমেব স্বপদেন সামান্যবাচিনা লক্ষিতং সন্তং ইতরাণি পদানি স্বার্থাভিধানদ্বারেণ তৎ সম্বন্ধিরূপেণ লক্ষয়ন্তি।

শাস্ত্রদীপিকা। তর্কপাদ। বেদপ্রত্যায়কত্বাধিকরণ। পৃ, ১৫৪

দ্বারা ঘট ব্যক্তি বিশেষ্যকে বুঝাইলেও ঘটত্ব বিষয়ে তাহার শক্তি থাকায় ঐ ঘটপদ শব্দানুভাবক হইতে পারে। ঘটপদ ঘট ব্যক্তিতে শক্ত বলিয়া ঘট ব্যক্তি বিশেষ অনুভাবক হয়, এইরূপ কার্যকারণভাব স্বীকৃত না হওয়ার লাক্ষণিক ঘটপদও শক্তত্বরূপে অনুভাবক হওয়ায় সমস্ত পদ লাক্ষণিক হইলেও বাক্যার্থানুভবে কোনও অনুপপত্তি হয় না। লাক্ষণিক পদ মাত্রেই কোনও অর্থে যে শক্ত তাহা বলিয়া দিতে হয় না। সুতরাং বাক্যার্থমাত্রই পদের লক্ষ্য স্বীকার করিলে কোনও দোষ হয় না।[১]

অভিহিতান্বয়বাদে যে ভাবে শাব্দবোধের প্রক্রিয়া হয়, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। সেই বিষয়ে আমরা এখানে 'অদ্বৈতসিদ্ধি'কারের মত বর্ণনা করিতেছি। অভিহিতান্বয়বাদে পদ সকল নিজ নিজ শক্তিবশতঃ পদার্থের অভিধান করে। অর্থাৎ পদার্থের অনুভব জন্মাইয়া থাকে। করণ নয় কারণ পদ হইতে যদি পদার্থের স্মরণ হয়, তাহা হইলে স্মার্য ও স্মারকের যে সম্বন্ধ তাহা হইতে অতিরিক্ত সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে। যেহেতু এক সম্বন্ধি জ্ঞান অপর সম্বন্ধির স্মারক হয়। স্মারকত্বটি সম্বন্ধ নয়। যেমন হস্তীকে দেখিলে হস্তিপকের স্মরণ হয়, আবার হস্তিপককে দেখিলে হস্তীর স্মরণ হয়। এই যে হস্তী ও হস্তিপকের স্মার্য স্মারক সম্বন্ধ তাহা তাহাদের পাল্যপালক সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়াই হইয়া থাকে। অর্থাৎ হস্তী ও হস্তিপকের মধ্যে স্মার্য স্মারক সম্বন্ধ বশতই যে একটিকে দেখিলে অপরটির স্মরণ হয়, তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে স্মার্য স্মারক সম্বন্ধাতিরিক্ত পাল্যপালক সম্বন্ধ আছে বলিয়াই একটিকে দেখিলে অপরটির স্মরণ হয়। এইরূপ পদ হইতে যদি পদার্থের স্মরণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পদ স্মারক আর পদার্থ স্মার্য হওয়ায় এই পদ পদার্থের যে স্মার্য স্মারক সম্বন্ধ তাহা হইতে অতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে যে অতিরিক্ত সম্বন্ধ থাকার ফলে পদের জ্ঞান হইতে পদার্থের স্মরণ স্বীকার করিতে হইবে। ঐ অতিরিক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করিলে গৌরব দোষ হয়। এইজন্য পদ হইতে পদার্থের স্মরণ স্বীকার না করিয়া অভিহিতান্বয়-বাদিগণ পদার্থের অনুভব স্বীকার করেন। অবশ্য ঠিক অনুভবও নয়। কিন্তু

১ লাক্ষণিকত্বেঽপি অনুভাবকত্বোপপত্তেঃ। শক্তত্বেন অনুভাবকত্বম্। ন তু তচ্ছক্তত্বেন গৌরবাৎ। লাক্ষণিকমপি ক্বচিচ্ছক্তমেব। ভট্টাচার্যৈর্বাক্যার্থস্য সর্বপদলক্ষ্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ। অদ্বৈতসিদ্ধি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পৃ, ৭০১

স্মৃতি ও অনুভবাতিরিক্ত স্মৃতি সদৃশ এক প্রকার জ্ঞান তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। 'অদ্বৈত সিদ্ধি'কার বলিয়াছেন :

'পদমত্যধিকাভাবাৎ স্মারকান্ন বিশিষ্যতে ইতি। অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বভাবান্নানুভাবকম্ সম্বন্ধান্তরাভাবাচ্চ ন স্মারকত্বম্, কিন্তু শক্ত্যাঽজ্ঞাতজ্ঞাপকমিতি স্মারকসদৃশমিত্যর্থঃ।' (পৃ. ৭০১.)

যদি বলা যায় স্মৃতি ও অনুভবাতিরিক্ত জ্ঞান বিষয়ে প্রমাণ কি, তবে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অন্যথানুপত্তিরূপ অর্থাপত্তিই প্রমাণ। যেহেতু পদ হইতে পদার্থের স্মৃতি স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত দোষ হয় আর পদের শক্তি জ্ঞানকালে পদার্থের জ্ঞান থাকায় অন্যকালে পদ শুনিয়া পদার্থের অনুভব স্বীকার করিলে পদের অজ্ঞাত জ্ঞাপকত্ব না থাকায় অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। অথচ পদ হইতে পদার্থের জ্ঞান অনুভূত হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানের অন্যথানুপপত্তি বশতঃ স্মৃতি সদৃশ একপ্রকার জ্ঞান কল্পিত হয়। এই জ্ঞান স্মৃতি ও অনুভবের অতিরিক্ত।

তাছাড়া, আরও কথা এই যে স্মৃতিমাত্রে জ্ঞান উল্লেখ থাকে অর্থাৎ অনুভবের বিষয়ীভূত পদার্থের দেশ ও কালের উল্লেখ স্মৃতিতে থাকে। যেমন যে ব্যক্তি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণত্যাগ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি বর্তমানে কাশী প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিলেও যদি তাহার সেই দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ার স্মরণ হয়, তাহা হইলে সেই ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সেই কলিকাতায় এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া লোক মরিয়া ছিল, এইরূপ স্মৃতিতে তদ্দেশ তৎকাল প্রভৃতি তত্তার স্মরণ হয়। পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহাতে এইরূপ তত্তার উল্লেখ না থাকায় পদ হইতে পদার্থের জ্ঞান যে স্মৃতি নয়, তাহা বুঝা যায়।

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে শক্তিজ্ঞান কালে যে পদার্থের অনুভব হয়, পরে সেইরূপ পদ শুনিয়া পদার্থের স্মৃতি হইলেও সেই স্মৃতিতে তত্তার প্রমোষ অর্থাৎ তদ্দেশ ও তৎকাল অংশটির জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়; কেবল পদার্থেরই স্মরণ হয়। এইজন্য পদ হইতে পদার্থের স্মৃতিতে তত্তার উল্লেখ থকে না। কিন্তু এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায়, পদ হইতে পদার্থের জ্ঞানে কোনও স্থলেই তত্তার উল্লেখ থাকে না। অথচ স্মৃতিতে নিয়তই তত্তার উল্লেখ থাকে। সেই নিয়মের ভঙ্গ স্বীকার করিতে হয় এবং স্মৃতি প্রমোষ কল্পনা করিতে হয়। ইহাতে অতিশয় গৌরব হইয়া যায়। সুতরাং পদ হইতে স্মৃতি এবং অনুভবভিন্ন অতিরিক্ত জ্ঞানের বিষয়রূপে পদার্থ সকল অভিহিত হয়। সেই সকল পদার্থ আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা আসত্তি ও তাৎপর্য অনুসারে বাক্যার্থের

অনুভব জন্মাইয়া থাকে অথবা সেই সকল পদার্থের অনুভব আকাঙ্ক্ষাদি অনুসারে বাক্যার্থের অনুভব জন্মাইয়া থাকে এইজন্য বাক্যার্থ মাত্রই লক্ষণার দ্বারা বোধিত হয়। যেহেতু পদের দ্বারা যাহা বুঝান হয়, তাহাকে শক্য বলে ; পদার্থের দ্বারা যাহা বুঝান হয়, তাহাকে লক্ষ্য বলে।[১] এইজন্য প্রামাণিক ব্যক্তি বলিয়া থাকেন ঃ

"বাক্যার্থো লক্ষ্যমাণো হি সর্বত্রৈবেতি নঃ স্থিতম্।"

অর্থাৎ পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, পদার্থের দ্বারা যাহা অনুভূত হয়, তাহাই লক্ষ্য। আপত্তি হইতে পারে যে, ইহা ঠিক নহে। কারণ গঙ্গাপদের দ্বারা অভিহিত জলপ্রবাহরূপ অর্থ হইতে তীর অর্থটি অনুভূত হয় না। কিন্তু স্মারিত হয়। পদার্থ হইতে যে বাক্যার্থের বোধ হয় তাহা অনুভবাত্মক। সুতরাং লক্ষ্যের যে রীতি, তাহা বাক্যার্থে থাকিতেছে না। এই আপত্তির উত্তরে বলা হইবে, যাহা পদার্থের বোধ্য, তাহাকেই আমরা লক্ষ্য বলিব। তবে পার্থক্য এই যে পদার্থ হইতে পদার্থের লক্ষণা স্থলে পূর্বের সম্বন্ধজ্ঞানের অপেক্ষা থাকে। কারণ পদার্থ হইতে যে লক্ষ্য পদার্থের উপস্থিতি হয়, তাহা স্মরণাত্মক। আর পদার্থ হইতে যেখানে বাক্যার্থের লক্ষণা হয়, সেখানে পূর্ব সম্বন্ধের জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। কারণ বাক্যার্থটি অনুভবের বিষয় বলিয়া তাহাতে পূর্বে সম্বন্ধ জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। পদার্থের লক্ষণা স্থলে পূর্বের সম্বন্ধ জ্ঞানই লক্ষ্য অর্থকে নিয়মিত করিয়া দেয়। আর বাক্যার্থের লক্ষণা স্থলে আকাঙ্ক্ষাদি লক্ষ্যার্থকে নিয়মিত করিয়া দেয়।

আশঙ্কা হইতে পারে যে বাক্যার্থটি অপূর্ব। আর লক্ষ্য অর্থটি শক্যের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যেমন তীর পদার্থটি গঙ্গাপদের শক্য জলপ্রবাহ-সম্বন্ধ। যাহা অপূর্ব, তাহাকে শক্যের সম্বন্ধিরূপে জানা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং বাক্যার্থে কীরূপে লক্ষণা স্বীকার করা যায় ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে পদার্থে যে লক্ষণা, তাহা শক্য সম্বন্ধী হইতে পারে। কিন্তু বাক্যার্থে যে লক্ষণা, তাহা শক্য সম্বন্ধী না হওয়ায় শক্য সম্বন্ধিরূপে তাহাকে জানিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এইভাবে পদের শক্তি হইতে পদার্থের উপস্থিতি হইলে পদের শক্তিটি পদার্থের উপস্থিতিতে ক্ষীণ হইয়া যায়। তখন উপস্থিত পদার্থ সকল

---

১ তথাচ পদজন্য স্মৃত্যনুভব বিলক্ষণ জ্ঞান বিষয়ীভূতাঃ পদার্থা অভিহিতা ইত্যুচ্যন্তে। তাদৃশাশ্চাকাঙ্ক্ষাদ্যনুসারেণ স্বান্বয়মনুভাবয়ন্তীতি বাক্যার্থো লক্ষ্য ইত্যুচ্যতে। পদেন যদ্বোধ্যতে তচ্ছক্যম্, পদার্থেন যদ্বোধ্যতে তল্লক্ষ্যমিতি নিয়মাৎ। অদ্বৈত সিদ্ধি। পৃ ৭০১-৭০২

অন্বয়ানুভবের জনক হয়। সুতরাং সমস্ত পদই লাক্ষণিক হইলেও কোনও বাক্য হইতে বাক্যার্থের অনুভবের অনুপপত্তি হয় না।[১]

অভিহিতান্বয়মতে যে বাক্যে সমস্তপদই লাক্ষণিক, সেই পদ আর অনুভাবক হইতে পারে না। যেহেতু লাক্ষণিক পদ অনুভাবক, এইজন্য নিয়ম করা হইয়াছে যে শক্তি ও লক্ষণা এতদন্যতর সম্বন্ধে ইতরপদার্থান্বিত স্বশক্যার্থ শাব্দবোধের প্রতি পদ সকল কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে সমস্ত পদই লাক্ষণিক—যেমন অর্থবাদ বাক্যে—সেখানে কীরূপে বাক্যার্থবোধ হয়? এইরূপ আশঙ্কা কিন্তু অসমীচীন। যেহেতু লাক্ষণিক পদ বাক্যার্থানুভাবক না হইলেও পদজন্য যে শক্যার্থের উপস্থিতি হয়, সেই শক্যার্থের উপস্থিতি হইতে যে লক্ষ্যার্থের উপস্থিতি হয়, তাহাকেই বাক্যার্থের অনুভাবক স্বীকার করা হয়।[২]

অভিহিতান্বয়মতে প্রকৃতি ও প্রত্যয় অন্বিত বিষয়ক শাব্দবোধের প্রয়োজক হইয়া থাকে। প্রকৃতি বা প্রত্যয় প্রত্যেকে এক একটি নিজ নিজ অর্থের অনুভব জন্মায় না। এক একটি অর্থমাত্রের অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বা প্রত্যয় হইতে যে অর্থের অনুভব হয়, তাহা প্রকৃত্যর্থান্বিত প্রত্যয়ার্থের অন্বয়ের অনুভবের প্রতি কারণ হয় না। কিন্তু প্রকৃতি ও প্রত্যয় মিলিত হইয়া লক্ষণার দ্বারা নিজ নিজ অর্থের স্মৃতি উৎপাদন করিয়া প্রকৃত্যর্থ ও প্রত্যয়ার্থের অন্বয়ের অনুভব জন্মাইয়া থাকে। যেখানে সমস্ত পদ লাক্ষণিক, সেইখানেও প্রকৃতি ও প্রত্যয় পরস্পরক্রমে বাক্যার্থবোধের প্রতি হেতু হয়।

অভিহিতান্বয়ের স্বরূপ ও শাব্দবোধের প্রকার আমরা যথা বুদ্ধি আলোচনা করিলাম। ইহার পূর্বে অন্বিতাভিধান, তাহারই শাখা কার্যান্বিতাভিধান এবং অন্বিত প্রতিপত্তির পরিচয়ও পূর্বে সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। তখন প্রধানতঃ এই তিনটি পক্ষের মধ্যে অভিহিতান্বয়বাদই যে নির্দোষ এবং শ্রেষ্ঠ তাহাই এখন আমরা অন্বিতাভিধান প্রভৃতির দোষ দেখাইয়া প্রতিপাদন করিতেছি।

প্রথমে জিজ্ঞাস্য এই যে, পদের অন্বিতাভিধানত্বটি কী রূপ? যদি বলা যায়, সংসৃষ্ট অর্থবিষয়ক শাব্দবোধের জনকত্ব স্বরূপ, তাহা হইলে অভিহিতান্বয়মতে

---

১ এবঞ্চ পদশক্তেঃ পদার্থোপস্থিতাবেব যাবদুপস্থিতানাং চ পদার্থানামন্বয়ানুভাবকত্বাৎ সর্বপদলাক্ষণিকত্বেঽপি ন বেদান্তবাক্যানামন্বয়ানুভাবকত্বানুপপত্তিঃ।

অদ্বৈত সিদ্ধি। পৃ ৭০২

২ তদয়ং নিষ্কর্ষঃ। অভিহিতান্বয়পক্ষে অন্বিতাভিধানপক্ষে চ লাক্ষণিকসর্বপদপ্রযুক্ত-বাক্যস্থলে পদানামনুভাবকত্বাভাবেঽ পদজন্যশক্যোপস্থিতিজন্য লক্ষ্যোপস্থিতে র্বাক্যার্থানুভাবকত্বম্।

সিদ্ধান্তবিন্দু। পৃ ৩৪৩

পদকে সংসৃষ্টার্থ বিষয়ক শাব্দবোধের জনক স্বীকার করা হয় বলিয়া অন্বিতাভিধানের কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না। আর যদি বলা যায়, পদ সকল অন্বিত অর্থ তাৎপর্যে পদার্থের উপস্থাপক হয়, তাহা হইলেও অভিহিতান্বয় অপেক্ষা কোনও ভেদ থাকে না। কারণ অভিহিতান্বয়বাদেও অন্বিত অর্থে তাৎপর্য অনুসারে পদ সকল পদার্থের উপস্থাপক হয়। যদি বলা হয়, পদে অন্বিত অর্থ বিষয়ক সঙ্গতি আছে বলিয়া উহাকে অন্বিতাভিধান বলা হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সঙ্গতি বলিতে কী বুঝা যায়? সঙ্গতি বলিতে শক্তি বুঝিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে বাক্য সকল বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রকৃতি ও প্রত্যয়াত্মক শোনা যায়। ঐ বাক্য সকল পূর্বে অজ্ঞাত থাকায় শক্তিও পূর্বে অজ্ঞাত ছিল—ইহা বলিতে হইবে। সুতরাং এখন বাক্য শুনিয়া বাক্যের ঘটকীভূত পদের শক্তি জ্ঞানের অভাবে অন্বিত অর্থের জ্ঞান না হওয়ায় শাব্দবোধ হইতে পারে না। আর পদের অন্বিতাভিধায়কত্ব বলিতে পদার্থের সঙ্গতি বশতঃ পদকে বাক্যার্থের প্রতিপাদক বলা যায় না। কারণ সঙ্গতিটি কি পদার্থমাত্র বিষয়ক অথবা বাক্যার্থ বিষয়ক? সঙ্গতি যদি পদার্থমাত্র বিষয়ক হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা আর পদার্থের অন্বয় বুঝাইতে পারা যাইবে না। আর যদি সঙ্গতি বাক্যার্থ বিষয়ক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পদার্থজ্ঞান কালেই বাক্যার্থজ্ঞানের আপত্তি হইয়া যাইবে। যদি বলা হয় ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ পদার্থজ্ঞানকালেই বাক্যার্থজ্ঞান হয় তাহা হইলে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা প্রভৃতির জ্ঞান না থাকিলেও সেই কালে পদ হইতে যেমন পদার্থের উপস্থিতি হয়, সেইরূপ বাক্যার্থের জ্ঞান হইয়া যাইবে। এইসব দোষ বারণের জন্য অন্বিতাভিধাবাদী হয়তো বলিতে পারেন যে, একই সঙ্গতি অপরকে অপেক্ষা না করিয়া পদার্থের জ্ঞান উৎপাদন করে, আর পদার্থের জ্ঞানকে ব্যাপার করিয়া বাক্যার্থজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদীর এই মতের উত্তরে বক্তব্য এই যে করণও ব্যাপারকে অপেক্ষা করে। অন্বিতাভিধানমতেও পদই করণ, সঙ্গতি করণই নয়। সুতরাং ব্যাপার হইতেই পারে না। অতএব পদ কীরূপে সঙ্গতিকে দ্বার করিবে?

যদি বলা যায়, পদ সকল বাক্যার্থ প্রতিপাদনের অনুকুল সঙ্গতিমান বলিয়াই করণ হইয়া থাকে, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে সঙ্গতিতে বাক্যার্থ প্রতিপাদনের অনুকুলত্বটি কি? উহা কি বাক্যার্থজ্ঞানজনকতার আশ্রয়ত্ব কিংবা বাক্যার্থজ্ঞানজনক ব্যাপারবত্ত্ব? ইহার কোনওটিই হইতে পারে না। প্রথমটি হইতে পারে না এই জন্য যে অন্বিতাভিধানমতে সঙ্গতি জাতি মাত্র বিষয়ক

বলিয়া বাক্যার্থমাত্র বিষয়ক না হওয়ায় বাক্যার্থজ্ঞানজনক হইতে পারে না। আর সঙ্গতি বাক্যার্থজ্ঞানজনক ব্যাপারবানও নহে। কারণ সঙ্গতি করণ নহে বলিয়া তাহার ব্যাপার থাকিতে পারে না।[১]

আর যদি বলা যায়, বাক্যার্থজ্ঞান জনক পদার্থের উপস্থিতি পদেরই ব্যাপার, সেই পদের ব্যাপারের উপযোগিতাই সঙ্গতির বাক্যার্থ প্রতিপাদনের অনুকূলত্ব, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সঙ্গতির এইরূপ উপযোগিতা যাঁহারা অন্বিতাভিধানবাদী নন, তাঁহাদেরই অভিপ্রেত। তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন বলিয়া অন্বিতাভিধানবাদের কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না। অভিহিতান্বয়বাদিরাও পদের সঙ্গতি বলে পদার্থের উপস্থিতি, সেই পদার্থের উপস্থিতি হইতে বাক্যার্থজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন। অন্বিতাভিধানবাদী হয়তো বলিতে পারেন জাতিমাত্র বিষয়ে পদের শক্তি তাঁহারা স্বীকার করেন না। কিন্তু অন্বয় বিশিষ্ট বিষয়েই শক্তি তাঁহাদের কাম্য। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে একই পদার্থসকল পরস্পর অন্বিত। যেহেতু বিশেষভাবে তৎপুরুষীয় দোষের আশঙ্কারহিত পদের দ্বারা স্মারিত। এইরূপ অনুমানের দ্বারা শাব্দ-বোধের নিশ্চয় হইয়া যাওয়ায় শব্দের প্রামাণ্য ব্যাহত হইয়া যায়। আর বিশিষ্ট অর্থের জ্ঞানের অনুপপত্তি বশতঃ শব্দের অন্বিত অর্থে শক্তি কল্পনা করিলে সেই শক্তি অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া যায়। তাহার ফলে সমস্ত শব্দ অনুমানাত্মক হইয়া পড়ে।

যদি বলা যায়, অন্বিতেই পদের শক্তি আর এই অন্বিতে শক্তি স্বীকার করিলে বাক্যার্থের অপূর্বতায় অনুপপত্তি দোষ হয় না। কারণ "গামানয়" ইত্যাদিস্থলে যদি গো পদের আনয়নান্বিতে শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে "গাং বধান" এই স্থলে শক্তি জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু "গামানয়" ইত্যাদি স্থলে গো পদের আনয়নান্বিতে শক্তি অন্বিতাভিধানমতে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু অন্য পদের দ্বারা স্মারিত যে ক্রিয়া, সেই ক্রিয়ান্বিতে গো পদের শক্তি। পদান্তরের স্মারিত ক্রিয়াত্বরূপে সমস্ত ক্রিয়ারই সংগ্রহ হইয়া যায়। এইরূপ পদান্তর স্মারিত কারকান্বিত ক্রিয়াতে ধাতুর শক্তি। এইভাবে অন্বিতে শক্তি স্বীকার করিলে কোনও দোষ হয় না।

আর কেহ এইরূপ বলিতে পারেন না যে সমস্ত পদের কার্যান্বিতে শক্তি

---

১ কিঞ্চেদমন্বিতাভিধানং নাম। ন তাবদন্বিতপ্রতিপাদনমাত্রমবিবাদাৎ। নাপি স্বার্থাভিধায়াস্তত্র তাৎপর্যমবিবাদাদেব। ন্যায় কুসুমাঞ্জলি। ৩য় স্তবক। ১৫শ শ্লোক।

স্বীকার করিলে কার্য বাচক পদের কীরূপে কার্যান্বিতে শক্তি থাকিবে? কার্য বাচক পদের কেবল কার্যে শক্তি বলিলে অন্বিতে শক্তি—এই নিয়মের ভঙ্গ হয়, এই রূপ বলা চলে না। কারণ সামান্যভাবে সমস্ত পদের পদান্তর স্মারিত অর্থান্বিতে শক্তি স্বীকার করা হয়। কার্যান্বিতে—এইরূপে স্বীকার করা হয় না। ইহা দ্বারা ইতরান্বিত শক্তিবাদে কোনও ব্যাঘাত হয় না। আর এই ইতরান্বিত শক্তিবাদে শাব্দবোধের প্রতীতিক্রমের অনুপপত্তি হয় না। স্মৃত্যর্থান্বিতে শক্তি স্বীকার করা হয় বলিয়া অন্বিত জ্ঞানের পূর্বে স্মৃতি স্বীকার করা হয়।

অন্বিতাভিধান মতে শক্তি দুই প্রকার। স্মারিকা ও আনুভাবিকী। স্মারিকা শক্তি দ্বারা খণ্ডিতভাবে পদার্থের স্মরণ হয়। আনুভাবিকী শক্তির দ্বারা অন্বিতবিষয়ক বোধ হয়। এই অন্বিতাভিধানবাদের উপর পুনরায় যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে—"গামানয়" ইত্যাদি স্থলে গোপদের ক্রিয়ান্বিত কারকে শক্তি আবার "আণী" ধাতুর কারকান্বিত ক্রিয়ায় শক্তি তাহা হইলে উভয় পদে ক্রিয়া ও কারকে শক্তি স্বীকার করায় উভয় পদ সমপর্যায় হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে অন্বিতাভিধান বাদী বলেন, না, সেইরূপ দোষ হয় না। কারণ যেখানে দুই বা ততোধিক পদের সমান বিশেষ্যক অর্থবোধ হয়, সেই পদগুলিকে পর্যায় বলা হয়। কিন্তু "গামানয়" ইত্যাদি স্থলে গো পদ ক্রিয়ান্বিত গোত্ব অর্থকে বুঝায়। তাহাতে ক্রিয়াকে বুঝায়। তাহাতে ক্রিয়া হয় বিশেষ্য কারক হয় বিশেষণ। এইরূপ বিশেষ্য ও বিশেষণ ভাবের গুণ প্রধান ভাবের বিপর্যয় নিবন্ধন গোপদ ও আনয় পদ ভিন্ন অর্থের বোধক হয়।

আর এইরূপ আশঙ্কা করা চলে না যে গো পদ ও আনয়ন পদ বিশেষণ বিশেষ্যভাবের বৈপরীত্য বুঝাইলেও গো পদ হইতে যেই যেই অর্থের বোধ হয়, আনয়ন পদ হইতেও সেই সেই অর্থের বোধ হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হইয়া যায়। যেহেতু গো পদ সামান্যভাবে স্মৃত ক্রিয়ামাত্রান্বিত গোত্ব অর্থকে বুঝাইলেও যদি ধাতু না থাকে, তাহা হইলে আনয়নরূপ বিশেষ ক্রিয়াকে বুঝায় না। এইরূপ আনয়নপদও সামান্যভাবে স্মৃত কারকান্বিত আনয়ন ক্রিয়াকে বুঝাইলেও গোপদের অভাবে বিশেষভাবে গোপিণ্ডাত্মক কারককে বুঝায় না। সুতরাং পৌনরুক্ত দোষ হয় না।

অন্বিতাভিধানবাদের উপর আর একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে ক্রিয়াপদ ক্রিয়াকে বুঝাইলে কারকপদ সেই ক্রিয়া বিশিষ্ট কারককে বুঝায়। আবার কারকপদ কারককে বুঝাইলে ক্রিয়াপদ কারক বিশিষ্ট ক্রিয়াকে বুঝায়। ইতরান্বিতাভিধানমতে এইরূপ স্বীকার করায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে।

ইহার উত্তরে ইতরান্বিতাভিধানবাদী বলেন, না, এই দোষের আপত্তি হয় না। কারকপদস্থিত আনুভাবিকী শক্তি ক্রিয়াপদস্থিত স্মারিকা শক্তিকে অপেক্ষা করিয়া তাহার দ্বারা ক্রিয়ায় স্মৃতি হইলে নিজের কার্য করিয়া দেয়। ক্রিয়াপদের আনুভাবিকী শক্তিকে অপেক্ষা করে না। এইরূপ ক্রিয়াপদস্থিত আনুভাবিকী শক্তি কারকপদস্থিত স্মারিকা শক্তিকে অপেক্ষা করিলেও তাহার আনুভাবিকী শক্তিকে অপেক্ষা না করায় অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না। স্মারক শক্তিগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিরপেক্ষ হইয়া অর্থের স্মরণ করাইয়া দেয়। আনুভাবিকী শক্তি সেই পদান্তরের স্মারকশক্তিকে অপেক্ষা করিয়া অন্বিতবোধ জন্মায়। এইজন্য আর অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না।[১]

আর প্রত্যেক পদ ইতরান্বিতার্থের অনুভাবক হওয়ায় প্রত্যেক পদই একবাক্য স্বরূপ হওয়ায় বাক্য ভেদের আপত্তি হয় ইহাও বলা যায় না। কারণ এক একটি পদ যে কোনও ক্রিয়ান্তর বা কারকান্তরান্বিত অর্থকে "গাং বধান, অশ্বমানয়" এইরূপ অর্থের বোধ হওয়ায় বাক্যভেদ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হয় না। কারণ "গামানয়" ইত্যাদিস্থলে গোপদে আনয়নপদার্থের স্মৃতি থাকায় সেই সন্নিহিত স্মৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া বন্ধন পদের অর্থকে অপেক্ষা করে না। আর একটি পদ বাক্যের কার্য বিশিষ্ট অর্থের বোধক হওয়ায় প্রত্যেক পদে বাক্যভেদ হইয়া যায় ইহাও বলা যায় না। কারণ আনয়ন পদের অর্থের স্মৃতি থাকিলেও গোপদজন্য ক্রিয়াকে অপেক্ষা করে। যদি গোপদ অন্য ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিত, তাহা হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকায় বাক্যভেদ হইত। সহজ কথা এই যে "গামানয়" এইস্থলে গোপদ স্মৃত আনয়ন ক্রিয়ার সহিত আকাঙ্ক্ষিত হওয়ায় অন্যের সহিত আকাঙ্ক্ষিত না হওয়ায় বাক্যভেদ হয় না। এইরূপ অন্য বাক্যেও বুঝিতে হইবে। সূত্রকারও বলিয়াছেন ঃ

অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্বিভাগে স্যাৎ।

জৈমিনি সূত্র ২।১।৪২৬

যদি বলা যায় গোপদের অর্থ গোপিণ্ড বিশেষ্য হইয়া থাকে, আবার আনয়ন পদের অর্থ আনয়ন ক্রিয়া ; ইহাও বিশেষ্য হইয়া থাকে। সুতরাং

---

১ স্মৃতিক্রিয়ান্বিতে কারকে স্মৃত কারকান্বিতায়াঞ্চ ক্রিয়ায়াং সঙ্গতিঃ। অতো নোক্ত-দোষাবকাশঃ। নাপি পর্যায়তাপত্তিঃ প্রাধান্যেন নিয়মাৎ। নাপি পৌনরুক্ত্যং বিশেষান্বয়ে তাৎপর্যাৎ। নাপি ইতরেতরাশ্রয়ত্বং স্বার্থস্মৃতাবনপেক্ষণাৎ।

ন্যায় কুসুমাঞ্জলি। ৩য় স্তবক। ১৫শ শ্লোক।

অর্থের একত্ব থাকিল কী রূপে ? এই আপত্তির উত্তরে বলা যায়, গোপদের অন্বিতাভিধান শক্তি বলে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধরূপ যে কয়টি অর্থের বোধ হয়, আনয়ন পদের দ্বারাও সেই বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধরূপ অর্থের বোধ হওয়ায়—আর ঐ বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ যাহা উভয় পদের দ্বারা বোধিত হয়, তাহা একই বলিয়া অর্থের একত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং এইভাবে ইতরান্বিতা-ভিধানমতে শক্তি বিষয়ে কোনও অনুপপত্তি নাই বলিয়া এই মত নির্দুষ্ট।

ইহার উত্তরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন, অন্বিতে শক্তির জ্ঞান, ইহার অর্থ কি ? অন্বয়াংশে শক্তির জ্ঞান নহে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যে পদার্থে অন্বয় থাকে তাহাতেই শক্তির জ্ঞান। যেমন চক্ষুর দ্বারা স্পর্শবদ্ দ্রব্যের জ্ঞান হয়, এই কথা বলিলে স্পর্শ বিষয়ে চাক্ষুষ জ্ঞান হয় না, সেইরূপ অন্বয়বৎ পদার্থে শক্তির জ্ঞান অন্বয় বিষয়ে থাকে না। ইহাই যদি অন্বিতাভিধানবাদীর অন্বিতে শক্তি জ্ঞানের অর্থ হয়, তাহা হইলে অভিহিতান্বয়বাদীর সহিত এ বিষয়ে কোনও বিরোধ থাকে না। কারণ অভিহিতান্বয়বাদিগণও যেই পদার্থে যেই পদের শক্তি জ্ঞান স্বীকার করেন, সেই পদের অর্থে অপর কোনও পদার্থের সহিত যে অন্বয় থাকে, তাহা স্বীকার করেন না। সুতরাং ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদীর কোনও বৈশিষ্ট্য সমর্থিত হয় না। আর অন্বিত শক্তির জ্ঞান, ইহার অর্থ যদি পদার্থের মত অন্বয়েও শক্তির জ্ঞান স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহাও প্রমাণের অভাবে নিরাকৃত হইয়া যায়। অর্থাৎ অন্বয়ে শক্তিজ্ঞান থাকে—এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই।

যদি বলা যায়, অন্বয়ে শক্তিজ্ঞান বিষয়ে প্রমাণ আছে ; যেমন পদ শুনিয়া লোকের পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই পদার্থ জ্ঞানের অন্যথা অনুপপত্তিই পদের পদার্থ শক্তি বিষয়ে প্রমাণ, সেইরূপ পদ শুনিয়া অন্বয়েরও জ্ঞান হয়। সেই অন্বয়ের অন্যথা অনুপপত্তিই অন্বয়াংশে পদের শক্তি বিষয়ে প্রমাণ। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে অনন্বিত অভিধানের দ্বারা উপপত্তি হইয়া যায়। পদার্থ মাত্র অভিহিত হইলেও আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিবশতঃ পদার্থ-গুলির পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া যায়। জ্ঞানের অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তি পদের অন্বয়ে শক্তি বিষয়ে প্রমাণ হউক ? ‘আনয়’ ইত্যাদি অংশের সামান্যভাবে কর্ম-কারকান্বিতে শক্তি না থাকিলে সামান্যভাবেও কর্ম অজ্ঞাত থাকিলে কর্ম-বিশেষের জিজ্ঞাসাও হয় না। সামান্যভাবে জ্ঞান না থাকিলে বিশেষ জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। অথচ ‘আনয়’ বলিলে কিংকর্মক আনয়ন এইরূপ বিশেষ জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। সেই জিজ্ঞাসার অনুপপত্তিবশতঃ পদের অন্বয়ে শক্তি

সিদ্ধ হয়—ইহাও বলা যায় না। বিশেষ জিজ্ঞাসার প্রতি সামান্য জ্ঞান আবশ্যক হইলেও সেই সামান্য জ্ঞান পদ হইতে হইবে, এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। যেমন চক্ষু রসজ্ঞানে অসমর্থ, এইজন্য রসজ্ঞান হইতে যে ফল বিশেষের জ্ঞান হয়, সেই ফল বিশেষের জ্ঞানে চক্ষু প্রমাণ না হইলেও যদি ফল হয়, তাহা হইলে সেই ফল দেখিয়া রসের অনুমান হইতে পারে। সেই অনুমানের দ্বারা সামান্য জ্ঞান হইলে বিশেষ জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রকৃত স্থলেও 'আনয়' ইত্যাদি পদের শক্তি দ্বারা ক্রিয়ামাত্রের উপস্থিতি হইলে সেই ক্রিয়া কারকের অব্যভিচারী বলিয়া ক্রিয়ার জ্ঞান হইতে কারক সামান্যের অনুমিতি হয়; সেই কারক সামান্যের অনুমিতি হইতে বিশেষ জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইয়া যাওয়ায় সেই জিজ্ঞাসার অনুপপত্তি বলে অন্বয়ে শক্তি সিদ্ধ হয় না।[১]

আশঙ্কা হইতে পারে যে একটি বস্তু অন্য বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হয়, ইহাই বস্তুর স্বভাব বলিয়া যদি অন্বয়ের জ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে যে কোনও প্রকার পদার্থের স্মরণ হইলেই অন্বয়ের জ্ঞান হউক? আর তাহাতে পদের কোনও কার্য থাকে না—ইহাই সিদ্ধ হয়। ফলতঃ পদ ব্যতিরেকে অন্য স্মারক-বশতঃ পদার্থের উপস্থিতি হইলে পদার্থ সকলের পরস্পরের অন্বয়াপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হয় না। কারণ, রাম অযোধ্যার রাজা। লব কুশ বালকদ্বয় রামায়ণ গান করে। এইরূপ পদার্থগুলির স্মরণ হইলে লব কুশ রামের পুত্র—এইরূপ অন্বয়ানুভব হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে পদের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থগুলিরই অন্বয় জ্ঞান হইয়া থাকে। এইজন্য সেই অন্বয়ের জ্ঞান পদার্থের স্বভাবাধীন—ইহা বলা যায় না, কিন্তু পদের শক্তির অধীন। সুতরাং অন্বয়েও পদের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে।

উক্ত আপত্তির উত্তরে বলা যায়, পদের শক্তির দ্বারাই অন্বয়ের জ্ঞান হয়—এইরূপ নিয়ম নাই। কারণ কবির কাব্য বিলাস দেখা যায়। কবিগণ ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ অতীতদর্শী। যদি সংসর্গে পদের শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কাব্যের বাক্য হইতে যে সকল সংসর্গ বিশেষ অনুভূত হয়, সেই সকল সংসর্গ তাঁহারা কাব্য রচনার পূর্বে জানিতেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু সংসর্গ জ্ঞান না হইলে বাক্যের প্রয়োগ হইতে পারে না। অথচ

---

১ অন্বিতার্থপ্রতিপত্ত্যন্যথানুপপত্তিরিতি চেন্ন। অনন্বিতাভিধানেনাপ্যুপপত্তেঃ। আকাঙ্ক্ষানুপপত্তিরস্তু ন হি সামান্যতোঽন্বিতানবগমেঽন্বয়াবিশেষে জিজ্ঞাসা স্যাৎ। ন। দৃষ্টে ফলবিশেষে রসবিশেষ জিজ্ঞাসাবদ্ আক্ষেপতোঽনুপপত্তেঃ। ন্যায় কুসুমাঞ্জলি। ৩।১৫

কবিগণ যেরূপ বর্ণনা করেন তাহা প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের বিষয় নহে। তাঁহারা চিন্তা করিয়া পদার্থের স্মরণপূর্বক কাব্য রচনা করিয়া থাকেন। চিন্তা-পূর্বক পদার্থের স্মরণ ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণের পদার্থ জ্ঞানের প্রতি কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে কবিগণ চিন্তাপূর্বক পৃথক-ভাবে পদার্থ সকল স্মরণ করিয়া থাকেন। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পদার্থের স্মরণ করিয়া প্রতিভাবশতঃ যাহাতে চমৎকারিত্ব উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার অনুকূল সংসর্গের জ্ঞান তাঁহাদের হইয়া থাকে। সুতরাং অন্য প্রকারে পদার্থের উপস্থিতি হইলেও সংসর্গ জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া সংসর্গজ্ঞান পদশক্তিমাত্রজ্ঞানজন্য নহে।

তবে এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, কাব্যে দুই প্রকার রচনা দেখা যায়। যে সকল পদার্থ বাস্তবিক পক্ষে সংসৃষ্ট, তাদৃশ পদার্থ বিষয়ক এক প্রকার রচনা হইয়া থাকে। আর অন্য প্রকার কাব্য রচনা এই যে পদার্থ সকলের সংসর্গের আরোপ করিয়া তাদৃশ পদার্থ বিষয়ে রচনা করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম রচনাটি অপরের কথিত বিষয়ের অনুবাদ হইতে পারে। অথবা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত পদার্থ বিষয়ক হইতে পারে। কিংবা পূর্বে যে সকল পদার্থের অনুভব করা হইয়াছে, সেই সকল পদার্থের স্মরণ করিয়া রচনা হইতে পারে। যে সকল পদার্থ বাস্তবিক পক্ষে সংসৃষ্ট অথচ এই জন্মে অনুভূত হয় নাই, তাহা পূর্বজন্মের সংস্কারবশতঃ স্মরণ হইতে পারে। এই ভাবে অন্বিত অর্থের জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে। আর এইজন্যই যাঁহাদের বিশেষভাবে পূর্ব-জন্ম সংস্কারের উদ্বোধ হইয়া থাকে, তাঁহারাই কবি হইয়া থাকেন। আর যাহা বস্তুতঃ সংসৃষ্ট নহে অথচ সংসৃষ্ট বলিয়া কবিগণ উদ্ভাবন করেন, সেইরূপ সমস্ত স্থলেই অসংসর্গেও ভাববশতঃ তাহা হইয়া থাকে, ইহাই বলিতে হইবে। কারণ প্রভাকর মতে অন্যথাখ্যাতি স্বীকার করা হয় না।

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য ঃ ইতরান্বিতাভিধান বিশেষবাদী অন্যথাখ্যাতি স্বীকার না করিলেও অভিহিতান্বয়বাদী অন্যথাখ্যাতি স্বীকার করেন বলিয়া অসংসৃষ্টের যে সংঘটনা, তাহাও সংসর্গগ্রহের ফলে হইয়া থাকে। সুতরাং সংসর্গে পদের শক্তি ব্যতিরেকেও সংসর্গ জ্ঞান সম্ভব হওয়ায় অন্বিত অর্থে পদের শক্তি নিয়ত সিদ্ধ হয় না। আরও কথা এই যে অন্বিতাভিধান মতে কাব্যাদিতে কতগুলি পদ অন্বয়ের বোধক, কতগুলি অন্বয়ের বোধক নয়—এইরূপ ভেদ ব্যবস্থার কি বিশেষ গমক আছে? কারণ অন্বিতাভিধানবাদীর মতে সামান্য ভাবে পদের অন্বিত অর্থের শক্তি স্বীকৃত। আর এমনও নয় যে একত্রান্বিত

ঘটাদি পদ অন্যত্রস্থিত ঘটপদ হইতে ভিন্ন। বৈদিক পদ লৌকিক পদ হইতে অভিন্ন বলিয়া লৌকিক পদে পরস্পর অভেদ সহজভাবেই সিদ্ধ হইয়া যায়।[১]

আশঙ্কা হইতে পারে যে, পদের বক্তা আপ্ত, সেই পদই অন্বিত জ্ঞানের জনক, অনাপ্ত বক্তৃক পদ অন্বিত জ্ঞানের জনক হয় না। এইরূপ পদের মধ্যে আপ্ত, অনাপ্ত ভেদে বিশেষ আছে। এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে আপ্তোক্ত পদ অথবা তদ্ভিন্ন পদ কোনও বিশেষ প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় না। আর ইহাও বলা যায় না যে আপ্ত কর্তৃক পদে কোনও বিশেষ ধর্ম আহিত হইয়া থাকে। কারণ ঐরূপ স্বীকার করিলে অন্বিতাভিধানমতে শক্তি কল্পনার গৌরব হইয়া পড়ে। যেমন অভিহিতান্বয়মতে পদের দ্বারা পদার্থ অভিহিত হয়। অন্বয় অভিহিত হয় না। অভিহিত পদার্থগুলি অন্বয়ের বোধক হইয়া থাকে। পদার্থগুলি যখন পদ হইতেই অভিহিত হয়, তখনই পদার্থ সকল সংসর্গের বোধক হয়, অন্য সময় হয় না। সুতরাং অভিহিতান্বয়মতে তিনটি শক্তির কল্পনা করা হয়। যেমন (১) পদের পদার্থ বুঝাইবার শক্তি (২) পদার্থের সংসর্গ বুঝাইবার শক্তি এবং (৩) পদবোধ্য অবস্থাকালেই পদার্থস্থিত সংসর্গ বুঝাইবার শক্তির অনুকূল পদে আর একটি শক্তি। অন্বিতাভিধানমতেও পূর্বোক্ত অনুসারে তিনটি শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। যেমন (১) পূর্বসিদ্ধ পদের স্মারিকা শক্তি (২) অন্বিতাভিধান শক্তি আর তখন আপ্ত কর্তৃক পদে আর একটি শক্তি স্বীকার করায় আপ্তোচ্চারিতকালে পদের অন্বিত বোধন শক্তি নামে আর একটি শক্তি। ইহা তৃতীয় শক্তি। সুতরাং অন্বিতাভিধান মতে শক্তিত্রয়ও স্বীকার করিতে হইল, আর, অতিরিক্ত অন্বিত অর্থে শক্তি স্বীকার করায় অধিক দোষ হইল।

আর যদি বলা হয়, আপ্তোক্তত্ববিশিষ্ট পদই অন্বিত অর্থজ্ঞানের জনক তবে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পদের বিশেষণরূপে আপ্তত্বরূপ অনাপ্ত পদ অপেক্ষা বিশেষ স্বীকার করিলে অভিহিতান্বয়মতে আর অন্বিতাভিধানবাদীর আক্ষিপ্ত কোনও দোষ সম্ভব হয় না। কারণ আপ্তোক্তত্ববিশিষ্ট পদ অন্বিতের গ্রাহক, এইরূপ বলিলে তৃতীয় শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যক হয় না বটে,

---

১ ন চ স্বোৎপ্রেক্ষায়াং প্রত্যক্ষমনুমানং শব্দস্তদাভাসা বা সম্ভবন্তি। অন্যত্র চিন্তাবশেন পদার্থস্মরণেভ্যঃ। অসংসর্গাগ্রহোঽসৌ ইতি চেৎ মম তাবৎ সংসর্গগ্রহ এবাসৌ। তবাপি সৈব পদাবলিঃ ক্বচিদন্বয়ে পর্যবস্যতি। ক্বচিদনন্বয়াগ্রহে ইতি কুতো বিশেষাৎ।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি। ৩য় স্তবক। ১৫শ শ্লোক।

আপ্তোক্তত্ব বিশিষ্ট পদই অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হয় কিন্তু ঐ রীতিতে অভিহিতান্বয়বাদিদেরও তৃতীয় শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা হয় না। কারণ অভিহিতান্বয় মতেও বলা যাইতে পারে যে একই পদার্থ পদোপস্থাপিতত্ব বিশিষ্টরূপে সংসর্গের বোধক হয়। সুতরাং অভিহিতান্বয় মতে অন্বিত অর্থে শক্তি স্বীকার না করিয়াও শক্তিদ্বয় স্বীকার করিলে শাব্দ বোধের আপত্তি হইয়া যাওয়ায় অন্বিত অর্থে শক্তি স্বীকার করিলে গৌরব দোষ অধিক হইয়া পড়ে।[১]

প্রশ্ন হইতে পারে যে অভিহিতান্বয়মতে যদি পদবিশিষ্ট অর্থে সংসর্গ-জ্ঞানের শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পদগুলিও অন্বিতাভিধানে উপযোগী হইয়া পড়ে। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, অন্বিতাভিধানে পদের উপযোগিতা আছে, ঠিক কথা। কিন্তু উপস্থাপ্য ও উপস্থাপক সম্বন্ধে পদ, পদবিশিষ্ট অর্থের উপস্থাপক হয়। আর পদার্থই অন্বয়ের অভিধায়ক হয়। কিন্তু পদে সাক্ষাৎ অন্বিত অর্থের অভিধায়কত্ব শক্তি অথবা অর্থের তদাধায়কত্ব শক্তি পদে স্বীকার করা হয় না। ইহাই বিশেষ। ঐরূপ অন্বিতাভিধানবাদিকেও বলিতে হইবে যে উচ্চার্য ও উচ্চারকভাব সম্বন্ধে আপ্ত বিশিষ্টপদে অন্বিতাভিধান শক্তি আছে। কিন্তু আপ্তে উচ্চারকত্বাতিরিক্ত কোনও শক্তি নাই। অন্বিতা-ভিধানবাদী যদি আপ্তে শক্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে অভিহিতান্বয়বাদি-গণও পদার্থে শক্তি স্বীকার করিয়া সেই শক্তির অনুকূল শক্তি পদে স্বীকার করা অপেক্ষা পদেই সাক্ষাৎ অন্বিতাভিধান শক্তি স্বীকার করিতে পারেন। পদার্থে শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা পদের জ্ঞান প্রথম হয় বলিয়া পদার্থের প্রতি পদের অভিধায়কত্ব সিদ্ধ আছে। অন্বিত প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চারিতত্বরূপ তাৎপর্যটি পদার্থের সাধক। সুতরাং ইতিপদ ঘটিত যে শ্লোক অন্বিতাভিধানমতে আছে, তাহাকে পদের না বলিয়া আপ্তেরই ইতিপদ ঘটিত সেই শ্লোক, এই কথা বলিয়া অন্বিতাভিধানের উপর দোষ দেওয়া যায়।

আপ্তে শক্তি স্বীকার করিলে পদে অন্বিতাভিধান স্বীকার করিয়া আপ্তে অন্বিতাভিধানানুকূল শক্তি কল্পনা করার অপেক্ষা আপ্ত ব্যক্তিতেই অন্বিতাভিধান

---

১ আপ্তানাপ্তবক্তৃকতয়েতি চেৎ। কিং তথাবিধেন বক্ত্রা তত্র কশ্চিদ্ বিশেষ আহিতঃ? আহো বক্তুর্বাবচ্ছেদকতয়া বিশেষঃ? প্রথমে অভিহিতান্বয়াবাদিনামিব তবাপি শক্তিকল্পনা গৌরবম্। দ্বিতীয়ে তু বক্তুরিব পদানামপ্যবচ্ছেদকতয়ৈব বিশেষকত্বমস্তু।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলি। ৩য় স্তবক। ১৫শ শ্লোক।

শক্তি স্বীকার করা উচিত। কারণ পদের অপেক্ষা তাহার কারণ আপ্ত প্রথমেই জ্ঞাত হয়।[১]

যদি বলা যায় যে আপ্তে শক্তি স্বীকার করা হয় না কিন্তু পদকে আপ্তাবচ্ছিন্ন স্বীকার করা হয়, ইহাই বিশেষ—তাহা হইলে আপ্তোক্তস্থলেই সংসর্গের জ্ঞান হয়, তদ্ভিন্নস্থলে অসংসর্গের অগ্রহ হইয়া থাকে। সুতরাং অসংসর্গের অগ্রহ অভিহিতান্বয়বাদিরও স্বীকৃত হইয়া গেল। কিন্তু এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, না, তাহা নহে, পদ হইতে অতিরিক্ত রূপে সংসর্গের জ্ঞান হয় কি না উহা পৃথক্ কথা। অভিহিত পদার্থ সকলের আকাঙ্ক্ষাদি থাকিলে অবশ্যই অন্বয় হইয়া যায়। যেমন বার্তিককার বলিয়াছেন :

পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং হ্রেষাশব্দঞ্চ শৃণ্বতঃ।
ক্ষুরনিক্ষেপশব্দঞ্চ শ্বেতোঽশ্বো ধাবতীতি ধীঃ॥

দূর হইতে শ্বেত বর্ণ দেখা গেল। কিন্তু উহা যে অশ্বের শ্বেত বর্ণ, তাহা বোঝা গেল না। শ্বেত বর্ণ বিশিষ্ট বস্তুর প্রত্যক্ষ হইল। হ্রেষাশব্দ শুনিয়া অশ্বের অনুমিতি হইল; ক্ষুর বিক্ষেপশব্দের দ্বারা ধাবন ক্রিয়ার অনুমিতি হইল। এইভাবে শ্বেত বর্ণ, অশ্ব, ধাবন ক্রিয়া, এই পদার্থগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জ্ঞাত হইলেও সেই পদার্থ সকলের "শ্বেত অশ্ব ধাবিত হইতেছে" এইরূপ সংসর্গজ্ঞান হইয়া যায়। এইভাবে সংসর্গের জ্ঞান প্রকারান্তরে হইয়া যায়।

যদি বলা যায় সেই স্থলে বাধকাভাববশতঃ শ্বেত গুণ, ধাবন ক্রিয়া ও অশ্বের ঐক্যানুমিতি হয়। সুতরাং ঐ ঐক্যজ্ঞান অনুমানজন্য, পদার্থজ্ঞানমাত্রজন্য নহে। অতএব পদপ্রয়োগস্থলে পদার্থের স্মৃতি হইলেই সংসর্গের জ্ঞান হইয়া যায়। সুতরাং প্রকারান্তরে সংসর্গের জ্ঞান হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায়, অভিহিতান্বয়বাদী ইহাকে অন্বিতাভিধানবাদের দোষ বলিয়া উল্লেখ করেন না। কিন্তু তাঁহাদের জিজ্ঞাসা এই যে পদের অন্বিতাভিধায়কত্ব বিষয়ে অন্যথা অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণ আছে কি না। যেমন আপ্ত ব্যক্তির শক্তি পদে উচ্চারণমাত্রে পর্যবসিত হইয়া যাওয়ায় তাহার অন্বিতাভিধান শক্তি থাকে না, সেইরূপ পদ ও পদার্থের উপস্থাপন করিয়া ক্ষীণ হইয়া যাওয়ায় তাহার অন্বিতাভিধান শক্তি নাই। সুতরাং অন্য কোনও তৃতীয় শক্তি কল্পনা করা যায় না

---

১ প্রাথম্যাদভিধাতৃত্বাৎ তাৎপর্যোপগমাদপি।
আপ্তানামেব সা শক্তির্বরমভ্যুপগম্যতাম্॥
[ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত।] ন্যায়কুসুমাঞ্জলি। ৩।১৫ শ্লোক

বলিয়া পদোপস্থাপিতত্ব বিশিষ্ট পদার্থ সকল আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি বশতঃ অন্বয়বোধ জন্মাইয়া থাকে। ইহাই অভিহিতান্বয়বাদিগণের বক্তব্য। সুতরাং শব্দের শক্তি ছাড়াও যে কোনও প্রকারে পদার্থের স্মরণ হইলে অন্বয়বোধ হইয়া থাকে যেমন "পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং"—ইত্যাদি স্থলে। সুতরাং অভিহিতান্বয়মতে অতিপ্রসঙ্গ নাই বলিয়া পদের অন্বিতাভিধায়কত্ব বিষয়ে অর্থাপত্তি প্রমাণ নাই। অতএব কার্যান্বিতে শক্তি বা ইতরান্বিতে শক্তি অসিদ্ধ।[১]

আরও কথা এই যে, অন্বয় ব্যতিরেক সহকৃত প্রমাণের দ্বারা অভিহিত পদার্থেরই অন্বয় স্বীকার করিতে হইবে। অভিধেয়পদার্থের স্মরণ থাকিলে অথবা অভিহিত পদার্থ স্মৃত হইলে অন্বয়বোধ হয়। তদ্ব্যতিরেকে অন্বয়বোধ হয় না। অতএব পদের অন্বিতাভিধান কোনও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না বলিয়া ঐ মত অসঙ্গত। যেমন চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন ঃ

বিনাভিধেয়স্মরণমন্বয়াপ্রতিপত্তিতঃ।
তত্তৎপদার্থ স্মৃতয়স্তেষামন্বয়বোধিকা॥

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পদার্থের স্মরণমাত্রের স্মৃতি পরস্পরের অন্বয়জনক হইতে পারে না। কারণ সর্বত্র পদার্থের স্মরণমাত্র হইতে অন্বয়বোধ দেখা যায় না। ইহার উত্তরে বলা যায়, পদার্থের স্মৃতিগুলি বিশকলিত ভাবে অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্বয় বোধের জনক না হইলেও পদের দ্বারা স্মারিত পদার্থস্মৃতি সকল আকাঙ্ক্ষাদি সহকারি বিশেষ বশতঃ অন্বয় বোধের জনক হইয়া থাকে। যেমন সংস্কার এবং ইন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে সামার্থ্যবান্ হইলেও সম্মিলিতভাবে প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে পূর্বাপর দেশ, কাল, সম্বন্ধ, এক বস্তুর জ্ঞানের জনক হয়, সেইরূপ পদার্থের স্মরণ এবং আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সংসর্গজ্ঞানের জনক না হইলেও সম্মিলিতভাবে তজ্জনক হইতে বাধা নাই।[২]

এই স্থলে একটি আশঙ্কা উত্থাপিত হয়। অভিহিতান্বয়মতে পদার্থের স্মৃতি অথবা স্মৃত পদার্থ কিংবা পদার্থের অনুভব বা অভিহিত পদার্থ (অভিহিতান্বয়-

---

১ তস্মাৎ প্রকারান্তরেণ সংসর্গপ্রত্যয়ো ভবতু মা বা। পদার্থানামাকাঙ্ক্ষাদিসত্ত্বে সতি অভিহিতানামবশ্যমন্বয় ইতি কুতোঽতিপ্রসঙ্গঃ।

ন্যায় কুসুমাঞ্জলি। ৩।১৫ শ্লোক

২ কথমন্যথা সংস্কারেন্দ্রিয়য়োরন্যত্র পরস্পরসঙ্গতার্থাবিষয়য়োঃ প্রত্যভিজ্ঞায়াং পূর্বাপর-দেশকালসংস্পৃষ্টৈকবস্তুবোধকত্বম্।

তত্ত্ব প্রদীপিকা (চিৎসুখী) প্রথম পরিচ্ছেদ

বাদিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে পদার্থের স্মৃতি বা স্মৃত পদার্থ অন্বয়-বোধের জনক যেমন চিৎসুখাচার্য এবং তাঁহার টীকাকার প্রভৃতি ; আবার কাহারও কাহারও মতে পদার্থের অনুভব অথবা অভিহিত পদার্থ অন্বয়বোধের জনক যেমন 'সিদ্ধান্তবিন্দুর' টীকাকার, 'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার প্রভৃতি) অন্বয়বোধের জনক হয়। ইহাই স্বীকৃত। কিন্তু এইরূপ স্বীকার করিলে শব্দের অন্বয়বোধজনকতা থাকে না। তাহার ফলে পদার্থের স্মৃতি বা স্মৃত পদার্থ বা পদার্থের অনুভব বা অভিহিত পদার্থ অন্বয়বোধের করণ হওয়ায় তন্মতে অতিরিক্ত সপ্তম প্রমাণ স্বীকারের আপত্তি হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন, ইহা ঠিক নয়। কারণ "শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ" (জৈমিনি সূত্র ৩।৩।১৪) ইত্যাদি শ্রুতি লিঙ্গাধি-করণে বা বলাবলাধিকরণে অঙ্গের বিনিযোজক প্রমাণ হিসাবে ছয়টি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে শ্রুতি, বাক্য ও সমাখ্যা শব্দাত্মক কিন্তু লিঙ্গ, প্রকরণ ও স্থান শব্দ স্বরূপ নহে। তথাপি লিঙ্গ, প্রকরণ এবং স্থানকে শব্দ হইতে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার করা হয় না। ঐ ছয়টিকেই শব্দ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেইরূপ পদার্থের স্মৃতি বা স্মৃত পদার্থ শব্দ প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত, শব্দ প্রমাণ হইতে অতিরিক্ত নহে। অতএব সপ্তম প্রমাণের আপত্তি হয় না।[১]

শ্রুতি লিঙ্গ প্রকরণাদিতে সর্বত্র শ্রুতি কল্পনা করিয়া বিনিয়োগের জ্ঞান হইয়া থাকে। যেমন নিরপেক্ষ রবকে শ্রুতি বলা হয়। অর্থাৎ যে বেদভাগ অঙ্গের বিনিয়োগের জন্য প্রমাণান্তরের অপেক্ষা না করিয়া সাক্ষাৎ স্বয়ংই বিনিযোজক হয়, তাহাকে শ্রুতি বলে। যেমন "ব্রীহীন্ অবহন্তি" ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয়া শ্রুতি ক্রিয়াফলভাগিত্ব রূপ কর্মত্বকে বুঝাইয়া নিরপেক্ষভাবে ধান্যের অবঘাতাঙ্গত্বকে বুঝাইয়া দেয়। সামর্থ্যকে লিঙ্গ বলে। তাহাও বিনিযোজক হয় কিন্তু তাহা সাক্ষাৎ বিনিযোজক হইতে পারে না। কিন্তু শ্রুতির কল্পনা করিয়া বিনিযোজক হয়। যেমন "বর্হি র্দেব সদনং দামি" এই মন্ত্রটিতে ছেদনার্থ প্রকাশকত্ব থাকায় তাহা হইতে শ্রুতি কল্পনা করিতে হয় এই যে এই মন্ত্রদ্বারা কুশচ্ছেদন করিবে। পরস্পরের আকাঙ্ক্ষাবশতঃ কোনও একটি অর্থে পর্যবসিত পদ সমূহকে বাক্য বলা হয়। যেমন—

---

১ ন চ পদার্থস্মৃতীনাং বা পদার্থানামন্বয়বোধকত্বে সপ্তমপ্রমাণাভ্যুপগমপ্রসঙ্গঃ, লিঙ্গ-প্রকরণস্থানানামিব শব্দপ্রমাণান্তর্ভাবোপপত্তেঃ।

তত্ত্ব প্রদীপিকা (চিৎসুখী) প্রথম পরিচ্ছেদ।

"দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনো র্বাহুভ্যাম্।
পুষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নয়ে যুষ্টং নির্বপামি ॥"

এই বেদাংশটি মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সংঘাত। 'হস্তাভ্যাম্' পর্যন্ত মন্ত্রাংশ, শেষাংশ ব্রাহ্মণ। ঐ দুইটি অংশ পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশতঃ একই নির্বাপ অর্থাৎ প্রদান অর্থে পর্যবসিত পদসমূহাত্মক হওয়ায় উহা বাক্য। এই বাক্য হইতে এই মন্ত্রে নির্বাপ সামর্থ্যরূপ লিঙ্গ কল্পনা করা হয়। সেই লিঙ্গ হইতে শ্রুতি কল্পনা করিয়া মন্ত্রের নির্বাপে বিনিয়োগ করা হয়। উভয় আকাঙ্ক্ষাকে প্রকরণ বলে। যেমন প্রধান বিধি তাহার বিধেয় সিদ্ধির জন্য ইতি কর্তব্যতাকে অপেক্ষা করে। আবার অঙ্গ বিধিগুলি সাধ্যের আকাঙ্ক্ষা করে। যেমন "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এই বিধিটি কী রূপে দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবে এইরূপ ইতিকর্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা করে আবার "সমিধো যজতি" ইত্যাদি বাক্যগুলি, ইহার দ্বারা কী করিবে, এইরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা করে। এইভাবে পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা বশতঃ "সমিধো যজতি," "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বাক্যগুলির আকাঙ্ক্ষাই প্রকরণ হইয়া থাকে। এই প্রকরণ হইতে অঙ্গ অঙ্গীর সমুদায়বোধক বাক্য কল্পনা করা হয়। বাক্য হইতে লিঙ্গের কল্পনা, লিঙ্গ হইতে শ্রুতির কল্পনা করিয়া সমিধাদি যাগের দর্শপৌর্ণমাসের যাগাঙ্গত্বে বিনিয়োগ করা হয়। অঙ্গরূপ অন্বয়কে বিনিয়োগ বলে। ক্রমকে স্থান বলা হয়। অনেকের কথনে সন্নিধিবিশেষের কথনই স্থান। যেমন 'দব্ধিরসি' এই স্থলে ক্রম আগ্নেয় অগ্নীষোমীয় ও উপাংশুযাগের পাঠ ব্রাহ্মণ ভাগে আছে। তাহার মধ্যে 'দব্ধিরসি' অংশটি ব্রাহ্মণ প্রদেশে যেই স্থানে উপাংশুযাগের বিধান আছে, মন্ত্রের সেই প্রদেশে উহার পাঠ আছে। সুতরাং দব্ধিরসি ইত্যাদি অংশটি ক্রমবশতঃ উপাংশুযাগের অনুমন্ত্রণে বিনিযুক্ত হয়। অবশ্য স্থান হইতে প্রকরণের কল্পনা, প্রকরণ হইতে বাক্যের কল্পনা, বাক্য হইতে লিঙ্গের কল্পনা এবং লিঙ্গ হইতে শ্রুতির কল্পনা করিয়া বিনিয়োগ হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে হইবে। যোগবলকে সমাখ্যা বলে। যেমন হৌত্র, ঔদ্গাত্র ইত্যাদি স্থলে যৌগিক অর্থবশতঃ হৌত্রাদি কর্ম হোতা প্রভৃতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এখানেও সমাখ্যা হইতে স্থান, স্থান হইতে প্রকরণ, প্রকরণ হইতে বাক্য, বাক্য হইতে লিঙ্গ এবং লিঙ্গ হইতে শ্রুতির কল্পনা করিয়া বিনিয়োগ হইয়া থাকে। কেন এইরূপ বিনিয়োগ হইয়া থাকে, তাহা আমরা এই স্থলে বিস্তৃত বলিলাম না। এই বিষয়ে বিস্তার ন্যায় প্রকাশ, শাস্ত্রদীপিকা, ভাট্টদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে রহিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে লিঙ্গ, প্রকরণ ও স্থান শব্দ প্রমার অন্তর্ভুক্ত

হইতে পারে বটে কারণ লিঙ্গ হইতে শ্রুতির কল্পনা করা হয় ; প্রকরণ হইতে বাক্য, বাক্য হইতে লিঙ্গ এবং লিঙ্গ হইতে শ্রুতির কল্পনা করা হয় ; স্থান হইতে প্রকরণ, প্রকরণ হইতে বাক্য, বাক্য হইতে লিঙ্গ এবং লিঙ্গ হইতে শ্রুতির কল্পনা করা হয়। সেইজন্য লিঙ্গ, প্রকরণ ও স্থান হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা শাব্দ হইতে পারে কিন্তু শাব্দবোধে অভিহিতান্বয় মতে পদার্থের স্মৃতি বা স্মৃত পদার্থ অন্বয় জ্ঞানের জনক হয়। পদ অন্বয় জ্ঞানের জনক হয় না। সুতরাং লিঙ্গ প্রকরণ প্রভৃতি হইতে পদার্থের স্মৃতি বা স্মৃত পদার্থের প্রভেদ থাকায় পদার্থের স্মৃতি বা স্মৃত পদার্থ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত নহে।

যদি বলা যায়, শাব্দবোধটি শব্দ হইতে জ্ঞাত পদার্থ জন্য বলিয়া তাহাকে অন্বয়বোধ বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যায় যে পর্বতাদিতে বহ্নির জ্ঞানটি চক্ষুর দ্বারা জ্ঞাত ধূমজন্য হওয়ায় অনুমিতির চাক্ষুষত্ব প্রসঙ্গ হইয়া যায়। সুতরাং পদার্থের স্মৃতি বা স্মৃত পদার্থ অন্বয়জ্ঞানের জনক হইতে পারে না। এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে পদ হইতে পদার্থের স্মরণ দ্বারা শাব্দবোধ হওয়ায় পদের শাব্দবোধের প্রতি করণতা অব্যাহতভাবে থাকিতে পারে। কারণ অভিহিতান্বয়বাদীরা শব্দ হইতে জ্ঞাত পদার্থজন্য বলিয়া শাব্দ-বোধের শাব্দত্ব স্বীকার করেন না যার জন্য অনুমিতির চাক্ষুষত্বের প্রাপ্তি হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা শাব্দবোধকে শব্দের অবান্তর ব্যাপাররূপ পদার্থের স্মরণজন্য স্বীকার করিয়া থাকেন। ভট্টপাদও বলিয়াছেন—

সাক্ষাৎ যদ্যপি কুর্বন্তি পদার্থ প্রতিপাদনম্।
বর্ণাস্তথাপি নৈতস্মিন্ পর্যবস্যন্তি নিষ্ফলে।
বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌ নান্তরীয়কম্।
পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থ প্রতিপাদমম্॥

শ্লোক বার্তিক। বাক্যাধিকরণ ৩৪২-৩৪৩।

আর এইরূপ আশঙ্কাও করা যায় না যে পদার্থের স্মরণ বা স্মৃত পদার্থের দ্বারা শাব্দবোধ ব্যাহত হওয়ায় শাব্দবোধের প্রতি পদ করণ হয় না। নিজ ব্যাপারের দ্বারা ব্যবহিত হইলে ব্যাপারবান্ করণ হয় না। ইহাই যদি দাঁড়াইত, তাহা হইলে সর্বত্র করণত্বের উচ্ছেদ হইয়া যাইত। যাগ প্রভৃতি অপূর্বের দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় স্বর্গাদি ফলের করণ হইত না। অথচ প্রাভাকরেরাও স্বর্গাদিফলের প্রতি যাগের করণত্ব স্বীকার করেন। বহ্নিজ্ঞানের যে চাক্ষুষত্ব প্রসঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ ধূমাদির লিঙ্গজ্ঞানটি চক্ষুর ব্যাপার নহে। যেহেতু ধূমাদির লিঙ্গজ্ঞান থাকিলেও ব্যাপ্তিজ্ঞান যাহার নাই, তাহার

অনুমান হয় না। আর লিঙ্গের চাক্ষুষজ্ঞান না থাকিলেও অনুমিতি বা শাব্দ লিঙ্গজ্ঞান হইতেও অনুমিতি হইয়া যায়। আর যে লিঙ্গ, প্রকরণ ও স্থান হইতে শ্রুতির কল্পনা করা হয়, অতএব লিঙ্গাদি শব্দ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত, এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঠিক নয়। কারণ প্রভাকর-মতানুসারিগণ লিঙ্গ, প্রকরণ ও স্থান হইতে শ্রুতি কল্পনা ব্যতিরেকেও বিনিয়োগ হইয়া থাকে বলিয়া স্বীকার করেন।

অন্বিতাভিধানবাদিগণ অভিহিতান্বয়বাদীর উপর আর একটি আশঙ্কা করিয়া থাকেন। যেমন অভিহিতান্বয়মতে তিনটি শক্তি কল্পনা করিতে হয়। প্রথমে পদে পদার্থের স্বরূপের অনুভব উৎপাদনের শক্তি; দ্বিতীয়, পদার্থগুলির পরস্পর অন্বয়জ্ঞানোৎপাদন শক্তি আর তৃতীয়, পদার্থের যে পরস্পর জ্ঞানোৎপাদন শক্তি, সেই শক্তির অপর একটি আধান শক্তি অর্থাৎ সেই শক্তি জন্মাইয়া দেওয়ার আর একটি শক্তি পদে স্বীকার করিতে হয়। আর যদি বলা যায়, পদের সাহচর্যবশতই অর্থের স্মরণ হইয়া যায়, তাহা হইলে পদের পদার্থানুভবজনন শক্তি স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। পদার্থের অন্বয়জ্ঞানজননশক্তি এবং পদ পদার্থের অন্বয়বোধন শক্তির উৎপাদন শক্তি—এই দুইটি শক্তি অন্ততঃ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অভিহিতান্বয়মতে কল্পনার গৌরব। অন্বিতাভিধানমতে পদের পরস্পর অন্বিত নিজ অর্থের অভিধান শক্তি নামক একটি শক্তি স্বীকার করায় লাঘব হয়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অন্বিতাভিধানমতেও তিনটি শক্তি কল্পনা করিতে হয়। যেমন পদের নিজ অর্থে একটি শক্তি, অর্থান্তরে আর একটি শক্তি এবং অন্বয়ে অপর শক্তি। সুতরাং অন্বিতাভিধানমতেও কল্পনার লাঘব নাই।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন, যাহা নিত্য এবং অনেক সমবেত, তাহাই জাতি এবং ইহা হইলেও জাতি বাচক পদ অনেক ব্যক্তি সমবায় এবং তাহার অন্বয়ের বাচক হয় না। গোত্বজাতি গোব্যক্তি বা গোব্যক্তি এবং গোত্বের অন্বয়ের অবাচক। সেই রূপ পদ ইতরান্বিত স্বার্থের বাচক হইলেও স্বার্থ মাত্রকেই বুঝায়। সুতরাং তিনটি শক্তি কল্পনা করিতে হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, এইরূপ বলা যায় না। তবে জিজ্ঞাস্য এই, জাতি বাচক পদ যেমন লক্ষণার দ্বারা ব্যক্তিকে বুঝায়, সেইরূপ পদের অর্থান্তর এবং অন্বয়টি লক্ষণার দ্বারা কি বোধ্য অথবা বাচ্য? যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন অর্থান্তর এবং অন্বয় পদের লক্ষ্য, তাহা হইলে অন্বিতাভিধান ভঙ্গ হইয়া যায়। কারণ অভিহিতান্বয়বাদিগণ অর্থান্তর এবং অন্বয়কে পদের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার

করেন। আর যদি অর্থান্তর এবং অন্বয় পদের বাচ্য হয়, তাহা হইলে সেই অর্থান্তর এবং অন্বয়ে পদের শক্তি অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। তাহার ফলে অবশ্যই গৌরব হইয়া যাইবে।

অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলিতে পারেন অর্থান্তর, স্বার্থ এবং তাহার অন্বয়—এই তিনটিতে তিনটি শক্তি স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, এই তিনটি পৃথক্ পদার্থ নহে কিন্তু এই তিনটি বিশিষ্ট একটি অর্থ। সুতরাং বিশেষণ সহিত বিশেষ্যে একই শক্তি। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অন্বিতাভিধান মতে তথাপি তিনটি শক্তি স্বীকারের আপত্তি পরিহৃত হয় না। কারণ এক একটি পদ শ্রুত বা স্মৃত হইলে তাহার পদার্থ স্মরণোৎপাদন একটি শক্তি আবার একই স্মরণের বিষয় সেই পদার্থ সকলের পরস্পর অন্বিত পদার্থাভিধানবিষয়ক আর একটি শক্তি আবার সমস্ত পদ বিষয়ক স্মরণের পদসমূহে অন্বিতাভিধান অপর একটি শক্তি। এইরূপ অন্বিতাভিধানবাদেও শক্তিত্রয় কল্পনা অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাঁহাদের মতে নিম্নলিখিতরূপে শাব্দবোধের প্রক্রিয়া হইয়া থাকে। প্রথমে শ্রুত এক একটি পদ পরস্পরের সহিত অনন্বিত অর্থকে বুঝাইয়া থাকে। আবার শেষ পদের উচ্চারণের পর একই স্মৃতির বিষয় সেই পদগুলি পরস্পর অন্বিতরূপে পদার্থকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং পদার্থমাত্রের জ্ঞানোৎপাদনে পদের একটি সামর্থ্য। সংসৃষ্ট পদার্থ বিষয়ের জ্ঞানোৎপাদনে পদের আর একটি সামর্থ্য। এক বাক্যস্থিত সকল পদের স্মরণ সকল পদের অন্বিতাভিধানসামর্থ্যরূপ তৃতীয় সামর্থ্য। অভিহিতান্বয়বাদের শক্তিত্রয়ের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং অন্বিতাভিধান মতে কল্পনার লাঘব হয় না।

শঙ্কা হইতে পারে যে অন্বিতাভিধান এবং অভিহিতান্বয়, এই দুই মতে যদি তিনটি শক্তির কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে অভিহিতান্বয়বাদকে শ্রেষ্ঠ বলিবার কী যুক্তি থাকে? এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে বাক্য শ্রবণ হইতে বিশিষ্ট অর্থের জ্ঞান হয়—ইহা সকলেরই অনুভব সিদ্ধ। তাহা হইলে পদসমূহের সহোচ্চারণ হইতে বিশিষ্ট অর্থের জ্ঞান হওয়ায় ঐ বিশিষ্ট অর্থ বুঝাইবার জন্য পদসমূহের যে সহোচ্চারণ, তাহা অন্য প্রকারে উপপন্ন হয় না বলিয়া পদের দ্বারা স্মারিত পদার্থসকলের পরস্পরের অন্বয়টি লক্ষণার দ্বারা বোধিত হইয়া থাকে বলিয়া পরস্পরের অন্বয়ে শক্তি কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয় না। যেহেতু যাহার অন্য প্রকারে লাভ হয় না, তাহাই শব্দের অর্থ।[১]

---

১ বিশিষ্টার্থ প্রত্যায়নপ্রযুক্তপদকদম্বসমভিব্যাহারান্যথানুপপত্ত্যা পদস্মারিতানাম-

অভিপ্রায় এই যে পদ যে পদার্থের স্মরণ জন্মাইয় থাকে, তাহা উভয় পক্ষেই সমান। স্মৃত পদার্থসকল অন্বয়জ্ঞানের হেতু হইয়া থাকে, ইহাও উভয়মতে সমান। যদি স্মৃত পদার্থ হইতে অন্বয়জ্ঞান না হয়, তাহা হইলে প্রথমে যে পদার্থের স্মরণ হয়, তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। তবে স্মৃত পদার্থকে অন্বিতাভিধান-বাদী শাব্দবোধের প্রতি করণ স্বীকার করেন না। অভিহিতান্বয়বাদীও সেই স্মৃত পদার্থকে শাব্দবোধের প্রতি করণ স্বীকার করেন না। আর পদ যে পদার্থের অন্বয়জ্ঞান জননের সামর্থ্য আধান করিয়া থাকে, ইহা অভিহিতান্বয়বাদীর মতে স্বীকৃত হইলেও অন্বিতাভিধানমতে পদসমূহের সমুদায় পদার্থ স্মৃতির যে সামর্থ্য, যেমন অন্বিতাভিধানমতে আছে, সেই সামর্থ্য অভিহিতান্বয়মতেও পদের পদার্থান্বয় প্রতিপত্তিজনন সামর্থ্যের আধান শক্তি সদৃশ। আর স্মৃত পদার্থ সমূহের অন্বয় বুঝাইতে পদের যে অভিধান নামক সামর্থ্য অন্বিতাভিধানবাদিরা কল্পনা করিয়া থাকেন, অভিহিতান্বয়বাদিমতে তাহা স্বীকৃত নহে। সুতরাং অভিহিতান্বয়মতে লাঘবরূপ বিনিগমনা থাকায় অভিহিতান্বয়বাদই প্রশস্ত।[১]

ভট্টপাদ বাক্যার্থমাত্রে লক্ষণাবোধ্য পদের বা পদার্থের লক্ষণার দ্বারা বাক্যার্থের জ্ঞান হয়, এই কথা বলেন। আমরা ইহা পূর্বে বলিয়াছি। ইহার উপর আশঙ্কা হয় এই যে, বাক্যার্থ লক্ষণা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ পদের যাহা বাচ্যার্থ, সেই বাচ্যার্থটির বাক্যের অর্থে সম্বন্ধ অনুপপন্ন হইলে বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধবশতঃ বাক্যার্থের অন্বয়হেতু শব্দের যে প্রবৃত্তি, তাহাকে লক্ষণা বলে। যেহেতু "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" ইত্যাদি স্থলে গঙ্গাপদের বাচ্যার্থ যে জল-প্রবাহ সেই জল প্রবাহে গোয়ালার বাসরূপ যে বাক্যার্থ সম্বন্ধ, তাহা অনুপপন্ন হয় বলিয়া বাচ্যার্থ জলপ্রবাহের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ তীরে বাসরূপ অন্বয়ের জন্য গঙ্গা পদের যে তীরে প্রবৃত্তি, তাহাই লক্ষণা। কিন্তু "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি"

র্থানামন্যোন্যান্বয়স্য লক্ষ্যমাণত্বেনোপপত্তেঃ শক্তেরকল্পনীয়ত্বাৎ। অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থ ইতি ন্যায়াৎ।
চিৎসুখী। পৃ, ২৬১

১ এতদুক্তং ভবতি—পদানাং পদার্থস্মৃতিজনকত্বং তবাপি তুল্যম্। স্মৃতপদার্থানামন্বয়-প্রতিপত্তিহেতুতামাত্রমপি তুল্যমেব। ইতরথা প্রাথমিকপদার্থস্মৃতেস্তবাপি বৈয়র্থ্যাৎ। করণত্বন্তু মম্যাপি নেষ্যতে। পদানাং পদার্থেষু অন্বয়প্রতিপত্তিজননসামার্থ্যাধানসামর্থ্যং ভবদীয়সমুদায়-স্মৃতিসামর্থ্যেন তুল্যম্। পদানাং স্মৃতপদার্থান্বয়বোধনে যৎ সামর্থ্যমভিধানাত্মকং ত্বয়া পরিকল্প্যতে তচ্চাস্মৎপক্ষে নাস্তীতি মৎপক্ষে লাঘবমিতি।

তত্ত্বপ্রদীপিকা (চিৎসুখী) নয়নপ্রসাদিনী টীকা। পৃ ২৬১

ইত্যাদিস্থলে যেরূপ জলে গোয়ালার বাসের অন্বয় অনুপপন্ন, সেইরূপ "দেবদত্তো গ্রামং গচ্ছতি" ইত্যাদিস্থলে বাক্যার্থে বাচ্যার্থের অন্বয় অনুপপন্ন নহে যাহার জন্য লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। যদি বলা যায়, "দেবদত্তোঽন্নং ভুঙ্‌ক্তে কুণ্ডে" ইত্যাদিস্থলে দেবদত্তের সহিত কুণ্ডের অন্বয়ের অনুপপত্তিবশতঃ লক্ষণা হইবে, তবে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে কুণ্ডকে আধার করিয়া বাক্যার্থের অন্বয় উপপন্ন হইয়া যায় বলিয়া কোনও দোষ নাই। আরও কথা এই যে "দেবদত্তঃ অন্নং ভুঙ্‌ক্তে কুণ্ডে" ইত্যাদিস্থলে দুইটি বাক্যের অর্থ নাই যাহাতে লক্ষ্য বাক্যার্থ বাক্যার্থের সহিত সম্বদ্ধ হইবে। সুতরাং লক্ষণাদ্বারা সর্বত্র বাক্যার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে বাক্যার্থে লক্ষণার লক্ষণ নাই, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে।[১] যেহেতু বাক্যার্থে সম্বন্ধের অনুপপত্তি আছে।

যদি জিজ্ঞাস্য হয়, বাক্যার্থটি কি যাহাতে (বাক্যার্থে) সম্বন্ধের অনুপপত্তি হইবে? উহা কি ন্যায়ের দ্বারা শোধিত অর্থ কিংবা ক্রিয়াই বাক্যার্থ কিংবা অবশিষ্ট পদের বাচ্যার্থ যদি বলা যায় ন্যায়ের দ্বারা পরিশোধিত অর্থই বাক্যার্থ, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বক্তব্য "দেবদত্তঃ অন্নং ভুঙ্‌ক্তে" ইত্যাদি স্থলে বাক্যার্থজ্ঞানকালে অর্থটি অনিষ্পন্ন বলিয়া বাক্যার্থের অনুপত্তির অভাব নাই। আর যদি ক্রিয়াই বাক্যার্থ হয়, তাহা হইলে "বিষং ভুঙ্‌ক্ষ" ইত্যাদিস্থলে ভোজন ক্রিয়াটি বিবক্ষিত না হওয়ায় ভোজনের নিবৃত্তি সেই স্থলে বিবক্ষিত বলিয়া বাক্যার্থের অনুপত্তিই থাকে। আর যদি বলা যায় পরিশিষ্ট পদের বাচ্যার্থই বাক্যার্থ, তাহা হইলে উত্তরে বক্তব্য এই যে সমস্ত পদই লাক্ষণিক বলিয়া বাচ্যার্থই নাই। তাছাড়া, যে পদার্থ বাচ্যার্থের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ, সেই পদার্থ বাক্যার্থে পুনরায় অন্বিত হইতে পারে না। "বিষং ভুঙ্‌ক্ষ" ইত্যাদিস্থলে ভোজন নিবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনও বাক্যার্থ নাই, যাহাতে অন্বিত হইতে পারে।

কেহ কেহ লক্ষণার লক্ষণ নিম্নলিখিতরূপে বলিয়া থাকেন। মুখ্যার্থের গ্রহণ করিলে যদি প্রমাণান্তরের দ্বারা বিরোধ হয়, তাহা হইলে মুখ্যার্থের অবিনাভূত পদার্থ বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকে লক্ষণা বলে।

মানান্তরবিরোধে তু মুখ্যার্থস্য পরিগ্রহে।
মুখ্যার্থেনাবিনাভূতে প্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে॥

'চিৎসুখী'তে উদ্ধৃত।

---

১ মৈবম্। অব্যাপকত্বাদেতস্য লক্ষণা লক্ষণত্বাসম্ভবাৎ। ন হি বিষং ভুঙ্‌ক্ষেত্যাদাবেতল্লক্ষণমস্তি। তত্র সর্বেষাং পদানাং লক্ষকত্বেন বাচ্যার্থাভাবাৎ বাচ্যার্থাবিনাভূতস্য বাক্যার্থেন পুনরন্বয়াসম্ভবাৎ। তত্ত্বপ্রদীপিকা (চিৎসুখী)। পৃ ২৬২

কিন্তু এই লক্ষণও অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট। কারণ কুণ্ডপায়িগণের (কুণ্ডপায়ী একটি বেদশাখার নাম) অয়ন স্থিত "মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি"—রূপ একটি কর্মের, কথা শোনা যায়। সেখানে অগ্নিহোত্রশব্দটি গৌণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অথচ গৌণীয়, গুণলক্ষণযোগবশতঃ লক্ষণা বলিয়া কথিত হয়। অর্থাৎ লক্ষিত লক্ষণাই গৌণী। সেই স্থলে পূর্বোক্ত লক্ষণার লক্ষণ যায় না। কারণ অগ্নিহোত্রশব্দ সেই স্থলে মুখ্যার্থরূপে গ্রহণ করিলেও প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ হয় না। কারণ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বৈদিক পদার্থ প্রমাণান্তরের বিষয়ই নয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে "মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিস্থলে অগ্নিহোত্র শব্দটিকে গৌণরূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি ? মুখ্য অগ্নিহোত্র শব্দই ঐ স্থলে গৃহীত হউক ? এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে কুণ্ডপায়ির অয়নে পাঠ আছে। "উপসদ্ভিশ্চরিত্বা মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি"। উপসদ্ এক প্রকার ইষ্টি-বিশেষ। উপসদ্ নামক ইষ্টি করিয়া মাসগুণ বিশিষ্ট অগ্নিহোত্র হোম করিবে—এইরূপ উল্লেখ থাকায় অথচ নিত্য অগ্নিহোত্রে উপসদ্ ইষ্টির অভাববশতঃ ঐ অগ্নিহোত্রশব্দ ঐ স্থলে নিত্য অগ্নিহোত্রকে বুঝাইতে পারে না। কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রের সহিত সাধর্ম্যবশতঃ "মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিস্থলীয় অগ্নিহোত্র শব্দটি লক্ষণার দ্বারা মাসাগ্নিহোত্রকে বুঝায়। অথচ ঐ স্থলে পূর্বোক্ত লক্ষণার লক্ষণ অব্যাপ্ত। সুতরাং পদ কেবল পদার্থস্বরূপকে বুঝাইলে বাক্য প্রমাণের অনুপপত্তি হইয়া যায়। এই জন্য পদের বা পদার্থের লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বাক্যপ্রামাণ্যের অনুপপত্তিই লক্ষণার লক্ষণ। ইহা সমস্ত লক্ষণাতে অনুগতভাবে সঙ্গত হইয়া থাকে। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" ইত্যাদি লৌকিক স্থলে গঙ্গাপদের জলরূপ অর্থ ধরিলে বাক্য প্রমাণের অনুপপত্তি হইয়া যায়। এইজন্য গঙ্গাপদের বাক্যার্থ সম্বন্ধী তীরে গঙ্গাপদের অথবা গঙ্গাপদনিষ্ঠ জলপ্রবাহের লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ "আদিত্যো যূপঃ কুণ্ডপায়িনাময়নে মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিস্থলে পদার্থমাত্র গ্রহণ করিলে বাক্যের প্রামাণ্য অনুপপন্ন হইয়া যায়। কারণ আদিত্য কখনও যূপ হয় না। অগ্নিহোত্র মাসকালবিশিষ্ট হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে "আদিত্যো যূপঃ"—ইত্যাদিস্থলে বাচ্যার্থের অন্বয়ের অনুপপত্তি থাকায় বাচ্যার্থের অনুপপত্তিই লক্ষণা হউক ? বাক্যপ্রমাণের অনুপপত্তিকে লক্ষণা বলিবার প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তরে বলা যায়, এই আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ বাচ্যার্থের অন্বয়ে অনুপপত্তি না থাকিয়াও লৌকিক প্রয়োগে ও বৈদিক প্রয়োগে লক্ষণা দেখা যায়। লোকে যেমন—

সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যোঽভিজানাতি সেবিতুম্॥

ইত্যাদিস্থলে বাচ্যার্থের অন্বয় অনুপপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও নিষ্ফল অর্থে কার্যের তাৎপর্য না থাকায় বাক্যপ্রামাণ্য অনুপপন্ন হইয়া যায় বলিয়া বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া শূরত্ব, কৃতবিদ্যা ও সেবাবিজ্ঞান সম্পদের হেতু, এইরূপ অর্থই ধ্বনিত হয়। এইরূপ বেদেও "বায়ু বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা স স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি স এনং ভূতিং গময়তি" ইত্যাদিস্থলে বাক্যার্থের অন্বয় থাকা সত্ত্বেও দেবতার প্রাশস্ত্যে লক্ষণার স্বীকার হয়। অবশ্য তাহার দ্বারা কর্মের প্রাশস্ত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং বাচ্যার্থের অনুপপত্তিকে লক্ষণা বলা যায় না। কিন্তু বাক্যপ্রমাণের অনুপপত্তিই লক্ষণা।

লোকেও দেখা যায় যে বাচ্যার্থসকলের পরস্পর যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ বশতঃ পরম্পরাক্রমে অন্বিত অবস্থায় শব্দের প্রাপ্তি সম্ভব হইয়া থাকে। পদার্থ সকলের বাক্যার্থের সহিত যে অন্বয়, তাহার বিশিষ্টরূপ বাক্যার্থের সহিত পদার্থের তাদাত্ম্য স্বীকার করা হয়। অভিপ্রায় এই যে পদ হইতে এক একটি অর্থ স্বরূপতঃ অনুভূত হইয়া লক্ষণার দ্বারা সেই পদার্থ সকলের বৈশিষ্ট্যরূপ অর্থ বাক্যার্থরূপে অনুভূত হয়। এইরূপ কথিত আছে যে "বিশিষ্টার্থপ্রযুক্তা হি সমভিব্যাহৃতির্জনে।" এই নিয়ম অনুসারে শব্দসকলের এইরূপ সম্বন্ধবশতঃ অন্বয়বোধ হইয়া যায়। অতএব শব্দের অর্থবোধন সামর্থ্য অপেক্ষা অন্বিতাভিধানমতে পদের অন্বিত বোধন সামর্থ্য আর পদার্থ স্মৃতির পদের অন্বিত বোধন সামর্থ্যাধান সামর্থ্যরূপ দুইটি সামর্থ্য কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। অতএব অভিহিতান্বয়বাদই যুক্তিযুক্ত।

অন্বিতাভিধানবাদিগণ আশঙ্কা করেন যে পদ, পদার্থের অভিধায়ক নহে। এই জন্য পদের অন্বিতবোধন সামর্থ্য কল্পনাটি অধিক, ইহা বলা যায় না। কিন্তু পদ সকল সাহচর্যবশতঃ সংস্কারের উদ্বোধক হইয়া পদার্থের স্মারক হয়। এই স্মারকত্বকে অভিধায়কত্ব বলা যায় না। স্মারকত্বই যদি অভিধায়কত্ব হইত, তাহা হইলে পদার্থ হইতে শব্দেরও স্মরণ হয় বলিয়া পদার্থের শব্দাভিধায়কত্বের প্রসক্তি হইত। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে পদের পদার্থাভিধায়কত্বভিন্ন একটি অভিধা ব্যাপার আছে। তাহা স্বীকার করিলেই অন্বিতাভিধানবাদের স্বীকার প্রসক্ত হইয়া যায়। কারণ পদের পদার্থাভিধায়কত্ব হইতে অতিরিক্ত আর কী অভিধা ব্যাপার হইতে পারে? অন্বিত অর্থে অভিধাব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নাই।[১] ইহার উত্তরে বলা যায় যে উক্ত দোষ অভিহিতান্বয়বাদে প্রসক্ত হয়

---

১ স্যাদেতৎ। ন পদানাং পদার্থাভিধায়কত্বং যেন তৎসামর্থ্যাদধিকং ন কল্পনীয়ং

না। যেহেতু পদ, পদার্থের স্মারক হয়। সেই পদই অভিধায়ক হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারগণের মধ্যে ইহার প্রসিদ্ধি আছে।

ভাবার্থ এই যে যদিও পদ এবং পদার্থ উভয়েই পরস্পর স্মারক হয়, তথাপি পদই পদার্থের অভিধায়ক হয়। পদার্থ পদের অভিধায়ক হয় না। যেহেতু স্মৃত্যুৎপাদনশক্তি বিশিষ্ট শব্দের জ্ঞানই শব্দের অভিধাব্যাপার।[১] এইরূপ ব্যাপার শব্দেরই থাকে, অর্থের থাকে না।

অবশ্য আশঙ্কা হইতে পারে যে এইরূপ পদার্থস্মৃত্যুৎপাদনশক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানকে কীরূপে অভিধাব্যাপার বলা যায়? স্পন্দন, প্রযত্ন বা ক্রিয়া প্রভৃতিই ব্যাপার হইয়া থাকে। জ্ঞানকে তো ব্যাপার হইতে দেখা যায় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে শব্দের অভিধাব্যাপারটি স্পন্দন হইতে পারে না। যেহেতু ভট্টমতে শব্দ বিভু। নৈয়ায়িক বৈশেষিক মতে বিভুত্ব আকাশের গুণ। আর প্রযত্ন শব্দের ব্যাপার হইতে পারে না। কারণ তজ্জন্য তদাশ্রিত এবং তজ্জন্য কার্যের হেতুকে ব্যাপার বলে। যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্থলে চক্ষুর সংযোগ চক্ষুর ব্যাপার। কারণ চক্ষু-সংযোগ চক্ষুর্জন্য চক্ষুরাশ্রিত অথচ চক্ষুর্জন্য প্রত্যক্ষের জনক। কিন্তু এইরূপ ব্যাপার সর্বত্র দেখা যায় না। যেহেতু শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দের সন্নিকর্ষটি শ্রোত্রজন্য না হওয়ায় ও শ্রোত্রের ব্যাপার হইয়া থাকে। অপূর্ব, যাগের আশ্রিত না হইলেও যাগজন্য হওয়ায় ব্যাপার হইয়া থাকে। সেইরূপ শব্দের জ্ঞানটি শব্দে আশ্রিত না হইয়াও শব্দজন্য হওয়ায় শব্দের অভিধাব্যাপার হইতে পারে। সুতরাং উচ্চারিত পদ সমূহ হইতে পদার্থের স্মরণ হইয়া থাকে। সেই স্মারিত পদার্থগুলি লক্ষণাদ্বারা পরস্পর অন্বয়জ্ঞানরূপ শাব্দবোধ নির্বিঘ্নে হইয়া যায়—এইরূপ অভিহিতান্বয়বাদই শাব্দবোধে সুসঙ্গত, ইহাই সিদ্ধ হয়। এই বিষয়ে অর্থাৎ বাক্যার্থ যে লাক্ষণিক হইয়া থাকে, এই বিষয়ে ভট্টপাদের বাক্যও যেমন প্রমাণ, সেইরূপ অনুমান প্রমাণও আছে। ভট্টপাদ "শ্লোকবার্তিকে" বলিয়াছেন—

স্যাৎ। অপি তু সাহচর্যবশাৎ সংস্কারোন্মেষকতয়া স্মারকত্বম্। ন চৈতদেবাভিধায়কত্ব-মর্থানামপি শব্দাভিধায়কত্ব প্রসঙ্গাৎ। অপি চ তেষামপি শব্দস্মারকত্বমিতি। ততশ্চ তদতি-রিক্তাভিধাব্যাপারস্বীকারেঽন্বিতাভিধানবাদস্বীকারঃ।

চিৎসুখী। নয়ন প্রসাদিনী। পৃ ২৬৪-২৬৫

১ শব্দবিষয়বিজ্ঞানস্যৈব পদার্থস্মরণজননশক্ত্যুপহিতস্যাভিধাব্যাপারত্বেন স্বীকারাৎ।

তত্ত্বপ্রদীপিকা (চিৎসুখী)। পৃ ২৬৫

ন বিমুঞ্চতি সামর্থ্যং বাক্যার্থেঽপি পদানি নঃ।
তন্মাত্রাবসিতেষ্বেষু পদার্থেভ্যঃ স গম্যতে॥

বাক্যাধিকরণ। ২২৯।

অনুমানের আকার যথা—

শব্দ তাৎপর্য বিষয় সম্বন্ধের লক্ষক (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু সম্বন্ধ বোধনের তাৎপর্যে উচ্চারিত,
যেমন বিষ ভোজন কর এই বাক্য।[১]

উক্ত অনুমানে কেহ কেহ দোষ আবিষ্কার করিয়া থাকেন। যথা—পদ সকল স্বার্থপরিত্যাগ পূর্বক লক্ষণার দ্বারা অন্বয়জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। যেহেতু পদগুলি অন্বিতজ্ঞান তাৎপর্যক। অথচ পদ।

পূর্বপক্ষিগণ এইরূপ অনুমানের দ্বারা পদের স্বার্থপরিত্যাগ পূর্বক লক্ষণার দ্বারা অন্বয়জ্ঞানের অনুমান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভট্টমতে পদের বাচ্যার্থকে শাব্দবোধে অনুপযোগী বলেন—ইহাই অভিপ্রায়। কিন্তু উহা ঠিক নয়। কারণ তাঁহারা যে অনুমান বাক্য প্রয়োগ করেন, সেই অনুমান বাক্যের স্বার্থ পরিত্যক্ত অথবা অপরিত্যক্ত, ইহাই জিজ্ঞাসা। যদি অনুমান বাক্যের স্বার্থ পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে বিশিষ্ট সাধ্যের জ্ঞান না হওয়ায় অভিহিতান্বয়বাদীর পূর্বোক্ত অনুমান নির্বিঘ্নে সিদ্ধ হইয়া যায়। আর যদি অনুমান বাক্যের অর্থ অপরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত অনুমান বাক্যে হেতু থাকার সাধ্য না থাকায় পূর্বপক্ষির অনুমানে ব্যভিচার দোষ হইয়া যায়। তাছাড়া, পূর্বপক্ষির অনুমানে উপাধি-দোষও রহিয়াছে। সেই উপাধি হইল মুখ্যার্থবাধপ্রযুক্তত্ব। কারণ এই উপাধিটি পূর্বপক্ষির সাধ্যের ব্যাপক। যেহেতু যেখানে যেখানে পদ স্বার্থ পরিত্যাগপূর্বক লক্ষণার দ্বারা অন্বয় বুঝাইয়া থাকে, সেইখানে সেইখানে মুখ্য অর্থের বাধ থাকে। আর ঐ উপাধি হেতুরও অব্যাপক। যেহেতু পূর্বপক্ষির অনুমান বাক্যে হেতু আছে, কিন্তু মুখ্যার্থের পরিত্যাগ না হওয়ায় মুখ্যার্থের বাধরূপ উপাধি নাই। সুতরাং পদ পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণার দ্বারা অন্বয় বুঝাইয়া থাকে।

এই মত সঙ্গত নহে। অবশ্য এই মত কোনও কোনও অন্বিতাভিধানবাদী স্বীকার করেন। এইরূপ অন্বিতাভিধানবাদীদের জিজ্ঞাস্য এই যে অন্বিতাভিধান বলিতে তাঁহারা কী বুঝেন? তাঁহারা অন্বিতাভিধান বলিতে কি অন্বিত অর্থের

---

১ প্রয়োগশ্চ শব্দাস্তাৎপর্য বিষয় ব্যতিষঙ্গস্য লক্ষকাঃ তৎ তাৎপর্যাভিধানত্বাৎ ক্ষেণং ভুঙ্ক্ষেতি শব্দবৎ॥ তত্ত্ব প্রদীপিকা (চিৎসুখী)। পৃ, ২৬৫

জ্ঞানজনন বুঝাইয়া থাকেন? যদি তাহাই বুঝাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অভিহিতান্বয়বাদীর সহিত কোনও বিরোধ নাই। কারণ পদসমূহ হইতে পরম্পরায় যে অন্বিত অর্থের জ্ঞান হয়, তাহা অভিহিতান্বয়বাদীও স্বীকার করিয়া থাকেন। আর অন্বিতাভিধান বলিতে পদার্থের অভিধায়ক শব্দের অন্বিতে তাৎপর্য বুঝায়—এইরূপ বলিলেও কোনও বিরোধ থাকে না। কারণ ইহাও অভিহিতান্বয়বাদীর অভিমত। যে পদার্থের শক্তিজ্ঞান রহিয়াছে, সেইরূপ জ্ঞাত শক্তিক পদার্থমাত্র অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হয়, ইহাকে অন্বিতাভিধান বলা যায় না। কারণ পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান ঐ পদার্থজ্ঞানে পর্যবসিত হইয়া যায়। অন্য কোনও অন্বিত অর্থকে বুঝাইতে পারে না। পদার্থের সঙ্গতি যদি অন্বিত অর্থকে বুঝায়, তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে।

অন্বিত অর্থে শক্তি বশতঃ সেই অন্বিত অর্থের প্রতিপাদনই অন্বিতাভিধান, এইরূপ যদি বলা যায়, তাহা হইলেও উহা ঠিক হইবে না। সেখানে জিজ্ঞাস্য হইবে এই যে বিশেষ অন্বয় যুক্ত পদার্থে শক্তিজ্ঞান কিংবা অন্বয়মাত্রবিশিষ্ট পদার্থে শক্তিজ্ঞান হইবে? যদি পদের শক্তিজ্ঞান বিশেষ অন্বয় যুক্ত পদার্থে স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বাক্যার্থের অপূর্বত্বের হানি হইয়া যাইবে। কারণ পদ হইতেই যদি বিশেষ অন্বয় যুক্ত পদার্থে শক্তিজ্ঞান হয়, তাহা হইলে বাক্য হইতে আর নূতন অর্থ বোধিত না হওয়ায় বাক্যার্থের অপূর্বত্ব থাকে না। তাছাড়া অন্বয় বিশিষ্ট পদার্থে যদি পদের শক্তিজ্ঞান হয়, তাহা হইলে পদ হইতে পদার্থের জ্ঞান হইতে গেলে যেমন যোগ্যতাদি জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না, সেইরূপ অন্বয় এবং পদের অর্থের জ্ঞান একই সময়ে উৎপন্ন হওয়ায় যোগ্যতা প্রভৃতি জ্ঞানের অভাবেও অন্বয়জ্ঞানে আপত্তি হইয়া যাইবে। আর যদি অন্বয়মাত্র বিশিষ্ট পদার্থে পদের শক্তিজ্ঞান স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অসম্ভব দোষ দুষ্ট হইয়া যায়। যেহেতু সম্বন্ধ মাত্র বিশিষ্ট অর্থে পদের শক্তিজ্ঞান হইলে সেই শক্তি জ্ঞান হইতে আর অন্বয় বিশেষ বিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। অথচ বাক্যার্থগুলি অন্বয় বিশেষ বিশিষ্ট অর্থ হইয়া থাকে। জাতিতে পদের শক্তিজ্ঞান হইলে পদ ব্যক্তিরও বাচক হইয়া যাইতে পারে।

যদি বলা যায়, সম্বন্ধ মাত্র বিশিষ্ট পদার্থে পদের শক্তি জ্ঞান হইলেও পদ হইতে সেই সম্বন্ধসামান্য বিশিষ্ট অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, বিশেষ সম্বন্ধটি লক্ষণার দ্বারা জানা যায়, তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—পদ পদার্থমাত্রের বাচক হউক। সম্বন্ধ বিশিষ্ট অর্থটি লক্ষণার দ্বারা স্বীকার করিলে সকল বিবাদ মিটিয়া যায়। অন্বিত অর্থে পদের শক্তি স্বীকারে কোনও প্রমাণও নাই, প্রয়োজনও নাই।

এই অভিহিতান্বয়বাদ ভগবান শঙ্করাচার্যেরও অভিমত। যেহেতু তিনি সমন্বয় সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন—

"ন চ তদ্গতানাং পদার্থানাং ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ে নিশ্চিতে সমন্বয়ে অবগম্যমানে অর্থান্তরকল্পনা যুক্তা শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনা প্রসঙ্গাৎ।"

অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যস্থিত পদের অর্থগুলির ব্রহ্মস্বরূপ বিষয়ে অন্বয় ইহা নিশ্চিতরূপে জানা গেলে অন্য অর্থ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। ভাষ্যকারের এই বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে পদ হইতে পদার্থের জ্ঞান হয়; তাহার পর সেই পদার্থের অন্বয় জ্ঞান বাক্য হইতে হইয়া থাকে। মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতিও এই মত স্বীকার করেন। তাঁহারা বলিয়াছেন পদার্থগুলি পরস্পর অন্বয় বুঝাইয়া দেয়। যদিও বিবরণকার অন্বিতাভিধানবাদের কথা বলিয়াছেন, তথাপি বাচস্পতি মিশ্র, মণ্ডন মিশ্র প্রভৃতি এই অভিহিতান্বয়বাদ স্থাপন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের বাক্য হইতেও অভিহিতান্বয়বাদ তাঁহার সম্মত বলিয়া পূর্বে আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্র "তত্ত্ব বিন্দু" গ্রন্থে অন্বিতাভিধানবাদ খণ্ডন করিয়া অভিহিতান্বয়বাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাহা আমরা পরেই দেখাইতেছি। তাছাড়া বেদান্তিগণ যে ব্যবহার ক্ষেত্রে ভট্ট মতানুসারী তাহা "ব্যবহারে ভট্ট নয়" এই বাক্য হইতেও বুঝা যায়। তবে ভট্টপাদ বাক্যার্থকে সর্বত্র লাক্ষণিক স্বীকার করেন। কিন্তু কোনও কোনও অভিহিতান্বয়বাদী আকাঙ্ক্ষাদিবশতঃ পদার্থের অন্বয় বাক্যার্থরূপে অভিহিত হইয়া থাকে, এই কথা বলেন। ইহাই মাত্র প্রভেদ।

অন্বিতাভিধানবাদের আরও দোষ এই যে পদ যদি অনভিহিত অন্য অর্থের সহিত অন্বিত অর্থকে বুঝায়, তাহা হইলে কোনও একটি পদ অনভিহিত যাবৎ অর্থান্তরের দ্বারা অন্বিত নিজ অর্থকে বুঝায়, তাহা হইলে একটি পদের দ্বারা যাবতীয় অর্থের বোধ হইয়া যাওয়ায় অন্য পদ ব্যর্থ হইয়া যায়। আর যদি পদ অভিহিত অর্থান্তরের সহিত অন্বিত নিজ অর্থকে বুঝায়, তাহা হইলে যতক্ষণ 'আনয়' পদটি অন্বিত অর্থকে না বুঝাইতেছে, ততক্ষণ 'গাম্' পদটি গোকর্মত্বকে বুঝাইতে পারে না। আবার 'গাম্' পদটি যতক্ষণ গোকর্মত্বকে না বুঝাইতেছে, ততক্ষণ 'আনয়' পদটি আনয়ন—ক্রিয়াকে বুঝাইতে পারে না। এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয় দোষের আপত্তি হইয়া যায়। আর যদি বলা যায়, পদ প্রথমে পদ পদার্থের স্বরূপকে বুঝাইয়া পরে অন্বিত অর্থকে বুঝায়, তাহা হইলে দোষ হয় এই যে পদের দুইবার অভিধান শক্তি স্বীকার করিতে হয়। অথচ তাহা কোনও প্রমাণ সিদ্ধও নহে। আর কিন্তু বলা যায় না যে পদগুলি সহোচ্চারণ-

বশতঃ নিজ নিজ অর্থের অভিধান না করিয়া নিজ নিজ অর্থগুলিকে প্রথমে স্মরণ করাইয়া দেয়। তারপর সেই অর্থগুলিকে অন্বিতরূপে অভিহিত করে। ইহা অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলিতে পারেন না। যেহেতু তাঁহাদের মতে পদার্থ মাত্রকে বুঝাইবার জন্য কোথায়ও পদের ব্যবহার দেখা যায় না। সুতরাং পদ, পদার্থ মাত্রকে স্মরণ করাইতে পারে না। পদার্থমাত্র ব্যবহারের বিষয়ই হয় না। কিন্তু অন্বিত অর্থেরই ব্যবহার হইয়া থাকে। আর ব্যবহার প্রযুক্তই শব্দের উচ্চারণ হয়। সুতরাং 'গামানয়' ইত্যাদি স্থলে গোপদ আনয়নান্বিত স্বার্থকেই বুঝাইয়া থাকে। তাহার ফলে "গাং পশ্য" ইত্যাদি স্থলে আর গোশব্দ দর্শনান্বিত গোরূপ অর্থকে বুঝাইতে পারে না। যেহেতু গোশব্দটির অর্থ আনয়ন ক্রিয়াতে অন্বিত হইয়া যাওয়ায় জন্য ক্রিয়ার সহিত আর অন্বিত হইতে পারে না। এইরূপ "ঘটং পশ্য" ইত্যাদি স্থলে 'পশ্য' পদটি ঘটান্বিত স্বার্থকে বুঝাইয়া আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া যাওয়ায় গোপদার্থের সহিত অন্বিত হইতে পারে না। এইরূপ যদি সর্বত্র ব্যাপার ঘটে, তাহা হইলে পদের অর্থজ্ঞান অসম্ভব হইয়া যায়।[১]

অন্বিতাভিধানবাদী বলিতে পারেন যে অব্যভিচারিতা নিবন্ধন অর্থাৎ গবাদি পদ গোত্বাদি অর্থ বোধনে অব্যভিচারিতানিবন্ধন, পদ নিজ নিজ অর্থকেই স্মরণ করায়। পদান্তরে অর্থটি ব্যভিচারী বলিয়া পদান্তরের অর্থকে পদ বুঝায় না। সুতরাং পদও পদার্থের ব্যবস্থা সিদ্ধ নয়। উত্তরে বলা যায়, পূর্বে পূর্বে পদ হইতে যদি অন্বিত অর্থের বোধ হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই অন্বিত অর্থজ্ঞানের ভাবনা প্রবুদ্ধ হইয়া অন্বিত অর্থের স্মরণ করাইবে। সেই অন্বিত অর্থের প্রবোধ, ভাবনা বিশেষ, চিত্তের একাগ্রতা প্রভৃতি নানা কারণ হইতে সম্ভব হয়। সেইজন্য পদ হইতে অন্বিত অর্থের স্মরণে ব্যভিচার হয় না। সুতরাং পদ হইতে যেমন

---

১ ন চ পদজাতং প্রথমমর্থজাতং স্বরূপেণানভিদধদেব—যথা স্বমভিধেয়ানি সাহচর্যমাত্রাদর্থরূপাণি স্মারয়তি, অথৈতান্যন্বিতান্যভিধত্ত ইতি সাম্প্রতম্। যতঃ—

পূর্বানুভবয়ো র্নিত্যাৎ স্মৃতিস্তদনুসারিণী।
স চান্বিতে ন স্বরূপে ততোঽপেক্ষ্যানপেক্ষণম্॥

ন খলু পদং পদার্থমাত্রে কচিদপি দৃষ্টচরপ্রয়োগং যেন তন্মাত্রং স্মারয়েৎ, তন্মাত্রেণ ব্যবহারাযোগাৎ তৎ প্রযুক্তত্বাচ্চ তদুচ্চারণস্য, অপি ত্বন্বিতে স্বার্থে। তথাচ গামানয়েত্যত্রানয়নান্বিতস্বার্থো গো শব্দস্তেন সহোচ্চরিতো গাং পশ্যেত্যত্র তদন্বিতামেব গাং স্মারয়েন্ন তন্মাত্রম্। তথাচ তন্নিরাকাঙ্ক্ষো গৌর্ন পশ্যেত্যনেনান্বয়াৎ। এবং প্রাসাদং পশ্যেত্যত্র প্রাসাদান্বিতস্বার্থং 'পশ্য'পদং তন্নিরাকাঙ্ক্ষং ন গবা সম্বধ্যতে ইতি সর্বপদার্থপ্রত্যয়ো দত্তজলাঞ্জলিঃ প্রসজ্যেত।

তত্ত্ববিন্দু। পৃ, ৯৪-৯৬

স্বার্থের স্মরণ হয় সেইরূপ পদান্তরেরও স্মরণ হয়—ইহা বারণ করা যাইবে না, এইরূপ হইলে পদ হইতেই ব্যাক্যার্থজ্ঞানের প্রসক্তি হওয়ায়—পদ সমূহ হইতে বাক্যার্থজ্ঞানের উপপত্তি সম্ভব হয় না। অতএব ক্রিয়া, কারক প্রভৃতি পদার্থগুলি পদ হইতে স্বরূপতঃ অভিহিত হইয়া ক্রিয়া, কারক ব্যতিরেকে এবং কারক, ক্রিয়া ব্যতিরেকে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায় সেই পদ হইতে অভিহিত পদার্থগুলি আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা ও আসত্তি সহকারে অন্বয়রূপ বাক্যার্থজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়—ইহা বলিতে হইবে। সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদেরই সর্বত্র প্রসার প্রাপ্ত হয়।[১]

ইহার উত্তরেও অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন, পদ হইতে যে পদার্থ অভিহিত হয়, ইহা অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন। সেই অভিহিত পদার্থটি কিরূপ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে? তাহা প্রমা, সংশয়, বিপর্যয় এবং স্মৃতির মধ্যে কোনও জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়; তাহা প্রমাত্মক হইতে পারে না। যেহেতু অনধিগত অর্থের জ্ঞানই প্রমা। পদ হইতে যে পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা অনধিগত বিষয় হইতে পারে না। কারণ সম্বন্ধ জ্ঞান কালে পদার্থের জ্ঞান ছিল, সম্বন্ধ জ্ঞান ব্যতিরেকে পদ হইতে পদার্থের জ্ঞান সম্ভবও নহে। আর সম্বন্ধ জ্ঞান কালে যে পদার্থ জানা গিয়াছিল, তাহা দেশ, কাল, অবস্থা বিশেষে ভিন্ন হইয়া যায় না। কারণ পদের শক্তি যদি জাতিতেই হয় তাহা হইলে জাতি একরূপই থাকে। আর পদ হইতে পদার্থের জ্ঞান সংশয়াত্মক বা বিপর্যয়াত্মক হইতে পারে না। অতএব অবশিষ্ট পদার্থজ্ঞানটি স্মৃতিস্বরূপ বলিতে হইবে। সুতরাং সংস্কারের উদ্বোধের কারণ যে চিন্তা বিশেষ প্রভৃতি, তাহা হইতে পদার্থজ্ঞানের কোনও বিশেষ সিদ্ধ হয় না। অতএব ব্যবহার দেখিয়া পদের শক্তিজ্ঞান হইয়া থাকে। আর ব্যবহার ক্রিয়াকারকাদ্যন্বিত অর্থেই হইয়া থাকে। তাহার ফলে পদের শক্তিজ্ঞানও অন্বিত অর্থে সম্ভাবিত হওয়ায় পদ হইতে পদার্থের স্মৃতিও অন্বিতার্থ-বিষয়ক—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বলাও হইয়াছে—

পরোক্ষশ্চানুভূতশ্চ যস্তব স্মৃতিরিষ্যতে।
প্রমিতেঽনুপ্রযুক্তত্বাৎ স্মৃতে র্নাস্তি-প্রমাণতা॥
'পদমভ্যধিকাভাবাৎ স্মারকান্ন বিশিষ্যতে।' 'তত্ত্ববিন্দু'তে উদ্ধৃত।

---

১ তথাচ তেঽর্থাঃ ক্রিয়াদয়ঃ স্বসামর্থ্যেন স্বরূপমাত্রেণ পদৈরভিহিতা বিনা কারকাদিভিরপর্যবস্যন্তস্তদাকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্তি সহকারিণো বাক্যবাহ্যার্থ (কার্য) ধিয়মাদধতীতি যুক্তম্। তত্ত্ববিন্দু। পৃ, ৯৯

ইহার উত্তরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন, অন্বিতাভিধানবাদিদের মত সাহচর্য-বশতঃ স্মারিত কারকাদির সহিত সাহচর্যমাত্রের স্মারিত ক্রিয়া প্রভৃতির অন্বয় তাঁহারা বলেন না। কিন্তু শব্দের অভিধান বশতঃ স্মারিত অর্থই বাক্যার্থে অন্বিত হয়—ইহাই বলিয়া থাকেন। তাহার ফলে অন্বিতাভিধানবাদের মত অভিহিতান্বয়বাদের তুল্য দোষ হয় না। ইহার উত্তর অন্বিতাভিধানবাদী বলেন, যদি সাহচর্য মাত্রে স্মারিত অর্থ বাক্যার্থে অন্বিত না হয়, তাহা হইলে "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" ইত্যাদিস্থলে অনভিধেয় তীর প্রভৃতি অর্থ কীরূপে বাসে অন্বিত হয়? তাহা ছাড়া শব্দের অভিধান বশতঃ স্মারিত অর্থ সাহচর্য দ্বারা স্মারিত হইয়াই অর্থান্তরের সহিত অন্বিত হয়। অন্যথা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে না। যে হেতু যে অর্থটি শেষে অভিধান বশতঃ প্রতীত হয়। সেই অর্থ যদি আকাঙ্ক্ষাশূন্য হয় তাহা হইলে তাহা অন্বয়ের যোগ্য হয় না বলিয়া বাক্যের অর্থ তাহার সহিত অনন্বিত হইয়া যায়। সুতরাং সেই অর্থটিকে অনন্বিতরূপে স্মৃত হয়—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বলিতে হইবে যে আতিশয্যই সংস্কারের আতিশয্য উৎপাদন করে। সেই অতিশয়যুক্ত সংস্কারই প্রবুদ্ধ হইলে ঝটিতি পদার্থের স্মৃতি জন্মাইয়া দেয়; সুতরাং স্মৃতিতে সন্নিহিত স্বরূপতঃ পদার্থান্তরের আকাঙ্ক্ষা পদের দ্বারা অন্বিতরূপে অভিহিত হয়। আর ঐ অর্থের সহিত অর্থান্তরের আকাঙ্ক্ষা রাহিত্যও বলা যায় না। কারণ আকাঙ্ক্ষা হইতেই বোদ্ধার জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসা কখনও কখনও শব্দে অভিধানে অসমাপ্ত হইতে হইয়া থাকে। যেমন 'দ্বারম্' এই কথা বলিলে 'পিধেহি'র জিজ্ঞাসা হয়; কারণ সেই স্থলে 'দ্বারম্' শুনিয়া শ্রোতা অভিধানের পর্যবসানের জন্য যে পদার্থ স্মারিত হইয়া অন্বয়ের যোগ্য হইতে পারে সেইরূপ পদার্থকে জিজ্ঞাসা করে।

কোনও স্থলে আবার জিজ্ঞাসাটি অভিহিত অর্থের অসমাপ্তি হইতে হইয়া থাকে। যেমন "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদি স্থল। এই "বিশ্বজিতা যজেত" ইত্যাদি স্থলে বিষয়ের করণে অন্বিত কার্যের অভিধানের পর্যবসান হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা পর্যবসিত হইতেছে না। যেহেতু অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে কার্য অবস্থান করিতে পারে না। আর অনুষ্ঠান কর্তা ব্যতিরেকে হয় না। আবার অধিকারী ব্যতিরেকে কর্তা সিদ্ধ হয় না। আর যে নিয়োজ্য নয়, সে অধিকৃত হয় না। সেই জন্য এই "বিশ্বজিতা যজেত" স্থলেও অন্বয়যোগ্য নিয়োজ্য জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে।

যে সকল বর্ণ অনন্বিত নিজ নিজ অর্থস্মরণ ব্যাপারে পর্যবসিত হয় সেই সকল পদের অর্থ আকাঙ্ক্ষাদি সহকারে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে।

সুতরাং পদের সামর্থ্যের প্রয়োজন নাই—এই কথা ঠিক নয়। পদের দ্বারা অনভিহিত অথচ প্রমাণান্তরের বিষয়ীভূত অর্থসকল বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু হয়, ইহা দেখা যায় না। "দূর হইতে শ্বেতবর্ণ দেখিয়া হ্রেষাশব্দ শুনিয়া" ইত্যদিস্থলে পদ শ্রবণ ব্যতিরেকেই অন্বিতজ্ঞান উৎপন্ন হয়—ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ অন্বিতাভিধান মতে পূর্বেই বলা হইয়াছে ঐরূপ স্থলে অনুমান বা অর্থাপত্তি হইতে জ্ঞান হইয়া থাকে।

আরও কথা এই যে, বাক্যার্থ জ্ঞান পদার্থের সামর্থ্য জন্য স্বীকার করিলে ঐ বাক্যার্থজ্ঞানে শব্দের হেতুত্ব না থাকায় উহা অশব্দ হইয়া পড়ে। আর মন বহিরিন্দ্রিয়কে অপেক্ষা না করিয়া বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না বলিরা ছয়টি প্রমাণ ভিন্ন বাক্যার্থ জ্ঞানের যদি মন সহকারী সাপেক্ষ হয় তাহা হইলে বাক্যার্থবোধে করণ রূপে সপ্তম প্রমাণের আপত্তি হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হয় যে অনভিহিত অর্থ বাক্যার্থ জ্ঞানের হেতু হয় না। এই জন্য অভিহিতান্বয়বাদিকে বলিতে হইবে যে পদের দ্বারা অভিহিত অর্থই বাক্যার্থজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং অভিহিতান্বয় মতে পদার্থের বাক্যার্থজ্ঞানজনন সামর্থ্যরূপ একটি শক্তি আর পদের পদার্থনিষ্ঠ বাক্যার্থজ্ঞানজননসামর্থ্যের আধান সামর্থ্যরূপ আর একটি শক্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অন্বিতাভিধান মতে প্রথমেই পদের শক্তিজ্ঞানকালে অভিধায়ক পদ সকল বাক্যার্থ জ্ঞানোৎপাদনে পর্যবসিত তাৎপর্য বিশিষ্ট হইয়া আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিরূপ উপায়ের দ্বারা জ্ঞাত অর্থান্তরান্বিত স্বার্থাভিধান সামর্থ্যরূপ একটি শক্তি লাঘববশতঃ স্বীকৃত হয়। অতএব অর্থাভিধায়ক পদসকলই বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু হয়।[১]

অন্বিতাভিধানবাদের উক্ত আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, স্বাভাবিক যুক্তি অনুসারে বলবদ্ বাধক না থাকিলে, সহকারী থাকিলে কার্যের প্রতি যাহা প্রত্যাসন্ন, তাহাই কারণ হয়। কিন্তু বলবদ্ বাধক থাকিলে অন্যরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং পদ হইতে অর্থের স্মৃতি হইয়া থাকে। এইরূপ দেখা যায় যে কোনও প্রকার মনের বিক্ষেপাদি দোষ বশতঃ পদার্থাভিজ্ঞ ও পদাভিজ্ঞ ব্যক্তি পদ শুনিয়া বাক্যার্থ বুঝিতে পারে না। কিন্তু সহোচ্চারিত পদসমূহ হইতে পদার্থের স্মৃতি

---

১ অন্বিতাভিধানবাদিনস্তু প্রথমাবগতানাং পদানামভিধায়কানাং বাক্যার্থপ্রত্যয়োপজননপর্যবসিততাৎপর্যবৃত্তীনামেকমেবাকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসত্তিরূপোপাধ্যুপায় গৃহীতার্থান্তরান্বিত স্বার্থাভিধান সামর্থ্যমিতি লাঘবাৎ (বম্)। অতোঽর্থাভিধায়িনাং পদানামেব বাক্যার্থধী-হেতুর্ভাব ইতি চতুরস্রম্। তত্ত্ববিন্দু। পৃ ১১১

হইলে সেই ব্যক্তিরই বাক্যার্থজ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা ও আসত্তি সহকৃত উক্ত পদার্থের স্মৃতি সকলই বাক্যার্থজ্ঞানের প্রতি কারণ—ইহাই নিশ্চয় করা যায়।

আর যাঁহারা বলেন পদার্থের স্মৃতিসকল অর্থান্তরযুক্ত স্বার্থবিষয়ক হইয়া থাকে, কিন্তু কেবল নিজ অর্থকেই অন্য অর্থের দ্বারা যুক্ত করিয়া দেয় না, সেইরূপ হইলে অর্থাৎ পদার্থের স্মৃতি নিজের বিষয়ক অন্য অর্থের সহিত সম্মিলিত করিলে ভ্রমের আপত্তি হইয়া পড়ে। কেবলমাত্র প্রাসাদের স্মরণ করিয়া প্রাসাদের দেশ পাটলিপুত্রকে স্মরণ না করিয়া স্বরূপমাত্র স্মৃতি প্রাসাদকে মাহিষ্মতী দেশের সহিত যুক্ত করিয়া বিষয় করিতে পারে না। যদিও বা করে তাহা হইলে তাহা ভ্রমই হইবে।

এ মতও ঠিক নহে। যেহেতু যে সংস্কারের ফল স্মরণ, সেই সংস্কারের এইরূপ সামর্থ্য নাই যে অনুভূত ও অননুভূত অর্থান্তরের সংসর্গ বিষয়ক যথার্থ স্মরণকে উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু সহোচ্চারিত পদ সমূহ হইতে যে পদার্থের স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সেই স্মৃতি সকল আকাঙ্ক্ষাদিরূপ সহকারীর সম্মিলন বশতঃ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া যখন প্রমাণভাব প্রাপ্ত হয়, তখন অব্যবহিত পরেই প্রমাণান্তরের দ্বারা অজ্ঞাত পরস্পর স্বার্থসম্বন্ধকে প্রকাশ করিয়া দেয়। স্মৃতির যদি এইরূপ সামর্থ্য না থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারিত না।[১] কিন্তু দেশ, কাল ও অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বস্তুর স্বরূপ ভিন্ন হয় না।

এখানে অন্বিতাভিধানবাদী পুনরায় বলেন, প্রমাণান্তরের দ্বারা অনুভূত অর্থ বাক্যার্থজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। ইহা অন্বিতাভিধান মতে পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রমাণান্তরের দ্বারা অনুভূত অর্থের বাক্যার্থজ্ঞান জনন সামর্থ্য উপলব্ধ হইলে উহা সপ্তম প্রমাণই হইয়া পড়ে। অথবা শব্দ উহাতে অন্তর্ভুক্ত

---

১ যদপি মতম্—স্বার্থস্বরূপস্মৃতয়োঽপি হি বস্তুতস্তদর্থান্তরসঙ্গতার্থগোচরা ন স্বরূপগোচরমর্থান্তরেণ ঘটয়ন্তি, বিভ্রমপ্রসঙ্গাৎ। ন খলু প্রাসাদমাত্রস্য স্মরন্তোঽস্মরন্ত (শ্চ) তদ্দেশং পাটলিপুত্রং স্বরূপমাত্রস্মৃতয়ো মাহিষ্মত্যেনং ঘটয়িতুমীশতে ঈশানা বা ভবন্ত্যভ্রান্তাঃ। তদপ্যসাম্প্রতম্। মা নাম ভূদীদৃশং স্মরণফলস্য সংস্কারস্য সামর্থ্যং যৎ অনুভূতাননুভূতস্বরূপতদর্থান্তর সংসর্গবিষয়মাধত্তে স্মরণং সমীচীনমিতি। সম্ভবতি তু সমভিব্যাহৃত পদাবলীলব্ধজন্মনামর্থস্বরূপস্মৃতীনামাকাঙ্ক্ষাদিরূপসহকারি ভেদোপধানাহতদশান্তরোপাত্ত প্রমাণভাবানামনন্তরদৃশ্যমান মানান্তরানধিগতস্বার্থপরস্পরসম্বন্ধনির্ভাসপ্রকাশফলানাম্। অন্যথা প্রত্যভিজ্ঞানমপি নোপজায়েত। তত্ত্ববিন্দু। পৃ ১১৩-১১৬

হইয়া যায়। সেই সপ্তম প্রমাণকে প্রত্যক্ষাদির সহিত সমান বলিয়া ধরিতে হইবে উহাকে আগমের ভেদ বলা যায় না। যেমন লোকে ব্রাহ্মণ, যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রয়োগ করে না কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বশিষ্ঠ, যুধিষ্ঠির এইরূপ প্রয়োগ করে, সেইরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমান আগম ইত্যাদির সহিত পদার্থজ্ঞান বা জ্ঞায়মান পদার্থকে সমান মর্যাদা সম্পন্ন সপ্তম প্রমাণ বলিতে হইবে।

কিন্তু উহাকে আগমের বিভাগ বলা যাইবে না। অন্য ভেদের সহিত অন্য ভেদের বর্ণনা করা হয় না। যেমন পৃথিবী এবং রূপ, কেহ বলে না। সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদে সমস্ত প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া পদের দ্বারা অভিহিত অনুভব বা পদের দ্বারা জনিত স্মৃতির বিষয়ীভূত অর্থের ইহাই সামর্থ্য যে তাহারা বাক্যার্থের জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব অভিহিতান্বয় মতে পদাভিহিত অনুভব পক্ষে তিনটি শক্তি কল্পনা করিতে হয়। যেমন পদের অর্থাভিধান শক্তি একটি, অর্থের পরস্পর অন্বয় জনন শক্তি একটি আর সেই পদের অর্থনিষ্ঠ পরস্পর অন্বয়ে শক্তির আধান শক্তিরূপ আর একটি শক্তি। আর পদজনিত অর্থস্মৃতি বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ, এই পক্ষে দুইটি শক্তি কল্পনা করিতে হয়। পদের অর্থ স্মারকত্ব শক্তি আর পদার্থের পরস্পর অন্বয় জনন শক্তি। কিন্তু অন্বিতাভিধান পক্ষে পদের একটিই শক্তি স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং এই অন্বিতাভিধান বাদই যুক্তি যুক্ত।[১]

অন্বিতাভিধানবাদীর এই বক্তব্যের উত্তরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন, ঠিক কথাই যে, যে পক্ষে কল্পনার লাঘব হয়, সেই পক্ষই স্বীকার করা উচিত। কিন্তু কোন্ পক্ষে কল্পনার লাঘব হয়, তাহাই বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন অন্বিত স্বার্থবিষয়ক পদের একটি শক্তি কিন্তু বিশেষ বিষয়ক শক্তি নাই। এখন অন্বিতাভিধান মতে পদের অন্বয় মাত্র বিষয়ক শক্তি—ইহা বলা যায় না। যদি পদের অন্বয় সামান্য বিষয়ক শক্তি থাকে তাহা হইলে সমস্ত পদের অন্বয়মাত্র বিষয়ক শক্তি থাকায় সমস্ত শব্দ পর্যায় শব্দ হইয়া

১ তদয়ং সমস্ত মণিলক্ষণ প্রবৃত্ত মণিতুষস্যাপি পরিত্যাগে তেনৈব সহ স্বকৌশলমপি ত্যজেদিতি পদাভিহিতানুভবানাং বা পদাহিত স্মৃতিরূপাণাং বা অর্থরূপাণাময়মীদৃশঃ সামর্থ্যাতিশয়ঃ, যতোঽর্থধিয় উদয় ইত্যকামেনাপ্যভ্যুপেয়ম্। তথা চ তিস্রঃ শক্তয়ঃ কল্প্যেরন্, দ্বে বা। পদানাং হি তাবদর্থরূপাভিধানরূপা শক্তিঃ, তদর্থরূপাণামন্যোন্যান্বয়শক্তিঃ, তদাধানশক্তিশ্চাপরা পদানামেবেতি। স্মারকত্বপক্ষে তূক্তং শক্তিদ্বয়ম্। অন্বিতাভিধানে তু পদানামেকৈব শক্তিঃ। তৎকল্পনা লাঘবাৎ। এতদেব ন্যায্যমিতি। তত্ত্ববিন্দু। পৃ ১২১-১২৩

পড়ে। আর ইহাও তাঁহারা বলিতে পারেন না যে, পদ অন্বিত অর্থের বাচক কিন্তু অন্বয়ের বাচক নহে। যেমন জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির বাচক পদ জাতির বাচক নয় বলা অযৌক্তিক, সেইরূপ অন্বিত অর্থের বাচক অথচ অন্বয়ের বাচক নয় বলাও অযৌক্তিক। অন্বিতের জ্ঞান হইতে অন্বয়ের জ্ঞান হইয়া যায়। অন্বিত অর্থগুলি পরস্পর ভিন্ন বলিয়া পদের একার্থতার আপত্তি হয় না। ইহা অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বলিলেও পদ অন্বিতের বাচক কিন্তু অন্বয়ের বাচক নয়, এই মতে অযৌক্তিকতা দেখানো হইয়াছে।

আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, অন্বিত বলিতে কি তাঁহারা স্বরূপ মাত্র বুঝাইতেছেন অথবা অন্বয় যুক্ত বুঝাইতেছেন? যে পদ শক্তি জাতি মাত্র বিষয়ক, তাহা যেমন ব্যক্তিকে বুঝায় না, সেইরূপ পদ যদি অন্বিত স্বরূপমাত্রকে বুঝায়, তাহা হইলে আর অন্বয়কে বুঝাইতে পারিবে না।

যদি বলা যায়, অন্বয়ব্যতিরেকেও অন্বিতের স্বরূপ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না তাহা হইলে বক্তব্য এই যে লিঙ্গিব্যতিরেকে লিঙ্গ সিদ্ধ হয় না বলিয়া সেই লিঙ্গ কি লিঙ্গির নিরূপণের অধীন হইবে? তাহার ফলে অনুমানের উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। সুতরাং শব্দের সামর্থ্য অন্বিত বিষয়ক, ইহা স্বীকার করিলে অন্বিতাভিধানবাদিকে পদার্থের স্বরূপ এবং অন্বয়—এই উভয় শব্দের সামর্থ্য স্বীকার করিতে হইবে।

এখন যদি পদের সামর্থ্য পদার্থের স্বরূপ মাত্র বিষয়ক হইয়াও অন্বয়জ্ঞান জন্মাইত, তাহা হইলে অন্বয় বিষয়ে পদের সামর্থ্য না থাকায় লাঘব হইত। আর যদি পদের সামর্থ্য পদার্থমাত্র স্বরূপে উপক্ষীণ হইয়া বাক্যার্থ জ্ঞান জন্মাইতে না পারে, তাহা হইলে শব্দের অর্থ ও অন্বয়—উভয়বিষয়ে সামর্থ্য কল্পনা করিতে হইল। এখন কোনটি যুক্তিযুক্ত? অর্থাৎ পদ পদার্থমাত্র বুঝাইয়াই অন্বয়জ্ঞান জন্মাইতে পারে অথবা পদার্থমাত্র স্বরূপ সামর্থ্যের দ্বারা পদ বাক্যার্থজ্ঞান জন্মাইতে পারে না। ইহার কোনটি যুক্তিযুক্ত দেখা যাক।

লোকে দেখা যায় যে পদার্থের শক্তিজ্ঞান প্রমাণান্তরের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। কিন্তু কার্যের উৎপত্তির অন্যথা উপপত্তি হইতেই শক্তি জানা যায়। এই স্থলেও পদসমূহরূপ বাক্য হইতে যে অন্বয়জ্ঞান হয়, তাহা কিন্তু দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সহায়ক হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উক্ত অন্বয়জ্ঞানে পদের সামর্থ্য প্রমাণিত হয় না। বেদার্থাভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, যাহা অন্য প্রমাণের দ্বারা লাভ হয় না, তাহাই শব্দের অর্থ। অন্বয়জ্ঞান যদি অন্যপ্রকারে লব্ধ হয় তাহা হইলে সেই অন্বয় শব্দের অর্থ হইতে পারে না। এইজন্যই আখ্যাতের অর্থ ভাবনা দ্বারা

কর্তাদি আক্ষেপলভ্য হয় বলিয়া কর্তাপ্রভৃতিকে আখ্যাতের অর্থ স্বীকার করা হয় না। প্রকৃত স্থলেও অন্বিতার্থে তাৎপর্যবিশিষ্ট পদসকলের সহোচ্চারণের অন্যথা অনুপপত্তিবশতঃ লক্ষণার দ্বারা নিজ নিজ অভিধেয়ার্থ সমবেত অন্বিতাবস্থার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। পদ সকল সহোচ্চারিত না হইলে কেবল পদার্থমাত্র জ্ঞানে পদের পর্যবসান হয় না। লোকে কেবল পদার্থজ্ঞান বুঝাইবার জন্য পদ প্রয়োগ করে না। কিন্তু যাহা বুঝাইবার অভিপ্রেত, তাহা বুঝাইবার জন্য পদ উচ্চারণ করিয়া থাকে। সুতরাং পদসমূহের সহোচ্চারণ ব্যর্থ হইয়া যায় যদি পদগুলি অজ্ঞাত অর্থ না বুঝায়। সেই জন্যই পদ সমূহ উচ্চারণ করিলে লোকে তৎতৎ পদার্থের অজ্ঞাত অন্বয় লক্ষণার দ্বারাই বুঝিয়া থাকে। এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে—

"বিশিষ্টার্থপ্রযুক্তা হি সমভিব্যাহৃতির্জনে।"

এখানে আর একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে লৌকিক পদসমূহ চেতনাবান্ পুরুষ কর্তৃক নিবদ্ধ বলিয়া ঐ নিবন্ধকারের অভিপ্রায় অনুরোধে অনুপপত্তি বলে লক্ষণাদ্বারা অনধিগত অর্থে তাৎপর্য হউক? বৈদিকপদসমূহ পুরুষের কর্তৃক রচিত নয় বলিয়া তাহাতে কোনও অনুপপত্তি থাকিতে পারে না যাহার জন্য পদার্থের অন্বিতাবস্থা লক্ষিত হইতে পারে।

যদি বলা যায়, ভাষ্যকার যে বলিয়াছেন—

যে এব লৌকিকাঃ শব্দাস্তয়েব বৈদিকা অপি।

তবে তাহার উত্তরে বলা যায় "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই স্থলে গঙ্গা শব্দ লাক্ষণিক বলিয়া গঙ্গায় মৎস্য, এইখানে কোনও অনুপপত্তি না হওয়ায় লক্ষণা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অবুদ্ধিপূর্বক বৈদিক বাক্যেও কোনও অনুপপত্তি না থাকায় লক্ষণা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই।

যদি বলা যায় অন্বিতাভিধানবাদে বৈদিক পদ সমূহ হইতে কীরূপে অনধিগতার্থ বোধ হয়, তাহার উত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন, লোকে অর্থান্তরান্বিত স্বার্থবিষয়ে পদের সামর্থ্যজ্ঞান হওয়ায় বৈদিক পদও লৌকিক পদ হইতে অভিন্ন হওয়ায় বৈদিক পদেরও অর্থান্তরান্বিত স্বার্থবিষয়ে সামর্থ্য থাকে। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। লৌকিক পদ সমূহ মানুষের রচিত বলিয়া মানুষের অভিপ্রায় অনুসারীই হয়। অন্বিতার্থ তাৎপর্য তাহা বুঝাইতে পারে না। সুতরাং পদের অর্থান্তরান্বিত স্বার্থ কল্পনা অযুক্ত। অতএব পদ স্মারিতপদার্থ সকল আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি যুক্ত হইয়া অন্বয় বুঝাইয়া থাকে বলিয়া অন্বিতাভিধানের অবকাশই হয় না। "তত্ত্ববিন্দু"তে উক্ত হইয়াছে :

গামানয়েত্যাদিষু তে পদার্থৈঃ পদবোধিতৈঃ ॥
বিশিষ্ট বাক্যার্থধিয়ঃ সিদ্ধত্বাদন্বিতাভিধা।
কুতঃ সিধ্যেদতো যেহ মী পদার্থাঃ পদবোধিতাঃ ॥•
তৈরেব বাক্যার্থধিয়ং সিদ্ধত্বান্নান্বিতাভিদা ॥ [পৃ. ১৪৫-১৪৬]

যদি বলা যায় অন্বিত অর্থে পদের তাৎপর্য স্বীকার করায় পদ অন্বিতাভিধায়ীই হইয়া থাকে। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে,‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ” এই স্থলে গঙ্গাপদ যে তীরাভিধায়ক হয়, তাহা কি তীরে তাৎপর্যবশতঃ ? যদি বলা যায়, স্মারিত স্বার্থ প্রত্যাসত্তি বশতঃ গঙ্গা পদ হইতে তীরের জ্ঞান হয় বলিয়া সেখানে তাৎপর্য কারণ নহে, তাহার উত্তরে বলা হইবে অন্যত্রও এইরূপ তুল্যভাবে বলা যায়। সুতরাং পদের সামর্থ্যবিষয়ে তাৎপর্য কারণ নহে। পদের পদার্থমাত্র স্বরূপাভিধানে লাঘব হয়, অন্বিতাভিধানে গৌরব হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

আর তাছাড়া আকাঙ্ক্ষাদি সহকারির সহিত পদার্থের বিশিষ্টার্থ জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে সামর্থ্য কল্পনাও করিতে হয় না। কিন্তু অন্বিতাভিধান মতে অন্বিত অর্থে পদের সামর্থ্য কল্পনা করিতে হয়। পদার্থ হইতে বিশিষ্টার্থের উৎপত্তি অনুভবসিদ্ধ।

যদি বলা যায়, অভিহিতান্বয়মতে পদের সর্বত্র স্বার্থপরিত্যাগপূর্বক লক্ষণা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহার উত্তরে অভিহিতান্বয়ী বলেন, লক্ষণীয়ের অনুরোধেই সর্বত্র পরিত্যাগ ও গ্রহণ হইয়া থাকে। যেমন- “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” এই স্থলে গঙ্গাপদের দ্বারা ঘোষের বাসযোগ্য তীরে লক্ষণা স্বীকার করিয়া গঙ্গাপদের স্বার্থ পরিত্যাগ করা হয়। “দণ্ডিনো গচ্ছন্তি” এই স্থলে দণ্ডীও অদণ্ডী এই সমূহ লক্ষ্য হওয়ায় তাহার মধ্যে অবিশেষে দণ্ডিশব্দের অর্থগ্রহণ হইয়া থাকে। এইরূপ বেদে “সৃষ্টিরূপং দধাতি” এই স্থলে গণিকা লক্ষ্য হওয়ায় তদন্তর্গত সৃষ্টিরূপ অর্থেরও গ্রহণ হয়। এইরূপ বাক্যস্থলে অন্বিতাবস্থা লক্ষ্য হওয়ায় তাহার অন্তর্গত অন্বয়েরও পরিগ্রহ হইয়া থাকে। অন্বয়ের পরিগ্রহ না করিলে লক্ষ্যার্থ পরিত্যাগ প্রসঙ্গ হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে লক্ষণার লক্ষণই সম্ভব নয় বলিয়া লক্ষণা সিদ্ধ হয় না। কারণ লক্ষণা সেইখানে হইতে পারে যদি পদের অভিধেয় অর্থ অযোগ্যতা বশতঃ অনুপপন্ন হয়। তাহা হইলে বাক্যার্থের সম্বন্ধ থাকিলে সেই সম্বন্ধপ্রাপ্ত বুদ্ধির বিষয়ীভূত বাক্যার্থ সম্বন্ধের যোগ্য অর্থে লক্ষণা হইয়া থাকে। “ওদনং পচতি চৈত্রঃ পিঠরে” ইত্যাদিস্থলে চৈত্র, পিঠর প্রভৃতি অর্থগুলি বাক্যার্থের

সম্বন্ধের অযোগ্য নয় বলিয়া লক্ষণার লক্ষণ না থাকায় সেই স্থলে লক্ষণার লক্ষণ অযুক্ত হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে লক্ষণা নাই বলিয়া অন্য প্রমাণের দ্বারা লব্ধ অর্থ শব্দের অর্থ হউক! কিন্তু তাহা হয় না। "মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি "ইত্যাদি স্থলে অগ্নিহোত্র পদ অলাক্ষণিক বলিয়া মুখ্য হয় না।

যদি বলা হয়, "মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিস্থলে নিত্যাগ্নিহোত্রের সাদৃশ্য বশতঃ গৌণী বৃত্তির দ্বারা মাসাগ্নিহোত্রে অগ্নিহোত্রপদের প্রবৃত্তি হওয়ায় তাহাতে পদের অভিধান শক্তি কল্পনার আবশ্যকতা নাই। এই আপত্তির উত্তরে বলা হইবে, অন্যত্রও অভিধান সামর্থ্য ব্যতিরেকেও পদের অন্বিতাবস্থা জ্ঞান হইয়া যায় বলিয়া পদের অভিধানশক্তি অন্বিতার্থে স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? এইভাবে লক্ষণারও লক্ষণ অনুগত আছে। পদ সকল বিশিষ্টার্থ বুঝাইবার জন্য সহোচ্চারিত হইলে কেবল পদার্থমাত্রে তাহার তাৎপর্য থাকিলে পদ সকলের অনুপপত্তি হইয়া যায়। সেই অনুপপত্তিই লক্ষণার লক্ষণ। এই অনুপপত্তি হইতেই অন্বিতাবস্থা লক্ষিত হয়। পদের অভিধাশক্তির দ্বারা পদার্থের স্বরূপ মাত্র জ্ঞান হইলেও তাহার দ্বারা উপপত্তি হয় না। কিন্তু পদসকল ব্যাপারের দ্বারা পদার্থ বুঝাইয়া লক্ষণার দ্বারা বাক্যার্থকে বুঝায়। সুতরাং পদের অর্থের স্বরূপ বোধন সামর্থ্য হইতে অধিক অন্বিত অর্থে সামর্থ্য কল্পনা করা হয় না। অথবা পদের অভিধানশক্তি অন্বয়ও বুঝায় না। অর্থস্বরূপকে বুঝাইলেও তাহা হইতে অন্বয়ের জ্ঞান হইয়া যায়।[১]

যদি বলা যায়, প্রমাণ, সংশয় ও বিপর্যয়ভিন্ন পদের অভিধান শক্তি হইতে পদার্থের অন্য প্রকার বোধ স্বীকার করা হয় না, তাহা হইলে পদ হইতে পদার্থের স্মৃতি স্বীকার করিয়া উপপত্তি করা যায়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে শব্দের এই অভিধাব্যাপারটি কী? এই অভিধা ব্যাপারকে স্পন্দ বলা যায় না। কারণ স্পন্দটি মূর্তদ্রব্যের ধর্ম। বিভুদ্রব্য বা বিভুর গুণ শব্দে, মূর্তি না থাকায় স্পন্দ উহার ধর্ম হইতে পারে না।

যদি বলা যায় মূর্ত্তি কাহাকে বলে, তবে তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে অসর্বব্যাপী দ্রব্যের পরিমাণকে মূর্ত্তি বলে। আর স্পন্দ ভিন্ন প্রযত্ন প্রভৃতির

---

১ নো খল্বন্বিতেভ্যঃ পদার্থেভ্যোঽন্যোঽন্বিতাবস্থা বিশেষঃ। তথা চার্থস্বরূপবোধন-সামর্থ্যান্নাধিকং সামর্থ্যদ্বয়ং কল্পয়িষ্যতে। নাপ্যভিধানশক্তেরেবান্বয়বিষয়ত্বম্। অর্থস্বরূপ-মাত্রগোচরত্বেঽপি তৎপ্রতীত্যুপপত্তেঃ। তত্ত্ববিন্দু। পৃ ১৫৭-১৫৮

মতন অন্য কোনও অদৃশ্য পদার্থ শব্দের অভিধা ব্যাপার হইতে পারে না। কারণ এই বিষয়ে প্রমাণ নাই। আর শক্তিজ্ঞান থাকিলেই শব্দের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইতে অন্বয়জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া যায়। অতএব নিজের অর্থজ্ঞানের প্রতি নিজ বিষয়ক জ্ঞানই শব্দের অভিধা ব্যাপার। ভাষ্যকার শবর স্বামীও বলিয়াছেন—

"শাস্ত্রং শব্দবিজ্ঞানাদসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বিজ্ঞানমিতি।"

এই শব্দের নিজ বিষয়ক জ্ঞানকেই অর্থজ্ঞানের হেতু বলিয়া অভিধা বলা হইয়া থাকে।[১]

শব্দ এই অভিধা ব্যাপারের দ্বারা সাক্ষাৎ অর্থজ্ঞান উৎপাদন করে না। কিন্তু সংস্কারের উদ্বোধ করিয়া অর্থজ্ঞান উৎপাদন করে। সুতরাং অর্থবিষয়ক জ্ঞান নিজের পদবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধক্রমে পদের স্মরণ জন্মাইয়া থাকে বলিয়া সেই অর্থ বিষয়ক জ্ঞান শব্দের অভিধা বিষয়ক হয় না। কিন্তু শব্দ বিষয়ক জ্ঞানই অভিধা শব্দের বাচ্য। শব্দ বিষয়ক জ্ঞান যে অভিধাশব্দের বাচ্য, তদ্বিষয়ে সাধারণলোক ও শাস্ত্রকারগণ উভয়ের প্রয়োগ দেখা যায়।

যদি বলা যায়, গৌতমোক্ত প্রণিধান, নিবন্ধ, অভ্যাস, লিঙ্গ, লক্ষণ, সাদৃশ্য, পরিগ্রহ, আশ্রয়, আশ্রিত, সম্বন্ধ, আনন্তর্য্য, বিয়োগ, এককার্য, বিরোধ, অতিশয়, প্রাপ্তি, ব্যবধান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ভয়, অর্থিত্ব, ক্রিয়া, রাগ, ধর্ম এবং অধর্ম, এই সকলের মধ্যে শব্দের উল্লেখ না থাকায় শব্দ স্মারক হইতে পারে না। তবে তাহার উত্তরে বলা হইবে—না, সম্বন্ধের দ্বারা শব্দ অর্থের স্মারক হয়। স্মৃতি হেতুর মধ্যে সম্বন্ধের পাঠ উক্ত ন্যায় সূত্রে আছে। সুতরাং শব্দ সেই সম্বন্ধের দ্বারা অর্থের স্মারক হয়। শব্দের সহিত অর্থের বাচ্য বাচক ভাব সম্বন্ধ আছে। এই বাচ্য বাচক হইতেছে প্রত্যায্যপ্রত্যায়কত্ব। আর তাহা বিচার করিলে দেখা যায়, স্মার্য স্মারকত্ব।

প্রশ্ন হইতে পারে যে যেখানে সম্বন্ধের দ্বারা স্মরণ হয়, সেখানে স্মার্য ও স্মারকের মধ্যে অন্য সম্বন্ধ অর্থাৎ স্মার্য্য-স্মারক ভিন্ন অপর একটি সম্বন্ধ থাকে। যেমন শিষ্য, গুরুকে স্মরণ করে। এখানে গুরু স্মার্য, শিষ্য স্মারক। কিন্তু শিষ্য যে গুরুকে স্মরণ করে, তাহা স্মার্য স্মারক ভাববশতই করে, তাহা নহে। কিন্তু অধ্যাপক অধ্যাপনীয় ভাব সম্বন্ধে শিষ্য, গুরুকে স্মরণ করিয়া থাকে। সেইরূপ

---

১ তস্মাৎ স্বগোচরং বিজ্ঞানমেব শব্দানাং ব্যাপারঃ স্বার্থবোধে। যথাহ ভগবান্ ভাষ্যকারঃ—"শাস্ত্রং শব্দবিজ্ঞানাদসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বিজ্ঞানমি"তি। স এব স্বাভাবিক শক্তিশালিনঃ শব্দস্য স্বশক্ত্যা অর্থধীহেতুতয়া অভিধেতি গীয়তে। তত্ত্ববিন্দু। পৃ ১৫৭

শব্দ, অর্থের স্মারক হইলে শব্দ ও অর্থের স্মার্য-স্মারকভাব ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। অথচ স্মার্য স্মারক ভাবভিন্ন শব্দ ও অর্থের কোনও সম্বন্ধ নাই। অতএব শব্দ কীরূপে অর্থের স্মারক হইবে? অভিহিতান্বয় মতে শব্দ ও অর্থের অন্য সম্বন্ধ না থাকিলেও অন্বিতাভিধান মতে অভিধেয়ের সাহচর্যরূপ অতিরিক্ত সম্বন্ধ আছে। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করাই উচিত।

এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, অন্বিতাভিধান মতে অতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধ নাই। অভিধেয় সাহচর্যকে শব্দ ও অর্থের স্মার্য স্মারকভাব ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ বলা যায় না। কারণ অভিধেয় সাহচর্য স্মার্য স্মারক ভাবের অধীন। আর যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন, শব্দ ও অর্থের স্মার্য স্মারক ভাবাতিরিক্ত সম্বন্ধ না থাকিলেও বৃদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা অনুমিত শব্দের স্বাভাবিক অর্থবোধন শক্তি বশতঃ অর্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহার উত্তরে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে তাঁহাদেরও একই উত্তর। অর্থাৎ স্মার্যস্মারকভাবভিন্ন শব্দ ও অর্থের অতিরিক্ত সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বাভাবিক অর্থপ্রত্যায়ক শক্তির দ্বারা শব্দ অর্থ-জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। আর পদ স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা পদার্থেরই স্মারক হয়। এবং তদ্বিষয়ক পদে নিজ জ্ঞানই ব্যাপার। ঐ নিজ জ্ঞানকে যে অভিধা বলা হয়, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। অতএব শব্দের অভিধাতৃত্ব অন্বিত অর্থে হইতে পারে না। কিন্তু কল্পনার লাঘব বশতঃ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিরূপ সহকারি প্রযুক্ত সহোচ্চারিত পদের দ্বারা স্মারিত পদার্থের প্রত্যাসত্তি বশতঃ গম্যমান বাক্যার্থ লাক্ষণিকও হয় এবং উহা শাব্দবোধ বলিয়াও অভিহিত হয়।[১]

আরও কথা এই যে অন্বিতাভিধান মতে কল্পনার গৌরব হয়। যেহেতু অন্বিতাভিধানমতে পদের কেবল ইতরান্বিত অর্থ শক্তি বলিলে চলিবে না। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত, যোগ্যাত্মক বাক্যভূত পদের দ্বারা প্রতীত যে অর্থান্তর, তাহার দ্বারা অন্বিত স্বার্থকে পদ বুঝাইয়া থাকে। পদের অর্থবিষয়ে শক্তিকল্পনা উভয় মতেই সমান ভাবে আছে। আর অভিহিতান্বয় মতে পদার্থের যে অন্বিত প্রতিপাদকত্ব

---

১ তস্মাদভিধাতৃত্বমপি নান্বিতাভিধান ইতি কল্পনালাঘবাদাকাঙ্ক্ষাদিলক্ষণসহকারিপ্রত্যাসন্নৈশ্চ সমভিব্যাহৃতপদস্মারিতৈঃ পদার্থৈঃ প্রত্যাসত্ত্যা গম্যমানো বাক্যার্থো লাক্ষণিকঃ শাব্দশ্চেতি রমণীয়ম্। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তম্—'পদানি স্বং স্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি অথেদানীং পদার্থা অবগতাঃ সন্তো বাক্যার্থমবগময়ন্তি'। তত্ত্ববিন্দু। পৃ ১৬১

সামর্থ্য, তাহা কৢপ্ত। কেবল অন্বিত প্রতিপাদকত্বের নিয়মমাত্রই একবাক্যতা-বশতঃ কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং অভিহিতান্বয় মতে লাঘব। আর অন্বিতাভিধান মতে পদের যে অন্বিতবোধকত্ব, তাহা সিদ্ধ নাই কিন্তু কল্পনীয়। সুতরাং উহা দৃষ্টবিষয়ের অনুকূল নহে আর গৌরবও বটে।[১]

যদিও পদের বাক্যার্থজ্ঞান জনন সামর্থ্য এবং পদার্থের বাক্যার্থজ্ঞান জনন সামর্থ্য, উভয়ই অপূর্ব, ইহা কল্পনার বিষয় হয়, তাহা হইলেও পদার্থেরই সামর্থ্য কল্পনা করা উচিত। কেন উচিত, তাহা দেখানো হইতেছে। যে স্থলে একটি পদ ও একটি পদার্থ, সেই স্থলে অন্বিতাভিধান মতে দুইটি শক্তি কল্পনা করিতে হয়। একটি পদার্থে আর একটি ইতরান্বিত পদার্থে। আর অভিহিতান্বয় মতেও সেই স্থলে দুইটি শক্তি স্বীকার্য। একটি পদের শক্তি আর একটি পদার্থের শক্তি কিন্তু যেখানে একটি শব্দের অনেক অর্থ থাকে। যেমন অক্ষ শব্দের ইন্দ্রিয়, পাশা ও বহেড়া গাছ—এই তিনটি অর্থে শক্তি রহিয়াছে, সেই স্থলে অন্বিতাভি-ধান মতে প্রত্যেক অর্থে (পূর্বে উল্লিখিত) অক্ষশব্দের দুই দুইটি শক্তি কল্পনা করিতে হয় বলিয়া ছয়টি শক্তি কল্পনা করিতে হয়। অভিহিতান্বয় বাদেও উক্ত স্থলে ছয়টি শক্তি স্বীকার্য। প্রত্যেক অর্থভেদে এক একটি করিয়া পদের তিনটি শক্তি আর পদার্থের তিনটি শক্তি এইভাবে উভয়মতে তুল্যতাই আছে। কিন্তু যে স্থলে অনেকগুলি শব্দ একটি অর্থের বাচক হয়, যেমন জল, অম্বু, তোয় এই তিনটি শব্দের একই জলরূপ অর্থ রহিয়াছে, সেইস্থলে অন্বিতাভিধান মতে প্রত্যেক শব্দে দুইটি শক্তি কল্পনা করায় ছয়টি শক্তি কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু অভি-হিতান্বয় মতে তিনটি শব্দের তিনটি শক্তি এবং অর্থ একটি বলিয়া পদার্থের একটি শক্তি। এইভাবে উক্ত স্থলে চারিটি শক্তি স্বীকার করা হয়। সুতরাং অভি-হিতান্বয় মতে কিঞ্চিৎ কল্পনার লাঘব আছে। এইভাবে চারিটি শব্দ যদি একার্থ বাচক হয়, তাহা হইলে অন্বিতাভিধানবাদির আটটি শক্তি, অভিহিতান্বয়বাদির পাঁচটি। এইভাবে যত যত বেশী শব্দ একার্থবাধক হইবে, অভিহিতান্বয় মতে তত ততই লাঘব হইবে।[২]

---

১ পদানাং তাবদর্থস্বরূপে শক্তিকল্পনমুভয়োরপি পক্ষয়োরবিশিষ্টম্। অভিহিতান্বয়-পক্ষে পদার্থানামন্বিতপ্রতিপাদকত্বসামর্থ্যং কৢপ্তমেব। নিয়মমাত্রমেকবাক্যতয়া কল্পয়িতব্যম্। তচ্চ লঘীয়ঃ। পদানান্তু অত্যন্তাকৢপ্তমেব অন্বিতপ্রত্যায়কত্বং কল্প্যম্। তচ্চ গরীয়ঃ। দৃষ্টানুগুণ্যঞ্চ প্রাগেব সমর্থিতম্। ন্যায়রত্নমালা। পৃ ৯৬

২ তথা হি যত্র তাবদেকং পদমেকশ্চ পদার্থঃ তত্রান্বিতাভিধান পক্ষে পদস্য দ্বে শক্তী কল্প্যে, অভিহিতান্বয়পক্ষেঽপি পদস্যৈকা পদার্থস্য চৈকেতি দ্বে এবেতি তুল্যম্। যত্রাপ্যেকশব্দ-

আর শক্তি কল্পনা তুল্য স্বীকার করিলেও পদার্থজ্ঞানের অনন্তরই বাক্যার্থ-জ্ঞান হয় বলিয়া পদার্থকেই বাক্যার্থের নিমিত্ত স্বীকার করা উচিত, পদকে সাক্ষাৎ নহে। সুতরাং অভিহিতান্বয় বাদই প্রশস্ত। সূত্রকারও "অর্থস্য তন্নিমিত্তাৎ" বলিয়া বাক্যার্থজ্ঞান যে পদার্থ নিমিত্ত, তাহা দেখাইয়াছেন। ভাষ্যকারও বলিয়াছেন :

"অমূনি পদানি স্বং স্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি অথেদানীং পদার্থা অভিহিতাঃ সন্তঃ বাক্যার্থং বোধয়ন্তি।"

আরও কথা এই যে অন্বয়বত্তাই অন্বিতের স্বরূপ। সুতরাং অন্বিত অর্থ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইলে অন্বয়ও শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই অন্বয়েও শক্তি কল্পনীয়।

যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন, অন্বিত শব্দের দ্বারা পদার্থের স্বরূপ উপলক্ষিত হইয়া থাকে, সেই পদার্থের স্বরূপ অন্বয়কে না বুঝাইয়াও জ্ঞাত হইতে পারে। সুতরাং অন্বয়ে শক্তি স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে ঐরূপ হইলে আর শব্দের দ্বারা অন্বয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। পদের যেমন জাতি শক্তি ব্যক্তিতে না বুঝাইয়া জাতি বুঝাইলেও আক্ষেপাদি দ্বারা ব্যক্তির স্বরূপ লব্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ শব্দ অন্বয়কে না বুঝাইয়া পদার্থের স্বরূপকে বুঝায়। তাহা হইলে শব্দের দ্বারা অন্বয় প্রতীত হয় না।

যদি বলা যায়, কোনও স্থলে ব্যক্তিকে বাদ দিয়া যেমন জাতির জ্ঞান হয় না, সেইরূপ অন্বয়কে বাদ দিয়া কোথায়ও পদার্থের উপলব্ধি হয় না। অন্ততঃ অন্ত্যার্থের দ্বারা সমস্ত পদার্থ অন্বিত হইয়া থাকে। সেই অন্বয় পর্যবসিত না হওয়ায় অর্থাৎ অন্বিত অর্থের জ্ঞান হইলে অন্বয়ের তাহাতে পর্যবসান না হওয়ায়,

---

স্যানেকেঽর্থাঃ বাচ্যাঃ যথাক্ষশব্দস্য বিদেবনাদি এবং তত্রাপি অন্বিতাভিধায়িত্বং প্রত্যর্থং শব্দস্য শক্তিদ্বয়কল্পনাৎ ষট্ শক্তয়ঃ, অভিহিতান্বয়েঽপি শব্দস্য প্রত্যর্থমেকৈক শক্তিকল্পনাৎ, তিস্রঃ পদার্থানাঞ্চ ত্রয়াণাং তিস্রঃ ইতি ষড়েবেতি তুল্যমেব। যত্র তু বহবঃ শব্দা একস্যার্থস্য বাচকা যথা পাণি-কর-হস্তশব্দাস্তত্রান্বিতাভিধান পক্ষে প্রতি শব্দং শক্তিদ্বয় কল্পনাৎ ষট্ শক্তয়ঃ স্যুঃ অভিহিতান্বয় পক্ষে তু ত্রয়াণাং শব্দানামর্থস্য চৈকৈকশক্তি কল্পনাৎ চতস্র ইতি লাঘবম্। এবং চতুঃ পঞ্চষড়াদিষু শক্ত্যুপচয়ো দর্শয়িতব্যঃ। চতুর্ষু ত্রয়াধিক্যং পঞ্চসু চতুষ্কাধিক্যং ষট্সু পঞ্চকাধিক্যমিত্যূহনীয়ম্। শক্তিকল্পনাতুল্যত্বে অপি চানন্তর্যাৎ পদার্থানামেব বাক্যার্থনিমিত্তত্বং যুক্তং ন পদানামিত্যুক্তম্। তস্মাদভিহিতান্বয় এব জ্যায়ান্।

ন্যায়রত্নমালা। পৃ ৯৬-৯৭

সেই অপর্যবসান বশতই অন্বয়ের জ্ঞান হওয়ায়, উহা শব্দের অভিধেয় নহে। ইহার উত্তরে বলা যায়—ইহা ঠিক নহে। পদার্থ অন্বয় ব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় না বলিয়া অন্বিত অর্থের জ্ঞানে অন্বয়ের পর্যবসান না হইলেও অপর্যবসান বশতঃ অন্বয় সামান্যের জ্ঞান হইলেও শব্দব্যতিরেকে অন্বয় বিশেষ কিন্তু অভিহিত হয় না। সুতরাং অন্বয় বিশেষে পদের শক্তি কল্পনা অন্বিতাভিধানমতে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অন্বিতাভিধানমতে কল্পনা গৌরব অবশ্যম্ভাবী।

কেহ হয়তো বলিতে পারেন যে অন্বিতাভিধানবাদ যদি গৌরব দোষগ্রস্ত হইত, তাহা হইলে ভাষ্যকার কেন অন্বিতাভিধানবাদের কথা বলিলেন ? যেমন ভাষ্যকার বলিয়াছেন :

"প্রাতিপদিকাদুচ্চরন্তি দ্বিতীয়া বিভক্তিঃ। প্রাতিপাদিকার্থবিশেষ্যক ইত্যাহ, ইতি প্রত্যয়স্যান্বিতাভিধায়িত্বমুচ্যতে।"

১।১।২৫ জৈমিনি সূত্রভাষ্য।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে যদি সমস্ত শব্দ অন্বিতাভিধায়ী হইত, তাহা হইলে ভাষ্যকার বিশেষভাবে প্রত্যয়ের অন্বিতাভিধায়িত্ব কেন বলিলেন ? সুতরাং ভাষ্যকারের গ্রন্থ অনুসারে বলিতে হইবে যে প্রত্যয় অন্বিতাভিধায়ী আর অন্য শব্দ স্বরূপ মাত্রের অভিধায়ক। অথবা উক্তভায্যের দ্বারা প্রত্যয় অন্বিতাভিধায়ী—ইহা বুঝাইতেছে না, কিন্তু শক্তি জ্ঞান কালে প্রথমে প্রত্যয়ের অর্থটি প্রকৃত্যর্থের দ্বারা অনুরক্ত হইয়া জ্ঞাত হয়। এই জন্য অন্বয় ব্যতিরেক বশতঃ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নিজ নিজ অর্থকে বুঝায়, আর অনুরাগাংশে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সমভিব্যাহারই অন্য পদার্থের অনুরাগের কারণ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে অনুভব ও স্মরণাত্মক প্রত্যভিজ্ঞায় অনুভবাংশে ইন্দ্রিয় কারণ হয় আর স্মরণাংশে সংস্কার কারণ হয়। অথবা যেমন ঘটাভাব বিশিষ্ট পটজ্ঞানে পটাংশটি প্রত্যক্ষের বিষয় আর ঘটাভাবটি অনুপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকৃত্যর্থানুরক্ত প্রত্যয়ার্থ জ্ঞানে প্রত্যয়ার্থের জ্ঞানটি প্রত্যয় হইতে লব্ধ হয়। আর অনুরাগাংশটি প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সাহচর্য হইতে জ্ঞাত হয়। প্রত্যয় অনুরাগের অভিধায়ক নহে। যেমন কথিত হইয়াছে—

প্রকৃতিপ্রত্যয়ৌ ব্রূতঃ প্রত্যয়ার্থং সহেতি যৎ।
ভেদেনৈবাভিধানেঽপি প্রাধান্যেন তদুচ্যতে॥
পাকং হি পচিরেবাহ কর্তারং প্রত্যয়োঽপাকঃ।
পাকযুক্তঃ পুনঃ কর্তা বাচ্যো নৈকস্য কস্যচিৎ॥

'ন্যায়রত্নমালা'য় উদ্ধৃত।

এইভাবে বাক্যার্থ বোধ বিষয়ে অভিহিতান্বয়বাদই যে অন্বিতাভিধানবাদ (অন্বিতাভিধানবাদ বলিতে এখানে ইতরান্বিতাভিধানবাদ ও কার্যান্বিতাভিধানবাদ উভয়ই বুঝিতে হইবে) অপেক্ষা যুক্ততর, তাহা দেখান হইল। এখন সংক্ষেপে নৈয়ায়িকাভিমত অন্বিত প্রতিপত্তি হইতে অভিহিতান্বয়বাদ যে যুক্ততর, তাহা দেখাইতেছি।

প্রথমে জ্ঞাতব্য এই যে অনেক নৈয়ায়িকের এবং অপরাপর সুধীব্যক্তির এইরূপ একটি ভ্রান্তি আছে যে বাক্যার্থ বোধ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ অভিহিতান্বয়-বাদী। তাঁহাদের যুক্তি এই যে নৈয়ায়িকগণ যখন অন্বয়ে শক্তি স্বীকার করেন না এবং ইতরান্বিত অর্থে গৌরব বশতঃ পদের শক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, তখন অভি-হিতান্বয়বাদই নৈয়ায়িকের অভিমত। নৈয়ায়িকগণ প্রথমে পদ হইতে পদার্থে উপস্থিতি স্বীকার করেন। পরে আকাঙ্ক্ষা বশতঃ ঐ পদার্থসকলের অন্বয় বোধরূপ বাক্যার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় পদের দ্বারা অভিহিত অর্থের অন্বয়বোধ হওয়ায় এই মতকে অভিহিতান্বয় বলাই যুক্তি যুক্ত।

কাব্যপ্রকাশের টীকাকার বলিয়াছেন এই অভিহিতান্বয় মীমাংসকের একদেশী ও নৈয়ায়িকের অভিমত। 'সাহিত্যদপর্ণ'এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে "তাৎপর্যাখ্যাং বৃত্তিমাহুঃ—" ইত্যাদি কারিকার ব্যাখ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন—

"অতএব প্রাচীন নৈয়ায়িকাঃ অভিহিতান্বয়বাদিনঃ।" রাজেন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত "ভাষা পরিচ্ছেদ" বা "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে "অভিহিতান্বয়াখ্যাঞ্চ ভাট্ট নৈয়ায়িকে নয়ে" এই কথা বলিয়া অভিহিতান্বয়বাদকে নৈয়ায়িকাভিমত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয় বলিয়াই মনে হয়। এই বিষয় আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এখন পুনরায় দেখাইতেছি। "ন্যায়মঞ্জরী"কার পূর্বে অন্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয় মত বলিয়া পরে নিজ মত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :

মতদ্বয়মপীদন্তু নাস্মভ্যং রোচতেতরাম্।
কুতোঽন্বিতাভিধানং বা কুতো বাঽভিহিতান্বয়ঃ॥

ন্যায়মঞ্জরী। পৃ. ৩৭০

তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে নৈয়ায়িকমতে যদি শাব্দবোধবিষয়ে অন্বিতা-ভিধান ও অভিহিতান্বয় স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে তাঁহাদের মতে কী রীতিতে শাব্দবোধ হয়? এবং তাহার নামই বা কী? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে নৈয়ায়িক মতে অন্বয়ে পদের শক্তি নাই। এই জন্য অন্বয় পদের দ্বারা অভিহিত

হয় না। আবার বাক্যান্তর্গত পদগুলির মধ্যে এক একটি পদ অন্য পদের সহিত মিলিত না হইয়া প্রথমে এক একটি অর্থকে অভিহিত করে। এইরূপ অভিহিতান্বয়মতও স্বীকার করা হয় না। কিন্তু পদ সর্বত্র সম্মিলিত হইয়াই অন্বিত অর্থের বোধ জন্মাইয়া থাকে। অথচ পদের অন্বিত অর্থে শক্তি স্বীকৃত নয় বলিয়া অন্বিতাভিধানবাদও নৈয়ায়িকের অভিমত নহে। সুতরাং নৈয়ায়িক মতে পদের দুইটি শক্তি স্বীকার করা হয়। তাহারা হইল অভিধাত্রী শক্তি ও তাৎপর্যশক্তি। পদের অভিধাত্রী শক্তি স্বার্থকে বুঝায়, তবে সম্মিলিত ভাবে বুঝাইয়া থাকে বলিয়া উহা অভিহিতান্বয়বাদে পর্যবসিত হয় না। আর পদের তাৎপর্যশক্তি অন্বিত জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। অভিহিতান্বয়বাদির মত পদার্থ বাক্যার্থের বোধক হয় না।[১]

তবে শঙ্কা হইতে পারে "ন্যায়মঞ্জরী"কার যখন বলিয়াছেন সম্মিলিত পদই একই বাক্যার্থজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার মতে অন্বিতাভিধানই স্বীকৃত। ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, না, এই মত অন্বিতাভিধান নহে।[২]

যদি পদ সকল অন্বিত অর্থের অভিধান না করে, তাহা হইলে কি পদসকল বাক্যার্থ উৎপাদন করে? ইহাও বলা যায় না। কারণ পদ উৎপাদক নহে কিন্তু জ্ঞাপক। তাহা হইলে এই বাক্যার্থবোধ কী রীতিতে হয়। এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হইয়াছে যে পদ সমূহ অন্বিত অর্থ বুঝাইয়া থাকে কিন্তু অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হয় না। পদের অভিধাত্রী শক্তি অন্বিত বিষয়ক নহে। কিন্তু অভিধাত্রী শক্তি পদার্থমাত্র বিষয়ক। পদের তাৎপর্যশক্তি অন্বিত জ্ঞান পর্যন্ত ব্যাপার করিয়া থাকে। কারণ তাৎপর্য শক্তির কার্য হইতেছে নিরাকাঙ্ক্ষজ্ঞান উৎপাদন করা। কেবল পদার্থের জ্ঞান হইলে নিরাকাঙ্ক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তাৎপর্যশক্তি সেই নিরাকাঙ্ক্ষ জ্ঞান পর্যন্ত ব্যাপার সম্পাদন করে।[৩]

---

১ সমুদিতৈঃ পদৈরেকো বাক্যার্থঃ প্রত্যায্যতে। স চ গুণভূতেতরপদার্থসংসৃষ্টঃ কশ্চিৎ পদার্থ এব ইতি কিমত্র সঙ্কুলম্। ন্যায়মঞ্জরী। পৃ ৩৭১

২ ননু কিময়মন্বিতাভিধানপক্ষঃ পুনরুত্থাপয়িতুমিষ্টঃ, মৈবম্। নেদমন্বিতাভিধানম্। কথং তর্হি সংহত্যাকারিতা পদানাম্? উচ্যতে সংহত্যকারিতাপ্যস্তি। ন চ অন্বিতাভিধানম্। অন্বিতমর্থং পদানি সংহত্য সম্পাদয়ন্তি। ন ত্বন্বিতমভিদধতি। ন্যায়মঞ্জরী। পৃ ৩৭১

৩ নাভিধাত্রী শক্তিরন্বিতবিষয়া। কিন্তু অন্বিতব্যতিরেকাবগতনিকৃষ্টস্বার্থবিষয়ৈব। তাৎপর্যশক্তিস্তু তেষামন্বিতাবগমপর্যন্তা সহ ব্যাপারাদ্, ব্যাপারস্থ চ ত্বদীয়স্থ নিরাকাঙ্ক্ষ-প্রত্যয়োৎপাদনপর্যন্তত্বাৎ। ন্যায়মঞ্জরী। পৃ ৩৭১

প্রশ্ন হইতে পারে যে শব্দের নিরাকাঙ্ক্ষ জ্ঞানোৎপাদন পর্যন্ত যে ব্যাপার তাহা অভিধানাত্মক ব্যাপার। অভিধানাতিরিক্ত প্রত্যায়নরূপ আর কী ব্যাপার হইতে পারে? ইহার উত্তরে 'মঞ্জরী'-কার বলিয়াছেন, শব্দের অভিধান ব্যতিরিক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ জ্ঞানোৎপাদন পর্যন্ত প্রত্যায়নাত্মক ব্যাপার আছে। ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে।[১]

যদি বলা যায়, পদ সকল হইতে সংসর্গের প্রতীতি হয়, তাহা হইলে পদ সংসৃষ্ট অর্থের অভিধান করে। এই আপত্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে—না, এইরূপ নিয়ম নাই। সংসর্গের প্রতীতি হইলেই পদ হইতে সংসৃষ্ট অর্থের অভিধান হইবে। পদগুলি সম্মিলিত হইয়া কার্য করে বলিয়াই সংসর্গের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া যায়। কারণ সম্মিলিত হইয়া যাহারা কার্য করে, তাহাদের কার্য অসংসৃষ্ট হয় না। সুতরাং পদগুলি নিজ নিজ অর্থকে অভিহিত করে। আর পদ সমূহের সহোচ্চারণবশতঃ তাৎপর্যশক্তি হইতে সংসৃষ্ট অর্থের প্রতীতি হইয়া যায়। সুতরাং এই ন্যায়মত অন্বিতাভিধানও নয় বা অভিহিতান্বয়ও নয়। "ন্যায়মঞ্জরী"-কার বলিয়াছেন :

প্রকৃতি-প্রত্যয়ৌ যদ্‌বদপেক্ষেত পস্পরং।
পদং পদান্তরং তদ্ বদ্ বাক্যং বাক্যান্তরং তথা॥
নিরপেক্ষ প্রয়োগেঽয়ং শলাকা কল্পনা ভবেৎ।
তদন্বিতাভিধানে তু পদান্তরমনর্থকম্॥
সংহত্যকারি পক্ষে তু দোষো নৈকোঽপি যুজ্যতে।
তেনায়মুপগন্তব্যো মার্গো হি হতকণ্টকঃ॥
অভিধাত্রী মতা শক্তিঃ পদানাং স্বার্থ নিষ্ঠতা।
তেষাং তাৎপর্যশক্তিস্তু সংসর্গাবগমাবধিঃ॥
তেনান্বিতাভিধানং হি নাস্মাভিরিহ মৃশ্যতে।
অন্বিত প্রতিপত্তিস্তু বাঢ়মভ্যুপগম্যতে॥

ন্যায়মঞ্জরী। পৃ ৩৭২

মধুসূদন সরস্বতীও "অদ্বৈত সিদ্ধি" গ্রন্থে এই মতকে অন্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয় হইতে অতিরিক্ত বলিয়াছেন। যথা—

---

১ নন্বভিধানব্যতিরিক্তঃ কোঽন্যশব্দস্য কৃৎস্নফল পর্যন্ত প্রত্যায়নাত্মা ব্যাপারঃ। অস্তি কশ্চিৎ যঃ সর্বৈরেব সংসর্গবাদিভিরপ্রত্যাখ্যেয়ঃ। ন হি সংসর্গোঽভিধীয়তে প্রতীয়তে চ বাক্যাৎ।

ন্যায়মঞ্জরী। পৃ ৩৭২

তত্ত্বপ্রদীপিকাকৃদাদয়স্তু অভিহিতান্বয়পক্ষমেব উররী চক্রুঃ। সর্বথাপি সিদ্ধান্তানুকূলত্বাৎ ইতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্। তার্কিকমতস্য উভয়পক্ষবহির্ভাবাদিকঞ্চ বেদান্তকল্পলতায়াং ব্যুৎপাদিতমিত্যুপরম্যতে।

অদ্বৈত সিদ্ধি। ২য় পরিচ্ছেদ। পৃ, ৭০৪-৭০৫

টীকাকার গৌড় ব্রহ্মানন্দও ন্যায়মতকে অভিহিতান্বয়পক্ষ এবং অন্বিতাভিধানপক্ষ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া ইষ্টাপত্তি করিয়াছেন।[১]

বেদান্ত কল্পলতিকায় মধুসূদন সরস্বতী পদের শক্তি বিষয়ে তার্কিক মত হইতে মীমাংসক মতের হুবহু দেখাইয়াছেন। সুতরাং তার্কিক মত যে অভিহিতান্বয়বাদ নহে, ইহাই বুঝা যায়। যেমন—

'মুখ্যা সামান্যবিশিষ্টব্যক্তিবিষয়া অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতীশ্বরেচ্ছারূপা সঙ্কেত ইতি তার্কিকাঃ। সামান্যমাত্রবিষয়া স্বাভাবিক এবার্থ প্রতীতিজনন সামর্থ্য বিলক্ষণঃ সম্বন্ধ ইতি মীমাংসকাঃ। তত্র আদ্যো ন ক্ষোদক্ষমঃ। ঈশ্বরেচ্ছায়া একত্বেন সর্বশব্দানামেকশক্তিপ্রসঙ্গাৎ'। ইত্যাদি।

বেদান্ত কল্পলতিকা। পৃ ৩৪

এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে শাব্দবোধবিষয়ে অভিহিতান্বয় পক্ষ স্বীকার না করিয়া ন্যায়মতোক্ত অন্বিত প্রতিপত্তি স্বীকার করিতে বাধা কি? আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে এই অন্বিত প্রতিপত্তি নির্দোষ নহে এবং ইহাতে গৌরবও আছে। প্রথমে নৈয়ায়িকগণ পদের শক্তিকে ইচ্ছা স্বরূপ বলিয়াছেন। ঐ ইচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছাই হউক অথবা ইচ্ছা মাত্রই হউক, উভয় পক্ষই অসঙ্গত। কারণ ইচ্ছা অন্তঃকরণের ধর্ম। ন্যায় মতানুসারে ইহা আত্মার গুণ, শব্দনিষ্ঠ নহে। উহা কী করিয়া শব্দের শক্তি হইবে? বিষয়তা সম্বন্ধে ইচ্ছা শব্দনিষ্ঠ বলিলে শক্তিটি পদের স্বাভাবিক শক্তি হয় না। কিন্তু ঔপচারিক হইয়া পড়ে। তাছাড়া শক্তি হইতে অতিরিক্ত বিষয়তা স্বীকৃত নহে। আর ঈশ্বরেচ্ছাবিষয়ত্বকে শক্তত্ব

---

১ ননু উক্ত রীত্যাভিহিতান্বয়ান্বিতাভিধানপক্ষয়ো র্ব্যুৎপাদনং ন যুক্তম্। তার্কিকাদিমতস্য তদপ্রবেশাপত্তেঃ। তথাহি নাদ্যপক্ষে তৎ প্রবেশঃ। তার্কিকাদিমতে পদানামনুভবপ্রযোজকশক্তিস্বীকারেণ তস্যা এব মূলসম্বন্ধত্বসম্ভবেনার্থস্মারকত্বসম্ভবাৎ, নাপ্যন্ত্য স্তার্কিকাদেরভিধানপক্ষস্য দূষণাৎ। উক্তং হি মণিকারাদিভি র্যদ্যপি পদজন্যোঽনুভবঃ অন্বিতার্থবিষয়কঃ তথাপি অন্বিত স্বার্থশাব্দধীত্বেন পদজন্যতা। কিন্তু, স্বার্থশাব্দত্বেন নান্বিতাভিধানং যুক্তমিতি। তত্রাহ তার্কিকেতি। তথাচ উক্তাপত্তিরিষ্টৈতি ভাবঃ।

অদ্বৈত সিদ্ধি। গৌড়ব্রহ্মানন্দী। পৃ ৭০৪-৭০৫

বলিলে লাক্ষণিক শব্দও ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় বলিয়া শক্ত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে লক্ষণার উচ্ছেদ হইয়া যায়।[১]

দ্বিতীয়তঃ বক্তব্য এই যে পদের শক্তি স্বার্থমাত্রেই আর সেই শক্তিই যদি অভিধাত্রী শক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে পদ হইতে পদার্থ অভিহিত হইল। অথচ অভিহিতের অন্বয় তাঁহারা স্বীকার করেন না। ইহাতে কল্পনার গৌরব হয়। যে হেতু পদের অভিধাত্রী শাক্ত স্বার্থমাত্রকে অভিহিত করিল। তাৎপর্য শক্তি অন্বিত অর্থ বা অন্বয়কে বুঝাইল। এই ভাবে শাব্দবোধের প্রতি অতিরিক্ত তাৎপর্যশক্তির কল্পনা করিতে হয়। আর সেই তাৎপর্যশক্তি পদের শক্তি বলিয়া পদের দুইবার ব্যাপার স্বীকার করিতে হয়। প্রথমে অভিধাত্রী শক্তির দ্বারা পদার্থের অভিধান, তার পর তাৎপর্য শক্তির দ্বারা অন্বিতের প্রতীতি। কিন্তু "শব্দবুদ্ধিকর্মণাং বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ"—এই নিয়ম অনুসারে শব্দের দুইবার ব্যাপার বিরুদ্ধই। তাছাড়া, তাৎপর্য বিরোধী জ্ঞানকে শাব্দ বোধের প্রতিবন্ধক বলিলে তাৎপর্যের বিরোধী জ্ঞান থাকিলে শাব্দবোধ হয় না। এইভাবে উপপত্তি হইয়া যাওয়ায় তাৎপর্যজ্ঞানকে পৃথক্ ভাবে শাব্দবোধের প্রতি কারণ স্বীকার করা গৌরব দোষ যুক্ত। আর পদের তাৎপর্য শক্তি স্বীকার করা আরও গৌরব দোষযুক্ত। সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদ প্রশস্ত ও যুক্তিযুক্ত। এই মতে শক্তি, পদ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ। সুতরাং উহা কল্পিত নহে। আর পদ ঐ শক্তির সাহায্যে স্বার্থকে অভিধান করে। সেই অভিহিতপদার্থের লক্ষণা দ্বারা আকাঙ্ক্ষাদি সহকারে বাক্যার্থ বুঝাইয়া থাকে। অথবা পদার্থের জ্ঞানই আকাঙ্ক্ষাদি সহকারে অন্বয় বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং এই মতে আর পদের দুইটি শক্তি স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। এবং পদার্থ হইতে বাক্যার্থ বোধ হইলেও ব্যাক্যার্থবোধ পদজন্য না হইলে পদ-প্রযোজ্য হওয়ায় উহাকে শাব্দ বোধ বলার কোনও অনুপপত্তি থাকে না। অন্বিত প্রতিপত্তিতে অভিহিতান্বয়বাদের খানিকটা সাদৃশ্য এবং অন্বিতাভিধানের খানিকটা সাদৃশ্য রাখিয়া এইরূপ একটা উভয় মতের সাঙ্কর্য বিশিষ্ট অভিনব মত প্রামাণিকগণের উপহাসাস্পদই বটে। "বেদান্তকল্পলতিকা"কারও বলিয়াছেন:

---

১ ইচ্ছায়াঃ শব্দনিষ্ঠত্বাভাবাচ্চ বিষয়তা সম্বন্ধাভ্যুপগমে চ ঔপচারিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। অতিরিক্তবিষয়তামভ্যুপগমাচ্চ। লাক্ষণিকশব্দস্যাপীশ্বরেচ্ছাবিষয়ত্বেন শক্তত্বসম্ভবেন লক্ষণোচ্ছেদ-প্রসঙ্গাচ্চ। ঈশ্বরেচ্ছায়াঃ সাধারণকারণত্বেন তত্র সত্ত্বনিয়মাৎ।

বেদান্ত কল্পলতিকা। পৃ ৩৪-৩৫

"অভিহিতান্বয়বাদে তু পদশক্ত্যা পদার্থোপস্থিত্যৈব অন্বয়াযোগ্যতায়াং পদার্থে নৈব স্বসম্বন্ধী পদার্থো বাক্যার্থান্বয় যোগ্য উপস্থাপ্যতে। তত্র পদার্থনিষ্ঠৈব লক্ষণা ন তু পদনিষ্ঠা। বাক্যার্থোঽপি পদার্থৈরেব লক্ষ্যতে ন তু পদৈরিতি ন লাক্ষণিকানাং শক্তত্বপ্রসঙ্গঃ।"

বেদান্ত কল্পলতিকা। পৃ ৩৬

এইভাবে অন্বিতাভিধানবাদ এবং অন্বিতপ্রতিপত্তি হইতে অভিহিতান্বয়-বাদের যুক্ততরত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত করিতে পারি—পদ সকল নিজ নিজ পদার্থসকলকে বুঝাইয়া নিবৃত্তব্যাপার হইয়া থাকে এবং এই পদার্থসকল আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি বশতঃ পরস্পরের সহিত অন্বয়রূপ বাক্যার্থকে বুঝাইয়া থাকে।

———